

শ্রী শ্রী উদারমৌলি চন্দ্র:



২৬শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৮০ { ১ম সংখ্যা



শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে সেবিত
শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক - ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্যালয় - শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ୍ରীগৌড়ীয় বেদାନ୍ତ সমিতির মুখপତ୍ର

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিশ্ট ঙ্গ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—পরিব্রাজকাচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত পর্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

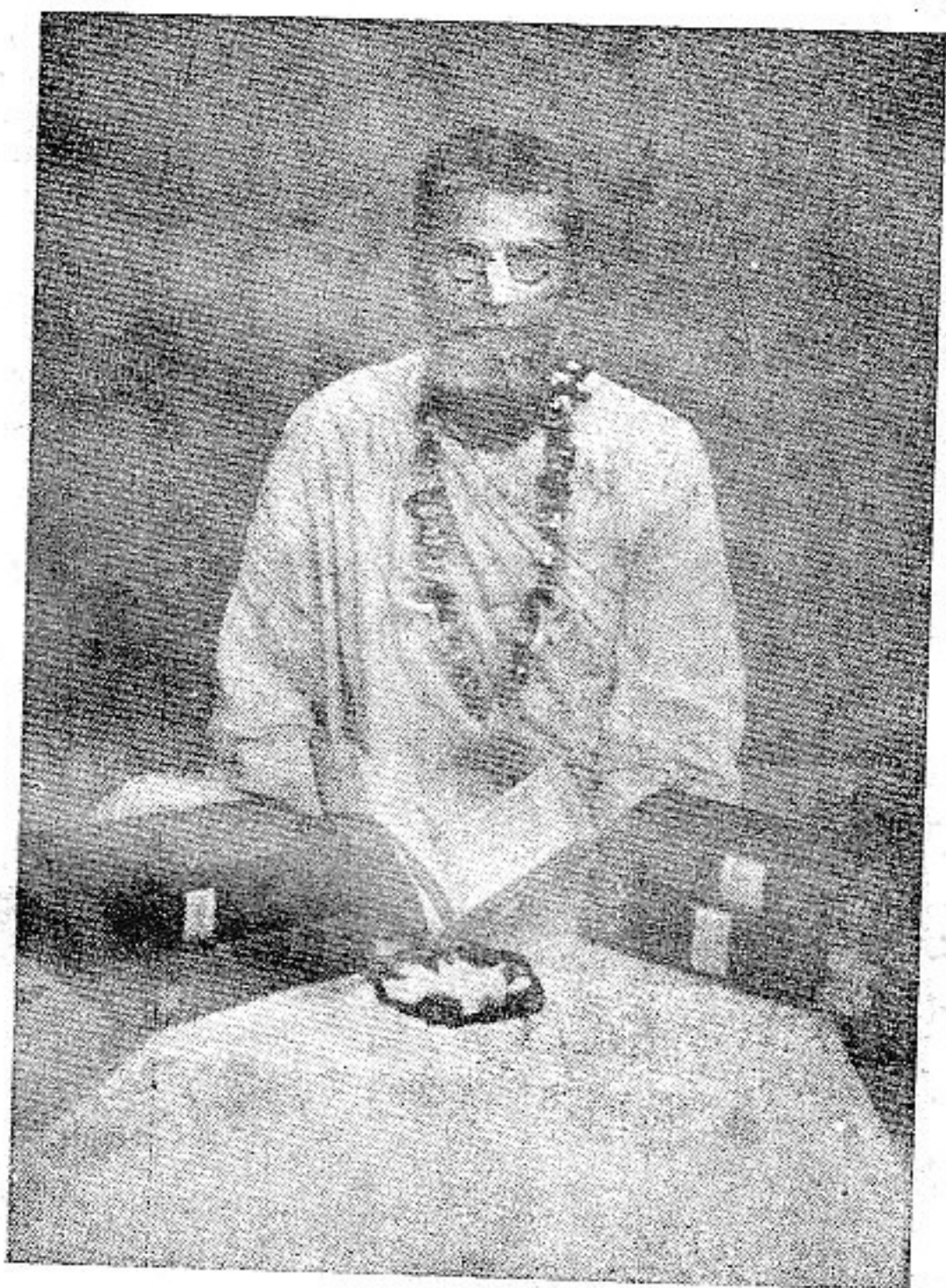
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রী ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক

শ্রী গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

শ্রী রূপানুগাচার্য্যবর্য্য চিহ্নিলাস পরমহংসকুলচূড়ামণি
নিত্যালীলা প্রবিষ্টে ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ



নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।

শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥

অতিবর্ত্তাচরিত্রায় স্বাশ্রিতানাক পালিনে ।

জীবদুঃখে সদার্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেমদায়িনে ॥

শ্রী দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (বদৌয়া) ।

শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়ত:

শ্রী গোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রী গোড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

ষড়্বিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগোরাঙ্গ ৪৮৮ বিষ্ণু হইতে গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৮০ ফাল্গুন হইতে ১৩৮১ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭৪ মার্চ হইতে ১৯৭৫ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা—

পরমহংসস্বামী শ্রী শ্রীমন্তুক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—

শ্রীনবযোগেন্দ্র অক্ষচান্দী, ভক্তি-বান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

॥*॥ বার্ষিক ভিক্ষা—৭.০০ টাকা ॥*॥

ষড়্বিংশ-বর্ষ ত্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অদ্ভুত দুই ভিক্ষারী	২।৫৭
২। আনন্দপাড়ায় শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিবাহ-মহোৎসব	৩।১০৩
৩। ইন্দ্রদ্যুম্ন-দেবগণকৃত শ্রীশ্রীজগন্নাথ স্তুতি:—শ্রী	১।১
৪। ইন্দ্রকুতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্—শ্রী	১১।৩৫৫
৫। ঈশোপনিষৎ (উপনিষৎ-সার)	৩।১০০
৬। উত্তমা ভক্তি	৮।২৫৪
৭। উদ্দীপন-বিভাব (সন্দর্ভ-সার)	১০।৩৩৮
৮। উপনিষৎ-সার—	
[ঈশো ৩।১০০ ; কেন ৪।১৩২ ; কঠো ৫।১৬৩, ৬।১৯৭ ; প্রশ্নো ৭।২৩৪, ৮।২৭৮ ; মুণ্ডক ৯।৩০৪, ১০।৩৪৩ ; মাণ্ডুক্য ১১।৩৬৯, ঐতরেয় ১১।৩৭০, তৈত্তিরীয় ১২।৪০২, শেত ১২।৪০৩	
৯। একটি পত্র (শ্রীভক্তিবাদান্ত নারায়ণ)	৪।১২৭
১০। ঐতরেয়োপনিষৎ (উপনিষৎ-সার)	১০।৩৭০
১১। কঠোপনিষৎ (উপনিষৎ-সার)	৫।১৬৩, ৬।১৯৭
১২। কৃষ্ণ-গৌর-প্রসঙ্গে গুরু-শারী-দ্বন্দ্ব ৪।১৩৭, ৬।২০৬, ৭।২৩৮, ৮।২৭৬	
১৩। কৃষ্ণনামাষ্টকম্—শ্রী	৬।২৭৯
১৪। কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব—শ্রীশ্রী	৮।২৮৩
১৫। কৃষ্ণ-প্রীতিই জীবের সাধা	৯।২৯৫, ১০।৩৩৩
১৬। কৃষ্ণপ্রতি শ্রীউদ্ধব-প্রার্থনাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৩।৭৭
১৭। কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে সাদর আহ্বান—শ্রীশ্রী	৬।২১৩
১৮। কেদারবন্দী-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী	২।৭৫
১৯। গুরু-আবির্ভাব-তিথিবাসরে—শ্রী	২।৬৮
২০। গুরু-বন্দনা—শ্রী	৯।৩০৩
২১। গুরু-মহিমা—শ্রীশ্রী	১০।৩৪৬

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
২২। গোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্—শ্রী [শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৫।১৪৫
২৩। গোড়ীয়ের ষড়্‌বিংশ-বর্ষ	১।৩৩
২৪। গৌর ও শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার বৈশিষ্ট্য—শ্রী	৯।২৯০
২৫। গৌর-নারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীলাশক্তি—শ্রী	১১।৩৫৯
২৬। চাতুর্মাস্য (শ্রীল প্রভুপাদ)	৬।১৮৩
২৭। চাতুর্মাস্য-ব্রত (সম্পাদকের সংগৃহীত)	৫।১৫৭
২৮। চেদিরাজ উপরিচর বসু	৪।১৩৪
২৯। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৩।১১১
৩০। জগদগুরু সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব	৫।১৭৪
৩১। ঝুলনযাত্রা-মহামহোৎসব (সাময়িকী)	৭।২৪৮
৩২। তুলসী-মাহাত্ম্য—শ্রী (কবিতা)	১।১৮
৩৩। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস (সাময়িকী)	৩।১১০
৩৪। তৈত্তিরী (উপনিষৎ-সার)	১২।৪০২
৩৫। দামোদরাস্তকম্—শ্রীশ্রী	৯।২৮৭
৩৬। দামোদরাস্তক—শ্রীশ্রী (বঙ্গানুবাদ)	১১।৩৮৩
৩৭। দেহারামতা	৭।২৪২
৩৮। ধর্ম্মানুকূলা	৬।২০৯
৩৯। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী	৩।১০৫
৪০। নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব—শ্রীল	১২।৪১৫
৪১। নাম-কীর্ত্তন—শ্রী	১০।৩২৭
৪২। নিত্যশান্তি-লাভের উপায়	৫।১৬৯, ৬।২০১
৪৩। নিরাকার ব্রহ্মবাদ—ভক্তিবিরোধী	৫।১৭২
৪৪। পত্রাবলী—শ্রীমন্তুভিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ [শিষ্য-বাৎসলোর নিদর্শন ১।৫, ৩।৭৯ যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন ছাড় ১।৪২]	
৪৫। পত্রোত্তর (শ্রীভক্তিবাদান্ত দামোদর)	১১।৩৭১
৪৬। পত্রোত্তর (শ্রীভক্তিবাদান্ত নারায়ণ)	৮।২৭৪

প্রবন্ধের নাম

সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

৪৭।	পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় দিবসের অভিভাষণ	১।৬, ২।৪৪, ৩।৮০
৪৮।	পুরাণোক্ত ভবিষ্য ভারত ও বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণ	৩।৯৬
৪৯।	পুরুষোত্তম-মাসকৃত্য—শ্রী	৬।১৮৮
৫০।	পুরুষোত্তম-মাসমাহাত্ম্য	৭।২২৪
৫১।	পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ	৫।১৪৯
৫২।	প্রণামপ্রণয়াথ্য: স্তব:— [শ্রীল-রূপ-গোস্বামিপাদ-বিরচিত:]	৪।১১৩
৫৩।	প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জন	১১।৩৬২
৫৪।	প্রপঞ্চে জীবের অবস্থিতি ও বহিরঙ্গ শক্তির ক্রিয়া	৪।১১৭
৫৫।	প্রভু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান (কবিতা)	১২।৪১৩
৫৬।	প্রশ্লোপনিষৎ (উপনিষৎ-সার)	৭।২৩৪, ৮।২৭৮
৫৭।	প্রশ্লোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত [প্রেম ১।১০, ২।৪৯, ৩।৮৪ ; সমাধি ৪।১২৩ ; স্বরূপসিদ্ধি-বস্তুসিদ্ধি ৫।১৫৩, বিশ্বমঙ্গল ৮।২৬৭ ।]	
৫৮।	প্রার্থনা—শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিতা	২।৪১
৫৯।	প্রেম	১।১৩
৬০।	ফাল্গুনী-পূর্ণিমা—শ্রী	১।২৩
৬১।	বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি	১২।৪১৬
৬২।	বাংলা-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব	৪।১৪২
৬৩।	বিরহ-মহোৎসব (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৮।২৮৫
৬৪।	বিরহ-বাসর-স্মরণে	৯।৩০৭
৬৫।	বিরহ-মহামহোৎসব (সাময়িকী)	৯।৩১৯
৬৬।	বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—শ্রী	১০।৩৪৭
৬৭।	বিশ্বমঙ্গল (প্রশ্লোত্তর)	৮।২৬৭
৬৮।	বিশ্বে গোলোকদর্শনাদি-প্রসঙ্গ	৮।২৬০
৬৯।	বেদান্ত দর্শন	১২।৩৯৪
৭০।	বৈষ্ণবগণ কি হিন্দু ?	২।৬৩, ৩।৯২
৭১।	বাসপূজার আহ্বান—শ্রী শ্রী	১০।৩৫৪


প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৭২। ব্রজের বেতার (কবিতা)	৩।৯৯
৭৩। ব্রহ্মচারী ও আগন্তুক-সংলাপ	১।২৭
৭৪। ব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ—শ্রী	২।৭৩
৭৫। ব্রজমণ্ডল-দ্বারকা-পরিভ্রমণ-প্রসঙ্গ—শ্রীশ্রী	৯।৩১৫, ১০।৩৫১, ১১।৩৭৯, ১২।৪১১
৭৬। ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীমদ্বক্তাপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-বাসরে	২।৬৭, ২।৭১
৭৭। ভগবচ্চরণামৃত—শ্রী	৮।২৮২
৭৮। মুণ্ডকোপনিষৎ (উপনিষৎ-সার)	৯।৩০৪
৭৯। মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য	৭।২৪০
৮০। রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী	৫।১৭৫
৮১। রঘুনাথ গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষের স্বধামে প্রয়াণ—শ্রী	৯।৩২২
৮২। রাজর্ষি জনক	১।৩১, ২।৬১
৮৩। রুদ্রকৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ—শ্রী	১০।৩২৩
৮৪। শিষ্যরত্ন কুরেশ	১২।৪০৫
৮৫। শ্রীকৃষ্ণ-প্ৰীতিই জীবের সাধা	২।২৯৫, ১০।৩৩৩
৮৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রতি শ্রীউদ্ধব-প্রার্থনামৃৎকম্	৩।৭৭
৮৭। শ্রীকৃষ্ণনামামৃৎকম্ (শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্)	৬।১৭৯
৮৮। শ্রীইন্দ্রহুম-দেবগণকৃত শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্তুতিঃ	১।১
৮৯। শ্রীকেদারবন্দী-পরিভ্রমণ আত্মান	২।৭৫
৯০। শ্রীগুরু-আবির্ভাব-তিথি-বাসরে	২।৬৮
৯১। শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্	৫।১৪৫
৯২। শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার বৈশিষ্ট্য	৯।২৯০
৯৩। শ্রীগুরু-বন্দনা (কবিতা)	৯।৩০৩
৯৪। শ্রীইন্দ্রকৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্	১১।৩৫৫
৯৫। শ্রীগৌর-নারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীলাগতি	১১।৩৫৯, ১২।৩৯০
৯৬। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিভ্রমণ ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব	১১।৩৮৫
৯৭। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিভ্রমণ ও শ্রীশ্রীগৌর- জন্মোৎসব (সাময়িকী)	৩।১০৫

ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ	ସଂଖ୍ୟା ଓ ପତ୍ରାଙ୍କ
୯୮ । ଶ୍ରୀମହାମାୟା-କୃତା-ଶ୍ରୀନାରାୟଣ-ସ୍ତୁତି:	୧୨/୩୧୮
୯୯ । ଶ୍ରୀଫାଲ୍ଗୁନୀ-ପୂର୍ଣ୍ଣିମା	୧/୨୭
୧୦୦ । ଶ୍ରୀତୁଳସୀ-ମାହାତ୍ମା (କବିତା)	୧/୧୮
୧୦୧ । ଶ୍ରୀନାମ-କୀର୍ତ୍ତନ	୧୦/୩୨୭
୧୦୨ । ଶ୍ରୀଭଗବତ୍ପରାୟଣ	୮/୨୮୨
୧୦୩ । ଶ୍ରୀକୃତ-କୃତଂ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣସ୍ତୁତି	୧୦/୩୨୩
୧୦୪ । ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ	୧୦/୩୪୭
୧୦୫ । ଶ୍ରୀଧାମନ ଗୋସ୍ୱାମୀ (କବିତା)	୧୧/୩୭୭
୧୦୬ । ଶ୍ରୀରଥଯାତ୍ରା-ମହୋତ୍ସବ	୫/୧୭୫
୧୦୭ । ଲୀଳାସମ୍ପୂଜା-ପ୍ରସଙ୍ଗ	୨/୧୩
୧୦୮ । ଶ୍ରୀରାଧିକାୟକମ୍ (ଶ୍ରୀଲ-ରଘୁନାଥଦାସ-ଗୋସ୍ୱାମି-ବିରଚିତମ୍)	୭/୨୧୫
୧୦୯ । ଶ୍ରୀରଘୁନାଥ ଗୌଡ଼ୀୟ ଯଥାଧ୍ୟାୟର ସ୍ୱଧାମେ ପ୍ରସାଂ	୯/୩୨୨
୧୧୦ । ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମ-ମାମାହାତ୍ମା	୭/୨୨୪
୧୧୧ । ଶ୍ରୀଲ ନରହରି ସେବାବିଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁର ବିରହ-ମହୋତ୍ସବ	୧୨/୪୧୫
୧୧୨ । ଶ୍ରୀଷଡ୍ଗୋସ୍ୱାମୀକମ୍ (ଶ୍ରୀଲ ଶ୍ରୀନିବାସାଚାର୍ଯ୍ୟାପ୍ରଭୁ-ବିରଚିତମ୍)	୮/୨୫୧
୧୧୩ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବୁଲନଯାତ୍ରା-ମହାମହୋତ୍ସବ	୭/୨୪୮
୧୧୪ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ-ବ୍ରତୋତ୍ସବ	୮/୨୮୩
୧୧୫ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଦାମୋଦରାୟକମ୍	୯/୨୮୭
୧୧୬ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ-ଦ୍ୱାରକାଦି-ପରିକ୍ରମା-ପ୍ରସଙ୍ଗ	୯/୩୧୫, ୧୦/୩୫୧, ୧୧/୩୭୯, ୧୨/୪୧୧
୧୧୭ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଘର-ସହିମା (କବିତା)	୧୧/୩୪୬
୧୧୮ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବ୍ୟାସପୂଜାୟ ଆହ୍ୱାନ	୧୦/୩୫୪
୧୧୯ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଦାମୋଦରାୟକ (ପଞ୍ଚାବଦ)	୧୧/୩୮୩
୧୨୦ । ଶ୍ରୀସ୍ନାନଯାତ୍ରା-ମହୋତ୍ସବ	୫/୧୭୫
୧୨୧ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଓ ଶ୍ରୀନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସାଦର ଆହ୍ୱାନ	୬/୨୧୩
୧୨୨ । ଶ୍ରେୟଃ ଓ ପ୍ରେୟଃ	୭/୨୧୮
୧୨୩ । ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱତର (ଉପନିଷତ-ସାର)	୧୨/୪୦୩

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১২৪। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব (আত্মান-পত্র)	৩।১১১
১২৫। সন্দর্ভ-সার— [প্রীতিসন্দর্ভ ২।৫২, ৩।৮৮, ৪।১২৪, ৫।১৫৯, ৬।১৯৩ ; দৃশ্যকাব্যে রসভাবনা ৭।২৩১, ৮।২৭১, ৯।৩০০ ; উদ্দীপন বিভাব ১০।৩৩৮, ১১।৩৬৫, ১২।৩৯৭	
১২৬। সাত্ত্বত-শ্রাদ্ধ	৩।১০৪
১২৭। সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল ও দ্বারকাধাম দর্শন (আত্মান)	৫।১৭৭
১২৮। সুখ	৪।১৩৯
১২৯। স্নানযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী	৫।১৭৩
১৩০। হরিক্রন	১।২০
১৩১। ষড়্গোষামাষ্টকম্—শ্রী	৮।২৫১
১৩২। Statement about ownership and Particulars about Newspaper “Shri Goudiya-Patrika”—	১।৪০



শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

ধর্মঃ বহুজিহ্বাঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাস্ব যঃ ॥	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়ান্নাঃ সুপ্রসীদতি ॥</p>	নোংপাদিরেদগদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥
সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম । অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যন্ত ॥	অল্প ধর্ম অল্পরূপে পালে যেই জন । হরি-কথার বতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥	

২৬শ বর্ষ { কারণোদশায়ী , ৬ বিষ্ণু, ৪৮৮ গোরাক্ষ
বৃহস্পতিবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৮০ ; ইং ১৪।৩।১৯৭৪ } ১ম সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

শ্রীহৈতুহ্যম-দেবগণকৃতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্তুতিঃ

[স্কান্দে উৎকলখণ্ডে চতুর্বিংশশোধধ্যায়ৈ]

২ । নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ ।
প্রণতান্তিবিনাশায় চতুর্বর্গৈকহেতবে ॥
হিরণ্যগর্ভপুরুষপ্রধানাব্যাক্তরূপিণে ।
ও নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণে ॥ ১ ॥

যিনি ব্রহ্মণ্যদেব ও গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি প্রণত জনের অন্ত-
বিনাশক ও চতুর্বর্গলাভের একমাত্র নিদান : যিনি হিরণ্যগর্ভ পুরুষপ্রধান ও
অব্যাক্তরূপী এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্তি, সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি ॥১॥

৫-৬ । সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষাঃ সহস্রান্ধাঃ সহস্রপাং ।
স ভূমিং সর্বতো ব্যাপ্য অধ্যতিষ্ঠদশাস্ত্রলম্ ॥

যঃ পুমান্ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি গীয়তে ।

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্বং পুরুষ এব তৎ ॥ ২ ॥

ঐহার সহস্র মস্তক, সহস্র জ্ঞানেন্দ্রিয়, সহস্র কর্মেন্দ্রিয় সেই নিখিল পার্থিব-দেহব্যাপী পরমাত্মা পুরুষ নাভির উর্দ্ধভাগে দশাঙ্গুলি স্থান অতিক্রমণ-পূর্বক অর্থাৎ হৃদয়পদ্মমধ্যে বিজ্ঞানরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই পরমপুরুষ, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কালত্রয়গোচর ॥২॥

৭-৮ । এতাবানশ্চ মহিমা জ্যায়ানেষ পুমান্ প্রভুঃ ।

পাদোহশ্চ বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদশ্চামৃতং দিবি ॥

ছন্দাংসি জজ্ঞিরে ত্বতন্ততো যজ্ঞপুমানপি ।

ততোহশ্বাশ্চ ব্যজায়ন্ত গাবো মেষাদয়ন্তথা ॥ ৩ ॥

এইরূপ সর্বদেশ-সর্বকালব্যাপী তাঁহার মহিমা, এই কারণে সেই প্রভু সর্বজ্যোষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুরুষ। নিখিল পঞ্চভূত ইঁহার একপাদ, ঋক্, যজুঃ, সাম—এই বেদত্রয় ইঁহার অপর তিনপাদ। ইঁহার সেই বেদত্রয়াত্মক সূর্য্যরূপ স্বর্গে মুক্তির দ্বারস্বরূপ। হে দেব ! আপনি সেই সর্বনিয়ন্তা পরমাত্মস্বরূপ, আপনা হইতেই ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে, আপনা হইতে যজ্ঞপুরুষের উৎপত্তি, আপনা হইতে অশ্ব-গো-মেষাদি উৎপন্ন হইয়াছে ॥৩॥

৯-১২ । ব্রাহ্মণা মুখতো জাতা বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়ান্তব ।

বিশন্তবোরুজাঃ পদ্যাত্তথা শূদ্রাঃ সমাগতাঃ ॥

মনসশ্চন্দ্রমাজাতশ্চক্ষুষা দিবাকরঃ ।

কর্ণাভ্যাং শ্বসনঃ প্রাগৈর্জিহ্বায়া হব্যবাড়পি ॥

নাভিতো গগনং দ্যৌশ্চ মূর্দ্ধন্তে সমবর্তত ।

পাদাভ্যাং তে ধরা জাতা দিশশ্চাষ্টৌ ত্রুতের্গতাঃ ॥

সপ্তাসন্ পরিধয়ন্তুত একবিংশৎসমিচ্চ বৈ ।

চরাচরাঃ সর্বভাবান্তুত এব হি জজ্ঞিরে ॥ ৪ ॥

আপনার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। আপনার মন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি এবং

চক্ষু হইতে সূর্য্য, কর্ণযুগল হইতে শ্রবণাদি পঞ্চবায়ু, জিহ্বা হইতে অগ্নি, নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, পদযুগল হইতে পৃথিবী, কর্ণ হইতে অষ্ট-দিকের উৎপত্তি হইয়াছে। আপনি যজ্ঞপুরুষরূপে প্রাচুর্ভূত হইলে সপ্ত সমুদ্র আপনার পরিধি (যজ্ঞভূমি বেষ্টিতদ্রব্য) হইয়াছিল; একবিংশতি চন্দ্র আপনার সমিধ্ হইয়াছিল। এই চরাচরাত্মক নিখিল জগৎই আপন। হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥৪॥

১৩-১৪। ত্বমেব জগতাং নাথত্বমেব পরিপালকঃ।

উগ্ররূপশ্চ সংহর্ত্তা ত্বমেব পরমেশ্বর ॥

ত্বমেব যজ্ঞো যজ্ঞাংশস্ত্বং যজ্ঞেশঃ পরাংপরঃ।

শব্দব্রহ্ম পরং ত্বং হি শব্দব্রহ্মাসি বিশ্বরাট্ ॥ ৫ ॥

হে পরমেশ্বর! আপনিই জগতের নাথ, আপনিই আপন স্বপ্রকাশ, আপনিই যজ্ঞ, আপনিই যজ্ঞাংশ, জগতের পালনকর্ত্তা, আপনিই ইহার সংহর্ত্তা হইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। আপনি পরাংপর যজ্ঞেশ্বর, আপনিই পরমশব্দব্রহ্ম, আপনিই বিশ্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ সম্রাট্ ॥৫॥

১৫-১৬। স্বরাট্ সম্রাট্ জগন্নাথ বিরাড়সি জগৎপতে।

অধশ্চোদ্ধিষ্ঠ তির্ধ্যাক্ ত্বং ত্বয়া ব্যাপ্তং জগন্ময় ॥

প্রাপ্নুবন্তি পরং স্থানং ত্বাং যজন্তশ্চ যাজ্ঞিকাঃ।

ভোজ্যং ভোক্তা হবির্হোতা হবনং ত্বং ফলপ্রদঃ ॥ ৬ ॥

হে জগন্ময়! আপনিই অধঃ, উর্দ্ধ ও তির্ধ্যাকপ্রদেশ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। যাজ্ঞিকগণ আপনার উপাসনা করিয়াই পরমস্থান প্রাপ্ত হয়। আপনিই ভোজ্য ও ভোক্তা, আপনিই হবি, হোতা ও ফলপ্রদ ফলস্বরূপ ॥৬॥

১৭-১৮। সমস্তকর্ম্মভোক্তা ত্বং সর্ব্বকর্ম্মাত্মকঃ প্রভো।

সর্ব্বকর্ম্মোপকরণং সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদঃ ॥

কর্ম্মপ্রেরয়িতা ত্বং হি ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদঃ।

ত্বামৃতে মুক্তিদঃ কোহন্যো হ্রষীকেশ নমোহস্তু তে ॥ ৭ ॥

হে প্রভো! আপনিই সমস্ত কর্ম্মের ভোক্তা এবং সমস্ত কর্ম্মস্বরূপ; আপনি নিখিল কর্ম্মের উপকরণ, আপনিই নিখিল কর্ম্মের ফলপ্রদ; আপনি সকলকে কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া থাকেন; আপনিই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধি

প্রদান করিয়া থাকেন ; হে স্বষীকেশ ! আপনি ব্যতীত আর কে মূর্তি
প্রদান করিতে পারে—তোমায় নমস্কার করি ॥৭॥

নমোহস্ত্রনস্তায় সহস্রমূর্তয়ে, সহস্রপাদাঙ্গিশিরোরুবাহবে ।

সহস্রনায়ে পুরুষায় শাস্বতে সহস্রকোটীযুগধারিণে নমঃ ॥৮॥

সেই অনন্ত ও সহস্র মূর্তি, সহস্র পাদ, সহস্র চক্ষু, শির এবং উরু ও বাহু-
ধারী, সহস্র নামধেয়, শাস্বত পুরুষ, সেই সহস্রকোটী যুগধারী পুরুষোত্তমকে
প্রণাম করি ॥৮॥

২০ । বয়ং চ্যুতাদিকারাস্থাং প্রপন্নাঃ শরণং প্রভো ।

ত্রাহি নঃ পুণ্ডরীকাক্ষ অগতীনাং গতির্ভব ॥ ৯ ॥

প্রভো ! আমরা অধিকার হইতে চ্যুত হইয়া আপনার শরণাপন্ন
হইয়াছি ; হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! আমরা অগতি, আপনিই আমাদের একমাত্র গতি,
আপনি আমাদের রক্ষা করুন ॥৯॥

২১-২২ । সংসারপতিতস্তৈকো জন্তোস্তং শরণং প্রভো ।

ত্বৎসৃষ্টৌ ত্বাদৃশো নাস্তি যো দীনপরিপালকঃ ॥

দীননাথৈকশরণং পিতা ত্বং জগতঃ প্রভো ।

পাতা পোষ্টা ত্বমেবেশ সর্বাপদ্বিনিবারকঃ ॥ ১০ ॥

হে প্রভো ! আপনিই সংসার-সাগরে পতিত-জীবের একমাত্র আশ্রয় ;
আপনার এই সৃষ্টিতে আপনার তুল্য দীনপালক আর কেহই নাই । আপনি
দীন-অনাথ ব্যক্তিদিগের একমাত্র আশ্রয় ; প্রভো ! আপনিই জগতের পিতা,
হে ঈশ্বর ! আপনি জগতের রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালন-কর্তা ; আপনি সকল
আপদের নিবারক ॥ ১০ ॥

২৩-২৪ । ত্রাহি বিষ্ণো জগন্নাথ ত্রাহি নঃ পরমেশ্বর ।

ত্বামৃতে কমলাকান্ত কঃ শত্রুঃ পরিরক্ষণে ॥

অন্তর্যামিন্মমস্তেহস্ত বর্ষতেজোনিধে নমঃ ॥ ১১ ॥

হে বিষ্ণো ! হে জগন্নাথ ! আমাদের রক্ষা করুন । হে পরমেশ্বর !
হে কমলাকান্ত ! আপনি ব্যতিরেকে আর কে আমাদের রক্ষা করিতে সমর্থ
হইবে ? হে অন্তর্যামিন্ ! আপনি নিখিল তেজের আধারস্বরূপ, আপনাকে
নমস্কার করি ॥১১॥

পত্রাবলী *

[শিষ্য-বাৎসল্যের নিদর্শন]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দো জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

ইং ১০।৭।৬৪

স্নেহাস্পদেষু—

* * ! আপনার M.O. তে * * র ১৫'০০ ও আপনার ৫'০০ এই ২০'০০ টাকা পাইয়াছি। আপনার এখন কোন রোজগার নাই। আপনি টাকা পাঠাইলেন কেন? আপনার অবস্থাপেক্ষা মনের জোর বেশী। আর্থিক অবস্থা খারাপ হইলে মনের জোরে সব কাজ করিতে পারিবেন না। আপনি টাকা এখন পাঠাইবেন না। ভগবদিচ্ছায় আপনার রোজগারের প্রাচুর্য্য হইলে অর্থাদির দ্বারা সেবা করিবেন, নচেৎ নহে। অন্যের দ্বারা সেবা করাইলেও সেবাফল পাইবেন। আর কষ্ট করিবেন না। আপনি কষ্ট পাইলে আমিও কষ্ট পাইব—ইহা স্মরণ রাখিবেন।

আপনার দাদা মাঝে মাঝে এখানে আসেন। তাহার speculation এ আমার ভয় লাগে, কখন তাহারও বিপদ আসিয়া ষাড়ে চাপে। শ্রীমদ্ ভাগবতের একটি উপদেশ-বাণী স্মরণ রাখিবেন। তাহা এই—“যস্যাহং অনু-গৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।”

* * * বাবু ও * * * কে সেবায় উৎসাহ দিবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, জৈবধর্ম ও শ্রীমদ্ভাগবত আদি পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইবেন। কলিকাতায় * * বাবু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। শ্রীরথযাত্রা-উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আমি নবদ্বীপে আছি ও থাকিব। জলপাইগুড়িতে বর্ষারম্ভ হওয়ায় প্রচারকগণ সেখানে যান নাই। বর্ষা থামিলে যাইবেন। আমার শরীর পুনরায় খারাপ হইয়াছে। Prof. প্রভুকে আমার দণ্ডবৎ জানাইবেন। বোধহয় তাঁহারও শরীর খারাপ। আমার সংবাদ তাঁহাকে দিবেন অথবা এই পত্রখানি তাঁহাকে দেখাইবেন। তাঁহার কাছে হরিকথা শুনিবেন। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

* পরমারাধ্যাতম ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত।

—সম্পাদক

পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় দিবসের অভিভাষণ

বিষয়—(সম্বন্ধ পর্যায়) উপাস্ত পর্যায় উপাসক পর্যায় ও
বাস্তব-অবাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞান

সদোপাস্তাঃ শ্রীমান্ ধৃতমুজকার্যৈঃ প্রণয়িতাং
বহুদ্বিগৌর্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ ।
স্বভক্তেভাঃ শুকাং নিজ্জভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দূশোৰ্যাস্মৃতি পদম্ ॥

উপনয়ন বলে একটি কার্য আছে । মনু বলেন,—

মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌজিবন্ধনে ।

তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাং ॥

শ্রুতির উক্তি হ'তে জানা যায়, মানুষের জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্ৰ, সাবিত্রী ও দৈক্ষ্য মাতৃকৃষ্ণি হ'তে প্রথম জন্মই শৌক্ৰ-জন্ম, পরে সাবিত্রী-সংস্কার-লাভে দ্বিতীয় জন্ম তৎপরে যজ্ঞদীক্ষা লাভে তৃতীয় জন্ম । সর্বাগ্রে আমরা পিতার ঔরসে মাতৃকৃষ্ণি হ'তে শরীর লাভ করি, এটা একপ্রকার শরীর ; দ্বিতীয় প্রকার শরীর—যে-সময় আচার্য্য-পিতা ও গায়ত্রী-মাতার সংযোগে মৌজিবন্ধনকালে লাভ হয় । “হ্রাং অহং বেদ-সমীপে নেযো” প্রভৃতি মন্ত্রে যখন আচার্য্য-পিতা বেদ অধ্যয়ন করা'বার জন্য মৌজিবন্ধন করেন, তখন আমাদের আচার্য্য-গৃহে যে-জন্ম হয়, সে'টি দ্বিতীয় জন্ম । কেবল শরীরটা রক্ষা হ'ক এমন নহে, বেদ অর্থাৎ জ্ঞান সংগ্রহ হ'ক—এই উপলক্ষ ক'রে মৌজিবন্ধন । তৃতীয় জন্ম হয় আমাদের যজ্ঞদীক্ষাকালে, এর নাম—দৈক্ষ্য-জন্ম । দৈক্ষ্য-জন্মের কার্য—যজ্ঞ—উপাসনা । ‘উপাসনা’ অর্থে—সমীপে বাস । ‘উপ’ পূর্বক আস্ ধাতু ভাবে অনট্ । ইহা দীক্ষা গ্রহণের পরবর্ত্তি-কালের আনুষ্ঠানিক কার্য । বাস্তববেদমূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে আমরা যে-কার্য্য করি, তা'রই নাম—উপাসনা । ঋ'র নিকট উপনীত হ'য়ে বাস করি, তাঁ'কে উপাস্তা বলে ; তিনি বেদপুরুষ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু । যে-জন্ম বাস করি, সেটা উপাসনা, সেটাই হচ্ছে—যজ্ঞ । যজ্ঞের বিধি ভিন্ন যুগে ভিন্ন রকমের,—

কৃতে যজ্ঞায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীৰ্ত্তনাং ॥

১। ধ্যান-যজ্ঞ—সত্যযুগে, যখন চারপাদ ধর্ম ; ২। মথ-যজ্ঞ—ত্রেতা-যুগে, যখন তিনপাদ ধর্ম ; ৩। পরিচর্যা-যজ্ঞ—দ্বাপরযুগে, যখন দুইপাদ ধর্ম ; ৪। কীর্তন-যজ্ঞ—কলিযুগে, যখন তিনপাদ ধর্ম বিনষ্ট হ'য়েছে, এক পাদে ধর্ম কোনরূপে অবস্থান করছেন।

বেদ-শাস্ত্র শ্রুতি বা কীর্তনমুখে এখানে এসেছে। এখন কলিকাল—বিবাদযুগ ; যে-কোন কথা বলি না কেন, সঙ্গে-সঙ্গে তর্ক, প্রতিবাদ হ'য়ে থাকে। হরিকীর্তনই একমাত্র শ্রোতপথ। ঐকান্তিক শ্রোতগুরু শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্যে নারায়ণ সংহিতার বাক্য উদ্ধার ক'রে বলছেন,— দ্বাপরীয়ের্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্ত কেবলৈঃ।

কলৌ তু নামমাত্রেন পূজাতে ভগবান্ হরিঃ ॥

উপাস্য-বস্তু-বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। যদি অচেতন পদার্থের নিকট বসে থাকি বা উপনীত হই, তা' হ'লে অচেতন পদার্থকে কাজে লাগিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়—আমাদের সেবা করিয়ে নিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যে জিনিষটা চেতন, তা' স্বতন্ত্র, তা'র ঘাড়ে যদি উঠতে চেষ্টা করি, তা' হ'লে সে বাধা দেয়। পূর্ণ চেতন, পূর্ণ স্বতন্ত্রকে মোটেই আমাদের কাজে লাগাতে পারি না, আমরা তাঁ'র কাজে লেগে যেতে বাধা হই। আজকালকার 'ইউটিলিটেরিয়ান থিওরি (Utilitarian theory) নদীর জল, বায়ু, নায়েগ্রা প্রপাত—সকলকেই কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে ; কিন্তু আমরা চেতন বস্তুকে—পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তুকে সেরূপভাবে কাজে লাগিয়ে দিতে পারি না—তিনি আমাদের অধীনে আসেন না।

পৃথিবীতে থাকাকালে আমাদের বিচার প্রবল হ'য়েছে, অন্য বস্তু আমাদের সেবা করুক—আমরা উপাস্য হই। আমরা উপাসকের সজ্জায় অন্য বস্তুকে যে-পূজা করবার অভিনয় দেখাই, এই উপাসনা কি মিশ্রভাবযুক্ত, না অমিশ্র ? ঋষিবংশ যজ্ঞাদি করতেন, ধ্যানাদি করতেন, তাঁ'রা অপরের সেবা—এ বুদ্ধি করতেন না ; তাঁ'রা দেবতাগণের সেবা করতেন। উপাসনা-কাণ্ডে দেখি, তাঁ'রা—

অগ্নে (গ্রে) নয় সুপথা রায়ে অশ্বান্,

বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ ।

যুযোধাস্মজ্জুহুরাগমেনো, ভূয়িষ্ঠাং তে

নম-উক্তিং বিধেম ॥

—প্রভৃতি মন্ত্রে দেবগণের স্তুব করছেন — স্তুবগুলিকে উপাসনার অঙ্গ জ্ঞান করছেন ; এ-সকল কথার প্রমাণ অতি প্রাচীনতম বৈদিক-ইতিহাসে সুস্পষ্ট র'য়েছে। তাঁরা নিজদিগকে উপাস্যবস্তু মনে করেন নাই, দেবতার উপাসনা ক'রেছেন। সুতরাং 'উপাসনা' ব'লে যে জিনিষ, তা' নূতন তৈরী হয়েছে, এরূপ কথা কেবলজ্ঞানাবলম্বী বা কেবলান্ধৈতবাদী যেরূপ স্থির ক'রেছেন,— ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'য়ে যাওয়াই পুরুষার্থ, এরূপ বিচার অনুগ্রহণ করবার বহু পূর্বে জীবের সহজ সরল বৃত্তিতে 'সেবা করব, উপাসনা করব,'—এরূপ বিচারই ছিল। আজকাল কলিকালের বিচার হ'য়েছে—উপাসনা পরবর্ত্তিকালে তৈরী হ'য়েছে ; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যেখানে চেতন-ধর্ম, সেখানেই উপাসনার কথা প্রচলিত ছিল। সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মার হৃদয়ে ব্রহ্ম বা বেদ-বস্তু স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হ'য়েছিল — বাস্তব-সত্য ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হ'য়েছিল।

ব্রহ্মার সন্তানগণই ঋষি বা দেবতা। দেবতাগণ অশেষ দীপ্তিসম্পন্ন। এজন্য ঋষিগণ যত্নপূর্ব্বক দেবতাদের সেবা করতেন। এই সেবা-সেবক-ভাব দেবতা ও ঋষিগণের মধ্যে চিরকালই ছিল।

আমাদের চেতনের আদি বিকাশে লক্ষ্য করি—সভাতা বা বুদ্ধিমত্তার আলোচনার প্রাক্কালেও লক্ষ্য করি যে, সেবা বা উপাসনা আমাদের স্বাভাবিকী বৃত্তি। পরবর্ত্তী সময়ে যত ধর্ম-প্রণালী লক্ষ্য করি, প্রাগ্-ইতিহাস-সমূহেও দেখি, আমাদের সেবা করবার বৃত্তিটী স্বাভাবিক।

কলিকালে এত বিবাদ এসে উপস্থিত হ'য়েছে, যেহেতু আমরা প্রভুত্ব করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছি। ইউটিলিটেরিয়ান থিওরি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে—যত বস্তু আমাদের কাজে লাগিয়ে দিতে পারা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি উপাস্য হ'বার জন্য কতই না উপাসনা করি। সভাতার প্রাক্কালে 'বিনিময়' বলে একটা ব্যাপার উদ্ভূত হ'য়েছিল। আমি যদি কারো সেবা ক'রে দেই, তখন তিনি আমাকে কিছু মূল্য দেন। মনুষ্য-জাতি সেবা-সেবকভাবে পরস্পরের মধ্যে অবস্থিত আছে। ইহজগতে সেবা করার যন্ত্র আমাদের এগারটি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ ও মন। ঐ সকল করণের দ্বারা আমরা পরস্পরের মধ্যে বৃত্তির পরিবর্ত্তন ক'রে থাকি। একজন শ্রেষ্ঠ হ'য়ে থাকেন, আর একজন অধীন হ'য়ে থাকেন। একজনের নিম্ন ভূমিকা, আর একজনের উচ্চ ভূমিকা। একজন আর একজনের সেবা করছে।

মানবমাত্রেরই—প্রাণীমাত্রেরই—চিদচিৎ বস্তুমাত্রেরই উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য—এই তিন প্রকার সম্বন্ধে অবস্থিত সেবা-সেবকভাবে একবস্তু অপর বস্তুর সহিত অবস্থিত। যেখানে একের অধিক 'অনেক' বলে বস্তু উপস্থিত হ'য়েছে' সেখানে একটি অপরকে সেবা করছে। চিদচিৎ জগতে আমরা এই উপাসনা বলে ব্যাপার লক্ষ্য করছি, অর্থাৎ আমরা বুদ্ধিমান ও যুক্তি-পরায়ণ অভিমান ক'রে নির্বিশেষবাদকে স্থাপন করতে চাই। নির্বিশেষ জ্ঞান যদি আমার উপাস্য হয়, তা'হলে লেকপ উপাস্যের উপাসনা করবার জন্য আমি যে-চেষ্টা করি, তা'ই আমার উপাসনা-চেষ্টা মাত্র।

নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিসু বলেন—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—তিনরকম ধরনের বিচার যেখানে একীভূত হ'য়েছে, সেখানে বুদ্ধিমত্তার শেষ সীমা। বিচিত্রতা লোপ হ'ক—একজন দেখছে আর একজন দেখাচ্ছে—এঁদের উভয়ের বৃত্তি রহিত হয়ে যাক—এই ব্যাপারটির নাম-জাডা। আলোকের দ্রষ্টা, আলোক এবং আলোক-দর্শন-কার্য নষ্ট হ'য়ে গেল, উপাসনার হাত থেকে—ত্রিতত্ত্বের হাত থেকে এড়িয়ে যেতে পারলাম মনে করি। আমরা কোন একটা কার্যের মধ্যে আছি—কর্ম করতে বসেছি, তা নষ্ট হ'য়ে গেলে কর্ম নষ্ট হ'য়ে যায়, আমাদের এবিচার উপস্থিত হ'য়েছে।

অনশ্বর বৈকুণ্ঠ ও নশ্বর জগতের মধ্যে আমাদের তটস্থ অবস্থান। এখানকার প্রাকৃত সকল ধরনের কথা শেষ হ'বে—যদি আমরা তটভূমিতে গিয়ে পৌঁছি। অচিৎএর অনুসন্ধান যে-কাল পর্যন্ত করছি, সেকাল পর্যন্ত মনে হ'চ্ছে, জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা বিনষ্ট হ'লে আমরা অমঙ্গলের হাত হ'তে উদ্ধার পাব। একরূপ শস্তাব যে-স্থানে গিয়ে পৌঁছায়, সে-স্থানের দুই দিক নেই—ব্রহ্মাণ্ড নেই, বৈকুণ্ঠও নেই। তটস্থশক্তি থেকে পরিণত হ'চ্ছে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। এটা হ'চ্ছে, সত্যবস্তুর একটা নশ্বর বিভাগ। এখানে যে উপাসক, উপাস্য, উপাসনা প্রভৃতির অভিমান ও আচরণ ক'রে থাকি, তা এক নহে,—বহু। কথায় বলে, একজন সেবক বহু বস্তুর সেবা করতে পারে না। এখানকার বস্তুর যখন সেবা করতে যাই, তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতির সেবা হ'য়ে যায়। উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা একীভূত হ'য়ে গেলে মহা হিংসা এসে উপস্থিত হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রেমোত্তর

(প্রেম)

১। প্রেমের স্বরূপ কি ?

“দৃঢ়মমতাশয়াল্লিকা প্রীতিঃ প্রেমা ॥

প্রীতি দৃঢ়-মমতাশয়রূপিনী হইলে ‘প্রেম’-নাম প্রাপ্ত হয় ॥”

—আঃ সুঃ ৮৭

২। প্রেমের বিস্তার-ক্রম কি ? প্রেম-স্নেহ-মান-প্রণয়াদির স্বরূপ কি ?

“রতি সর্বাতিক্রমী সামর্থ্যপ্রযুক্ত সমর্থ্য নাম প্রাপ্ত হয়। ইহা গাঢ় সর্ববিশ্ময়নকারিণী শক্তিবিশিষ্টা। বিরুদ্ধ-ভাবদ্বারা অভেদরূপে দৃঢ় হইলে ‘প্রেম’ নাম পায়। প্রেম ক্রমে নিজ-মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপ ধারণ করে। * * * পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে-প্রেম চিদীপ-দীপন-লক্ষণ প্রাপ্ত হন এবং হৃদয়কে দ্রব করেন। সেই প্রেমই ‘স্নেহ’। ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ-ভেদে স্নেহ দুই প্রকার। অত্যন্ত আদরময় স্নেহই ঘৃতস্নেহ। মদীয়স্বাতিশয় রূপ স্নেহই মধুস্নেহ। রতির আকার দুইটি অর্থাৎ ‘তঁাহার আমি’—এই ভাবনাময়ী রতি এবং ‘তিনি আমার’—এই ভাবনাময়ী রতি। ঘৃতস্নেহে ‘আমি তঁাহার’—এই ভাবটি চন্দ্রাবলীর স্নেহ। মধুস্নেহে ‘তিনি আমার’ এই ভাবটি ধ্রুবাধার মধুস্নেহ। উৎকৃষ্ট স্নেহ অদাক্ষিণ্য ও কোটিল্য-প্রকাশ-পূর্ব্বক ‘মান’ হয়। উদাত্ত ও ললিত-ভেদে মান দুই প্রকার। অভেদ-মননরূপ বিশ্রান্তযুক্ত মানই ‘প্রণয়’। কোন স্থলে স্নেহ হইতে মান হইয়া প্রণয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রণয়ের উৎকর্ষে অতিশয় হুঃখ ও সুখরূপে যাহা প্রতীত হয়, তাহাই ‘রাগ’। নীলিমা ও রক্তিমা-ভেদে রাগ দুই প্রকার। স্থায়ী মধুর ভাব, ত্রয়স্বিংশং ব্যাভিচারী ভাব এবং হাসাদি সপ্ত। একত্রে একচত্বারিংশং ভাবান্তর। যে-রাগ স্বয়ং নব-নব ভাবে সদা অনুভূত প্রিয়কে প্রতিক্ষেপে নব-নব করিয়া দেয়, তাহাই ‘অনুরাগ’। ইহাতে বশিত্বভাব, প্রেমবৈচিত্র্য এবং অপ্রাণিমধ্যে জন্মলালসা হইয়া অনুরাগ অনন্ত উন্নতি ধারণ করে এবং বিপ্রলভ্তে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি করায়। বিপ্রলভ্তই প্রেমবৈচিত্র্য। যাবদাশ্রয় রক্তিরূপে অনুরাগ স্বয়ং বেদ্য-দশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে তিনিই ‘ভাব’ বা ‘মহাভাব’ হন।”

—চৈঃ শিঃ ৭।৭

৩। প্রীতির স্বরূপ ও কার্য কি ?

“প্রীতি অশেষ তরঙ্গ-রঞ্জে চিহ্নিলাস স্বরূপিণী হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ কৃষ্ণে সর্বদা রসবিস্তারিণী। প্রীতির স্বভাবক্রমে কৃষ্ণে প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকার-রস প্রকটিত হয়। কৃষ্ণ-ভক্তের জনাকর্ষণ-বিশেষ হইতে কৃষ্ণনাম ; শ্যামরূপ চিহ্ননানন্দসর্বস্ব হইয়া পরমামৃত ও প্রীতিজনক ; গোপীবল্লভ কৃষ্ণ অনন্তকল্যাণগুণদ্বারা সম্পূর্ণ এবং নিত্যলীলা-রসাত্যা। এই নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিচয়ের দ্বারা আত্মার প্রেষ্ঠতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই শাক্ষাৎ পরিদৃশ্য।”

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৪। সর্বোত্তম প্রাপ্য-বস্তু কি ? তাহা কয় প্রকার ?

“শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর শিক্ষা-মতে কেবল প্রেমই - সর্বোত্তম ফল। ভাবোৎসাহ ও প্রসাদোৎসাহ ভেদে প্রেমও দ্বিপ্রকার। ভাবোৎসাহ আবার বৈধ-ভাবোৎসাহ ও রাগানুগীয় ভাবোৎসাহ-ভেদে দ্বিবিধ। প্রসাদোৎসাহ প্রেম বিরল ; ভাবোৎসাহ প্রেমই সাধারণ।”

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৫। কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেমের বৈশিষ্ট্য কি ?

“প্রেম দুইপ্রকার—কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম। রাগানুগা-ভক্তির সাধনক্রমে প্রায়ই কেবল প্রেম উদিত হয়। বিধি-মাগীয় সাধন-ভক্ত-গণ প্রায়ই মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম লাভ করত সাষ্টাঙ্গাদি অবস্থা প্রাপ্ত হন।”

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৬। প্রেমের লক্ষণ ও বাধক কি ?

“ভৃগুর অভাবই প্রেমের লক্ষণ। সেই প্রেমই ভক্তির ফল। মোক্ষাদি কেবল ভক্তির অবান্তর-ফল মাত্র। তদবস্থায় আত্মারামতা প্রেমের বাধক বলিয়া সাধুগণের মতে অতি হয়।”

—রঃ ভাঃ তাৎপর্যানুবাদ

৭। প্রেমিকের প্রার্থনা কি ?

“শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অরুণ-বর্ণ পাদপদ্মে আমার কায়মনোবাক্যে প্রেম দিনে-দিনে বৃদ্ধি হউক ; শুদ্ধবৈষ্ণবে আমার প্রীতি থাকুক ; প্রভুর গুণসাগরে আমার প্রীতি থাকুক ; কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবায় আমার প্রীতি থাকুক ; কৃষ্ণ-কীর্তনে আমার প্রীতি থাকুক ; আশ্রিত-জনে এবং ভজনোন্মুখ ব্যক্তিতে আমার প্রীতি থাকুক ; কৃষ্ণোন্মুখ স্বীয় আত্মায় আমার একরূপ প্রীতি থাকুক, যাহাতে কৃষ্ণ-ভক্তি হয়।”

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৮। সর্বগ্রাণ বস্তু কি ?

“বিগুহ্য কৃষ্ণভক্তগণই মহাজন। তাঁহাদের প্রতি প্রীতিই প্রার্থনীয়। স্বীয় আত্মাই ক্ষেত্র ; তথায় প্রীতি আরোপণীয়া। হৃদয়ে প্রীতিকে অবরোধ করুন। কৃষ্ণই জগতের একমাত্র ধন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকটস্থিত ব্যক্তিবিশেষ। প্রেম বা প্রীতিই সর্বগ্রাণ বস্তু ; প্রীতি অপেক্ষা আর কিছুই নাই।” — আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৯। অসংখ্য বেদ-শাখার মধ্যে কোন্ শাখা গৌরসুন্দরের প্রিয় ? তাঁহার ফল কি ?

“এই বেদ-শাখা-সহস্র সম্পন্ন। ইহার মধ্যে একটি মাত্র প্রভুর প্রিয়। সেই শাখার নাম কৃষ্ণভক্তি শাখা ; প্রীতিই সেই শাখার সৎফল ; তাহা হইতে এই ভূতলে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই। সেই প্রীতিই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু।” — আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

১০। মহাপ্রভুর একমাত্র অস্ত্র কি ?

“প্রীতি বা প্রেমাই প্রভুর একমাত্র অস্ত্র। সেই অস্ত্রের যদি উদয় হয়, তবে সর্ববিঘ্ন দূর হইয়া সকলেই সুখী হইবেন ; জীবচিত্ত আর ভব-দুঃখ প্রাপ্ত হইবে না।” — আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

১১। প্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু হইলে ইতরানুরাগ উপস্থিত হয় কেন ?

“যেমন অপুত্রক পিতার পুত্র-স্নেহের উদয় হয় না, অবিবাহিত স্ত্রীর স্বামীর প্রতি স্নেহ উপলব্ধ হয় না, উপকারী পুরুষের প্রতি অজ্ঞান-বশতঃ উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ ইতরানুরাগী মূঢ়দিগেরও স্বতঃসিদ্ধ ভগবৎ-প্রেম কার্যো পরিণত হইতে পারে না।” — তঃ সূঃ ৪ সূঃ

১২। প্রেম ও মোক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্টি ? প্রেমভক্তের জীবন কিরূপ ?

“জীবের পক্ষে প্রেমাপেক্ষা আর উচ্চ লাভ কিছুই নাই। মোক্ষ—প্রেমের নিকট একটি ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক তত্ত্ববিশেষ। প্রেমের বহুতর অবান্তর ফলের মধ্যে ‘মোক্ষ’ একটী ফল। জড়সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে যদি প্রেমোদয় হয়, জড়সম্বন্ধ তখন আর উপলব্ধ হয় না। প্রেমভক্তের জীবন অত্যন্ত জড়সঙ্গ-রহিত ও কৃষ্ণময়। সূর্যোদয়ে খটোতের ন্যায় প্রেমোদয়ে বিধি লুক্কায়িত হয়। প্রেমভক্তের সম্মুখে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়।” — চৈঃ শিঃ ৬।১

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

প্রেম *

সমবেত সজ্জনমণ্ডলি, আজকের আলোচ্য বিষয় হ'চ্ছে 'প্রেম'। 'প্রেম' শব্দটি আজকাল যেরূপভাবে ব্যবহৃত হ'চ্ছে, তা'কে শব্দের অপব্যবহার মাত্র বলা যায়। এইরূপ আরও কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলির অযথা ব্যবহার জগতে প্রচুর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যথা—'নারায়ণ', 'জয়ন্তী', 'হরিজন' প্রভৃতি। এই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ বিচার না ক'রে আমরা গ্রাম্যবার্তাবহে বা অন্যান্য স্থানে ঐ শব্দগুলি ব্যবহার করি, কিন্তু তা'তে যে কি অপরাধ সঞ্চয় ক'চ্ছি, সে দিকে কারও দৃষ্টি নাই।

সাধারণতঃ 'প্রেম' ব'লতে আমরা মনে করি 'ভালবাসা'। হিন্দুস্থানে ইহার অধিকাংশ স্থলেই এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশেও অল্প বিস্তর এইভাবে অর্থ হ'লেও অধিকাংশ স্থলে যুবক-যুবতীর ভালবাসাকেই প্রেম-শব্দে উদ্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু সেটি প্রকৃত অর্থ নয়। প্রেম বস্তুটি নিত্য ; সুতরাং অনিত্য বস্তুতে কিরূপে সম্ভব? আজ আমি যা'কে ভালবাসছি, কাল হয়ত সে আমার ঘৃণন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। সেখানে উহার নিত্যতা থাকছে না। কাজেই তা'কে 'কাম' শব্দে অভিহিত করা যাবে।

কামের উৎপত্তি কোথা হ'তে? শ্রীগীতায় ভগবান্ ব'লেছেন,—“ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গন্তেষু পজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ...”। আমাদের ভালবাসার কারণ হ'চ্ছে—কাম। কামের তাড়নে ভালবাসি। যেখানে কামের পূরণে বাধা, সেখানেই ভালবাসার নিবৃত্তি। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাকে প্রেম বলা যায় না। কারণ তাহারও কারণ 'কাম'। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের স্বার্থ সেখানে বিজড়িত। একজন স্বার্থ-চালিত হয়েই অপরকে ভালবাসে। তাই শ্রুতিতে “ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।”

পতির হৃদয়োজন্যার্থে পতি স্ত্রীর প্রিয় হয় না, কিন্তু সেখানে স্ত্রীর নিজ কামবাঞ্ছা বর্তমান। আমরা অনেক সময় বলি যে, পতিব্রতা স্ত্রীর স্বামী-সেবাই ধর্ম। কিন্তু তাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে নিজস্বার্থ লুক্কায়িত না থাকলে পতি-সেবা-নিষ্ঠতা সম্ভব হয় না। যদি তা না হ'ত তবে পতি

* পরমপূজাপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্ডলভূদেব শ্রোতী
মহারাজ-প্রদত্ত ভাষণ।

— প্রকাশক

কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত হ'লে স্ত্রীর সেই সেবা-নিষ্ঠা থাকে না কেন? আবার কোন কোন স্থলে কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত পতির সেবা দেখা গেলেও তাহা হয়ত স্বর্গাদি-কামনা-পরা হ'তে পারে; সুতরাং সেখানেও শুদ্ধ নিঃস্বার্থ পাতিব্রত্যা-ধর্ম পরিলক্ষিত হয় না। স্বার্থ-বিজড়িত ভালবাসার পরিণাম ভয়াবহ, আমরা সেটি বুঝতে পারি না। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখতে পাওয়া যায়,—

অহো মে পিতরো বৃদ্ধৌ ভার্যা-বালাত্নজাত্নজাঃ ।

অনাথা মামৃতে দীনঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥

এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তঃ কৃপণো মূঢ়ধীরয়ম্ ।

অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়নুতোহন্ধঃ বিশতে তমঃ ॥

যারা ভগবদ্ বহির্মুখ জীব, তাদের স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি অত্যন্ত প্রবল, তাই তাদের ভগবদ্ভক্তনের কথা ব'লতে গেলে তা'রা জবাব দেয় যে, আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা, ভার্যা, অনাথ শিশুসন্তানগণ, আমি যদি তাদের না দেখি তবে তারা কিরূপে জীবনধারণ ক'রবে? এইরূপে গৃহাসক্ত সেই মূর্খ সংসারাসক্তিরফলে মৃত্যুর পরে অন্ধতম নরকে প্রবেশ করে।

মানুষে মানুষে বা জীবে জীবে প্রেম হয় না, সেটি কেবল ভগবানের সঙ্গেই সম্ভব, এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কাম ও প্রেমের সংজ্ঞা নির্দেশ ক'রেছেন,—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ভারে বলি 'কাম' ।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥

ভক্তিরসামৃতাসন্ধিতেও প্রেম-সংজ্ঞা এইরূপে নির্দিষ্ট হ'য়েছে—

“সমাঙ্ মসৃণিত-স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ ।

ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥”

অর্থাৎ অন্তঃকরণ সমাক্ মসৃণিত হইয়া অতিশয় মমতায়ুক্ত ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে 'প্রেম' বলেন।

মহাবদান্যবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে প্রেম ও কামের এই পার্থক্য লোকে জান্ত না, কামকেই প্রেম ব'লে ভুল ক'রত। তিনিই আমাদের প্রেমের সন্ধান দিয়েছেন। এবিষয়ে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ বলেছেন,—

প্রেমা নামাভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিন্নঃ

কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ ।

কো বা জানাতি রাধাং পরমসচমৎকারমাধুর্যাসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্বমাবিশ্চকার ॥

['প্রেম' নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল ? কেই বা নামের মহিমা জানিত ? কাহারই বা বৃন্দারণোর গহন-মহামাধুরী-কদম্বে প্রবেশ ছিল ? কেই বা পরমচমৎকার অধিকৃত-মহাভাব মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্হভানবীকে (উপাস্য-বস্তুরূপে) জানিত ? এক চৈতন্যচন্দ্রই ঔদার্যালীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন ।]

শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমকে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত ক'রেছেন । যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর । শান্ত-প্রেমিক—নব-যোগেন্দ্র, সনকাদি ; দাস্য-প্রেমিক—গোকুলস্থ রক্তক, পত্রক, চিত্রকাদি, দ্বারকাপুরীস্থ দারুকাদি, বৈকুণ্ঠস্থ দাসগণ হনুমানাদি লীলাদাসগণ ; সখ্য-প্রেমিক—শ্রীদামাদি গোপ-বালকগণ এবং ভীমাজ্জু'নাদি । বাৎসল্য প্রেমিক—মাতাপিতা ও অন্যান্য গুরুজনগণ ; আর মধুর-প্রেমিক ব্রজে গোপীগণ, পুরে মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ প্রভৃতি ।

শান্ত অপেক্ষা দাস্য, তদপেক্ষা সখ্য, তা'র চেয়ে বাৎসল্য এবং সর্বোপরি মধুর প্রেমের শ্রেষ্ঠতা । অপ্রাকৃত কবিগণ কৃষ্ণচন্দ্রের যে-লীলা-কথা মিথ্যা বা কল্পিত ব'লে বর্ণন ক'রে ভগবানকে নৈতিক চরিত্রবান সাজাতে গিয়েছেন, সেই মধুর লীলাই সর্বোৎকৃষ্ট ; এটি তাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেই কোনদিনই প্রবেশ করবে না । গোপীগণ ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত কিরূপে, সেটি আমি আপনাদের নিকট শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি । দেখুন, কবিগণ শ্রীপ্রহ্লাদকে সাধারণ ভক্তের উপমাশ্লব ব'লে থাকেন, কিন্তু আমাদের পূর্বগুরু শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ লঘুভাগবতামৃত-নামক গ্রন্থে এইরূপ বিচার দেখিয়েছেন.—

ন তু প্রহ্লাদস্য গৃহে পরমব্রহ্ম বসতি, ন চ তদর্শনার্থং মুনয়স্তদগৃহান্
অভিযান্তি, ন চ তস্য ব্রহ্ম মাতুলেয়াদিরূপেণ বর্ততে, ন চ স্বয়মেব প্রসন্নম্,
অতো যুয়মেব ততোহপ্যস্মত্তোহপি ভূরিভাগা ইতি ভাবঃ ।

(লঘু ভাঃ উঃ খঃ ১৭ সংখ্যাস্থত ভাঃ ৭।১০।৫০ শ্লোকের সামিটীকা)

[শ্রীধরস্বামিপাদ ভাঃ ৭।১০।৫০ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—প্রহ্লাদের গৃহে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন নাই, তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত মুনিগণ প্রহ্লাদের গৃহে গমন করেন নাই । আর ভগবান্ প্রহ্লাদের

সাতুলাদি রূপেও বর্তমান থাকেন নাই, পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হন নাই ; এই হেতু প্রহ্লাদ এবং আমাদিগের (নারদ) অপেক্ষা তোমরা (পাণ্ডবগণ) সাতিশয় ভাগ্যবান্, ইহাই নারদের অভিপ্রায় ।]

সদাতি সন্নিকৃষ্টত্বাং মমতাধিক্যতো হরেঃ ।

পাণ্ডবেভ্যোহপি যদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতয়া মতাঃ ॥

(লঃ ভাঃ উঃ খঃ কাঁরিকা ১৮ সংখ্যা)

সর্বদা শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে অবস্থান করাতে মমতাধিক্যবশতঃ কোন কোন যাদব পাণ্ডবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি ন শঙ্করঃ ।

ন চ সঙ্কষণো ন শ্রীনৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

হে উদ্ধব ! ব্রহ্মা, সঙ্কষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি আমার তত প্রিয় নই, যেদ্বারা তুমি আমার ভক্ত, আমার প্রিয় ।

“নোদ্ধবোহপি মনু্যনো যদুৈর্নাদিতঃ প্রভুঃ ।” (ভাঃ ৩।৫।৩১)

আমি হইতে উদ্ধব কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহেন ; যেহেতু ইনি গোদামী, বিষয়-দ্বারা ক্ষুব্ধ হন না ।

এমন যে উদ্ধব, যিনি ভগবানের পরম প্রিয়তম, সর্বদা সঙ্গী, এমন কি মহিষীগণসমীপে ভগবানের অবস্থিতিকালেও যাঁর অবাধ গতি ছিল, সেই উদ্ধব একদিন ব্রজে গমন ক’রে ব্রজরামাঙ্গণের কৃষ্ণপেমের চেষ্টা দেখে ব’লেছিলেন,—

“আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং

বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্ ।

যা দুষ্ট্যাজং স্বজনমার্যাপথঞ্চ হিত্বা

ভেজুমু‘কুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিমৃগ্যাম্ ॥”

অহো ! আমি যদি বৃন্দাবনে তৃণ-গুল্ম লতা বা ওষধিরূপে জন্মগ্রহণ ক’রতে পারতাম্, তবে ধন্য হ’তাম্ । কেন না, ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিকা-গণের চরণরেণু আমার অঙ্গে উড়ে এসে লাগতো । যে-গোপীগণ দুষ্ট্যাজা আর্যাপথ ও স্বজনগনকে ত্যাগ ক’রে শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দ-পদবী ভজন ক’রেছেন, ভগবান্কে প্রেমডোরে বেঁধে ফেলেছেন, যাঁদের সম্বন্ধে ভগবান্ বলেন,—

“প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন।

বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥”

—সেই গোপরামাগণই ধন্য। ভগবান্ তাঁদের প্রেমের ঋণ শোধ করিতে না পেরে একদিন বালুতে বাধ্য হ’য়েছিলেন,

ন পারয়েহং নিরবগ্ৰসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।

যা মাভজন্ দুর্জয়-গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চা তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥

হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্মলা, বহু জীবনেও আমি নিজ সংকার দ্বারা তোমাদের প্রতি কর্তব্যানুষ্ঠান ক’রতে পারব না। যেহেতু তোমরা অতি কঠিন সংসার-শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন ক’রে আমাকে অন্ত্রেষণ ক’রেছ। অতএব আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ ক’রতে অক্ষম, তোমরা নিজ-কার্য-দ্বারাই পরিতুষ্ট হও।

অতএব আমরা যদি সত্য সত্যই নিজ জীবনকে ধন্য ক’রতে চাই, অনিত্য জগতে নিত্য মঙ্গল লাভের আকাঙ্ক্ষা করি, তবে কামের সেবা পরিত্যাগ ক’রে প্রেমের ভিখারী হওয়া কর্তব্য। প্রেমের উৎপত্তি কিরূপে হবে শুনুন,—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।

তবে সেই জীব ‘সাধুসঙ্গ’ করয় ॥

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্তন।

সাধনভক্তো হয় সর্বানর্থ-নিবর্তন ॥

অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি ‘নিষ্ঠা’ হয়।

নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাঙ্গে ‘রুচি’ উপজয় ॥

রুচি-ভক্তি হৈতে হয় ‘আসক্তি’ প্রচুর।

আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীতাকুর ॥

সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে ‘প্রেম’ নাম।

সেই ‘প্রেমা’ ‘প্রয়োজন’, সর্বানন্দ ধাম ॥

তা’হ’লে বুঝুন যে, কৃষ্ণ-প্রেম লাভ ক’রতে হ’লে সাধু-সঙ্গই মুখ্য প্রয়োজন। বর্তমানে সাধুসঙ্গেরই অভাব ঘ’টেছিল। সেই অভাব দূর করার জন্যে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের নিকট এক মহা-পুরুষকে পাঠিয়েছেন, যিনি সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কি সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশে পর্য্যন্ত প্রেম-প্রদান-লীলা প্রকাশ ক’রেছেন। আজ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যপ্রভৃতি দেশবাসিগণ প্রেমের সংবাদ-দাতা শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-রূপ-গুণ-লীলার কথা শুনে ভগবৎ প্রেমের কথা শুনে প্রেমের কাঙাল হ’য়ে

প'ড়ছেন । এমন প্রেম-বন্যায় যদি আমরা ভাসতে না পারি, হাতে মানিক পেয়ে যদি সাগরে নিক্ষেপ ক'রে দিই, তবে আমাদের অপেক্ষা দুর্ভাগা আর কে আছে ? এ প্রেমের প্রাকৃত কোন মূল্য নাই, চাই কেবল শ্রদ্ধা । আমরা যদি সর্বপ্রকার জড় অভিমান পরিত্যাগ ক'রে শ্রদ্ধাসহকারে সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণে, ঝাঁর প্রতিমূর্ত্তি আমার মস্তকোপরি বিরাজিত র'য়েছেন (শ্রীল প্রভুপাদের চিত্রপটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) কায়মনোবাক্যে নিক্ষেপটে শরণাগত হ'তে পারি, তবে আর আমাদের কোন অভাব, কোন দুঃখ, কোন পরিতাপ থাকবে না । প্রেমফল ভক্ষণ ক'রে ধন্যতিথ্য হ'তে পারব ।

বাঞ্ছাকল্পতরুভাষ্যে কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

শ্রীতুলসী-মাহাত্ম্য

আনন্দ-প্রদায়িনী 'রাধা' সর্ব-অংশিনী ।

তাঁহার' অবতার শ্রীবৃন্দামহারানী ॥

বৃক্ষরূপে প্রপঞ্চে হইয়া প্রকটিতা ।

'তুলসী' বলি' তিনি জগতে পূজিতা ॥

নারায়ণ-প্রিয়া সেই তুলসী-মঞ্জরী

তাঁ'র মহিমা পুরাণে আছে ভুরি ভুরি ॥

উন্নত-গিরি আর অসংখ্য তীর্থস্থান ।

সকল ত্যজে শক্তিমান্ শ্রীভগবান্ ॥

অতান্ত প্রিয়া তাঁহার তুলসী-কানন ।

সেস্থানে সুখে সদা করয়ে অবস্থান ॥

তুলসীর সদা দর্শন-স্পর্শন ধ্যান,

গুণ-কীর্ত্তন, পূজা, জলসেক, রোপণ ;

গুণ-শ্রবণ, প্রণাম—এই নববিধা ।

সেবা শুদ্ধচিত্তে কেহ করেন সর্বদা ॥

অনায়াসে সেই ঘুচাইয়া মায়াপাশ ।

কোটি সহস্র যুগ হয় বিমুক্তলোকে বাস ॥

যাঁর গৃহে সেবিত সদা তুলসীকানন ।
 তাঁ'র গৃহে যম-দূত না করে গমন ॥
 তুলসীকে কেহ করিবে না বৃক্ষ-জ্ঞান ।
 জড়-বুদ্ধো অবজ্ঞা চিত্তে নাহি দেহ স্থান ॥
 বৈকুণ্ঠধামে বাসুদেব-দেহ যথা ।
 তুলসীর সেই দেহ সাক্ষাৎ তথা ॥
 উষঃকালে তুলসীর সৰ্ব্বাঙ্গে দর্শনে ।
 অহোরাত্র-কৃত পাপ ধ্বংস সেইক্ষণে ।
 যথা পুরাণপাঠ, তুলসী, পদ্মবন ।
 তথা শ্রীহরি সদা করেন বিচরণ ॥
 যাঁর গৃহে তুলসী-মূর্ত্তিকা দেহে শোভিত ।
 মনুষ্য নহে সেই, দেব-মধ্যে গণিত ॥
 সৰ্ব্ব মহাপাপযুক্ত হয় যেই জন ।
 ভুলিয়াও পুণ্য-কার্য্য না করে কখন ॥
 তথাপি তুলসীপত্র করিলে সেবন ।
 সমস্ত পাপ হইতে হইবে মোচন ॥
 ভক্তিমান্ যেমন করি' ভক্ত্যনুষ্ঠান ।
 সমস্ত পাপ নিঃশেষে করয়ে দাহন ॥
 তেমন তুলসীপত্র করিলে সেবন ।
 সঞ্চিত পাপ হইতে হয় বিমোচন ॥
 এই সব মহিমা যদিও তুলসীর ।
 পুরাণেতে সুবিস্তার বর্ণিয়াছে ধীর ॥
 তথাপি কৃষ্ণে সৰ্ব্বদা তুলসী অর্পণ ।
 করিয়া বৈষ্ণবগণ করিবে গ্রহণ ॥
 হে তুলসী-দেবি ! কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী ।
 হও তুমি সৰ্ব্ব জীবের ভক্তি-জননী ॥
 'রমাপতিদাসে' করয়ে এই মিনতি ।
 কৃষ্ণপদে দাও মোরে অহৈতুকী ভক্তি ॥

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্ত-সুহৃদ

গোয়ালপাড়া (আসাম) ।

হরিজন

কিছুদিন আগেকার কথা—‘হরিজন’ উন্নয়নের হিড়িক পড়িয়াছিল। এখনও তাহার জের চলিতেছে। আবার ইহার ভিতরে ‘সাম্যবাদ’ মাথা ‘চাড়া’ দিয়া উঠিয়াছে। সমাজে ধনী কেহই থাকিবেনা, সকলেই নির্ধন হইয়া যাউক; বর্ণভেদ লুপ্ত হউক; সাধু অসাধুর সহিত হাত মিলাইয়া দিউক; উচ্চ-নীচ একেবারে সমান স্তরে উপনীত হউক। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত সব একাকার হউক। ইহা কি সম্ভব? কর্ম্মী যে, সে ভুক্তিকামী, জ্ঞানী মূক্তিকামী, যোগী কৈবল্যকামী আর ভক্ত ভগবানের সেবাকাজী। প্রত্যেকের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। সমপর্যায়ভুক্ত গণ্য করা বাতুলের প্রলাপ বাতীত কিছুই নহে। ইহার ফলে আজ আর কেহ একজন অপরকে সম্মান দিতে রাজী নহে। পুত্র পিতাকে, ছাত্র শিক্ষককে, ভূতা মনিবকে, শূদ্র ব্রাহ্মণকে এমন কি মানুষ ভগবানকে পর্য্যন্ত তাঁহার নাখা মর্যাদা দিতে নারাজ। ইহার মূলীভূত কারণ একমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা।

অধুনাতন শিক্ষায় তথাকথিত শিক্ষিতের মুখোমুখি পরিয়া জনগণ সমাজের মেরুদণ্ডে তীব্র আঘাত হানিতেছে। তাই আজ দিকে দিকে হানাহানি-রক্তা-রক্তি, অশান্তির তাণ্ডব-লীলা চলিতেছে।

শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

বিদ্যা বিনয়ং দদাতি বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্।

পাত্রত্বাঙ্কনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মস্তুতঃ সুখম্ ॥

অর্থাৎ বিদ্যাই বিনয়-নম্রতা দান করে; বিনীত স্বভাব যোগ্যপাত্রে পরিণত করে; কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তি ধনোপার্জ্জনে সক্ষম হয় এবং ধন হইতে ধর্ম্ম-লাভের সুযোগ পড়ে। তৎপরে ধর্ম্মই মানুষের মনে সুখ-শান্তি আনয়ন করে। যে-ধর্ম্ম মানুষকে পশু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছে, সেই ধর্ম্ম আমরা হারাইতে বদিয়াছি, উহার প্রমাণ শাস্ত্রই সাক্ষ্য দিতেছে,—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভিঃ নরাণাম্।

ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥

তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মকে বাদ দিলেই পশুশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে। গর্দভ একটি ভারবাহী পশু; সে কত চিনির বস্তা বহন করিয়া বেড়ায়; কিন্তু

এমনই তাহার ছুঁভাগ্য যে, চিনির মিষ্ট আশ্বাদ সে উপভোগ করিতে পায় না।
তথাকথিত বিদ্বন্মণ্ডলীও সেইরূপ। শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে,—

জড়বিদ্যা সব মায়া'র বৈভব তোমার ভজনে বাধা।

অনিত্য সংসারে মোহ জনমিয়া জীবকে করয়ে গাধা ॥

অতএব আমাদের পরাবিচার অনুশীলনই একান্ত কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আমাদের হিতোপদেশ দান করিয়াছেন,—

“সেই সে বিচার ফল জানিহ নিশ্চয়।

কৃষ্ণপাদ-পদ্মে যদি চিত্ত চিত্ত রয় ॥”

পরাবিচারকে উপেক্ষা করিয়া জড়বিদ্যাপ্রসূত প্রাকৃত বুদ্ধিবলে জগতে সকলে ‘মুড়ি-মিশ্রী’ সমান জ্ঞান করিতেছে। মুচি, মেথর, হাঁড়ি, ডোমকে আজ ‘হরিজন’ আখ্যা দিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। ‘হরিজন’ বলিতে হরির জন অর্থাৎ ‘বৈষ্ণব’কে বুঝায়। তাহা হইলে মুচি প্রভৃতি শ্রেণীমাত্রকেই কি বৈষ্ণব বলিতে হইবে? শাস্ত্রমাধ্যমে আমরা দেখিতে পাই ‘মুচি হয়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে’ ॥ উহারা কি সকলেই হরিভজন করিতেছে? যাহারা শ্রীহরির আদেশ পালন করেন, তাহারাই প্রকৃত হরির নিজজন। “স্মৰ্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ, বিস্মৰ্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।”—এই বিধি-নিষেধ কি পূর্বোক্ত হরিজনগণ নিজেদের জীবনে আচরণ করিতেছে কি? এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীপদ্ম-পুরাণ বলিতেছেন,—

“গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।

বৈষ্ণবোইভিহিতোহভিজৈরিতরোহস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥”

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিলাসস্থত পদ্মপুরাণ-বচন)

অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্তৃক ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে ‘অবৈষ্ণব’। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও বৈষ্ণবের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, যথা ;—

‘কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।

নির্দোষ, বদান্ত, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥

সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণকশরণ।

অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ ॥

যিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ, অমানী ।

গস্তীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রকৃত যাহারা হরিজন, তাঁহারা সমাজে উপেক্ষিত ও অনাদৃত । তাঁহাদের প্রতি জনসাধারণের আনুকূল্যের অভাব । সাম্যবাদীগণের ইহাই অন্তর্নিহিত মনোভাব যে, সাধুসমাজ তথা বৈষ্ণব-সমাজ ধ্বংস হউক এবং অশুদ্ধাচারীর সহিত সমপাণ্যে গণ্য হউক । ইহার নামান্তর ‘হরিজন’ আন্দোলন । এরূপ এক অনুরত শ্রেণীর উন্নয়ন-আন্দোলনে সমাজে তথা বিশ্বে শান্তির আদৌ সম্ভাবনা নাই । ‘শান্তি’ ‘শান্তি’ বলিয়া উচ্চ চীৎকারে কোটি কোটি জন্মেও শান্তির সন্ধান মিলিবে না । যদি আমরা শান্তিময়ের অণোকাতরায়তপাদপদ্মের আশ্রয় না লই তাহা হইলে জগতে অশান্তির অনল নির্বাপিত হইবে না এবং মানব-জীবন ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হইবে । তাই শ্রীমন্তগবদগীতায় এই আশ্বাসবাণী পাই—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাস্বতম্ ॥

অর্থাৎ, হে ভারত ! কায়মনোবাক্যে সেই শান্তিময়ের শরণ লও, তাহা হইলে তাঁহার অনুগ্রহে নিত্য সর্বোৎকৃষ্টা পরা শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে । তাই মহাজন তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—

কাম-ক্রোধ লোভ-মোহ-মদাদি আবিষ্ট ।

এসব না ছেড়ে কিসে পাবে রাধাকৃষ্ণ ॥

সংসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইচ্ছ ।

বৈষ্ণবচরণে মজ ঘুচিবে অনিষ্ট ॥

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদও গাহিয়াছেন—

অপ্রাকৃতভাবে সদা যুগল-সেবন ।

রাধাপাদ-পদ্ম লভে সেই “হরিজন ॥”

—ত্রিদণ্ডিধামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত উর্দ্ধমুখী মহারাজ

শ্রী ফাল্গুনী-পূর্ণিমা

“ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথি গোড়ীয়গণের এত আদরের কেন ?”—এই প্রশ্নটি যখন হৃদয়ে উদ্ভিত হয়, তখন তাহার উত্তরের জন্য শ্রোতবানীর সহস্রমুখী প্রশ্রবণ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। যাহারা ব্যক্তি বা সমষ্টিগত দৈহিক ও মানসিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির তৌলদণ্ডে প্রত্যেক বস্তুর সার্থকতা পরিমাপ করেন, তাহার হৃদয় বলিবেন,—“গোড়ীয়ের আদরের, গোড়ীয়ের আরাধনার, গোড়ীয়ের অত্যধিক প্রীতির সামগ্রীতে সার্বজনীন সার্থকতা কতটুকু আছে ? সাম্প্রদায়িক গণ্ডির আনন্দোৎসব সার্বজনীন অভিনন্দন লাভ করিতে পারে না।”

যাহা সকলের সর্বপ্রকার যথেষ্টাচারিতা স্বৈরিণী স্বত্তিকে প্রশ্রয় দিয়া ইন্দ্রিয়মেধ-যজ্ঞের ইন্ধন যোগাইয়া দিতে পারে, তাহাই আধুনিক সার্বজনীনতা ! বহির্মুখ-সার্বজনীনতা ও উন্মুখ-সার্বজনীনতার তারতম্য বিচার করিবার সময় আমাদের নাই। সার্বজনীনতার মধ্যে বহির্মুখতার পরিমাণ ও সংখ্যা কতটা অধিক প্রবেশ করিয়া সার্বজনীনতার প্রতীক গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা বিচার করিবার মত সুমেধা ও সহিষ্ণুতা পক্ষাধাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ফাল্গুনী-পূর্ণিমাকে আমরা বাঙ্গালার লোক অভ্যর্থনা করি বটে, কিন্তু সেই অভ্যর্থনা কতটা হৈতুকী আর কতটাই বা অহৈতুকী, তাহা সুধীগণের বিচার্য। ঋতুরাজ নব বসন্ত আমাদের কাম বর্দ্ধন করুক, বসন্তদূত কোকিলের কাকিলি আমাদের কর্ণে স্বর্গীয় সুধা বর্ষণ করুক, বসন্তের প্রকৃতি-লক্ষ্মী আমাদের প্রাকৃত সাহিত্যের নব উপহার সৃষ্টি করুক কিংবা ধন-ধান্যে বসুন্ধরাকে অধিকতর সুভোগ্যা করিয়া তুলুক—এইরূপ আশার স্বপ্ন দেখিয়া আমরা ফাল্গুনী-পূর্ণিমাকে অভ্যর্থনা করি ; অথবা বালক-বালিকা—প্রেমিক-প্রেমিকাগণের সামাজিক ফাগোৎসবের আগমনী-বার্তার পতাকা লক্ষ্য করিয়া ফাল্গুনী-পূর্ণিমার প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করি ; না হয়, খুব ছোর এই তিথিটিকে কোন বীর বা নায়ক—যিনি আমাদের অবাস্তব বস্তুতন্ত্র-জগতের কোন প্রকার সামাজিক বা ব্যবহারিক সুবিধাবাদের উপটোকন যোগাইয়াছেন তাহারই জন্মতিথির স্মারকরূপে তাহার পূজা করিবার পরিবর্তে আমাদেরই সুবিধাবাদের পূজা করিবার উদ্দীপক দিনবিশেষ মনে করি। কিন্তু শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমার ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাহা অবাস্তব

বস্তুতান্ত্রিকতা বা বিশ্বজনীন হিংসাময় সুবিধাবাদের সার্বজনীন ভেক্সির প্রশয় দেন না। ফাল্গুনী-পৌর্ণমাসীতে সার্বজনীন অচৈতন্যভাব বিদূরিত হইবার সুবর্ণসুযোগ আবিষ্কৃত হয়। ফাল্গুনী-পূর্ণিমা শ্রীচৈতন্যপূর্ণচন্দ্রের পাদ-পদ্ম নখশোভা প্রকটিত করিয়া থাকেন। তাই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

“চৈতন্যের জন্মযাত্রা—ফাল্গুনী-পূর্ণিমা।

ব্রহ্মা-আদি এতিথির করে আরাধনা ॥

পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিনী।

যহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি ॥” (চৈঃ ভাঃ আঃ ৩।৪৩-৪৪)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই তিথির বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন,—

“সর্বসদৃশপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।

যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোহবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ১৩।১৯)

ফাল্গুন-পৌর্ণমাসী-তিথি সাক্ষাৎ ভক্তি-স্বরূপিনী। ভক্তিতে জীবের ভোগের কথা নাই; অভক্তিতে ধর্ম, অর্থ, কাম বা তৎপ্রতিযোগী ভাবসমূহ আছে। অচৈতন্যজগতে অন্তর ও বাতিরেকভাবে অভিনিবেশ হইতেই জীবের হৃদয়ে ভোগ ও ত্যাগের স্পৃহা উদ্ভূত হয়। এই ভোগ-স্পৃহাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধির রূপ লইয়া উদ্ভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে, শ্রীচৈতন্যের উপদেশে এই ভুক্তি ও মুক্তি-স্পৃহাই পিশাচীদ্বয় এবং ভক্তির বিরুদ্ধ বাপার ও প্রেম-পথের অর্গল। মানবজাতি যখন অপ্রাকৃত প্রেমের বার্তা ভুলিয়া যায়, তখন ভক্তিস্বরূপিনী ফাল্গুনী-পৌর্ণমাসী শ্রীচৈতন্যপূর্ণচন্দ্রকে জগতে প্রকাশ করেন। আবার বহির্মুখতার বিক্ষেপ যখন প্রতিমূহূর্তে এই অপ্রাকৃত যোগ-মায়াধীশ পূর্ণচন্দ্রের শোভা-দর্শনে জীবকে বিভ্রান্ত করে, তখন প্রতি বর্ষে, প্রতি মাসে, প্রতি পক্ষে, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি দিনে, প্রতি মুহূর্তে, শ্রীঅর্চা ও শ্রীনামরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব শ্রীচৈতন্যজনের কৃপায় আমাদের চেতনরাজ্যের সেবানুষ্ঠান পীঠে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

ছঃখের বিষয়, শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি—শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ও শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বদগণের কথিত ও চির-প্রসিদ্ধ যে ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া কোন কোন বাক্তি অন্য সময়ে শ্রীগৌরদেবের আবির্ভাব-তিথি স্বকপোল-কল্পনা-বলে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন। আমরা কিন্তু সর্বমহাজন বন্দিতা, সর্বসদৃশপূর্ণা, পরম পবিত্রা, ভক্তি-স্বরূপিনী ফাল্গুনী-পূর্ণিমাকেই নিত্য শ্রীগৌরজন্মতিথি বলিয়া আরাধনা করি।

শ্রীমায়াপুর-চন্দ্র জগতে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া একটি বিশেষ রহস্য-
কথা আমাদেরকে জানাইয়াছেন। তাহা শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসের লেখনী
অনুসারে শ্রীগৌরসুন্দরের উত্তর ভাষায় নিম্নে উদ্ধার করিতেছি,—

“সঙ্কীৰ্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।

উদ্ধার করিমু সর্ব পতিত সংসার ॥

যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে।

এ-যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে ॥

যতেক অস্পৃষ্ট দুষ্কৃত যবন-চণ্ডাল।

স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত অধম রাখাল ॥

হেন ভক্তিযোগ দিমু এযুগে সবারে।

সুর, মুনি, সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে ॥

বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।

যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে ॥

সেই সব জন হ'বে এযুগে বঞ্চিত।

সবে তা'রা না মানিবে আমার চরিত ॥

পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম।

সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম ॥

পৃথিবীতে আসিয়া আমিহ ইহা চাও।

খোঁজে হেন জন মোরে কোথাও না পাও ॥”

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।১২০-১২৭)

শ্রীমদ্বাহু প্রভু একটি নির্বাট সত্য কথা জানাইয়াছেন,—

“পৃথিবীতে আসিয়া আমিহ ইহা চাও।

খোঁজে হেন জন মোরে কোথাও না পাও ॥”

অর্থাৎ আমার ইচ্ছা—আমাকে লোকে অনুসন্ধান করুক, কিন্তু কেহই
আমার অনুসন্ধান করে না। যাহারা ভগবদ্বাক্তকে নিজেদের উপমায় দর্শন
করেন, তাহারা শ্রীচৈতন্যের এই কথা শুনিয়া বলিবেন,—“শ্রীচৈতন্যদেব
আমাদেরই ন্যায় একজন প্রতিষ্ঠাকাজী ও লোকপূজার প্রার্থী ছিলেন ;
কারণ, তিনি পৃথিবীর সকল দেশে গ্রামে তাহার নাম-বিস্তারের জন্য ইচ্ছা
করিয়াছেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলেও লোকে তাহার অনুসন্ধান করে না,—
এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।” শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষাতেও

প্রেমামরতরুঙ্গী শ্রীচৈতন্যদেবের এইরূপ আর একটি প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই,—

অগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্যখ্যাতি ।

সুখী হঞা লোক মোর গাহিবেক কীর্তি ॥

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র ।

জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

(চৈঃ চৈঃ আঃ ৯।৪০-৪১)

শ্রীগৌর-নাম-প্রচার, শ্রীগৌর-কীর্তি-বিস্তারই,— শ্রীগৌরসুন্দরের কাম । তাঁহার কীর্তি-বিস্তারের জন্য অখিল চেষ্টা করিলেই জীবের জড়প্রতিষ্ঠা-কামনা দূরীভূত হইতে পারে । মদনমোহনের কাম পরিতৃপ্ত করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেই জীবের প্রাকৃত হৃদরোগ নিমূল হয় । একমাত্র কৃষ্ণনাম-প্রচারের জন্য অর্থ, ভূমি, সম্পদ প্রভৃতি আহরণ ও নিয়োগ করিলেই প্রাকৃত অনর্থপ্রসবিনী অর্থ-স্পৃহা বিদূরিত হয় । যাহারা স্বরাট লালাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাকে ক্ষুদ্রজীবের ঐ সকল পাপ-স্পৃহার সহিত সমান মনে করেন, তাহারা নপুংসক বা ক্লীব,—ইহাই শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস জানাইয়াছেন,—

এবে কেহ কেহ নপুংসক-বেশে নাচে ।

বলে—‘বলরাম-রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে ?’

কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেহ নাহি মানে ।

এক অর্থে অন্য অর্থ করিয়া বাখানে ॥

শ্রীচৈতন্যের বানী—এযুগে দৈত্য ও যবন, যাহারা ভগবান্কে কখনও মানে না, তাহারাও তাঁহার নামে ক্রন্দন করিবে । পৃথিবী পর্য্যন্ত যাবতীয় দেশ—গ্রামের সর্বত্র তাহার নাম সঞ্চারিত হইবে । কেবল যাহারা প্রাকৃত বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্যার মদে মুগ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্যজনের চরণে অপরাধী, তাহারাই বঞ্চিত হইবে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মানিবে না ।

আজ শ্রীচৈতন্যের এই ভবিষ্যৎ বানী বর্ণে বর্ণে সার্থক হইতেছে । যাহারা লৌকিক বিচারে ‘বিধর্ম্মী’ নামে পরিচিত, যাহারা শ্রীচৈতন্যের নামও কোন দিন শ্রবণ করেন নাই, অথ পাশ্চাত্যদেশের সেইরূপ বহু বহু ব্যক্তি বিদ্যা, ধন, জ্ঞান, তপস্যা ও আভিজাত্য-গৌরবে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও শ্রীগৌরসুন্দরের নাম কীর্তন করিতেছেন, তাহার নাম কীর্তন করিতে

করিতে আৰ্ত্তি ক্রন্দন করিতেছেন। কেন না, তাঁহারা বিদ্যা, ধন, কুলাদির মদে মত্ত হইয়া গৌরজনের চরণে অপরাধ করেন নাই। তাই তাঁহারা গৌর-বাণীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে পারিয়াছেন।

আজ শ্রীগৌর-জনের কৃপায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গৌরনাম প্রচারিত হইতেছে। ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-তিথির আরাধনা কেবল ভারতবর্ষে আবদ্ধ থাকে নাই; যাহাকে আমরা অবাস্তব বস্তু তান্ত্রিকবাদের মূল কেন্দ্র বা জন্মভূমি বলি, সেখানেও শ্রীচৈতন্য-প্রকট-পূর্ণিমা তাঁহার চেতনময়ী স্নিগ্ধোজ্জল প্রভা বিস্তার করিতে উগ্ৰত হইয়াছেন। প্রাচী ও প্রতীচিগণ আজ যুক্তকরে শ্রীগৌর-প্রকট-পূর্ণিমার শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য গৌর-জনের নিকট সমিৎপাণি হইয়া আগমন করিয়াছেন। তাই মহাজন-বাক্যের আৰুতি করিয়া নিবেদন করি—

“দন্তে নিধায় ভৃগকং পদয়োনিপত্য।

কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাদ্-

গৌরাজ্জচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥” (শ্রীচৈঃ চন্দ্রামৃতম্ ১০)

—ত্রিদিগ্ভিমামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ব্রহ্মচারী ও আগন্তুক-সংলাপ

সে-দিন নবদ্বীপ সহরে মহাসমারোহ। বহু মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় নানা রঙ্গের পতাকাসকল বসন্তের মন্দ মধুর মলয়াঘাতে পটাৎ পটাৎ সুর তুলিতেছিল—অনেক দেবালয় হইতে মৃদঙ্গধ্বনি উখিত হইয়া দিগ্ দিগন্ত মুখরিত করিয়া যাত্রিগণের হৃদয়ে “বসন্ত-গান” শ্রবণের এক অভিনব লালসা জাগরিত করিতেছে। সূৰ্য্যাস্তকুর দৈনন্দিন কার্য সমাপনান্তে পশ্চিম গগনের অন্তরালে ঝাপাইয়া পড়িলে বিহগকুল ভগবানের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে বাসাপানে ধাবিত হইতেছিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে নরনারী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হাসিতে হাসিতে, একে অন্যের অঙ্গে চলিয়া পড়িতে পড়িতে ‘নিমাই, সন্ন্যাস’ শুনিবার জন্য পিপীলিকা দলের ন্যায় চলিয়াছে। উচ্চ শিক্ষিত একটি যুবকবাবুও তাঁহার বৃদ্ধা জননীসহ চলিয়াছেন—

সহর হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে তাহারা আমাদের মঠে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করার জন্য প্রবেশ করিলে এক ব্রহ্মচারীর সহিত কথোপকথন হইতেছিল।

যুবক—হ্যাঁ মশায়! আপনাদের কথাগুলি যেন, একটু extreme (বাড়া-বাড়ি) বলে মনে হ'ল। কোথায় বুড়ো মা'কে নিয়ে এলাম এই দূর নবদ্বীপ ধামে 'হরিনাম' শোনাবার জন্য, তা বলছেন যে জড়চক্ষে ধাম দর্শন হয় না, জড়েন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নাম-ধাম-রূপ-লীলা-কীর্তন-দর্শন বা ধারণা করা যায় না। ঐ যে কি বল্লেন, “অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহমিন্দ্রিয়ৈ।” কেবল তাই নয় অবৈষ্ণবের মুখ থেকে হরিনাম শুনলেও নাকি বিষবৎ ক্রিয়া করে। আর আপনাদের শাস্ত্রানুসারে এও বুঝতে পাচ্ছি যে, শুদ্ধ বৈষ্ণব পাওয়াও দুষ্কর। এখনে ত বেশ বোঝা যাচ্ছে যে প্রতি মন্দিরই professional (ব্যবসাদারী) ! তাহ'লে ত-ও কথা শুনবেন না ! শুনবেন না ! ওরা প্রায়ই বৈষ্ণব-বিরোধী। শাস্ত্রে ওসব কথা নেই। যে-কোন ভাবে 'হরি' উচ্চারণ কর্তে পাল্লেই হ'লো—বলিতে বলিতে তিলক নাকে গলায় মালা, লম্বা শিখা সম্বলিত কোপীনধারী এক প্রোঢ় আসিয়া কথায় বাধা দিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া অতি কষ্টে হাস্যসম্বরণ করিয়া ধীর ভাবে ব্রহ্মচারীজী বলিলেন—কেন মশায়, বৈষ্ণববিরোধটা কোন্ জায়গায় হলো ? আপনি ত বৈষ্ণব (?) আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে —

অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণ নাম নাহি হয়।

নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয় ॥

কভু নামাভাস হয় সদাই নাম অপরাধ।

এ সব জানিবে ভাই, কৃষ্ণ-ভক্তির বাধ ॥

প্রোঢ়—কেন, শাস্ত্রই ত বলে—

এক কৃষ্ণনামে পানীর যত পাপক্ষয়।

বাহু জন্মে সেই পানী করিতে নারয় ॥

ব্রহ্মচারী—হ্যাঁ. আবার এও সত্য—

কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন।

তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥

যুবক—আপনাদের ত কথা কাটাকাটি হচ্ছে, এখন দয়া ক'রে বলে দিন যে, “নাম-অপরাধ” “নামাভাস” ইত্যাদির অর্থ কি এবং কি উপায়ে 'নাম' কর্তে হয়।

ব্রহ্মচারী—নাম অপরাধ দশবিধ শাস্ত্রে কয় ।

সেই অপরাধে মোর বড় হয় ভয় ॥

তাই শাস্ত্র বলেন —

সতাং নিন্দা নামঃ পরমপরাধং বিতনুতে ।

যতঃ খ্যাতিং যাতে কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্ ॥

সাধুনিন্দা বড় অপরাধ। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারী-জ্ঞানে সাধু-বিচার করিতে হইবে, সাধুকে অসাধু বলে যেমন নাম অপরাধ, অসাধুকে সাধু বলাও তদনুরূপ। তাই প্রকৃত সাধুকে বুঝিবার নিমিত্ত শাস্ত্র বলেন —

যে বলিবে আমি দীন কৃষ্ণৈকশরণ ।

কৃষ্ণনাম যার মুখে সাধু সেই জন ॥

তৃণ হৈতে দীন বলি আপনাকে জানে ।

সহিষ্ণু তরুর ন্যায় আপনাকে মানে ॥

হেন সাধুমুখে যেন শুনি এক নাম ।

বৈষ্ণব বলিয়া তারে করিব প্রণাম ॥

এ হেন বৈষ্ণব-নিন্দা যেই জন করে ।

নরকে পড়িবে সেই জন্ম-জন্মান্তরে ॥

যুবক—আচ্ছা, ঐ যে তিন প্রকারের সাধুর কথা বল্লেন, তাঁদের পরিচয় কি ?

ব্রহ্মচারী—যে ব্যক্তি—

সাধু সেবাহীন অর্চে লৌকিক শ্রদ্ধায় ।

প্রাকৃত বৈষ্ণব হয় বৈষ্ণবের প্রায় ॥

আরও—কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণভক্তে মৈত্রী আচরণ ।

বালিশেতে কুপা আর ঘেঁষী উপেক্ষণ ॥

করিলে মধ্যম ভক্ত শুদ্ধভক্ত হয় ।

কৃষ্ণনামে অধিকার করেন অর্জুন ॥

পুনশ্চ—সর্বত্র যাহার হয় কৃষ্ণ দরশন ।

কৃষ্ণ সকলের স্থিতি কৃষ্ণ প্রাণধন ॥

বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-ভেদ নাহি থাকে যার ।

বৈষ্ণব উত্তম তিনি কৃষ্ণনাম সার ॥

যুবক—যদি কখনও এমন সাধুচরণে অপরাধ করে ফেলি, তা হ'লে কি কর্বে।

ব্রহ্মচারী— প্রমাদে যত্বপি ঘটে সাধুবিগর্হণ ।
তবে অনুতাপে ধরি সে' সাধুচরণ ॥
কাঁদিয়া বলিব প্রভো ক্ষমি' অপরাধ ।
এ দুষ্কিন্দকে কর বৈষ্ণবপ্র ॥

তারপর, দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান করিলে দ্বিতীয় অপরাধ হয়, যথা—

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর ইহ গুণনামাদিসকলং ।

ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥

বিষ্ণু একটি ঈশ্বর, শিবাদি দেবতা একটি একটি ঈশ্বর—এরূপ মানলে অনেক ঈশ্বর মানার অপরাধ হ'য়ে পড়ে। সুতরাং সেই সেই দেবতাকে বিষ্ণুর গুণাবতার বা অধিকৃত দাস ব'লে জানলে বা বিষ্ণুনির্ম্মালাদ্বারা পূজা করলে অপরাধ হয় না। অন্য কোন দেবতা বিষ্ণুশক্তি হইতে পৃথক্ শক্তি-সিদ্ধ নন। বিষ্ণুহত্বে ভেদজ্ঞানই দোষ। শিবাদি দেবতা বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র জানলে ভেদজ্ঞান উদয় হয়। তাই কৃষ্ণভক্ত অন্যদেব ও অন্য শাস্ত্রনিন্দা করেন না। ভেদজ্ঞানে অন্যদেব ও শাস্ত্রনিন্দা পরিত্যাগ করলে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের কুপা হয়। গুরুবজ্রা তৃতীয় অপরাধ, শ্রীগুরুদেবের পরিচয় হচ্ছে—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ।

যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥

হেন— গুরুতে অবজ্ঞা যার, তার অপরাধ ।

সেই অপরাধে তার ভক্তিবাদ ॥

এই প্রকার শ্রীগুরুতে সামান্য জীববুদ্ধি করলে অপরাধ হয়, তিনি হচ্ছেন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তমজন—যদিও লীলাগত পার্থক্য আছে, তথাপি তিনি হচ্ছেন অভিন্ন নিত্যানন্দ ।

তবে যদি এরূপ ঘটনা কভু হয় ।

অসংসঙ্গে গুরুর যোগ্যতা হয় ক্ষয় ॥

তখন তাহাকে গুরুর আখ্যা দিলেও অপরাধ হয়। কিন্তু দেখুন আমরা অনেক সময় আত্মবঞ্চনা ক'রে থাকি। কি রকম জানেন? এক সময়ে এক দরিদ্র যুবক গিয়েছিল তার নূতন শস্তুরবাড়ী, শীতকালের দিন পিঠে পায়েসটা অবশ্য পাওয়া যাবে ভেবে লোকটা প্রথমে বাজনাদি কিছুই গ্রহণ করল না। মনে ভাবছে যে, শেষ বেলাটা বেশ পেটভরে পিঠে থাকবে,

কিন্তু ছুঁতাবাদীতে সেই দিন ওসব কিছুই হয়নি। কি করে বেচারা। শূন্য উদরেই বাড়ী ফিরলো। মা জিজ্ঞেস করলেন—কি খোকন! শূন্যবাদীতে কি রকম খেয়েছ? খুব খেয়েছি মা, কত রকমের মিষ্টি যার নামও কখনো শুনিনি! পেট ভর্তি আছে রাতে আর খাব না—বলে, বোকা যুবক চোখলজ্জায় জননীকে দুঃখের কাহিনী না বলেই বিছানায় গিয়া শুয়ে পড়ল, তারপর সারা রাত এপাশ আর ওপাশ!! আমাদেরও কিন্তু অনেক সময় তাই হয়। শ্রীগুরুদেবের নিকট যাই আমরা দিব্যচক্ষু ও দিব্যজ্ঞানের জন্য, হরিভক্তির জন্য, কারণ তার নিকট এই সবগুলিই পাওয়া যাওয়ার কথা, অথচ গুরুকরণ করেও যখন দেখি যে আমরা “যে, তিমিরে সেই তিমিরে।” তবু লোকলজ্জাভয়ে বদ্ধ মূর্খ স্বীয় গুরুদেবের বাহার দিয়ে বেড়াই। বলুন ত! এইটে কি আমাদের বোকা যুবকের মত আত্মবঞ্চনা নয়? শূন্যবাদী গেলে পিঠে পায়ের পাওয়া যায়, কিন্তু তা না পেয়েও যদি বলে বেড়াই খুব খেয়েছি! তবে ছটফট করে রাত কাটাতে হয় না?—শ্রীগুরুদেবের নিকট হাতে অধোক্ষজ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু যে-গুরু (?) সেইটে না দিতে পারে তবুও যদি বলে যে “আমার গুরুদেব খুব উন্নত!” তা হ’লে অন্তিমে কি বোকার মত দশা হবে না?

যুবক—আপনার কথাগুলি বড় ভাল লাগছে। আমি সময় পেলেই পুনরায় আসব। আজ অনেক রাত হ’ল। নমস্কার। দয়া রাখবেন।

ব্রহ্মচারী—আচ্ছা, নমস্কার।

—প্রকাশকের সংগৃহীত

রাজর্ষি জনক

পরমধর্মাত্মা সামুশ্রেষ্ঠ নিমিরাজার বংশে মহাসত্ত্ব মহারাজ জনক আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম হুয়রোমা। জনকের অপর নাম শিরোধ্বজ। তাঁহার একটি সহোদর ছিলেন, নাম—কুশধ্বজ।

বৈষ্ণব পরমহংস জনকরাজ হরি-ভজন-পর গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। বদ্ধজীবের মত, মৃত বৈষ্ণবগণের গৃহে ‘গৃহ’ বা বনে ‘বন’ দর্শন নাই। তাঁহাদের অপ্রাকৃত অনুভূতিতে গৃহে বা বনে সর্বত্রই শ্রীবৃন্দাবন প্রত্যক্ষ হয়। বৈষ্ণব মহাজন গাহিয়াছেন—

“যে দিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেই গোলোক ভায়।”

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও প্রার্থনায় গাহিয়াছেন,—

“গৃহে বা বনেতে থাকে

হা গৌরাজ ব'লে ডাকে,

নরোত্তম-মাগে তার সঙ্গ ॥”

জনকরাজের গৃহবাসও এমনই ছিল। ভগবদর্পিত নিকপট নিকামকর্মে থাকিয়াও যাহারা নৈষ্কর্মা-সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা বলিতে স্বয়ং শ্রীভগবান্ও অগ্রে জনকের নাম করিয়াছেন। বর্ণিয়াছেন—

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমান্হিতা জনকাদয়ঃ ।” (গীঃ ৩২০)।

কালপ্রভাবে অধুনা ভোগসুখতৎপর গৃহব্রত গৃহমেধী ব্যক্তিগণ মনোধর্ম্মে সাধু ও শাস্ত্রকে আপনাদের ভোগবৃত্তির অধুকূলে আবশ্যিকমত গড়িয়া লইতে চাহে। তাহারা সাধুমহাজন এবং দেবতাদিগকেও আপনাদের মনের মত করিয়া সাজাইয়া সেই মনঃকল্লিত ভাবটিকে আপনাদের ভোগেচ্ছা পূরণের যন্ত্ররূপে যথেষ্ট ব্যবহার করে। গঞ্জিকা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য-সেবিগণ সাধু সাজিয়া বলে—“মহাদেব গঞ্জিকা সেবন করেন, আর আমাদের দোষ কি?” এইরূপে, যাহারা মনঃকল্লিত সাধু-শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যথেষ্টাচারে কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে চাহে, জন্ম জন্ম কাম-কৃমি-পূর্ণ গৃহ-কূপেই মজিয়া থাকিতে চাহে, তাহারা অমার্জ্জনীয় ধুষ্টতাকে অবাধে প্রশ্রয় দিয়া বলে—“জনকরাজ ‘এদিক ওদিক দু’দিক রেখে খেয়েছিলেন দুধের বাটী” অতএব গৃহ-সুখ-সন্তোষ ও হরিভজন একসঙ্গে হইবে না কেন? আমরাও দুইদিকই বজায় রাখিব।” এই ভাবেই আমরা পরমহংস বৈষ্ণব মহাজনে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া তদনুকরণে আত্মবঞ্চিত এবং কেবল ঐ “দুধের বাটী”তেই নিমজ্জিত হইয়া মরি। নিম্নলিখিত—শুক-জনক-সংবাদে, মহাভাগবত মহারাজ জনক যে কেমন ‘গৃহী’ ছিলেন, তাহা উপলব্ধি হইবে।

জনকরাজ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাসদেবের শিষ্য ছিলেন। একদা বাসদেব আজন্ম-সন্ন্যাসী ব্রহ্মবিৎ পুত্র শুকদেবকে তত্ত্বজ্ঞানলাভ ও কর্তব্য নির্ণয়ের জন্য রাজর্ষি জনক-সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জনকরাজ বিবিধ বিষয় প্রলোভন বিস্তার করিয়া, বহু পরীক্ষা করিলেও, তাহাতে শুকদেব আত্ম-যোগ হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। তখন তিনি (মহারাজ), তাঁহার মাহাত্ম্য সম্যক অবগত হইয়া স্বয়ং মন্তকে অর্ঘ্য বহন করিয়া নিয়ে এসে তাঁহার পূজা করিলেন। পরে, তাঁহার আগমন উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য অবগত হইয়া প্রথমতঃ তিনি তাঁহাকে সংসার-ধৰ্ম উপদেশ দিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, শুদ্ধমতে অবস্থিত সৰ্ব্বাৱন্ত-পৰিত্যাগী শুকদেব গুণময়ী প্রকৃতি-ৰাজ্যেৰ সীমা অতিক্রম কৰিয়া তাহাৰ বহু উৰ্দ্ধে পৰমহংসকুল-সেবিত ভাগবতধৰ্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ কৰিয়াছেন, তখন তিনি—সেই ব্যাসশিষ্য সৰ্ববিৎ জনকৰাজ ঐ শুকদেবকে লক্ষ্য কৰিয়া কহিলেন,—“পূৰ্বতন ঋষিগণ লোকসমূহকে উচ্ছ, জলতা হইতে সংহত কৰিতে সচ্ছিক্ষা দিবার জন্য এবং তাহাদেৰ কৰ্ম বন্ধন ছেদন কৰিবার জন্য ব্রহ্মচৰ্যা, গাৰ্হস্থ্য প্রভৃতি চাৰি আশ্রমোচিত ধৰ্ম্মসকল সংস্থাপন কৰিয়াছেন।” (ক্রমশঃ।)

— ত্ৰিদণ্ডিষ্যমী শ্ৰীমন্তুক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহাৰাজ

গৌড়ীয়েৰ ষড়্‌বিংশ-বৰ্ষ

শ্ৰীগুরু-গৌড়ীয়েৰ অতিমৰ্ত্ত্য চৰিত্ৰ

শ্ৰীগৌড়ীয়-পত্ৰিকা শুভ নববৰ্ষে প্রবেশ কৰিলেন। অপ্ৰাকৃত ষড়্‌বিংশ গুণাৱিত শ্ৰীগুরু-গৌড়ীয় শ্ৰীগৌৰ-সৱন্তীৰ অত্যন্ত প্ৰিয়জনৰূপে শ্ৰীগৌৰ-ভগবানেৰ মনোহৰোষ্ঠ—গৌৰবিহিত কীৰ্ত্তন-ধৰ্ম্ম ও সুদূৰ্গত প্ৰেমভক্তিৰ কথা দোৰ্দ্‌গুপ্ততাপে প্ৰচাৰপূৰ্বক গৌড়ীয়-গগন অন্ধকাৰ কৰিয়া লোক-লোচনেৰ অন্তৰালে চলিয়া গিয়াছেন, তাহাও আজ ষষ্ঠবৰ্ষ অতিক্রম কৰিল। শ্ৰীপত্ৰিকাৰ ষড়্‌বিংশ-বৰ্ষে পদাৰ্পণ—আমাদিগকে শ্ৰীগুরুপাদপদ্মেৰ অপাৰ্থিব বৈষ্ণব-লক্ষণাবলী ও অসমোৰ্ক কৰুণাৰ কথাই স্মৰণ কৰাইয়া দেয়। “কৃষ্ণ-ভক্তে কৃষ্ণেৰ গুণ সকল সঞ্চাৰে” বাক্যানুসারে তাঁহাৰ অতিমৰ্ত্ত্য চৰিত্ৰে আমাদেৰ ঐ সকল গুণসমূহেৰ বিবেচনা প্ৰকাশ লক্ষ্য কৰিবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

শ্ৰীগুরুপাদপদ্মেৰ অসমোৰ্ক কৰুণা

তিনি শ্ৰীগৌৰসুন্দৰেৰ অমন্দোদয়দয়া বিতৰণোদ্দেশ্যে বহু কুকৰ্ম্মী, কুজ্ঞানী ও কুযোগীৰ চিত্ত-মালিন্য বিদূৰিত কৰিয়া মায়াবাদাদি বিভিন্ন মতবাদ-নিৰাসপৰ গ্ৰন্থাদি ৰচনাপূৰ্বক পাৰমাৰ্থিক বিদ্বজ্জন সমাজেৰ প্ৰতি বিশেষ কৃপা প্ৰদৰ্শন কৰিয়াছেন। ভক্তি বাতীত অন্যান্য সাধনোপায় বৃথা পণ্ডশ্ৰম, অধোক্ষজে অহেতুকী ভক্তিবিধানেৰ দ্বাৰাই আত্মাৰ প্ৰসন্নতা লাভ, নিৰ্জ্জন ভজন পৰিত্যাগপূৰ্বক সংসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই দুঃসঙ্গবৰ্জ্জন এবং তাহাতেই লীলাস্মৰণাদি অপ্ৰাকৃত ৰসে অধিকাৰ সম্ভব, প্ৰাকৃত ভোগ ও ত্যাগ-বিৰহিত না হইলে সমদৰ্শী হওয়া যায় না, ভগবদ্ বিস্মৃতিই জীবেৰ অশেষ ক্লেশ এবং তাঁহাৰ সাধন-ভজনেই বাস্তব কল্যাণলাভ ইত্যাদি বিষয় তিনি স্বীয় গুণভক্তিময় জীবেৰ আচৰণ ও উপদেশ কৰিয়াছেন।

সদগুরু অপ্ৰাকৃত ষড়্‌বিংশ-লক্ষণযুক্ত

গুরুগৃহে বাসকালে বহু গুরুভোগী-গুরুত্যাগী পাষণ্ড তাঁহাৰ বিশ্ৰান্ত গুরু-সেবায় বাধাত ও বাধাসৃষ্টি কৰিলেও তিনি কখনও কাহাৰও প্ৰতি

‘দ্রোহাচরণ’ করেন নাই; অপরাধী দোষ স্বীকার করিলেই তিনি সকল কথা ভুলিয়া যাইতেন; তিনি ক্ষমাগুণের মূর্ত প্রতীকরূপে পরম ‘কৃপালু’ ছিলেন। তাঁহার ‘সতানিষ্ঠা’ সর্বজনবিদিত, অন্যায় কখনও সহ্য করিতেন না; তিনি যেক্ষণ বজ্রাদপি কঠোর, তদ্রূপ কুসুম হইতেও কোমল ও সরল-স্বভাব ছিলেন। অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণ মনে মনে তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। সকলের প্রতি তাঁহার ‘সম’-ব্যবহার ছিল, একজন বালককেও ‘আপনি’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কলিপঙ্কে কখনও আসক্ত ছিলেন না বলিয়া তিনি ‘নির্দোষ’; অঞ্চলী হইয়া মুক্তহস্তে দতীর্থ ও অনু-কম্পিত জনগণকে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি কখনও দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন নাই; প্রাকৃত সহজিয়া-ধর্মের সহিত চিরদিনই তিনি অসহযোগ-আন্দোলন চালাইয়াছেন। আজীবন শুদ্ধভক্তির আচার-প্রচার দ্বারা ‘মহামহাবদান্ত’ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। ধর্ম্যাধর্ম্য সম্বন্ধে তাঁহার কঠোর নীতি সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় ‘মুহু’ ও শান্তস্বভাব মহাপুরুষ জগতে বিরল। তাঁহার গুণমুগ্ধ ও অনুকম্পিত জনগণ তাঁহাকে “প্রেমভক্তিদাতা অপার্থিব স্নেহশীল পিতা” বলিয়া মনে করিতেন। অনুক্ষণ শ্রীনাম ভজনে প্রবীণ হইয়া তিনি সর্বতো-ভাবে ‘শুচি’শুদ্ধ ছিলেন; কর্মজড়-স্মার্ত-সম্প্রদায়ের তথাকথিত শুচি-অশুচি বিচার কখনও তিনি বহুমানন করেন নাই। ‘শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বাতীত এজগতে আর কেহ রক্ষাকর্তা নাই’ ভাবিয়া তিনি ‘অকিঞ্চন’ গুণের অধিকারী ছিলেন। জগজ্জীব সকলেই হরিভজনদ্বারা কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ অবিচার হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করে, ইহাই তাঁহার ‘সর্বোপকারক’ মনোবৃত্তি-রূপে দেখা দিয়াছিল। প্রাকৃত কামনা-বাসনারহিত কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া কখনও তাঁহার মধ্যে মানসিক ‘শান্তি’র অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। ইষ্টদেব শ্রী গুরু-ভগবানের উপর তাঁহার অত্যাশ্রিত নির্ভরতা ছিল, যাহা দ্বারা তিনি কপর্দকহীন হইয়া বিবদমান মিশন পরিত্যাগ করিলেও ‘হা প্রভুপাদ’ বলিয়া গদগদভাবে অশ্রুবিসর্জনকালে কলিকাতা মঠ গৃহের উপরিভাগে অবস্থিত কোন পক্ষী তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিল। তিনি ‘কৃষ্ণক-শরণ’ ছিলেন বলিয়াই ভক্ত কুরেশের চরিত্র তাঁহার দিব্য জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

অপ্রাকৃত শ্রীনবীনমদনযুগল শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর সেবা-স্থাপন-পূর্বক তিনি ‘অকাম’ কৃষ্ণভজন শিক্ষাদান করিয়াছেন। তিনি “কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট” হইয়া সকলকে ভগবদ্ভজনে উৎসাহ প্রদানপূর্বক

‘নিরীহ’ জীবন যাপন কৰিয়া গিয়াছেন। কোনদিনই শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষা হইতে লক্ষ্যভ্ৰষ্ট ও আদর্শচ্যুত না হইয়া মানাপমান পরিত্যাগ কৰিয়া ভিক্ষার ঝুলি ক্ষণে লইয়া মুকুন্দ-সেবনব্রতে ‘স্থির’ভাবে আত্মনিয়োগ কৰিয়াছিলেন। ক্ষুংপিপাসা, অর্থলোলুপতা কোনদিনই তাঁহাকে বশীভূত কৰিতে পারে নাই বলিয়া তিনি জিতেন্দ্রিয়—গোদামী—‘বিজিতযড়গুণ’। অত্যাहार—প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিক সংগ্রহচেষ্টা ও ভাল-মন্দ আহাৰ-বিহাৰাদি ইন্দ্রিয়তৰ্পণপৰ বিচাৰেৰ কোনদিনই বহুমানন না কৰায় তিনি ‘মিতভুক’। “গুরোৱাঙ্গা হুবিচাৰণীয়া”—শ্রীগুরুদেবেৰ আদেশ-নির্দেশ সৰ্বতোভাবে প্রতিপালনে বন্ধপৰিকর ছিলেন বলিয়া মনোবন্দী না হইয়া তিনি ‘অপ্রমত্ত’। শ্রীমন্মহাশত্ৰুৰ “কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ” মন্ত্ৰে দীক্ষিত হইয়া তিনি বাবহাৰিক ও পাৰমাৰ্থিকক্ষেত্ৰে সকলেৰ যথাযোগ্য সন্মান প্রদৰ্শন কৰায় ‘মানদ’ এবং প্রাকৃত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাজ্জনা না হইয়া নিখিল বৰ্ণাশ্রমীৰ মৰ্যাদা বক্ষ্য-পূৰ্বক “অমানী” নামেৰ সাৰ্থকতা সম্পাদন কৰিয়াছেন। তিনি শ্রীম্বরূপ-রূপানুগ বিচাৰধাৰায় স্নাত হইয়া আশ্রয়-বাণীৰ অনুসরণপূৰ্বক আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিৰাসন্ধাৰা সৰ্বতোভাবে গুৰ্বানুগতা স্বীকাৰ কৰিয়া স্বীয় ‘গন্তীৰ’ প্রকৃতিৰ পৰিচয় দিয়াছেন। ত্ৰিতাপক্লিষ্ট অনর্থগ্রস্ত বন্ধজীবেৰ উদ্ধারকল্পে ভাৰতেৰ প্রতি গ্রামে, নগৰে, তীৰ্থে সৰ্বত্র শ্রীনামপ্ৰেম প্রচাৰ, গ্রন্থাদি রচনা ও মঠ-মন্দিৰাদি স্থাপন কৰিয়া পৰম ‘কৰুণা’ প্রকাশ কৰিয়াছেন। “কৃষ্ণোতি যস্য গিৰিঃ” উপদেশায়তাবলম্বনে সাধক-সাধিকা, তদাশ্রিতজনগণ ও সিদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সতীৰ্থগণেৰ উপকাৰ ও সেবাৰজন্য তাঁহাৰ দ্বাৰ সৰ্বদা উন্মুক্ত ছিল। ষাঁহাদেৰ সহিত তিনি প্রণয়নূত্ৰে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদেৰ কল্যাণেৰ নিমিত্ত তিনি জীবনপণ কৰিতেন বলিয়া তাঁহাৰ ‘মৈত্ৰী’ আদৰ্শ-স্বরূপ ছিল। তাঁহাৰ রচিত “শ্রীল প্রভুপাদেৰ আৰতি,” “শ্রীভুলসী আৰতি,” “শ্রীগৌৰ-গোবিন্দ-আৰতি,” “শ্রীৰাধা বিনোদবিহাৰী চতুঃষ্টকম্,” “অবৈতবাদ-সাংখ্যমত-ন্যায়মত-দূষণম্” প্রভৃতি অপ্ৰাকৃত ‘কবিত্ব’শক্তিৰ পৰিচায়ক। সকল বিষয়ে তিনি ‘দক্ষ’ ছিলেন বলিয়া শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহাকে ‘কৃতিৰত্ন’ উপাধিতে ভূষিত কৰিয়াছিলেন এবং তিনি সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি (শাসন ও বিচাৰ) ও পৰমার্থ নীতিতে বিশেষ পাৰদৰ্শী থাকায় অবিভক্ত গৌড়ীয়-মিশনেৰ “জেনাৰেল সুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট” ছিলেন। হৰিকথা কীৰ্ত্তনই তাঁহাৰ জীবনে ব্ৰত থাকায় তিনি বাক্বেগ-বিজয়ী হইয়া ‘মৌনী’ নামেৰ সাৰ্থকতা প্রদৰ্শন কৰিয়াছেন। ভগবদিতৰ কথায় বাস্তব বিষয়ী ও অভক্তেৰ চিন্তাধাৰা হইতে তিনি সৰ্বদা শতযোজন দূৰে অবস্থান কৰিতেন। এক কথায়, তাঁহাৰ অপ্ৰাকৃত সদ্গুণাবলী বৰ্ণনে ক্ষুদ্ৰ লেখনী ও ভাষা অসমর্থ।

নিরীশ্বর শিক্ষাই মানুষকে নাস্তিক ও অধোগামী করিয়াছে

আধুনিক ভারতে পাশ্চাত্য মনোভাবের আমদানী হইয়াছে কিনা তাহা বিশ্বের বিদ্বজ্জনগণই বিচার করিবেন এবং উহা তাঁহাদেরই গবেষণার বিষয়। তবে এইটুকু বলিতে পারা যায়, বর্তমান ভারত গণ মনোরঞ্জক নায়ক ও নেতৃবৃন্দকে শ্রদ্ধা-সন্মান প্রদর্শনের যে-প্রণালী বরণ করিয়াছে, তাহা নূন্যাদিক পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন। যাহারা ভগবদবতার ও নিতাসিদ্ধ মহাপুরুষগণের সহিত জন-নায়কগণকে একাগনে বসাইয়া একাকারবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা সনাতন-ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের অনুমোদিত পন্থা নহে। লৌকিক ও সামাজিক শ্রদ্ধায় আন্তর্য্যুৎপত্তি প্রস্ফুটিত হয় কি? বিষয়ীর পৌরোহিত্য না হইলে এজগতে কি বাস্তব সত্যের পূজা হইবে না বা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত নহে? জড় বিষয়িগণ যদি ধর্মীয় সিদ্ধান্তকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাঘাতকারক মনে করিয়া আমল না দেয় তাহা কি বাস্তবসত্য বলিয়া কখনই গৃহীত হইবে না? আজকাল বহু ধর্ম-সমন্বয়ের নায়কগণ যথেষ্ট-চারিতার প্রশংসা দিয়া লোক-সমাজে পূজা পাইতেছেন; কিন্তু শ্রীমন্মহা-প্রভুর অনুগত গোয়ামিবর্গ বিষয়ীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারেন নাই বলিয়া তাহাদের সহানুভূতি লাভে অক্ষম হইয়াছেন। সমগ্র মানবজাতির বহির্নুখতা নিবারণকল্পে ভারতীয় মহাপুরুষগণ যে-সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন, তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত সমাজ সেই সিদ্ধান্তের নাম বা সংবাদ রাখিবারও প্রয়োজন বোধ করেন না। তাঁহারা উহা শ্রবণ বা অনুশীলন না করিলে তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তের ভাণ্ডার পরিপূর্ণই থাকিবে। নিরীশ্বর শিক্ষার প্রভাবে মানুষ যতই নাস্তিক হইতেছে, ততই তাহাদিগকে 'আধুনিক' করিয়া তুলিতেছে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথির জন্য যে-বিশেষণ সংরক্ষিত, সেই 'জয়ন্তী' তিথির আজ অবৈধভাবে অপপ্রয়োগ হইতেছে দেখিয়া দুঃখিত ও মর্মান্বিত হইতে হয়। আজ বাংলাদেশের কতজন লোক শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব তিথির সন্ধান রাখেন? যিনি সকল ধর্মীয় সাহিত্য ও কাব্যের আদিগুরু সেই শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাসের পূজা কয়জন লোক করেন? বিদ্যালয় পাঠ-সাহিত্যে দেশী বিদেশী বহু ব্যক্তির জীবনী লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু কয়টি উদীয়মান সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও গোয়ামিগণের ভুবনমঙ্গল চরিত্র ও শিক্ষা লিপিবদ্ধ হইয়াছে? কয়টি সাহিত্যে শ্রীগঙ্গীদেবী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীপদ্মাবতী, শ্রীজাহ্নবী মাতা, শ্রীমালিনীদেবী প্রভৃতি আদর্শ মহিলা-চরিত্র স্থান পাইয়াছে? অথচ ইহাদের অতিমর্ত্য জীবন, পাতিব্রতা-ধর্ম, সেবার আদর্শ পৃথিবীর ইতিহাসের কোনস্থানে আছে কিনা সন্দেহ!

স্বাধীনতা, রাষ্ট্রতন্ত্র ও সনাতন-ধর্ম

স্বাধীনতার স্বাভাবিক অনুরাগ কেবল মানব কেন, জৈব-জগতের স্বাভাবিক ধর্ম। উহা জীবের নিজস্ব সম্পদ। 'স্বতন্ত্রতার' নামে পরতন্ত্রতা যখন আমাদের শৃঙ্খলরূপে আবদ্ধ করে, তখনই আমরা চীৎকার আরম্ভ করি। বহুদিন যাবৎ কারাগারবদ্ধ ব্যক্তি যেরূপ বিরূপের ধর্মকেই স্বরূপ বলিয়া বরণ করে, বৈদেশিক য়েচ্ছশাসনেও এককালে ভারতের অবস্থা তদ্রূপ হইয়াছিল। স্বাধীনতা—অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী। বহির্মুখী স্বতন্ত্রতা কখনও রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ব্যক্তিগত, আবার কখনও সমষ্টিগত। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ পরিবার ও সমাজ-বন্ধন ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিপ্লবকারক বলিয়া মনে করেন। বর্তমান বিংশ শতাব্দীর অষ্ট-দশকে রাষ্ট্রতন্ত্র বহু সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। খ্রীষ্টোত্তম মহাপ্রভু যে সর্বকালসত্য, সার্বজনীন শিক্ষা জগৎকে দান করিয়াছেন, তাহা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম। এই অনন্ত বিশ্ব শিক্ষাক্ষেত্র ও প্রদর্শনী। জড়বাদী নাস্তিকগণ এখানে নানা প্রকার সুবিধাবাদের অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক-ভেদে বিবিধ। স্বাধীন ও সুসভাদেশে নিশ্চয়ই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি প্রয়োজন, কিন্তু অন্তর্মুখী বৃত্তি ব্যতিরেকে তাহা কি কখনও বাস্তবে রূপায়িত হয়? যান্ত্রিকযুগ পরমার্থ-তন্ত্রকে বাদ দিয়া যে প্রচ্ছন্ন ভোগবাদ ও দ্বৈরাচারে প্রবৃত্তি লাভ করিতেছে, তাহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা কি সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস বা গ্রাস করিবে না? যান্ত্রিক-যুগে আজ লোক অকর্মণ্য ও বেকার; যন্ত্র মানব মেধাকেও পরতন্ত্র ও কৃত্রিম করিয়া ফেলিয়াছে; পরিণামে আজ automation কৃষিকার জন্য এত আন্দোলন ও বিপ্লব! আমরা Supreme Autocrat বা স্বরাট যন্ত্রীর শরণাপন্ন না হওয়ায় গণবাদ সেই যন্ত্রের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছে। তজ্জন্য এই যান্ত্রিকযুগে কখনও শ্রমিক, কখনও কৃষক, আবার কখনও ধনিকগণ যন্ত্রের মাধ্যমে সংঘর্ষ বা বিবাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহের মাল-মসলা পণ্যদ্রব্যরূপে উৎপাদনের প্রতি-যোগিতার উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। ইহাতে ভোগ ও বিলাসের রসদ সংগৃহীত হয় বটে, কিন্তু সংঘর্ষ কখনও এড়াইতে পারা যায় না। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য বলেন,—জীব সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের অণুঅংশ; তাহার স্বতন্ত্রতা শ্রীভগবানের সহিতই সম্পর্কযুক্ত। সেই স্বতন্ত্রতা যখন যোগযুক্ত হয়, তখন অনন্তসুখ, অনন্ত শান্তি। অবাস্তব বস্তুতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী বিভিন্ন মতবাদ—ভারতীয় স্বাধীনতার মন্ত্র নহে; স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই সর্বস্ববাদে পরিণত

হইয়া পরিণেষে জীবকে সুবিধাবাদী চাক্ষু্যকপস্থা করিয়া ফেলে। তখন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারপূর্বক সে কখনও মোক্ষকামী, শূন্যবাদী, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মায়াবাদী সাজাইয়া পরমেশ্বরকে ক্রীয়া-ব্রহ্মে পরিণত করিবার চুরাশা পোষণ করে। এইরূপ মতবাদসমূহ সনাতন শাস্ত্র বেদের অনুরূপ নহে বা ভারতীয় সনাতন চিন্তাধারা হইতে উদ্ভূত হয় নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে স্নাত লীলা-পুরুষোত্তমের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবাদ ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাই ভারতের নিজস্ব বিচারধারা এবং আত্মজগতের হুইই পরম স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। পরতত্ত্ব শিক্ষকে মনোবিস্ময়গণের কেহ রাজনৈতিক, কেহ সামাজিক, আবার কেহ বা কুটকৌশলী রাজা মনে করেন। বস্তাব বস্তুর সম্বন্ধে যিনি যে ধারণাই পোষণ করেন না কেন, উহা তাঁহার নিজস্বরূপের পরিচয় নহে। জাতিক democracyর সহিত autocracyর অধি-নকুল সম্বন্ধ; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনেই সকল মতবাদের স্বকর্ষণাত্মক প্রদর্শনপূর্বক অপ্রাকৃত সমন্বয়ের রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

নীতি-আদর্শহীন সমাজই জাতীয় অধঃপতনের কারণ

বর্তমান দুনিয়ার এক শ্রেণীর ব্যক্তি বলেন,—ধর্মই জাতীয় অধঃপতনের হেতু, বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম জাতিকে দাস-মনোভাবাপন্ন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যাহাকে ‘ধর্ম’ বলিয়া কল্পনা করে, তাহা বাস্তবিকপক্ষে অধঃপতনের কারণ, উহা অস্বীকার করা যায় না। ধর্মের পাগলামির আবরণে সমাজে আজ কতই না দুর্নীতি চলিতেছে! এখন বুজুর্গকীকেই মানুষ ধর্ম বলিয়া ভাবিতেছে। এই সকল দেখিয়া দুনিয়া কোন কোন ব্যক্তি ধর্মমাত্রেরই প্রতি বিদ্রোহী ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্মের নাম করিয়া যখন লোকে ভণ্ডামি করে তখন ধর্মমাত্রই খারাপ—এরূপ ধারণা অনেকেই পোষণ করিয়া থাকেন। এইজন্যই হ্রস্ব বালক ও তরুণ সমাজের নিকট যাহাতে কোনপ্রকারে ধর্মের সংস্পর্শ উপস্থিত হয় না, তজ্জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানাদি হইতে ধর্মালোচনা চির-নির্ধাসিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ধর্ম সম্বন্ধে অনধিকার চর্চায় যেন সকলেই আজ অধিকারী! অথচ যখনই আমরা নিত্যাধর্মের বিরোধী হই, তখনই জড়ের উন্নতি-অবনতিকেই বহুমানন করিয়া বসি। এরূপ হইলে অদূর ভবিষ্যতে মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য। আজ আমাদের স্বদেশ-প্রেমিকতার আদর্শ বৈদেশিকতার আদর্শে পরি-কল্পিত। বৈদেশিক আচার-আচরণে মানুষ আজ এত অভ্যস্ত যে, জড়বাদ আমাদের নিজস্ব চেতনাশক্তির উপর বৈদেশিক আক্রমণরূপে প্রতিভাত এবং উহাই জাতির অধঃপতনের কারণ, ইহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। বস্তুতঃ আমরা অনুশীলন ব্যতীত যাবতীয় অধঃপতন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। আজ যাহারা হরিসেবা ছাড়িয়া সৃষ্টিরক্ষা ও সৃষ্টি ধ্বংসের পক্ষপাতী,

তঁাহারাই সমাজ ও জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছেন। আজ লভ্যতা, শিক্ষা, স্বাধীনতা ও জাতীয় উন্নতি প্রভৃতির নামে দেশের চরম অবনতি ও দুর্দিন দেখা দিয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমাজের যে বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতি ও বাস্তব মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর-কেন্দ্রিক দৈব-বর্ণাশ্রমবিধি ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এইরূপ সমাজই জাতীয় উন্নতি ও প্রগতির ধারক ও বাহক। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু-প্রবর্তিত সুবৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত “অস্পৃশ্যতা-বর্জন” নীতি সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিলে সমগ্র জগৎ বাস্তব কল্যাণলাভে সক্ষম হইবে।

মাননীয় পাঠক-পাঠিকাগণ। দেশের বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতি সন্দেহে বহু কথা আপনাদিগকে নিবেদন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও এইখানেই বিরত হইলাম। যে দেশের রাষ্ট্র-নাগরক-নায়িকাগণ দুর্নৈতিক ও অধার্মিক, সে দেশের কি কখনও মঙ্গল হইতে পারে? যঁাহারা কালোবাজারী, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-ঔষধাদিতে ভেজালকারী, মজুতদার, মুনাফাখোর ও সমাজের অবাঞ্ছিত ব্যক্তিগণকে কঠোরহস্তে দমন করিতে না পারেন, তঁাহাদের প্রতি দেশবাসীর আস্থা ও শ্রদ্ধা কিরূপে থাকিতে পারে? আজ দেবোত্তর-সম্পত্তিও সরকার নূতন আইন প্রণয়নের দ্বারা আত্মসাৎপূর্বক ধর্ম ও ধার্মিকগণের প্রতি যে চরম আঘাত হানিতেছেন, তাহার কে বিচার করিবেন? অবস্থা দেখিয়া প্রশ্ন জাগে—‘ঔষধের ঔষধ কোথা পাই’? তবে মাননীয় সরকার জানিয়া রাখুন—ভারতের সকল সাধুসমাজই অলস ও দেশের শত্রু নহেন; তঁাহারা সমাজের পরগাছাও নতেন। তঁাহারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিকরূপেই সম্মানের সহিত বসবাস করিতে ও বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন।

বিগত বর্ষে শ্রীপত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধাদি স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া আমার বক্তব্য সমাপন করিতেছি। ষড়্বিংশ-বর্ষে বিভিন্ন স্তব-স্তোত্র, সামাজিক, দার্শনিক, বৈষ্ণবস্মৃতি সম্পর্কীয়, জীবনী, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধীয়, সংসমালোচনামূলক, শ্রীধাম-পরিক্রমা ও তীর্থ মহিমা সূচক, শ্রীনাম-মহিমাযুক্ত, প্রশ্নোত্তরমূলক বিবিধ কবিতা, প্রবন্ধ, পত্রাবলী ও বক্তৃতাди পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়া হইয়াছে। তঁাহারা অধিকারভেদে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রের সুসূক্ষ্ম তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত আলোচনা ও অনুশীলনে অধিকভাবে প্রবৃত্তিলাভ করুন—ইহাই পরমমঙ্গলময়। শ্রী গুরু-গৌরঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর শ্রীপাদপদ্মে একান্ত প্রার্থনা। পরিশেষে আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের বন্দনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি—

গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদালয়ে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদুক্তায় নমো নমঃ ॥

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER “SHRI GOUDIYA-PATRIKA”

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication — Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication — Last day of every
Bengali month i. e. once in a month.
3. Printer's Name - Shri Nabajogendra Brahmachari,
Bhakti-Bandhav
Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnava.
Address—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
4. Publisher's Name— Do
Nationality— Do
Address— Do
5. Editor's Name — Tridandi Swami Shri Shrimad Bhakti
Vedanta Trivikram Maharaj.
Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnav.
Address—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
6. Name and address of individuals who own the
newspapers and partners
or share holders holding
more than one percent
of the total capital — Tridandi-Swami Shri
Shrimad Bhakti Vedanta
Baman Maharaj, President-
Acharyya, on behalf of Shri
Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari*, here by declare that the
particulars given above are true to the best of my knowledge
and belief.

Sd/- Nabajogendra Brahmachari


Dated 25.2.74

Signature of Publisher

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

৬৭ : বহুভিত্তঃ পুংসাং বিদ্বৎসেন-কপাহু বঃ ।

স বৈ পুংসাং গরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা ধর্মাত্মা স্তুত্রসীদতি ॥

নোংপারেরেবুদি রতিং শ্রমএং হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্র-পরসঙ্গ ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিহঙ্গ ॥

অন্ত ধর্ম স্তূত্ররূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় বক্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৬শ বর্ষ { বাসুদেব, ৮ মধুসূদন ৪৮৮ গোরাঙ্গ
রবিবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৮০ ; ইং ১৪৪৮/১৯৭৪ } ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

পাথন্য

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোআমি-বিরচিতা]

সুবলসথাধরপল্লব সমুদিতমুগ্ধ মাধুরীলুকাং ।
কুচি জিতকাঞ্চনচিত্রাং কাঞ্চনচিত্রাং পিকীং বন্দে ॥১॥

যিনি সুবলসথা শ্রীকৃষ্ণের অধর-পল্লব সমুদ্ভূত মধুর সুন্দর মাধুর্য্যে লুক
হইয়াছেন এবং যিনি স্নায় দেহ কান্তির প্রভায় সুবর্ণ কুচিকেও পরাজিত
করিয়াছেন, সেই কাঞ্চনকোকিলা স্বরূপা শ্রীরাধিকাকে আমি বন্দনা
করি ॥১॥

বৃষরবিজ্ঞাধরবিশ্বী ভলরসপানোৎকমদুত্তং ভ্রমরং ।
ধূতশিখিপিজ্জ্বলচূলাং পীতদুর্জ্বলাং চিরং নোমি ॥২॥

যিনি বৃষভানুন্দিনী শ্রীরাধার অধররূপ বিশ্বফলের আশ্বাদনার্থ উৎসুক
সেই আশ্চর্য্য ভ্রমররূপী ময়ূরপিচ্ছধারী পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥২॥

জিতঃ সুধাংশুর্ঘণসা। মমেতি গর্বং মুখা মানহ গোষ্ঠবীর ।

তবারীনারীনয়নানুপালীজিগায়তাস্তং প্রসভং যতোহস্ম ॥৩॥

হে গোষ্ঠবীর শ্রীকৃষ্ণ ! “আমার যশোরামি চন্দ্রকে জয় করিয়াছে”—এই বলিয়া মিথ্যা গর্ব আর বহন করিও না, যেহেতু তোমার শত্রুদিগের স্ত্রীগণের নেত্রস্থ অবিচ্ছিন্ন জলধারাই ঐ চন্দ্রের পিতা সমুদ্রকে জয় করিয়াছে ॥৩॥

কুঞ্জে কুঞ্জে পশুপবনিতাবাহিনীভিঃ সমন্তাং

স্বৈরং কৃষ্ণঃ কুসুমধনুযোরাজ্যচর্চাং কৰোতু ।

এতং প্রার্থ্যং সখি মম যথা চিত্তহারী স ধূর্তো

বদ্ধং চেতস্ত্যজ্ঞতি কি বা প্রাণমোষণং কৰোতি ॥৪॥

হে সখি! সেনারূপ গোপপত্নীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে কুঞ্জে ক্রমশঃ কন্দর্পরাজ্যের আলোচনা করিতেছেন করুন. কিন্তু আমার এই প্রার্থনা যে, চিত্তচোর মূর্ত শ্রীকৃষ্ণ যদি প্রাণ চুরি করেন তাহাতে কষ্ট নাই. যেন বদ্ধ মনকে ত্যাগ না করেন ॥৪॥

যেই ভাজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার

[বিস্তৃত বৈষ্ণবগণ গৃহী হইলেও ত্যাগী বা গৃহস্থ
বৈষ্ণবগণেরও প্রণমা]

শ্রীশ্রীগুরুগোরাচৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

ইং ১৭।৯।৬৫

স্নেহাস্পদেষু—

* * * প্রভু! আপনার ১৩।৯।৬৫ তারিখের পত্র পাইয়াছি। * * *
১৫ জন লোক লইয়া এখানে আসিয়াছিল; তাহাকে লইয়া ১২ জন বয়স্ক
ও ৩টা বালক বালিকা। * * * কে ১৫ টাকা মাত্র দিয়াছিল। তাহারা
৩ দিন এখানে থাকিলেও ৪ বেলা প্রসাদ পাইয়াছে। সে যাওয়ার সময়
আমার সহিত দেখা করে নাই। তাহার সহিত আমার অনেক কথা ছিল।

* * দাস সংক্রিয়ানার-দীপিকানুসারে শ্রাদ্ধাদি করে কি না? বাহিরের সম্প্রদায়ের লোক শ্রাদ্ধাদিতে উপস্থিত থাকিয়া দর্শন ও প্রসাদাদি পায়। তবে কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মধ্যে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। বেদী প্রভৃতি নির্মাণাদি কার্যে তাহারা সাহায্য করিতে পারে। মন্ত্রপাঠ, পূজা-পার্বণ ও ভোগরাগে তাহাদের কোন অধিকার নাই। তাহারা অসং-সম্প্রদায় বলিয়া এবং অসদাচারী বলিয়া তাহাদের দ্বারা কোন বিশুদ্ধ কার্য হইতে পারে না। তাহাদের সংস্পর্শ হইলে সেই কার্য অশুদ্ধ ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। মোটের উপর * * দাসের আচার-ব্যবহার আমরা বেদান্ত সমিতি হইতে অনুমোদন করি না। অষ্টপ্রহরাদি মন্দের ভাল হইলেও গোড়ীয় মঠ বা বেদান্ত সমিতি অনুমোদিত নহে। উহা নামাপরাধের অন্তর্গত। অসদাচারী বৈষ্ণব নামাপরাধিগণের অষ্টপ্রহর অশুদ্ধ।

* * * মঠের আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া সজাতীয় আচার গ্রহণ করিয়াছে — ইহা আমাদের অনুমোদিত নহে। গৃহস্থ হইলেও বিশুদ্ধ গৃহস্থ হওয়া আবশ্যিক। বিশুদ্ধ গৃহস্থ বৈষ্ণবগণও আমাদের প্রণম্য। আমাদের সমস্ত কাজই শুদ্ধ গৃহস্থ ভক্তগণ করিতে পারেন।

* * * দলিল * * * কে দিতে আপত্তি নাই। তবে উহা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দিতে হইবে। কারণ তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা ও তাহার সম্পত্তি রক্ষা করিবার শক্তি আদৌ নাই। তাহার বাবা তাহার সমস্ত দায়িত্ব আমাকেই দিয়া গিয়াছেন। * * * কে তাহার দেশীয় লোকজন ঠকাইয়া তাহার সম্পত্তি গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে। * * * নানা প্রকার দুর্বলতার জন্য সে ইহা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। সুতরাং * * * সংক্রান্ত কাগজপত্র ও দান-পত্রাদি দলিল তাহাকে এখন দেওয়া চলিবে না। আপনার শরীর কিরূপ জানাইবেন। * * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাজী—

শ্রীভক্তপ্রজ্ঞান কেশব

পারমাণ্বিক সম্মিলনীতে শ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় দিবসের অভিভাষণ

(পূর্ব প্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৯ পৃষ্ঠার পর)

বুদ্ধিমান লোকগণ বলেন যে, ইতিহাসে চিরদিন ভক্তির কথা রয়েছে — ভক্তির বৃত্তিতে প্রত্যেক বস্তু দেবা-সেবক-ভাবে আবদ্ধ রয়েছে। তাঁর মধ্যে সেবা হয়ে যাওয়াটাই অভদ্র।

উপাস্য হ'ব, না উপাসক হ'ব ? এক প্রকার সম্প্রদায় আছে তাঁদিকে বলা হয় — বাউল। বাউল বলে, — “আমি ভোক্তা এই গৃহ আমার ভোগ্য, গৃহ আমার সেবা করবে।” বাউল দুই প্রকারের — গৃহি বাউল ও ত্যাগি বাউল। কতকগুলি ত্যাগি বাউল আছে, তাঁরা ভোগই করবে মতলব করে কৃষ্ণসজ্জায় সজ্জিত হয়—কৃষ্ণ হ'য়ে যাওয়াটাই ভাল মনে করে। ‘আমার অধীন অন্যান্য লোক থাকুক,’ তাঁদের একমুখ বিচার।

শ্রীগৌরসুন্দর এই মতবাদ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বেদান্ত বা বেদের তাৎপর্য কেবল ঐক্যবাদ হ'তে পারে না। তিনি বলেন, বেদে তিন প্রকার কথা আছে, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। ইহারা বিপর্যাস্ত হ'তে পারে না। মহাপ্রভু শক্তি পরিণামবাদের কথা বলেন, বিবর্তবাদের কথা বলেন না।

ব্রহ্মবৈষ্ণব মধ্বাচার্য্যপাদ বলেন, — বিষ্ণুই পুরুষোত্তম বস্তু, তিনি পরতত্ত্ব। নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলেন, পরতত্ত্ব—নির্বিশেষ ব্রহ্ম; কিন্তু একটা বন্ধা-বস্তুর কথা। মুক্ত অবস্থায় তাঁর বিচার নিরস্ত হ'য়েছে। সকলের মূল বস্তু হ'চ্ছেন—বিষ্ণু; বিষ্ণুতেই পারতম্য আছে—তঁাতেই সব সৌন্দর্য্য আছে। আমাদের নিত্য আচমনীয় মন্ত্রেও আমরা দেখতে পাই,—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা ।

যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যভ্যন্তরে শুচিঃ ॥

সদাচার খাঁর যত বেশী আছে, তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু আচার্য্যের নিকট তিনি আচার শিক্ষা ক'রেছেন। ক্ষত্রিয় পৃথিবীর রক্ষাকর্তা, তাঁরা রাজনীতি নিয়ে থাকেন। আর খাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানাদি বা ভগবৎসেবায় অত্যন্ত বাস্ত, তাঁদের অন্যান্য কার্য্য করবার সময় বড় কম।

ব্রাহ্মণের জীবন—ভিক্ষুর জীবন। ব্রাহ্মজ্ঞানই তাঁদের বৃত্তি, সমাজের কর্তব্য—তাঁদের সেবা করা—সাহায্য করা। ব্রাহ্মণ তাঁদের যা' প্রয়োজন ভিক্ষা-বৃত্তিদ্বারা গ্রহণ করবেন, বেশী হ'লে বিতরণ করে দিবেন—রক্ষা করবেন না, রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য।

অনেকস্থলে যেমন আদমসুমারির মধ্যে যেখানে যত অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক, তাঁদের সঙ্গে সাধুকে সমান মনে ক'রে ফেলা হ'য়েছে। সাধারণ অভাব-গ্রস্ত ভিক্ষুকে ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডী বা সাধু-ভিক্ষুর সহিত একাকার ক'রে ফেললে জিনিষটা উল্টে গেল।

Vagrancy Act নিকপট পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডীভিক্ষুর উপর প্রযুক্ত নহে; যদি ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের গ্রামাচ্ছাদন সংগ্রহে অধিক সময় সংগ্রহ করতে হয়, তাঁ' হ'লে তাঁ'র ব্রাহ্মজ্ঞান সংগ্রহের সময় কম হ'রে যা'বে। এজন্য মনু ব'লেছেন, সমগ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণের। ঠিক কথা যাঁরা ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁদের যখন যা' দরকার হ'বে, তাঁরা যাবল্লির্ক্বাহ প্রতিগ্রহ বৃত্তি গ্রহণ করবেন, তাঁদের সে জিনিষের জন্য ব্যস্ততা নেই। তাঁদের ব্রাহ্মজ্ঞানালোচনার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু সমাজ দিতে বাধ্য। যে-সমাজ ব্রাহ্মণাধীন নয়, সে সমাজ অনুবিধার অতল গর্তে চ'লে যা'বে।

শূদ্রের উপাস্য বস্তু—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। ইহজগতে যদি কেহ শ্রেষ্ঠতার অভিমান করেন, তা' হ'লে একপ ক্রমে যা'বেন। যিনি ব্রাহ্মণের মৃগ্য—সেবা ব্রাহ্মের অনুসন্ধান করেন না, তাঁ'র এই জড়জগতের অন্যান্য কথায় এসে উপস্থিত হয়,—

মুখবাহুরূপাদেভাঃ পুরুষশ্রমৈঃ সহ ।

চত্বারো জজিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥

য এষাং পুরুষং দাক্ষাদান্নপ্রভমীশ্বরম্ ।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

পুরুষের যেমন মুখ শ্রেষ্ঠ, বাহু তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, তদপেক্ষা উরু কনিষ্ঠ, তদপেক্ষা পদ কনিষ্ঠ অর্থাৎ উত্তমাস্ত্র হ'তে ক্রমে অধমাস্ত্র অবতরণ, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ উত্তম, ক্ষত্রিয় তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, বৈশ্য তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, শূদ্র সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। মুখমণ্ডল—সর্বোত্তমাস্ত্র, তা'তে মস্তিষ্ক বা বুদ্ধির স্থান, আর মুখ বা কীর্তনের স্থানের সন্নিবেশ আছে। যে-ব্রাহ্মণ সর্বদা তাঁ'র আকর পুরুষোত্তম

বিষুত্তর কীৰ্ত্তন করেন. সেই ব্রাহ্মণের নামই—বৈষ্ণব ! বিচার-বিবেচনাটা মাথা ক'রে দিচ্ছে । সমাজের বাহ্য, সমাজের উকু যে-কার্য্য করছে, সমাজের মস্তিষ্কস্বরূপ ব্রাহ্মণ তা' নিয়মিত করছেন । সমাজের পা একপভাবে চলা উচিত কি না, সেটা মাথা বলে দিচ্ছেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব'লে দিচ্ছেন, — এখানে বিচরণ করা যায়, এখানে বিচরণ করা যায় না । ব্রাহ্মণ ব'লে দিচ্ছেন, কৃষ্ণভূমিতে—নিতাদেশে বিচরণ কর ।

গৃহস্থস্যপ্যাতৌ গন্তুঃ সর্কেষাং মনুপাসনম্ । (ভাঃ ১১।১৮।৪৩)

যদি বাউল-সম্প্রদায় বলে,—“আমি কৃষ্ণ সেজে ভোগ করব” বা গৃহি বাউল যদি মনে করে,—“আমি গৃহ ভোগ করব,” তা' হ'লে বহির্জগতের সেবক হ'য়ে কয়দিন সেবা করতে পারা যাবে? ব্রাহ্মণ যদি আত্মপ্রভব পরমেশ্বরকে সেবা না করেন—তিনি যা'র নিতাসেবক, তাঁ'র সেবা যদি না করেন, তা' হ'লে তিনি ক্রমে ক্রমে পতিত হ'তে হ'তে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অন্ত্যজ, শ্লেচ্ছ হ'য়ে যান ।

এক শ্রেণীর অর্ধাচীন ব্যক্তি ব'লে থাকেন,—এ জগতের দাসের বৃত্তি অত্যন্ত খারাপ ; সুতরাং পর জগতে আর দাসের বৃত্তি করব না, প্রভু হ'য়ে যা'ব—উপাস্ত হ'য়ে যাব !—যেন পরজগৎ এই জগতের ন্যায়ই অসুবিধা-মিশ্রিত, ত্রিগুণ তাড়িত জগৎ ! বৈকুণ্ঠ' কথাটা না জানা থাকলেই একপ বিচার এসে উপস্থিত হয়—অবিকৃত বিষে বিকৃত প্রতিবিশ্বের হেয়তা অনুমান ও আরোপ করা হয় । যেখানে কুষ্ঠাধর্ম নেই—অমঙ্গলের কোন কথা নাই—যেখানে কেবল ‘শ’—মঙ্গল, সেখানে অমঙ্গলের জিনিষ এখন থেকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয় । সূর্য্য—স্বপ্রকাশ বস্তু, সেখানে আলো নিয়ে যেতে হয় না । একটা গল্প আছে । একজন মাঝি মনে করল যে, গুণ টানতে তাঁ'র বড় কষ্ট হয়, অত্যন্ত অসম্মান স্থান কাঁটা-খোঁচা প্রভৃতির উপর দিয়ে তা'কে যে'তে হয়, তা'তে অনেক সময় তা'র পদ ক্ষত হ'য়ে থাকে । অতএব যদি সে কোন প্রকারে বড় লোক হ'তে পারে, তা' হ'লে নদীর পারগুলিতে লেপ, তোষক, গদি প্রভৃতি বিছিয়ে নিয়ে তা'র উপর দিয়ে গুণ টানতে পারবে । ঐ মাঝি এমন নির্দোষ ছিল যে, সে তা'র দরিদ্রাবস্থার অসুবিধাগুলি তা'র ধনলাভের অবস্থার মধ্যে নিয়ে ফেলতে চে'য়েছিল । তা'র এটা মাথায় ঢুকছিল না, যদি টাকায় পাওয়া যায়, তা' হ'লে আর তা'কে গুণ টানতে

হ'বে কেন ? যা'রা ইহজগতের কুসংস্কার, ইহজগতের বিচার-প্রণালী নিয়ে সেখানে যাচ্ছে—যা'রা আধ্যাত্মিক-বিচার অধোক্ষজরাজ্যে চালান দিতে চাচ্ছে ; মনে করছে,—এখানকার ন্যায় দাস-মনোভাব সেখানেও আছে, এখানকার ন্যায় অসুবিধা-পূর্ণ দাস্য সেখানেও থাকবে. তা'রা এই ম'ঝির ন্যায়ই অজ্ঞ। সেখানে যে দাস—উহা মুক্তাবস্থার দাস্য, তা'ই জীবের স্বভাব বা চরম স্বাধীনতা। সেরূপ দাস্যের দ্বারা অজিত ভগবান্ও জিত হন—সকল প্রভুর প্রভুও বিক্রীত হ'য়ে থাকেন।

উপনিষদে একটা আখ্যায়িকা আছে। একবার দেবতাগণের পক্ষ হ'তে ইন্দ্র ও অসুরগণের পক্ষ হ'তে বিরোচন ব্রহ্মার নিকট আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করবার জন্য গমন করলেন। বিরোচন তাঁ'র বাহ্য-স্থূল দেহের প্রতিবিশ্ব দর্শন করে, তা'কেই আত্মা মনে করলেন, ইন্দ্র বিরোচনের ন্যায় তাড়াতাড়ি না ক'রে ব্রহ্মার বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করবার জন্য সহিষ্ণু হ'য়ে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করতে লাগলেন এবং দেহ ও মনের অতিরিক্ত নিত্যবস্তুকে আত্মা ব'লে বুঝতে পারলেন। বাইরের দিকে বিচারক-সম্প্রদায়ের যে বাউল-গিরি করবার জন্য বুদ্ধি, সেটা হচ্ছে—অসুরবুদ্ধি। দেবাসুর-সংগ্রাম সকল সময়ই চলছে। এই যে উপাসনার পদ্ধতি—ভক্তির পদ্ধতি, যা'দ্বারা সুরিগণ বিষ্ণুকেই সর্বোত্তম ব'লে দেখছিলেন তা'কে যখন আক্রমণ করবার দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হ'লো, তখন অদৈব-বিচার জীবের চেতন-বৃত্তিকে গ্রাস ক'রে ফেলল। মানুষ যখন অত্যন্ত অপস্বার্থপর হয়, তখনই বিষ্ণুপাসনাকে আক্রমণ করে। তখন তা'রা দেবতাগণের পদবী হ'তেও পতিত হ'য়ে যায়। দেবতারাও বাধা দেন ; মনে করেন, তাঁ'রা বিষ্ণু হবার জন্য চেঁচা করছে, আর একজন প্রতিযোগী এসে উপস্থিত হ'য়েছে—এই বিচারে। সত্য, মহঃ, জন ও তপোলোকের পুরুষগণ স্বর্লোকের ভোগী দেবতাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কেন-না পূর্বোক্ত লোকের ব্যক্তিগণ—ত্যাগী-সম্প্রদায়।

সাধারণ লোকের বিচারে বিষ্ণু একটি দেবতাবিশেষ, অন্যান্য দেবতা বিষ্ণু কর্তৃক শক্তি-প্রাপ্ত দেবতা ন'ন। বিষ্ণু দেবতাবিশেষ হ'লে বহুদেবতাবাদ এসে যায়। সব দেবতাকে ভেঙ্গে দিয়ে ব্রহ্মের সহিত নির্ভিন্ন হ'য়ে যা'ব—ইহাই বহুদেবতাবাদ, পঞ্চোপাসনা বা তথাকথিত সমন্বয়বাদের প্রতিজ্ঞা। তাঁ'রা আগেই ঠিক দিয়ে রেখেছেন উপাত্তবস্তু নির্বিশেষ, তাঁ'র উপাসনা করার দরকার নেই। কেবল কপটতা ছলনা ক'রে সাময়িক উপাসনা এবং

সেই সাময়িক উপাস্যের অনিত্য নাম, অনিত্য গুণ, অনিত্য ক্রিয়া স্বীকার করা যা'ক। জগতের তিত্ত অভিজ্ঞতা হ'তে পার হওয়ার জন্য তাঁ'রা একপ বিচার ক'রে থাকেন। তা' হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত একটি শ্লোক বলেন, —

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারোবিন্দয়োঃ ক্ষীণোত্তাভদ্রাণি চ শং তনোতি ।

সত্বশ্চ শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানং বিজ্ঞানং বিরাগ-যুক্তম্ ॥

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যযুক্ত হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া — কৃষ্ণ-কাষা-বিরোধী হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া ; কৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্য স্মরণ হ'লে এই অভদ্র হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। যদি একবার অগ্নিস্কুলিপের ন্যায় স্মৃতি-পথে কৃষ্ণস্মৃতি এসে যায় অর্থাৎ আমি যে নিত্যকৃষ্ণদাস,—এই অনুভূতি উদ্ভূত হয়, তা'হ'লে সমস্ত অভদ্রে আগুন লেগে যায়—অভদ্রগুলির মূল গর্ধাস্ত পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায়,—

‘কৃষ্ণ, তোমার হৃৎ’ যদি বলে একবার ।

মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥

সর্বতোভাবে কেহ যদি হরিকীর্তন করেন, তবেই তাঁ'র হরিস্মরণ হয়, তা'হলেই তিনি অমানী-মানদ-তৃণাদপি-সুনীচ হ'তে পারেন। “তৃণাদপি”-শ্লোকে ‘সদা’-শব্দের অর্থ—কাম-ক্রোধাদির অবসর না দিয়ে অবিক্লেপে হরিকীর্তন। কাম-ক্রোধাদিযুক্ত ব্যক্তির তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই—জড়সন্তোগ-বাদে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই। নিরন্তর কৃষ্ণানুসন্ধান বা বিপ্রলম্বিতরসে আসক্ত ব্যক্তিরই তৃণাদপি সুনীচত্ব ।

শ্রুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণতশ্চ সচেষ্টিতম্ ।

নাভীদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥

জাগতিক সত্যের একটা আপেক্ষিকতা আছে। আপেক্ষিকধর্মের যে-সত্যের উদয় হয়, তা'সত্যের শুদ্ধি নহে। পরমাত্ম সেবা—জড়ের সেবা নয়। কৃষ্ণই হচ্ছেন পরমোপাস্য—সত্বপাস্য। সর্বদা কৃষ্ণের কীর্তন কর—কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের পরিকর-বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণের লীলা-কীর্তন কর, যিনি অগ্নুক্ষণ বলেন, তাঁর পাদপদ্মই সর্বদা উপাস্য অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মই সর্বতোভাবে নিত্য উপাস্য ; তিনি নিত্য ভগবৎপার্যদ, তাঁ'র সেবক বৈষ্ণবগণ—উপাস্য । (ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর

(প্রেম)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১২ পৃষ্ঠার পর)

১৩। ভক্তির অবান্তর ও মুখ্য ফল কি ?

“জীবাত্মা-ভক্তি-বলে মুক্ত হইলেই সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু সে-মুক্তি ভক্তির অবান্তর ফল অর্থাৎ মুখ্য ফল নহে। মুক্ত পুরুষ যে বিগুহ্ব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন, তাহাই সাধনভক্তির মুখ্য ফল।”

—‘লীলা’, সঃ তোঃ ১০।১১

১৪। বিশ্বপ্রেম ও আত্মপ্রেমের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কি ?

“বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে মানুষে প্রেম কেবল আত্মপ্রেমের বিকার মাত্র। আত্মার আত্মায় যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আদর্শ। —‘প্রীতি’, সঃ তোঃ ৮।৯

১৫। সাধুসঙ্গ বাতীত কি প্রেমোদয় সম্ভব নহে ?

“প্রেম একটি পরমশুদ্ধ চিত্তফলকবিশেষ। সাধুচিত্তই তদগ্রহণে যোগ্য ও প্রবণ এবং অসাধুচিত্ত তাহার বিক্ষেপক। সাধুসঙ্গ না থাকিলে সেই ফলক জীব-হৃদয়ে সহসা প্রবেশ করে না। তড়িৎসদৃশে আকর্ষণ ও অনাকর্ষণের দ্বারা সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গ প্রবলরূপে কার্যকর।” —‘ভজন-প্রণালী’, হঃ চিঃ

১৬। কৃষ্ণপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমে পার্থক্য কি ?

“সমুদায়ের মূলেই বিগুহ্ব প্রেম। নৈতিক জীব ঐ প্রেমকে বিকৃতভাবে জড়ীয় অবস্থায় রাখে। পাশ্চাত্য নৈতিক পণ্ডিত কোং (বা কন্টি ?) তাহাকে একটু নিঃস্বার্থ-বিধিবদ্ধ করিয়া বিশ্বময় করিতে উপদেশ করেন। খ্রীষ্টীমহাপ্রভু সিদ্ধ জীবের শুদ্ধ চিন্ময় প্রেমের আলোচনা শিক্ষা দিয়াছেন। জড়মূলক কোং ঐ প্রেমের জড়শুদ্ধ বিকারকে লৈঙ্গিক অবস্থায় বিস্তৃত করিতে বলেন। কোংএর উপদেশ জীবের যত্ন নাই, কেবল লৌহ-শৃঙ্খল-ত্যাগ-পূর্বক স্বর্ণশৃঙ্খল ধারণ করিবার বিধি দেখা যায়। মহাপ্রভু জীবের শৃঙ্খল দূর করিয়া বিগুহ্ব প্রেম আশ্বাদন করিতে জীবকে খ্রীষ্টীরাধা-কৃষ্ণলীলা-শিক্ষা দিয়াছেন।”

—‘পদরত্নাবলী’, সঃ তোঃ ২।৯

১৭। কৃষ্ণপ্রেমের অচিন্ত্য-প্রভাব কি ?

“কৃষ্ণপ্রেম এমনই এক বস্তু যে, উহা সুখকে দুঃখ করে এবং দুঃখকে সুখ করে।”

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

১৮। কৃষ্ণের নিত্যরাস কি? প্রীতিধর্মের বিশুদ্ধ পরিচয় কি?

“বৃহজ্জড় ক্ষুদ্র-জড়কে টানে। সূর্য্য বৃহদবস্তুর সূতরাং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র-গতিবলে সূর্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে গিয়া গোলাকার ভ্রমণ করে। আবার গ্রহদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই কার্যের সহায় হইয়াছে। যেরূপ প্রতিফলিত জগতে দেখিতেছি, সেইরূপ চিহ্নজগতে দেখ। * * চিন্ময় বৃন্দাবনবিহারীই চিহ্নজগতের সূর্য্য; জীবসমূহ—তাহার লীলা পরিকর। কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ-ধর্মে টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র-গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথগ্ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফল এই যে, বলবৎ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও জীবগণকে মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের চতুর্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস। তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিগত সহচরীগণ বিশেষভাবে তাহার নিকটস্থ এবং সাধনসিদ্ধা সহচরীগণ কিয়দূরে অবস্থিত। কৃষ্ণের চিন্ময়-লীলাই প্রীতি-ধর্মের বিশুদ্ধ পরিচয়।”

—‘প্রীতি’, সঃ ভোঃ ৮।৯

১৯। শুদ্ধপ্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ কি?

“আকর্ষণ (magnet) উপযুক্তস্থলে আসিলে লৌহ যেমত তাহার প্রতি স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ প্রবৃত্ত হয়, অণুচৈতন্য জীবও সেইরূপ পরমচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের প্রতি সান্মুখ্য অবস্থায় যে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি দেখান, তাহাই শুদ্ধ প্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ।”

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

২০। কৃষ্ণপ্রীতি ও জড়-প্রীতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কি?

“বিষয়প্রীতি ও কৃষ্ণপ্রীতির ভেদ এই যে, সেই একই প্রবৃত্তি যখন জড় হইতে শুদ্ধভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয়, তখন কৃষ্ণপ্রীতি। যখন কৃষ্ণ-বহির্নুখ হইয়া বিষয়াভিমুখী থাকে, তখনই তাহার নাম—জড়-প্রীতি বা বিষয়াসক্তি।”

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

২১। প্রপঞ্চগত জীবের কি সন্তোষরস আশ্বাদনীয় নহে?

“মহাপ্রভুবাকোন প্রপঞ্চাশুর্কর্ত্তি-জীবানাং পূর্ব্বরাগাদিময়ো বিপ্রলস্ত এব আশ্বাদনীয়ঃ।”

—সঃ ভাঃ ৭

২২। ভক্তিরসাস্বাদক প্রেমিকগণ কৃষ্ণনামসেবাসুখাপেক্ষা অন্য কোনও বস্তুর আদর করেন কি?

শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদানাম্—

“যোগ-শ্রুতাপপত্তি-নির্জ্ঞানবন-ধ্যানাদ্বৈত-ভাবিতাঃ

স্বারাজ্যং প্রতিপত্ত্ব নির্ভয়ময়ী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ ।

অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহর-প্রোক্ষ্মীলদিন্দীবর-

শ্রেণী-শ্যামল-ধামনাম জুষতাং জন্মান্ত লক্ষাবধি ॥

ভাষ্যম্ । ভক্তিরসাস্বাদকানাং মোক্ষসুখাদপি শ্রীভগবন্নাম-সেবন-সুখাধিক্যং দর্শয়ন্ প্রায়শ্চাৎবেন্দুপুরী-প্রিয়শিষ্য-শ্রীমদীশ্বরপুরীমহোদয়েন সিদ্ধান্তিতং পরমরহস্যং যোগশ্রুতাপপত্তি ইত্যাদিনাহ । যোগ আসন, প্রাণায়ামাদিষ্টাঙ্গঃ । শ্রুতাপপত্তিঃ ঔপনিষদং ব্রহ্মজ্ঞানম্ । নির্জ্ঞানবন বানপ্রস্থসাধনং । ধ্যানম্ — অরূপস্য ব্রহ্মণঃ কল্পিতরূপচিত্তনম্ । অধ্ব—তীর্থাটনং । এতৈঃ সম্ভাবিতং স্বরূপানুভবং তত্ত্বসামুজ্যং বা তৎ ভয়শূন্যং । তৎ প্রতিপত্ত্ব প্রাপ্য দ্বিজা বর্ণাশ্রমাভিমানিনঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাঃ মুক্তা ভবন্তু । কিন্তু বর্ণাশ্রমাভিমান-রহিতানাং শ্রীকৃষ্ণনামসেবকানাং অস্মাকং লক্ষাবধি জন্মান্ত ॥ —‘ভাবাবলী’

২৩ । দ্বিবিধ চিন্ময় অবস্থা কি কি ? স্বরূপতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি ও বস্তুতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতিতে বৈশিষ্ট্য কি ?

“চিন্ময়ধামরূপ বৃন্দাবনে প্রকৃতির অতীত অভিনব মদনস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান । ‘মদন’-শব্দে সামান্যতঃ জড় কবিসকল যাহাকে অর্থ করেন, তাহা প্রকৃত জগতে মাংসপিণ্ডের পরস্পর আকর্ষক নিত্যান্ত প্রাকৃত ও হেয় কামতত্ত্ব । জীবসকল জড়ে বদ্ধ হইয়া দেহে অভিমান করতঃ সেই কামের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে । কৃষ্ণসম্বন্ধতত্ত্ব জানিতে পারিলে জীবের ঐ প্রাকৃত চিন্ময় অবস্থায় অবস্থিতি হয় । সেই অবস্থা দুইপ্রকার—স্বরূপগত ও বস্তুগত । তত্ত্ব-প্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ এখনও জড়-সম্বন্ধ বিগত হয় নাই—এমত অবস্থায় চিন্ময়-তত্ত্ব কথঞ্চিদুদয় হইলে স্বরূপতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি হয় ; কিন্তু বস্তুতঃ হয় না । স্থূল ও লিঙ্গময় জড়তত্ত্বের সহিত কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে সম্বন্ধ-গন্ধ-রহিত হইলে বস্তুতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি হয় । স্বরূপ-অবস্থিতিতে ‘সাধনা’ আছে । সেই সময় চিন্ময় কামগায়ত্রী ও চিন্ময় কাম-বীজে কৃষ্ণের উপাসনা হইতে থাকে । পুরুষ বা স্ত্রী, গাভর বা জঙ্গম—সকলকেই সেই সর্বচিন্তাকর্ষক মন্থমন্থরূপ কৃষ্ণ আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, মঃ ৮।১৩৭

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩৫)

অতঃপর মাতাপিতার প্রীত্যাংকর্ষ কথিত হইতেছে। সখাগণ হইতেও মাতাপিতার প্রীতি অধিক। শ্রীশুকদেবের উক্তি—

ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দনে।

দম্পত্যোনিতামাসীদ্ গোপগোপীষু ভারত ॥

(ভাঃ ১০৮৫১)

হে ভারত ! জনার্দন ভগবান পুত্রীভূত হইলে ব্রজে গোপ-গোপীদের মধ্যে মাতা-পিতার তাঁহাতে নিরতিশয় ভক্তি হইয়াছিল। এস্থলে ভক্তি অর্থে প্রেম। সেই প্রেম স্নেহ ও রাগের শেষ সীমা পর্যাস্ত উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া নিরতিশয় বলা হইল। ব্রজের সমস্ত গোপ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্যতীত অন্য গোপী হইতেও তাঁহাদের অত্যধিক প্রীতি ছিল।

শ্রীব্রজদেবীগণের প্রেম সর্বাপেক্ষা অধিক। এজন্য শ্রীউদ্ধব গোপীগণের নিকট অনুজ্ঞা, শার্ধনা করিয়া এবং অন্যান্য গোপ নন্দযশোদাদি সকলকে সম্ভাষ করিয়া গমনের জন্য বথাক্রূত হইয়াছিলেন।

শ্রীব্রজদেবীগণের প্রেম সর্বাপেক্ষা অধিক, এজন্য প্রথমে তাঁহাদের সহিত, তৎপরে অন্যান্য ব্রজবাসীর সহিত নূনতানুসারে সম্ভাষ করিয়াছিলেন। শ্রীউদ্ধব বিজ্ঞশিরোমণি, তিনি ব্রজে আগমন করিয়া প্রেমের তারতম্য অনুভব করিয়াছিলেন।

ব্রজদেবীগণের প্রীত্যাংকর্ষবশতঃ সমস্ত গোকুল অতিক্রম করিয়াও গোপীগণকে নমস্কার করিবার জন্য এই প্রকার গান করিয়াছিলেন,—

এতাঃ পরং তদুভূতো ভুবি গোপবধ্বো

গোবিন্দ এব নিখিলাগ্নি ক্রতভাবাঃ।

বাঞ্ছন্তি যদ্ ভবভিযো মুনয়ো বয়ঞ্চ

কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮)

এই পৃথিবীতে কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের দেহ ধারণ সার্থক। যেহেতু ইঁহারা নিখিলাগ্নি শ্রীগোবিন্দে এই প্রকার ক্রতভাবা (মহাভাবোদ্ভাস সম্পন্ন)। শ্রীউদ্ধব গোপীগণের মহাভাবাখ্য প্রীতির উদয় হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন। সুতরাং পরমাত্মা বলিয়া যাহার কেবল স্মৃতিই সকলের পক্ষে দুর্লভ, তিনি গোপীগণের নিকট সাক্ষাৎ গোকুলেশ্বররূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের ভাবমাদুর্যা এত প্রবল যে, তাহা যদি কখনও কর্ণগোচর হয়, তবে তখন নিজস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ভব-

ভয়ে ভীত মুমুকুগণ এমন কি মুনি, মুক্তগণ পর্যন্ত যাহাকে (যে-ভাবকে প্রেমের শেষসীমা বলিয়া) বাঞ্ছা করেন, আমরাও (বিশেষ ভক্তসকল) বাঞ্ছা করি, কিন্তু পাই না । শ্রীব্রজদেবীগণের মত আমাদের শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-বিশেষ আত্মদানের যোগ্যতার অভাবই তাহার হেতু । সেই প্রসঙ্গে যাহারা তাদৃশ ভাববিশেষের মাধুর্য্য বাঞ্ছা না করে তাদের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন, তাহাতে যাহার অরস অর্থ্যাৎ অরুচি, তাহার অসংখ্য ব্রহ্মজন্মেও (বিরিক্টি জন্মে) কোন সার্থকতা নাই । কেবল ইহাদেরই জন্ম সার্থক । ইহা দ্বারা অন্য সকলের জন্মের ব্যর্থতা ধ্বনিত হইতেছে । অন্য কাহারো ? মুমুকু, মুক্ত ও ভক্ত (আমরা) । তাহা হইলে ত আর সাধারণ জন্মের কোন কথাই নাই । কোন অত্যাশ্রয় বস্তুতে লোভ জন্মিলে তৎপ্রাপ্তির অসম্ভাবনাহেতু লোভীর জীবন ব্যর্থ ; আর তাহা যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার জীবন সার্থক । উক্ত ব্যর্থতা-বোধ বস্তুরই উৎকর্ষসূচক । শ্রীউদ্ধব ব্রজদেবীগণের অসমোর্দ্ধ প্রেম-মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার ভিন্ন অন্য কেহই সেই প্রেমের আশ্রয় হইতে পারে না, তখন তাহাদিগকে সার্থকজন্মা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন । উদ্ধব তটস্থ হইয়া বিচার করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, অন্যান্য ভক্তবৃন্দ হইতে ব্রজদেবীগণের স্থান অনেক উর্দ্ধে । তাঁহাদের প্রীতি-মাধুরিমার কণাভিকণ পর্যন্ত অন্যের পক্ষে দুর্লভ, তজ্জন্য পরম আবেগে কীর্ত্তন করিলেন—চিৎ ও অচিজ্জগতের মধ্যে একমাত্র ব্রজবধূগণের জন্মই সার্থক ।

শ্রীকৃষ্ণকথা রুচিহীন ব্যক্তি একবার দুইবার নয় অসংখ্যবার যদি ব্রহ্মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তথাপি তাঁহাদের জন্ম ব্যর্থ । ব্রহ্মা বিভূশিরোমণি, চতুর্দশ ভুবনের প্রভু, তাঁহার আনন্দ মানুষ-স্থানন্দের পরাধিকৃষ্ট । যে-জন্মে এমন বিজ্ঞতা, এমন আনন্দ লাভ করা যায়, সেইরূপ অসংখ্য জন্ম লাভ করিয়াও জীব অকৃতার্থ হয়, যদি তাহার শ্রীকৃষ্ণকথায় রুচি না জন্মে । কথারুচিই জ্ঞানাবির্ভাবের লক্ষণ । ভগবৎকথায় রুচি প্রাপ্ত না হইয়া যে জীব অসংখ্যবার বিরিক্টি-জন্ম লাভ করে, তথাপি উক্ত কারণে সে নিতান্ত অকৃতার্থ ।

তৎপরে বলিতেছেন—

ক্লেমাঃ স্মিয়ৈঃ বনচরীর্বাভিচারহৃতাঃ

কৃষ্ণে ক চৈষ পরমাত্মনি রুচ্যভাবঃ ।

নম্বীশ্বরোহনুভজতোহবিহৃষোহপি সাক্ষাৎ

শ্রেয়স্তনোতাগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৫৯)

এই শ্লোকের যথা-শ্রুত অর্থ—এ সকল ব্যাভিচারদৃষ্টা বনচরী স্ত্রীই বা কোথায়, আর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে কৃত্যবাই বা কোথায়? ইহারা জারভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনানুকরণ করিলেও তাঁহার মহিমায় তাঁহাদের তাদৃশ ভাবাবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। এই অর্থের অসঙ্গতি দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—শ্রীউদ্ধবের ব্রজদেবীগণে মহাভক্তি স্পষ্ট আছে, ইহা তাঁহার বাক্যে (উপক্রম উপসংহারে স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণভজনে ব্যাভিচারিত্ব, সুতরাং ব্যাভিচার হেতু দোষ—ইহা রাসান্তে যিনি গোপীগণের, তাঁহাদের পতিগণের এবং নিখিল দেহীর অন্তঃচারী ও অধ্যক্ষ, তিনি লীলাময় বিগ্রহ (ভাঃ ১০।৩৩।৩৫ শ্লোকে—গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামেব দেহিনাম্। যোঃস্ত-
শ্চরতি সৌহৃদ্যকঃ ক্রীড়নেনেহ দেহতাক্ ॥ শ্লোকে নিরাকৃতি হইয়াছে।) শ্রীউদ্ধব নিজেই “পরমাত্মা” পদ প্রয়োগ করিয়া ব্যাভিচারিত্ব নিরাকরণ করিয়াছেন। দ্ব্যুদ্ভিগণের মতে কিংবা “আর্যাপথ পরিত্যাগ করিয়া”—এই বাক্যানুসারে তাঁহাদের প্রাপ্ত ব্যাভিচারশীলতার নিজেই নিরাকরণ করিতে-
ছেন বলিয়া তাহারও পরিহার প্রমাণিত হইতেছে। এসকল কারণে অন্ত্যর্থের প্রস্তাবনা করা যায় না। পরবর্তী অর্থই সঙ্গত হইতেছে—এসকল বনচরী বৃন্দাবনবিহারিণী স্ত্রী শ্রীকৃষ্ণে কোন্ ভূমিকা অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছেন? আর ব্যাভিচার—এতাদৃশ ভাবোৎকর্ষের অভাবে যে ব্যাভিচার গাঢ় কৃষ্ণাসক্তির অভাব সেই হেতু দৃষ্ট অন্য ভবভীত (মুমুকু, মুক্ত ও ভক্ত) আমরাই বা কোন্ ভূমিকা অধিকার করিয়া বর্তমান? তজ্জন্য ব্রজদেবীগণ এবং আমাদের মধ্যে মহাবাবধান দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ তাঁহাদের স্থান আমাদের অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে। কেন না এসকল গোপীতে পরমাত্মায়—
সকলের ভজনীয়রূপে বাঞ্ছিত পরমেশ্বরে কৃত্যব—উদ্ভূত মহাভাব অতিশয়-
রূপে প্রকাশমান আছে; তাহা আমাদের মধ্যে নাই। তাহাতে যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে ব্রজদেবীগণ কর্তৃক অনুভূয়মান তাদৃশ ভাবজনক শ্রীকৃষ্ণের গুণবিশেষে অনভিজ্ঞ তোমার সেই ভাব বাঞ্ছা দ্বারা কিরূপে প্রাপ্ত হইবে? তাহাতে বলিলেন ভগবান ভজনকারী অকৃতজনেরও শ্রেয়ঃ বিস্তার করিয়া থাকেন। তাহাতে আমিই দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীউদ্ধবের উক্তি—বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেহনুগ্রহঃ কৃতঃ (১০।৪৭।২৭) হে মহাভাগাগণ, বিরহদ্বারা অপনারা আমার প্রতি মহান অনুগ্রহ করিয়াছেন। অর্থান্তরে—শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদান-

বিমুখী মহাপতিব্রতাগণেরও নিন্দা করিয়া পূর্বের অর্থই দৃঢ় করিতেছেন। এসকল বন্দাবনবিহারিণী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসী স্ত্রী কোথায়? আর বনচরী শব্দের পূর্বের অকার যোগ করিয়া, যাহারা অবনচরী গোপীগণ হইতে ভিন্ন। স্বভাবতঃ সর্বপতি শ্রীকৃষ্ণের বৈমুখ্যাহেতু ব্যভিচার ছুটা স্ত্রীগণই বা কোথায়? শ্রীব্রজদেবীগণ ও শ্রীকৃষ্ণবিমুখী মহাপতিব্রতাগণের মধ্যে মহাব্যবধান বর্তমান। কারণ শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিয়াছেন—

দ্রিয়ো ব্রতৈস্ত্বা হৃদীকেশ্বরং স্বতো

হ্যারাদ্য লোকে পতিমাশাসতেহন্যম্।

তাসাং ন তে বৈ পরিপাণ্ডাপত্যং

প্রিয়ং ধনায়ুংষি যতোহম্বতন্ত্রাঃ ॥ (ভাঃ ৫।১৮।১৯)

লক্ষ্মীদেবী শ্রীভগবানের স্তব করিয়া বলিয়াছেন,— আপনি স্বতঃই ইন্দ্রিয় সকলের পতি। জগতে যে-সকল স্ত্রী বিবিধ ব্রতদ্বারা আপনার আরাধনা করিয়া অন্য পতি কামনা করে, তাহাদের সেই পতিগণ প্রিয় দত্তান-সন্ততি, ধন কিস্তা পরমায়ু রক্ষা করিতে পারে না, যেহেতু তাহারা অম্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন নহে।

যদি কেহ বলেন, শ্রীউদ্ধব ব্রজদেবীগণের প্রতি অবজ্ঞাভাবেই ব্যভিচার-ছুষ্ঠা-পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা ভুল। গোপীগণের দাত্ত্বনা প্রকরণে শ্রীউদ্ধবের তাঁহাদের প্রতি মহা ভক্তি দৃষ্ট হয়। উপক্রম উপসংহারাদি বাক্যে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

উপক্রম বাক্য - অহোযুয়ংস্ম পূর্ণার্থা (১০।৪৭।২৩) অহো আপনারাই পূর্ণার্থা উপসংহার—বন্দে নন্দব্রজস্ট্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্মশঃ ; নন্দব্রজস্ট্রীগণের পাদরেণু নিরন্তর বন্দনা করি।

অভ্যাস—ঐ প্রকরণে উদ্ধবের উক্তিসকল।

অপূর্বতা—আসামহো চরণরেণুজুষামহং (১০।৪৭।৬১)—অহো যদি আমি এই ব্রজে তৃণ-গুল্ম-লতা হইয়া জন্ম পাইতাম তবে ইহাদের চরণরেণু পাইয়া ধন্য হইতাম—ইত্যাদিবাক্যসকল গোপীগণের শ্রেষ্ঠতারই প্রমাণ করিতেছে।

উক্ত কুতর্ক খণ্ডনের জন্য বলিলেন, রাসলীলায় শ্রীব্রজসুন্দরীগণে যে ব্যভিচার দোষ স্পর্শ করে নাই, তাহা বর্ণন সমাপ্তিকালে শ্রীশুকদেবই “গোপীনাং তৎপতিনাঞ্চ” শ্লোকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা পত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কাহার সেবা করিতে আসিয়াছেন? যিনি তাঁহাদের, তাঁহাদের পতিগণের, এমন কি সকল জীবের হৃদয়বিহারী; তাঁহার নিকট

আসিয়াছিলেন ; তিনি সতত সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। তাঁহাকে কেহ কখনও ছাড়িতে পারে না। স্বভাবতঃ সর্বহৃদয়-বিহারীকে হৃদয়ে রাখিলে ব্যভিচার স্পর্শ করিতে পারে না, পরন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যকে যাহারা হৃদয়ে রাখে, তাহারা ব্যভিচার দোষে দুষ্ট। আর যে উদ্ধব তাঁহাদের আরাধ্য পথ ত্যাগের কথা বলিয়াছেন, সেই উদ্ধবই যাহার জন্য সে ত্যাগ, তাঁহাকে “পরমাত্মা”—সকলের হৃদয়বিহারী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তজ্জন্য ব্রজদেবীগণের দোষার্পণ তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

অতএব ব্রজদেবীগণই যথার্থ পরম পতিব্রতা ইহা সিদ্ধ হইল। কারণ যিনি স্বভাবসিদ্ধ পতি তাঁহাকেই ব্রজদেবীগণ ভজন করিয়াছেন। যাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া পতিব্রতা অঙ্গীকার করত অন্য পতিকে ভজন করে, তাহারা যথার্থ পতিব্রতা নহে, তাহাদের পতিব্রতা ব্যবহারিক। যাহাদিগকে তাহারা পতি বলিয়া ভজন করে, তাহারা পতি হইতে পারে না। একথা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর উক্তিতে পাওয়া যায়—

স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং ।

সমস্ততঃ পতি ভয়াতুরং জনম্ ॥ (ভাঃ ৫।১৮।২০)

অতএব প্রথম অর্থে মুমুকু, মুক্ত ও অন্য ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় আসক্তির অপূর্ণতা আর ব্রজদেবীগণে তাহার পরিপূর্ণতা দেখাইয়া তাঁহাদের পরম উৎকর্ষ স্থাপন করিয়াছেন। আর দ্বিতীয় অর্থে শ্রীকৃষ্ণবিমুখী পতিব্রতা-অভিমানিনী রমণীগণকে ব্যভিচার দুষ্টা এবং কৃষ্ণকবলভা গোপীগণকে পতিব্রতা শিরোমণিরূপে স্থাপন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ সর্বপতিতে ব্রজদেবীগণের পরম প্রেম আর অন্য পতিব্রতাগণের তাহার লেশেরও অভাব দেখাইয়া ব্রজদেবীগণের পরম উৎকর্ষ স্থাপন করিয়াছেন।

অধিক কথায় প্রয়োজন কি ? রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণদঙ্গ-সুখোল্লাসরূপ যে প্রসাদ প্রাপ্তি হইয়াছিল, অঙ্গে (বৈকুণ্ঠপতিতে) যে শ্রীর নিতান্ত রতি, সেই লক্ষ্মীও সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই, অন্য রমণীগণের কি কথা ? শ্রীবৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ হওয়ায় লক্ষ্মীদেবীর পতিব্রত্যান্ধারির অসম্ভাবনা হেতু শ্রীকৃষ্ণ-সেবাভিলাষ থাকিলেও তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।

—পরিব্রাজকচার্য্য ঈশ্বরভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

অদ্ভুত দুই ভিখারী

আমরা যে-মন্বন্তরে বাস করি, উহার নাম বৈবস্বত মন্বন্তর। এই বৈবস্বত মন্বন্তরে দুই জন পুরুষ আমাদের নিকট ভিখারীরূপে আসিয়া কি অভিনয় করিয়াছেন তাহার কথা পাঠকবর্গ জানেন কি? এই দুই ভিখারীর একজন মানব-সভ্যতার প্রাকালে, আর একজন মানব-সভ্যতার পরিপূর্ণতায় আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন। প্রথম ভিখারীর কথা আমরা মানবসভ্যতার সর্বাদিগ্রন্থ ঋক্‌সংহিতায় ঋষিগণের স্তবে দেখিতে পাই। ঐ ভিখারী সেই সময়েরও অনেক পূর্বে লোকলোচনের নিকট একটি ক্ষুদ্র মানবরূপে ভিখারীর সজ্জায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঋগ্‌মন্ত্রে “ত্রেখা নিদধে পদম্” প্রভৃতি মন্ত্রে সেই “বামনভিখারী”র কথাই উক্ত হইয়াছে। এই বামন-ভিখারীই মহারাজ বলির নিকট আগমন করিয়া ত্রিপাদভূমি যাজ্ঞা করিয়াছিলেন। বলি ঐ ভিখারীকে ত্রিপাদভূমি দিতে প্রতিশ্রুত হইলে তাঁহার কোলিকগুরু ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ মহর্ষি ভৃগুর পুত্র শুক্রাচার্য্য-মহোদয় ঐ বামন ভিখারীকে ভিক্ষা প্রদান করিতে বাধ্য জন্মাইয়াছিলেন। ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্যের সুবুদ্ধি না থাকিলেও যথেষ্ট পরিমাণে কুবুদ্ধিও ছিল। তিনি মনে করিলেন, বলি আমার শিষ্য; আমি, আমার পুত্ররত্নরয় যশ ও অমরক এবং আমার খাদ্যতীয় পরিবার ইহার ধনেই লালিত-পালিত। এই ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ কামমূলক যজ্ঞ, দান, তপস্যা করুক, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, কারণ ঐ সকল কার্য্যে আমারও অনেক লাভ আছে; কিন্তু আমার শিষ্য যদি ভিখারীরূপী বিষ্ণুকে কিছু দান করেন, তাহা হইলে বিষ্ণু ত’ কখনও অন্যান্য দেবতার ন্যায় অংশমাত্র গ্রহণ করিবেন না। তিনি সর্ব্বযজ্ঞ-ভোক্তা, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তিনি জীবের সর্ব্বদ্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাই আজ শুক্রাচার্য্য ঐ বামন ভিখারীকে ভিক্ষা প্রদান করিতে বাধ্য দিয়া বলিলেন—

সর্ব্বদ্রং বিষ্ণুবে দত্ত্বা, মূঢ়, বর্ত্তিষ্যাসে কথম্।” — ভাঃ ৮।১৯।২৬

“আরে মূঢ়, তুই বামন ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে উদ্বৃত্ত, জানিস্ এই ভিখারী সর্ব্বদ্র না লইলে সন্তুষ্ট হন না। বিষ্ণুকে সর্ব্বদ্র দিলে তুই কিরূপে বাঁচিয়া থাকিবি? বাঁহারা সংসারে সুখী হইতে চান তাঁহারা ধর্ম্ম, যশ, অর্থ, কাম এবং স্বজন এই পাঁচের নিমিত্ত নিজের বিত্ত পঞ্চ প্রকারে বিভাগ করিয়া থাকেন, সুতরাং তুই সেরূপ না করিয়া ভিখারীকে দান করিলে নিশ্চয়ই সঙ্কটে পতিত হইবি। বলি কি করিলেন? তিনি গুরুভ্রূতের কুহকে ছুলিলেন না, তাঁহার বাস্তবসত্যে বিশ্বাস হইয়াছে, তাই তিনি বিষ্ণুর বামনভিখারীরূপে চলনাকেই তাঁহার পরমমঙ্গলের সেতু বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বলি বামন

ভিখারীকে যথাসর্বস্ব ভিক্ষা প্রদান করিলেন অর্থাৎ তিনি বিষ্ণুর চরণে সর্বস্ব বলি দিলেন। তিনি কৌলিক ও লৌকিক গুরুত্ববের শত উপদেশ, শত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া বাস্তবসত্যে বিশ্বাসস্থাপনপূর্বক বামনভিখারীর আস্থানে পথের ভিখারী হইতে দ্বিধা করিলেন না। এই গেল এক ভিখারীর কথা—উক্ত ভিখারী আর কেহ নহেন, সাক্ষাৎ বিষ্ণু। মানবসভ্যতার আদিম অবস্থায় শ্রীভগবানের প্রথম ঐশ্বর্য্য-প্রকাশবিগ্রহ। এই ভিখারীর ভিক্ষা জীবের যথা-সর্বস্ব-গ্রহণ বা “আত্মনিবেদন”।

আমাদের দ্বিতীয় ভিখারীটি আবার মানবের সর্ববিজ্ঞান-সম্পত্তি ও সভ্যতার পূর্ণাবস্থা লাভ হইলে এক নবীন-সন্ন্যাসী ভিখারীরূপে ভূমণ্ডলের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ মধ্যে আবার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানসম্পত্তিতে পরমগরীয়ান্ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের অন্তরীপাখ্য শ্রীমায়াপুরধামে প্রকাশিত হইয়া ছিলেন। বামনভিখারীটি যে-প্রকার তাৎকালিক মানবসভ্যতার ক্ষুদ্র মানবানুসারে যোগ্যতানুসারে খর্ব্বাকৃতি বামনরূপী, আবার এই সন্ন্যাসী ভিখারীটিও তদ্রূপ মানব-সভ্যতার পরিপূর্ণাবস্থার যোগ্যতানুসারে পুরট-সুন্দরভ্রাতী, ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলতনু, আজানুলব্ধিতভুজ পরম সুন্দরপুরুষ। বামন-ভিখারীটি যে-প্রকার বৈবস্বত মন্বন্তরের পালক, এই গৌরভিখারীটিও তদ্রূপ বৈবস্বত মন্বন্তরের অবতারী। বামনভিখারীটি যেরূপ বিষ্ণু হইয়াও জীবের যথাসর্বস্ব ভিক্ষাকরিবার জন্য ক্ষুদ্র মানবাকৃতি একজন ভিখারী, গৌর ভিখারীটিও তদ্রূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব হইয়াও জীবের যথাসর্বস্ব গ্রহণ করিবার জন্য নবীনসন্ন্যাসীরূপী ভিখারী। বামনভিখারী যেরূপ ভিখারী সাজিয়াও জীবের নিকট মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, গৌরভিখারীটিও তদ্রূপ পরিপূর্ণ-মাধুর্য্যোদার্য্য প্রকাশ করিবার জন্য একজন ভিখারী। বামনরূপী বিষ্ণুর ভিখারীসাজ যেরূপ জীবকে কৌলিক ও লৌকিক গুরুত্ববগণের কূহক ও করালগ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, ধর্ম্ম, অর্থ, কামমূলক যজ্ঞ, দান, তপস্যা হইতে উদ্ধার করিয়া জীবকে সর্বতোভাবে নিজপাদপদ্মসেবায় আকর্ষণ করিবার জন্য; তদ্রূপ গৌর-সুন্দরের ভিখারী-সজ্জাও পাষণ্ড, কুতাকিক, পড়ুয়া, অধম, মায়াবাদী, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণুতে ভোগবুদ্ধি-যুক্ত ব্যক্তিগণকে কৃপা করিবার জন্য। শ্রীগৌরসুন্দরের এই ভিখারীসাজ তাঁহার পরিপূর্ণ ঔদার্য্যের ও তাঁহার মহা-বদানুভার পরিচায়ক। গৌরসুন্দর ভিখারী সাজিয়াছিলেন গৃহব্রত গৃহমেধিগণের দুর্ভবুদ্ধি বিনাশ করিবার জন্য।

গৌরসুন্দরের ভিখারীসাজ কর্মজড়স্মার্তগণের বিষ্ণুতে মনুষ্যবুদ্ধি বিদূরিত করিবার জন্য । বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের অবতারী শ্রীগৌরসুন্দর যদি ভিখারী না সাজিতেন, যদি ভিখারী না সাজিয়া আমাদের ন্যায় পাষণ্ডকুলের প্রতি মহাবদান্ত্য ও ঔদার্য্য-প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে জীব তাঁহাকে আমাদেরই ন্যায় মানুষ বা আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যক্তিবিশেষ মনে করিয়া আরও অধিকতর পাষণ্ডতা করিত ।

“মায়াবাদী কর্মনিষ্ঠ কুতর্কিকগণ ।

নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম ॥”

—ইহারা বিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া নরকপথের পথিক হইতেছিল । পরমৌদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর ইহাদিগকে কৃপা করিবার জন্য ভিখারী সাজিলেন । শ্রীগৌরসুন্দর ভিখারী সাজিয়াছিলেন বলিয়াই ভবিষ্যতে গৌরনাগরীগণের গৌরে ভোগবুদ্ধি কর্মজড়স্মার্তকুলের বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে জ্ঞান-বুদ্ধি, গুরুসজ্জায় সজ্জিত গুরুব্রহ্মগণের শুক্লাচার্য্যের ন্যায় কুটবুদ্ধি ও ছনীতি প্রভৃতি পাষণ্ডতার মূলদেশের ছেদন হইয়াছে । এই গৌরভিখারী বলির ন্যায় সুকৃতিমান জীবগণের নিকট হইতে যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবার জন্য ভিখারীর সাজে তাঁহাদের দ্বারে দ্বারে গমনপূর্ব্বক বলিলেন—

“বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ।”

*

*

*

“সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে ।

যে ডুবিবে সে ভজুক আমার নিতাই চাঁদেরে ॥”

—গৌরভিখারীর এই আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ, সনাতন, রঘুনাথ প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব পাদপদ্মে নিবেদন করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া ছিলেন । শ্রীবাস, শ্রীধর, রায় রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতিও গৌরভিখারীর চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন । আত্মবঞ্চিত ও পরবঞ্চক ভোগিকুল স্ব স্ব ভোগ চালাইবার জন্য রায় রামানন্দ ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি গৌরৈকসর্ব্বস্ব মহাজনগণের আত্মনিবেদন হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া এবং অক্ষজ্ঞানে তাঁহাদের আচরণ, দর্শন ও অনুকরণ করিতে গিয়া অপরাধ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া থাকে ।

‘আত্মনিবেদন’ই সকল সাধন-ভজনের মূলভিত্তিস্বরূপ । শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন । জ্ঞান,

যোগ, কর্ম প্রভৃতির দ্বারা জীবের পরম প্রয়োজন লাভ হইতে পারে না। ভক্তিযোগদ্বারাই একমাত্র জীবাত্মার পরম প্রয়োজন ভগবৎপ্রেমা লব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ভক্তিযোগ মধ্যে আবার কলিকালে একমাত্র শ্রীহরিনামই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বমূল। আত্মনিবেদন বাতীত এই হরিনামও জিহ্বায় উদিত হইতে পারে না। ইহাই নামতত্ত্ববিৎ আচার্যগণের উক্তি—

“অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহমিन्द्रিয়েঃ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরতাদঃ ॥”—শ্রীকৃষ্ণ

বামনভিখারী যেরূপ বলির নিকট হইতে তাঁহার আত্মনিবেদনরূপা বৃত্তিটী ভিক্ষা করিবার জন্য আবিভূত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌরভিখারীও আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দীপ শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই অন্তর্দীপ বা আত্মনিবেদনক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া ভজন করিলে জীব কিঞ্চন ধর্ম হইতে নিম্নুক্ত হইয়া নিষ্কিঞ্চন হইতে পারেন। এই আত্মনিবেদনক্ষেত্রে আত্মনিবেদন করিয়া ভজন করিতে করিতে জীব গোবর্দ্ধনপূজায় অধিকার লাভ করেন। এই গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। গোবর্দ্ধনপার্শ্ববর্তী শ্রীরাধাকুণ্ড সাক্ষাৎ বৃষভানু-নন্দিনী। রাধাকুণ্ডে স্নাত হইলে জীব গোবর্দ্ধনের যথার্থ স্বরূপ ও মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীরাধাকুণ্ড ব্রজপত্তন আত্মনিবেদনক্ষেত্র-অন্তর্দীপ মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ শ্রীগৌরভিখারীর পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিলেই জীব শ্রীগৌরধামে ব্রজধাম ও শ্রীগৌরসুন্দরে রাধা-গোবিন্দ দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। এই জন্যই গৌরভিখারীর অনুগতগণ জীবের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার বুলি লইয়া বলিয়া থাকেন,—

প্রভুর আদেশে ভাই মাগি এই ভিক্ষা।

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥

* * *

আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি।

* * *

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োনিপত্য



কুত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাং

চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥

রাজর্ষি জনক

(পূর্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৩ পৃষ্ঠার পর)

যথাক্রমে সেই সকল আশ্রম ধর্মের বিধিবিধানে অবস্থান করিয়া লোকচর বহু-জন্মের পর কর্মের শুভাশুভ ফল ত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ আত্ম-সুখাভিলাষে কিম্বা দুঃখের ভয়ে কোনও কর্ম না করিয়া কেবল ভগবৎপ্রীতিসাধন-লক্ষ্যে জীবনের কর্তব্যাবোধে তাহা অনুষ্ঠান করিয়া) মায়া-মুক্তি লাভ করিতে পারে । কিন্তু, যে-ব্যক্তি বহুজন্ম এইরূপ শাস্ত্র-বিধির বশে ব্রহ্মচর্যা গার্হস্থ্যাদি আশ্রম-ধর্ম্যানুষ্ঠান করিয়া মনোবুদ্ধাদি বিশুদ্ধ অর্থাৎ কাম-মলমুক্ত ও ভগবদনুরক্ত করিতে পারেন, সেই শুদ্ধাত্মা ব্যক্তি পরবর্তী জন্মে প্রথম আশ্রমেই অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যেই থাকিয়া মায়া-মুক্তি লাভ করেন ; তাহাকে আর আশ্রমান্তরে প্রবেশ করিতে অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইতে হয় না । আরণ্য, ধর্ম-কর্মের যাহা চরম ফল সেই ভগবদনুরাগরূপ পরম অভীষিত বস্তু লাভ হইলে আর অন্যত্র অপর ব্যাপার বার্থ্য মাত্র । ব্রহ্মঃ এবং তমোগুণের যে-দোষ তাহা সর্বদা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের বশে বিপথগত বা ইন্দ্রিয়-সুপাসক্ত না হইয়া, সতত সাত্ত্বিকমার্গ-অবলম্বনে যাহাতে অন্তরে পরমাত্ম স্বরূপ প্রত্যক্ষ হন, তাহাই শ্রেয়স্কামিজনের সর্বধা অনুষ্ঠেয় । এইরূপে সর্বভূতে অন্তরে বাহিরে ভগবদর্শন এবং জগদ্ধাম শ্রীভগবানেই আশ্রিততত্ত্বরূপে সকলকে দর্শন হইলে, সেই দ্রষ্টার আর বনে বা ভবনে কোনও ভেদ থাকে না ; তিনি জলে জলচর জীবের মত যে-কোন স্থলে যে-কোন অবস্থায় থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না ; কোনও কারণে তাঁহার অসুখ উদ্বেগ জন্মে না, তিনিও কাহারও অসুখ বা উদ্বেগের হেতু হন না । তিনিই ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীভগবান্কে লাভ করেন । ব্রহ্মন্, এ-সমস্তই আপনি সম্যক্ জ্ঞাত আছেন । শ্রীগুরুপ্রসাদে আমি আপনার মহিমা অবগত আছি ।” রাজর্ষি জনকের মহিমা জ্ঞাত হইয়া সফলকাম শুকদেবও প্রস্থান করিলেন ।

হরিপরায়ণ মহাভাগবত জনকের এই অমূল্য বাক্য মহাভারতে (শান্তি পর্ব. ৩২৬ অধ্যায়) চিরোজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিতেছেন । তাঁহার ভুবন-মঙ্গল মহচ্চরিত্র আলোচনা করিলে সজ্জনমাত্রেরই সদা উপলব্ধি হয়,— তিনি ‘এ’দিক্ ওদিক্-দু’দিক্ রাখিয়া দুধের বাটী’ খান নাই । মহাভাগবত-গণের কেহ কখনই ‘দু’দিক্’ রাখিতে ব্যস্ত বা ‘দুধের বাটী’ খাইতে ব্যগ্র

হন না। তাঁহাদিগকে তাহা হইতে হয় না। তাঁহারা, অখিল ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মী
 ষাঁহার পদসেবা লাভের জন্য সদা লালায়িতা—একান্ত কাঙ্গালিনী, সেই
 ‘লক্ষ্মী-সহস্র-শত-সম্ভ্রম-সেবামান্’ শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মেই সর্বদাস্তকরণে রত
 থাকিয়া সর্বজয়ে সমর্থ হন ; সেই দিকেই যথাসর্বস্ব সঁপিয়া দিয়া সর্ব-
 দিগ্বিজয়ে অমিতপ্রভাব ধারণ করেন। আর ‘দুধের বাটী’র জন্য তাঁহারা
 ব্যস্ত হইবেন কি ? সমস্ত ব্রজগোপগোপীগণের অপরিমিত অমৃতধারার যিনি
 একমাত্র ভোজ্য সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং চিন্ময় অমৃতভাণ্ড বহন
 করিয়া তাঁহার প্রাণাধিক ভক্তগণকে ভোজন করাইবার জন্য সদা ব্যস্ত।
 শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের দৃষ্টান্ত আলোচ্য।

মহারাজ জনকের ন্যায় পরমহংস মহাভাগবতগণ সংসার-লীলাভিনয়
 দেখাইয়াও তাঁহারা সকল বর্ণ ও আশ্রমের গুরু—সর্বশ্রেষ্ঠ। অপরে ‘দুদিক’
 রাখিতে যাইয়া সেই ‘একদিকে’ই অগাধ সংসার-সমুদ্রেই নিমগ্ন হন। ‘দু’দিক
 রাখা’ কখনও হয় না।

শ্বেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং

বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।

গোবিন্দাখ্যাং হরিতরুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে

মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেহস্তি রত্নঃ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

বৃহদারণ্যকাদি শ্রুতিতে এবং পুরাণে অনেক স্থলে যে-সকল জনকের
 কথা পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই এই মহাভাগবত জনক বলিয়া বোধ হয়
 না। জনক নামে একাধিক রাজা কালে কালে আবির্ভূত এবং তিরোহিত
 হইয়াছিলেন। কিন্তু, এই মহাভাগবত জনক দেবর্ষি নারদাদির মত যুগে
 যুগে নিত্য বর্তমান।

—ত্রিদণ্ডিধামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ

বৈষ্ণবগণ কি হিন্দু ?

—একথা শুনিয়া অনেকেই হয়ত' অবাক হইবেন, কারণ সাধারণের ধারণা বৈষ্ণবধর্ম-জগতে প্রচারিত অন্যান্য ধর্মের অন্যতম হিন্দুধর্মের একটি শাখা-বিশেষ ; সুতরাং বৈষ্ণব—হিন্দু । কিন্তু যাহারা বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপটি সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, বৈষ্ণব কখনও সাধারণ হিন্দুশব্দ-বাচ্য নহেন, বৈষ্ণব কখনও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহেন । বৈষ্ণব কখন "পাষণ্ডী হিন্দু" নহেন । হিন্দুকুলোদ্ভূত ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি, অন্ত্যজ কুলোদ্ভূত ব্যক্তি সকলেরই বৈষ্ণব হইবার যোগ্যতা আছে, একথা সত্য । ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা, সমগ্র পৃথিবী, এমনকি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেকোন দেশস্থ, গ্রামস্থ, নগরস্থ, যে কোনও প্রাণীর আত্মবৃত্তি পরিষ্কৃত হইলে তিনি বৈষ্ণব হইতে পারেন । কিন্তু বৈষ্ণবকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ নামে অভিহিত করিলে "বৈষ্ণব" বলিতে যে-বস্তুটি সেইটি উদ্দিষ্ট হয় না । যাহারা বৈষ্ণবকে হিন্দু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ প্রভৃতি বলিয়া জানেন, তাহারা বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতা বা বৈষ্ণব-ধর্মের স্বরূপ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ।

আমরা বৈষ্ণবের স্বরূপ এবং 'বৈষ্ণব' কথাটির তাৎপর্য বুঝিতে পারি না বলিয়াই প্রতিমুহূর্তে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ এবং বৈষ্ণব-ধর্মসম্বন্ধে বিকৃত মনোকল্পিত ধারণা পোষণ করিয়া থাকি । বর্তমানে যাহারা তথাকথিত বৈষ্ণব, তাহারা এতদূরে বিরূপধর্মগ্রস্ত যে, তাহারাও এই ভুলটি করিয়া থাকেন । তাহাদিগকে কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিয়া থাকেন এবং এইরূপ পরিচয় দিতে বড়ই গৌরবান্বিত মনে করেন—“আমরা হিন্দু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি.” এইরূপ পরিচয় বৈষ্ণবের যোগ্য পরিচয় নহে । বৈষ্ণব নিজের পরিচয় বলিতে তাহার নিত্যস্বরূপের পরিচয়ই দিয়া থাকেন । তিনি নিজেকে ভগবানের দাসানুদাস, তাহার দাস, তাহার দাসাভিলাষী দাস বলিয়া পরিচয় দিতেই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন । কারণ ইহাই বৈষ্ণবের স্বরূপের পরিচয় । শ্রীমদ্বাহু প্রভু সনাতন-শিক্ষায় আমাদিগকে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছেন । তিনি জীবের স্বরূপ বলিতে গিয়া “তুমি রাম, শ্যাম, যত্ন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী, বিষয়ী অথবা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, কিম্বা সুখী, দুঃখী, ধনী, নিধন, এইরূপ কিছু উত্তর প্রদান করেন নাই । জীবের স্বরূপ—কৃষ্ণের

নিত্যদাস প্রত্যেক জীবই স্বরূপে কৃষ্ণদাস। এমনকি মহাপ্রভু জীবকে নারায়ণদাস বা বিষ্ণুদাস পর্য্যন্ত বলেন নাই। অতাত্ত্বিক বিরূপ ধর্মগ্রন্থ ব্যক্তিগণ মনে করিবেন “এটি মহাপ্রভুর গোঁড়ামি মাত্র”। কিন্তু মূখ্য মায়িক ধর্মাধীন ব্যক্তিগণ যদি কোন দিন ভগবৎকৃপালোকে উদ্ভাসিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন, সেদিন জানিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক জীবই সেই পরম তত্ত্বের অংশ; সর্বাবতারী পরম ঈশ্বর অদ্বয়তত্ত্ব ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই দাস। যাহারা নিজদিগকে কন্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রহ্মোপাসকরূপে অভিমান বা নারায়ণের দাসরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদেরও স্বরূপে সেই ব্রহ্ম ও পরমাত্মপ্রতীতির মূলতত্ত্ব নারায়ণের চিত্ত-বিত্ত-হরণকারী সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবকের যোগ্যতা নিত্য থাকিয়াও প্রতীতি দুগ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু একমাত্র হ্লাদিনীর কৃপা ব্যতীত জীবের সেই চরমদাস্যে অধিকার লাভ হয় না। নারায়ণের উপাসকগণও কৃষ্ণেরই দাস, তাঁহাদিগেরও স্বরূপে কৃষ্ণ-দাস্যের যোগ্যতা রহিয়াছে। বিষ্ণুদাসগণ সকলেই মূল পুরুষ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই দাস। যে-সকল মহাসৌভাগ্যবান্ কৃষ্ণাকর্ষিণী হ্লাদিনীর সেবা-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই একমাত্র সে-স্বরূপটী উপলব্ধি হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীমন্নুহাপ্রভু বলিলেন,—“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।”

যাহারা বিরূপগ্রন্থ তাঁহারা তাঁহাদের নিত্যস্বরূপটী উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাই স্বরূপবিস্মৃতি-ক্রমে বিরূপ গ্রন্থ হইয়া তাঁহারা নিজদিগকে কখনও হিন্দু, কখনও যবন-য়েচ্ছ, কখনও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, শূদ্র-অন্ত্যজ, কখনও সুখী দুঃখী, ধনী, নিধন, কখনও মহামায়ার সেবক, কখনও কামনাদাত্রী দেবতার পূজক প্রভৃতি অভিমান করিয়া থাকেন এবং বিষ্ণুদাস্যকে গোঁড়ামি সাম্প্রদায়িকতা মাত্র মনে করিয়া ক্রমশঃ আরও বিরূপতাকেই লাভ করিয়া থাকেন। তাই সাধুশাস্ত্র বলিয়া থাকেন, জীব মাত্রই বৈষ্ণব—“কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস।” সুতরাং বৈষ্ণব কখনও হিন্দু বা অহিন্দু যবন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ নহেন। শ্রীমন্নুহাপ্রভুর উক্তিও ইহাই—

“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো

নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি ন বনস্থো যতির্বা।

কিন্তু প্রোক্তমিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাকে

গোপীভর্তৃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥”

আমরা নিত্য ভগবদাস । ভগবৎসেবাই আমাদের নিত্যধর্ম । ভগবৎ-সেবকরূপে পরিচয়ই আমাদের নিত্য অভিমান । আমরা আমাদের স্বরূপে নিত্য ভগবৎকিঙ্কর । ভগবৎকৈঙ্কর্যাই আমাদের স্বধর্ম বা স্বরূপধর্ম । আমরা স্বরূপে অবস্থিত হইলে বুঝিতে পারি ঐরূপ সঙ্কীর্ণ নানাবিধ পরিচয়ে আমরা পরিচিত বস্তু নই । আমরা হিন্দু নহি, আমরা ম্লেচ্ছ নহি, যবন নহি, আমরা কিরাত, হুণ, পুলিন্দ, পুরুশ, আভীর, শুভ্র, খশাদি নহি. আমরা কর্মমার্গীয় ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ নহি—আমরা “ভগবানের নিত্যদাস ।”

আমাদের এই নিত্য-স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা আজ নিজ-দিগকে তুর্কী বা (তুরক) টার্কস্ বলিবার জন্য ‘হিন্দু বা শ্রৌত’ বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য অত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি । হিন্দুর ধর্ম বা দেহ ও মনের ধর্ম রক্ষা করাকেই জীবনের ব্রত ও চরম প্রয়োজন মনে করিতেছি । অহিন্দু পৃথক হইবার খসনায় হিন্দুর নামে পরিচয় দেওয়াকেই বড় একটা গৌরবের বিষয় মনে করিতেছি, কত মণ্ডলী-সভা-সমিতি রচনা করিতেছি, হিন্দু-ধর্ম রক্ষার্থ কত ভাবেই না যত্ন করিতেছি । হায় ! মহামায়া আমাদের চক্ষুকে এইরূপেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন ।

গৌড়দেশে আজ রঘুনন্দন ভাট্টাচার্য্যাকেই আমরা আমাদের বরণীয় মহাজন বলিয়া স্বীকার করিতেছি, কারণ তিনি আমাদের হিন্দুত্ব অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণমালার এই অনিত্যাভিমান লইয়া ভ্রমণ করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, তাই আমরা ঐ ভাট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্য হইয়া আত্মধর্মযাজী ঐকান্তিক বৈষ্ণবদের প্রতি বিদ্বেষ করিতে শিখিয়াছি । তাঁহাদিগকে সদাচারভ্রষ্ট হিন্দুধর্মবিবর্জিত মনে করিতেছি । তাই অদ্বৈতাচার্য্য আমাদের বিচারে হিন্দুকুলোদ্ভূত হইয়াও হিন্দু-সদাচার-বিবর্জিত ; কারণ তিনি ভগবন্তকে আদর করিতেন । নিত্যানন্দপ্রভু হিন্দু-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত হইয়াও আমাদের বিচারে অসদাচারী, কারণ তিনি মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছিলেন । আবার শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় বঞ্চিত ব্যক্তির ধারণানুযায়ী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিরোধ-আচরণ (?) করিয়া মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ-বিচার বা জাতি-বিচার (?) দেখাইয়াছিলেন বলিয়া “আমার ন্যায় “পামণ্ডী হিন্দুর” নিকট তিনি

আমার ইন্দ্রিয়তর্পণপ্রদাতা অর্থাৎ বঞ্চনাকারী—তিনি আমার বিকল্পধারণার
ছাঁচে গড়া একজন সদাচারী ।”

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই “পাষণ্ডী হিন্দুর” একটি চিত্র তাঁহার
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আমাদিগকে প্রদান
করিয়াছেন—

* * *

হেন কালে “পাষণ্ডী হিন্দুর” পাঁচ সাত আইল ॥

আসি কহে হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাইঞ ।

যে কীর্তন প্রবর্তাইল কভু শুনি নাই ॥

মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ ।

তাতে নৃত্যগীতবাচ্য যোগা আচরণ ॥

পূর্বের ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত ।

গয়া হইতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥

উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালী ।

মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥

না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায় ।

হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় ॥

নগরীয়া পাগল কৈল সদা সংকীর্তন ।

রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ ॥

নিমাই নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি ।

হিন্দুর ধর্ম নষ্ট হৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি ॥

কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ বাড় বাড় ।

এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥

হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর-নাম মহামন্ত্র জানি ।

সর্বলোক শুনিলে মন্ত্ৰের বীৰ্য্য হয় হানি ॥

গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন ।

নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জন ॥”

(ক্রমশঃ)

পরমার্থাত্ম-পরমহংস-অষ্টোত্তরশতম্ৰী ৩ বিষ্ণুপাদ

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোষামী-মহারাজস্য

সপ্তসপ্ততিতমাম্ভিতান-তিথি-পূজা-নামসম্বন্ধে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিঃ

ভো মাধীকৃষ্ণা-তৃতীয়ে তিথিবরে ! ত্বমেব ধৃত্যতিধন্য। যতঃ তিথিযু
ইয়ং তিথিঃ শ্রেষ্ঠা। যাত্রাপ্ত শুভাশুভতিথিপ্রকরণে ইয়ং জয়া নাম্না খ্যাতা।
অগ্নাং তিথৌ অশ্বাকং গুরুদেবোহপ্রাকৃত্যং তনুমঙ্গীকৃত্য অগ্নিন্ জগতি
আধিবভূব। তদীয়ে শুভবিজয়ে বসুন্ধরা লুপ্তবতী। রমণীয়ঃ কালঃ সমুপাগতঃ।
দিশঃ প্রসন্না বভূবুঃ। সজ্জনানাং মনাংসি প্রসন্নানি আসন্।

ভো দিব্যজ্ঞানপ্রদাতঃ ! ভবান্নকূপে পতিতান্ জীবান্ পরিভ্রাতুং
ভবতোহগ্নিন্ মর্ত্যালোকে বিচলনম্। তেষামজ্ঞানতমো দূরীকৃত্য জ্ঞানা-
লোকরক্ষিচয়েন তান্ প্রদীপ্তান্ কর্তুং ভবতঃ শুভাধিভাবঃ। “গুরুরেব
সংসারাং তারয়তি” ইতি জ্ঞানং লব্ধ্বা সর্বৌ লোকাঃ গুরুমন্ত্রোপদেশমাত্রেনৈব
ভবার্ণবমজঃ তরিতুং সমর্থ্যঃ।

ভো রূপানুগধারাসংরক্ষক ! ভবতঃ সীমুখপদ্মবিম্বিতবাণীপ্রবণাদ-
শ্রুতিজ্ঞাতং, রূপানুগধারা কদাপি বিলুপ্তা ন ভবেদিত্তি। শ্রীচৈতন্য-
মনোহতীষ্টপরিপূরণায় ভারতবর্ষে বিভিন্ন দেশেষু ভবান্ মঠমন্দিরাদীন্
সংস্থাপ্য প্রচারকবর্গেন শ্রীরূপানুগবার্ত্তাং বিস্তারয়ামাস। এবম্বিধরূপেণ
শিষ্য-প্রশিষ্যানুক্রেমেণ শ্রীভক্তিবিনোদধারা প্রবহমানা ভবিষ্যতি।

ভো ভবভয়নিবারক ! বহবো মানবাঃ সংসার-কারাবন্ধাঃ সন্তুঃ
ত্রিতাপ-জ্বালাচযানিতরাং ভুঞ্জতে। স্বল্পমপ্যস্তু ধর্মস্তু ভ্রায়তে মহতো ভয়াৎ”
ইতি গীতাবচনাং ধর্মোপদেশেন ভবাংস্তেবাং তাপান্নিবারয়ামাস।

ভো কেশবকেশরিন্ ! ধরাতলে গজসদৃশান্ পাষাণান্ ভ্রশমর্দয়িত্বা
‘পাষাণগর্জৈকসিংহো’ নাম্না খ্যাতোহসি।

ভো বেদান্তসমিতেঃ প্রতিষ্ঠাতঃ ! ইমাং সমিতিং স্থাপয়িত্বা ভুবনেযু
বিকীর্ণিতোহসি। “কীণ্ডি র্যস্তু স জীবতি” ইতি বাক্যস্তু সার্থক্যং প্রদর্শিতম্।

হে ভবরোগভিষক ! বহির্গুণা মানবা ভগবদ্বিস্মরণাং তচ্চরণে
কৃতাগসাঃ। তস্মাদ্ভেতোঃ বহিঃসামায়য়া কবলীকৃত্যঃ অবিদ্যাপিত্তরোগাক্রান্তাশ্চ
তে। ভবহুগ্রহাদেব তদ্রূজঃ নিরাময়মবাপ্তাঃ।

হে সন্দোপাস্ত্রতম ! হে আশ্রয়বিগ্রহ ! ভবতঃ শ্রীচরণাম্বুজে
প্রপন্নোহস্মি । ভবাম্বুধৌ নিপতিতং মাং কৃপয়া সমুদ্ধর । “অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়” ইতি বচনায় মম মনঃ আশ্বাস্ত্র ভবতোহম্বুজপাদপদ্মা-
শ্রিতোহস্মি । পাহি মাং গুরুদেব । ভবানেব মমৈকং শরণম্ ।

হে অদোষদর্শিন্ ! কোটিগুণনামপরাধান্ ক্ষমস্ব মে । মাদৃশং বরাকং
প্রতি আশীর্বাদং কৰোতু, যতঃ তব পাদপদ্মবন্দনসেবনে যোগ্যতাং লব্ধুং
শক্যমি ।

অতঃ পরতঃ শুভাবির্ভাববাসরে মম প্রার্থনেষং, ভবচ্চরণে তথা ভগবতি
চ দৃঢ়া ভক্তি ভীতু । অলমিতি ।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠতঃ

তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ

২৬শে মাঘ, ১৩৮০ ; ৯ ফেব্রুয়ারী.

১৯৭৪ ।

ভবদীয় পাদপদ্মদাসানুদাসঃ

ত্রিদণ্ডভিক্ষু উদ্ধমন্ত্রী

শ্রীগুরু-আবির্ভাব-তিথি-বাসরে

আজি শুভক্ষণে দেব-ঋষিগণে গাহে কাহার বন্দনা—
প্রতি ভক্তের ভবনে কাহার জয়গান যায় শোনা ?
গুরু-সারি আজি নাচে দিকে দিকে মাতি' কা'র গুণগানে ?
বাতাস আজিকে কা'র কথা কহে সাধকের কানে কানে ?
শিশির-সিক্ত ফুলদল আজিকে কা'র পদ-রজঃ ষাচে ?
কাহার ঝাংগিনী উঠিছে ধ্বনিয়া গঙ্গার কল-উচ্ছ্বাসে ?
মধুপেরা আজি কাহার স্মরণে গুঞ্জরিছে দলে দলে ?
ধরণীর ধূলি হয়গো পবিত্র মিলি' কা'র পদতলে ?
কাহার চরণ-পরশ লাগিয়া উদ্গ্রীব তৃণ-লতা ?
আজি তীর্থে, তীর্থে ভক্তভবন্দ গাহে কা'র জয়গাথা ?
কে সেই মহান্ জগৎ-জীবন, ভক্ত-হৃদয়-নিধি ?
মাঘের কৃষ্ণা তৃতীয়া যাঁহারই শুভ আবির্ভাব-তিথি ?

জানি আমি তাঁরে, তিনিই যে আমার পরমারাধ্য প্রভু ;
 তাঁর শ্রীপদাম্বুজ-আশ্রয় ছাড়া গতি নাহি মোর কভু !
 ব্রজপুরে তিনি ব্রজ-সখী হ'য়ে শ্যামসনে করে কেলি,
 রসিকভকত দেখে তাঁরে শুধুই দিব্য নয়ন মেলি' ।
 'শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান' নামে তিনি সদা বিদিত এ নরলোকে ;
 আজি তাঁর পুত উদয়-দিবসে পূজে সবে দিকে দিকে ।
 তিনি যে মোদের আপনার জন, পাতকীর গতি-দাতা,
 প্রতি ভকতের হৃদয় জুড়িয়া তাঁহার আসন পাতা ।
 ত্রিলোক-বন্দিত হেন প্রভুজীর কৃপা পেয়েছে যে যথা,
 সেই জন বুঝয়ে করুণাঘন প্রভুর মহিমা-গাথা !
 জহরী না হ'লে জহর চিনিতে পারে না গুরু নরে,
 শুদ্ধ ভকত ব্যতীত তেমনি কেহ নাহি চিনে গো তাঁরে ।
 বেদ-বেদান্তাদি মথি' তিনি জীবে বিতরিল। প্রেম-সুধা,
 প্রভুপাদ-বাণী তাঁহার প্রচারে হ'ল সর্বজনাদৃতা ।
 মায়াবাদ-তমঃ টুটিল আজিকে তাঁর জ্ঞানারুণ-রাগে,
 নেড়া-নেড়ীগণ মুখ লুকাইল লাজে-ভয়ে-পরিতাপে ।
 ব্যাস-বাণী প্রতি ব্রাহ্মবাদীদের বিদ্বেষের ভাব হেরি',
 ব্রাহ্মমতেরই ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি ঘোষিল। জগৎ জুড়ি' ।
 শ্রীবিষ্ণুহ-পূজায় কটাক্ষ করি' কাহার কাহার লেখা,—
 হিন্দুর বিরোধী বলিয়া জেনেছি তাঁর কাছে থাকি সদা ।
 তাঁহার বেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণে জানিয়াছে জগজন,
 প্রতি সূত্রের মর্ম্মার্থে শুধুই রহে ভক্তি-প্রেমধন ।
 'বাইবেল' এবং 'হাদিশ' গ্রন্থেও কহে সাকার ঈশ্বর,
 —একথা তাঁহার শ্রীমুখে আমরা শুনিয়াছি বহুবার ।
 'ঈশ্বর ও জীবে সমান কহি' যারা প্রচারে ধর্ম্মমত,
 তাঁহার বিচারেই পাষণ্ড বলি' হ'ল তারা নিকৃপিত ।
 কোনও মতবাদী পারে নি তাঁহার যুক্তি ছেদিতে কভু,

তাই সর্বোত্তম বলিয়া জেনেছি তাঁহারই মত শুধু ।
 গুরুগত প্রাণ সে' মহাজীবন জানিত শ্রীগুরু-সেবা,
 গুরুর লাগিয়া অসাধ্য-সাধনে করেনি কভুও দ্বিধা ।
 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' নামেতে সঙ্ঘ স্থাপন করি'
 মহাপ্রভু-বাণী প্রচারিলা তিনি সারাটি ভারত জুড়ি' ।
 তাঁর সাধনায় বিনোদ-বিহারী রাধা-কান্তি অঙ্গীকরি',
 দেবানন্দ মঠে রতন-আসনে রাজিছে বিগ্রহ ধরি' ।
 নরের অসাধ্য কত লীলা তিনি করিলা এ ভব-মাঝে,
 তাঁর উদয়-হেতু আজিকার তিথি পূজ্যা হইয়া রাজে ।
 শ্রীপ্রভুপাদের বাসনা পূরিবারে সুদৃঢ়া নিষ্ঠা তাঁর,
 পৃথিবীর বুকে রেখেছে শ্রুকীর্তি ক্ষয় নাহি কভু যার ।
 তাঁহার পবিত্র প্রসাদের কণা দেবলোকে সবে চাহে,
 জ্ঞানী-যোগীগণও তাঁহার কোপিন বহার যোগ্য নহে ।
 বিরিকি-শিবও তাঁর গুণগান গেয়ে থাকে অবিহত ;
 মায়াদেবী তাঁর সমুখে আসিতে লাজে হয় অবনত ।
 ব্রজসখী ছাড়া তাঁর সম-সাথী কেহ কি হইতে পারে ?
 সাধ জাগে মম সে' পদ-কমলে ধূলি হ'য়ে থাকিবারে !
 আমার গুরুজী জগতের গুরু, লীলা কৈলা জীব-হিতে,
 তাঁহার বাণীর মূল্যের কণা কভু জগৎ পারে না দিতে ।
 এ' হৃদি-দেউলে পাই যদি কভু তাঁর পুত দরশন,
 সে' আশায় আজি তাঁহার চরণে করি অর্ঘ্য নিবেদন ।
 কোটি কোটি প্রণতি জানাই তাঁর রাতুল পাদ-সমীপে,
 জনমে জনমে পাই যেন তাঁরে মম ইষ্টদেবরূপে ।

শ্রীব্যাস-পূজা-বাসর ;
 ওরা গোবিন্দ, ৪৮৭ শ্রীগৌরাক ।

সেবকাধম—
 শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল
 সাং-বড়বহরকুলি (বর্দ্ধমান)

নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শ্রীপাদপদ্মে দীক্ষান্ন ভক্ত্যঞ্জলি

শুভমাব্দী কৃষ্ণা তৃতীয়াকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীব্যাসভিন্ন গুরুপরম্পরার অন্যতম নিত্য আরাধ্য মনীয় পরমগুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ মাদৃশ জীবের কল্যাণের নিমিত্ত লোকচক্ষুর গোচরীভূত হন।

পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ বহুজীবের দুর্দশা দর্শন করিয়া তিনি নিজের পার্শ্বদ-বিশেষকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সাধারণ প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যু বা কর্মবন্ধন নাই। “অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই, সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যাবেন তথায়।”

ভক্ত, ভক্তি, ভগবান্—এই তিনের সহিত পরস্পর অবচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকায় পরমমুক্তপুরুষ ভগবন্নিজজনগণের আবির্ভাব-দিবসে তাঁহাদের সাক্ষাৎ শ্রীমুখ-বাণী বা পুতজীবনী আলোচনায় আমাদের জীবন ধন্য এবং চিত্ত শোধিত হইয়া পরমকল্যাণ হইয়া থাকে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা—“দিয়া পদছায়া শোধহে আমায় তোমার চরণ ধরি।” তাঁহাদের পবিত্র জীবনাবলী আলোচনার মধ্য দিয়া শাস্ত্র ও মহাজনের বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি সম্ভব, কারণ তাঁহাদের জীবনই ধর্মশাস্ত্র-স্বরূপ ও গুরুবাক্যের অনুবর্তন করিয়া মহাপুরুষগণ তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

প্রত্যহ শ্রীগুরুবর্গের পুতচরিত্র শ্রোতব্য, কীর্তিতব্য, স্মর্তব্য—ইহা সাধক জীবের সহায়-স্মারক ও সৌভাগ্য-উদ্দীপক অঙ্গস্বরূপ। চন্দনকে যতই ঘষা যায়, ততই গাঢ় হয়, সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষগণের অপ্ৰাকৃত গুণ-মহিমা-গাথা নিরূপট চিত্তে প্রচুর আলোচনা দ্বারা ভক্তি গাঢ় হইবে, ভক্তের রূপায় ভগবৎরূপা সম্ভব হয়।

ভক্ত ভগবানে তনুয়চ্ছিত। শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, “মচ্ছিত্তা মদগতশ্রীনা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্, কথন্তশ্চ মাং নিতাং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।” ভক্ত ভগবান্ ছাড়া জীবনধারণে অসমর্থ। আর ভগবান্ও বলেন—“তাহা বিনা আমি কিছু না জানিয়ে আনে।” ভগবান্ ভক্তবৎসল, ভক্ত যেমন ভগবানে আসক্ত, ভগবান্ও সেইরূপ। সুতরাং নিরূপট চিত্তে ভগবদ্ভক্তগণের পরিচর্যার দ্বারা সিদ্ধি লাভ অনিবার্য—“ভক্ত-সেবা পরম সিদ্ধি প্রেম-লতিকার মূল।” “ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা”—এই বিচারে অবস্থিত না হইলে কৃষ্ণভক্তি-লাভ সম্ভব নহে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—“ভগবানের সেবাপেক্ষা তদীয় সেবকের সেবা অধিক লাভজনক এবং তাঁহাদের সেবায়ই আমাদের অধিকতর সুবিধা হইবে।” অত্যন্ত প্রীতিতে ভক্ত ভগবান্কে বশীভূত করিয়া হৃদয়-মন্দিরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং কৃপা করিয়া বদ্ধজীবের হৃদয়ে প্রকাশ করিবার যত ক্ষমতা রাখেন। “ভক্তের হৃদয়ে সতত গোবিন্দের বিশ্রাম।” শ্রীভগবানের উক্তি—“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। যন্তুত্বা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।”

ভক্তগণের চরিত্র অতি পবিত্র, তাঁহাদের গুণগানে বদ্ধজীবের ত্রাণ হইয়া থাকে। যদিও বৈষ্ণবগণ “স্বৈনেন লাভেন সম প্রশান্ত—হরি-গুরু-বৈষ্ণব তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।” পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, প্রাকৃত অহঙ্কার পরিত্যাগ করতঃ নিষ্কপট ও দীনহীন হইলে বৈষ্ণবের কৃপাপ্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করা যায়। বিষয়-চিন্তা, বিষয়-সংগ্রহ-পিপাসা মায়াবন্ধের লক্ষণ; সাধু-গুরুগণই সেই বিষয় হইতে আমাদের রক্ষা করিতে পারেন। “মায়াতে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধুগুরু-কৃপাছাড়া না দেখি উপায়।” শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণই আমার প্রকৃত আশ্রয়, আমার প্রাণের বন্ধু—এই জগতের মৃত্যুভয় হইতে আমাদের উদ্ধার করিয়া থাকেন।

“কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে”—অপ্রাকৃত গুণরাশি এই জড়ীয় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যবস্তু নহে। কৃষ্ণের অনন্ত মহিমা অনন্তদেব অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিয়াও শেষ করিতে পারেন না—তদ্রূপ কৃষ্ণভক্তের গুণও অনন্তমুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না।

আত্মনিবেদনই শ্রীব্যাসপূজা বা গুরুবর্গের পূজার প্রকৃত উপায়ন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মাধ্যমে গুরুবর্গের মহিমাবগতি সম্ভব। মাদৃশা হৃদি তাই শ্রীগুরুপাদপদ্মে সকাতির প্রার্থনা জানাই—সর্বাত্মসমর্পণের বল তিনি আমায় প্রদান করুন। আজ এই পরম পবিত্র শুভদিনে চরম আকাজ্জক বিষয়—

যদি গমনমধস্তাং কল্মপাপানুবন্ধো

যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পক্ষীকীটে

ক্রিমিগতমপি গত্বা জায়তে চাত্মনাশ্বা

ভবতু যমহৃদিশ্চে কেশবে ভক্তিরেকা।

সতত শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-সেবাভিলাষিনী—

(শ্রীমতী) উমা (দেবী)

শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ

শ্রীব্যাসপূজার অর্থই শ্রীগুরুপূজা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাদ্বারা শ্রীব্যাসদেবের পূজা গণ্য হইয়া থাকে। শ্রীব্যাসদেবই জগতে প্রকৃত সত্য-দ্রষ্টা, তিনিই জগতের প্রকৃত সভ্যতার প্রতীক, তিনিই কৰ্ম্ম-জ্ঞানের সন্ধান দানান্তে ভক্তিই-যে শ্রেষ্ঠ তাহার সন্ধান দিয়াছেন। তিনি, জড়বাদীগণের ধ্বংসশীল শব্দের হেয়তা প্রদর্শন করতঃ শ্রীবেদান্তদর্শনের প্রায় অন্তিম সূত্রে—“অনার্হতি শব্দাৎ অনার্হতি শব্দাৎ” উচ্চারণ করিয়া শব্দব্রহ্মের আবিষ্কৃত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। বিবর্তবাদী বিশ্বে শব্দসামান্য প্রভাবদ্বারা কিছু পরিমাণে ক্ষণিক সন্তুষ্টি লাভ করিলেও উহা কালের সর্পিণ জিহ্বাকে স্তম্ভিত করিতে পারে না। কালাকালের অতীত যে বস্তু, তাহার অনুসন্ধান দান করিয়াছেন কৰ্ম্মবাস্তু বিশ্ববাসীর সম্মুখে যিনি, তিনিই ব্যাসদেব।

শ্রীব্যাসদেব সমগ্র বিশ্বের সভ্যতার প্রতীক, আর ভারতবর্ষই সেই সভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্রস্থল। যখন নাস্তিক্যবাদ, প্রকৃতিবাদ, জড়বাদ, কৰ্ম্মবাদ, পরাণুবাদ প্রভৃতি সৃষ্টি-সংহারী মতবাদসকল পৃথিবীকে প্রবলভাবে গ্রাস করিয়া মানবগণকে কলির পদলোহন করিতে উদ্বৃত্ত করাইতোছিল, ঠিক সেই ভয়াবহ সঙ্কটময় সন্দিক্ধে নিখিল জীবনিচয়ের অন্তিম কল্যাণ-বিধান-হেতু ভগবানের শক্ত্যাবেশে শ্রীব্যাসদেব ভূ-ভারতে প্রকটিত হন। তিনি বেদকে বিভাগ করতঃ কৰ্ম্ম-জ্ঞান প্রভৃতির কথা জানাইলেও পরিশেষে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন; অধিকারভেদেই ইহার তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারেন। বর্তমান আধুনিক যুগের তথাকথিত সভ্যতার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে শ্রীবেদব্যাসের মুখ্য তাৎপর্য্য পর্যালোচনা করা বিধেয়।

তাই শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই পূজা-মহোৎসব সাধারণতঃ শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-দিবসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীমন্নুহাপ্রভুই ব্যাসাহুগত্যা শিক্ষার প্রকৃত প্রচলনকারী। তাহারই সময়ে শ্রীব্যাস-অঙ্গনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা এই ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান হয় এবং উহাই বর্তমান ধারায় প্রথম অধিবেশন। কালের করালগ্রাসে সমাজে নানান আবিলতা প্রবেশ করায় ইহা প্রায় বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইতেছিল। পরবর্ত্তিকালে আধুনিক বৈষ্ণব-জগতের দীপ্তমান আচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ইহা পুনঃ প্রবর্ত্তন করতঃ গৌড়ীয়-গগণে এক নবজাগরণের অধ্যায় সূচনা করেন। এই মহাপুরুষই বৈষ্ণব-জগতে ‘শ্রীল প্রভুপাদ’ নামে সুবিদিত। শ্রীল প্রভুপাদই ব্যাসপূজার তাৎপর্য্য পুনঃ

উদ্ঘাটন করতঃ জগতের সমক্ষে ব্যাসানুগত্যের প্রকৃত আদর্শ প্রদর্শন করাইয়াছেন।

যুগাচার্য্যকেশরী শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসদেবকেই 'জগদ্গুরু' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কারণ শ্রীব্যাসদেবই সনাতন ধর্ম্মের মূল পথপ্রদর্শক। তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের উপরিও অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় তাৎপর্য্য জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীব্যাসদেব ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার ; তিনি বৈষ্ণবকি-সজ্জের ঈশ্বর। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু জগদ্গুরু-লীলা প্রকট করিবার জন্য শ্রীব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ ভগবান্ ও সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের মূল হইয়াও জগদ্গুরু যে স্বয়ং সন্তোজ্ঞা নহেন, গুরুত্ব হইতে কৃষ্ণত্ব বা মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বকে অর্থাৎ সেবক-সেবকত্বকে বিয়োগ করিলে যে জগদ্গুরুত্ব থাকে না—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীব্যাসপূজানুষ্ঠান করিবার লীলা প্রকট করিয়া-ছিলেন।

সেই অনুসৃত ধারাকে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদ জগতে যে-ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন তাহ অক্ষুন্ন রাখিয়া অস্বাদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্য নিতালীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরও জগতে প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহারই অনুপ্রেরণায় অতীবধিও তদীয় প্রেষ্ঠগণ বর্তমান হরিকথা-ভূক্তিকালেও ইহার অনুষ্ঠান করতঃ জগদ্বাসী-সমক্ষে উহা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। এতদুপলক্ষ্যে বিগত ৩ গোবিন্দ, ২৬শে মাঘ (ইং ১৯২১৭৪) শনিবার হইতে ৫ গোবিন্দ, ২৮শে মাঘ (ইং ১৯২১৭৪) সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ সমস্ত মঠে এবং তদনুগ ভক্তবৃন্দ অনেকে গৃহে শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করিয়া-ছেন। স্থানান্তাবে এখানে শুধু সমিতির মূলমঠ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের উৎসব অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্য নিতালীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ও জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের ভুবনঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিবাসরে শ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব ও অঞ্জলি প্রদানাদি ভক্ত্যঙ্গসকল যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব-দিবস মঙ্গলারতি যথারীতি সম্পন্ন হইলে শ্রীগুরু-বন্দনসূচক স্তব-কীর্ত্তনাদি হইতে থাকে। তদনন্তর

শ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, শ্রীব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চক এবং হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিবিধ বাজন ও উপকরণ কীর্ত্তনমুখে নিবেদিত হইলে অভ্যাগত বৈষ্ণববৃন্দ ও সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসত্রয়ই যথাক্রমে বৈকালে মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল। বাংলা, সংস্কৃত, অসমীয়া, হিন্দী, ওড়িয়া ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় বিভিন্ন বক্তাগণ শ্রীল গুরুপাদপদে আর্তি নিবেদন ও গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে ভাষণ দান করার উপরিও বিভিন্ন ভাষায় রচিত ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি আবৃত্তি এবং সভার প্রারম্ভে ও অন্তে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীকেন্দারবদ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দ্রো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

ইং ১৯৩৮/১৯৩৯

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন *স্বাক্ষরিতঃ ১৯/৫/৩৮*
 আগামী ২৭শে বৈশাখ (ইং ১৯৩৮/৩৯) শনিবার দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির তত্ত্বাবধানে শ্রীকেন্দার-বদ্রী তীর্থদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশ্চিমমধ্যে হরিদ্বার, কঙ্কাল, হুসীকেশ, লছ্মনঝোলা প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলিও দর্শন করা হইবে। উক্ত দিবসে হাওড়া ষ্টেশনের ১০ নং প্লাটফর্ম হইতে রাত্রি ৮টার সময় যাত্রা করা হইবে। অতএব যাত্রীগণ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই উক্ত প্লাটফর্মে উপস্থিত থাকিবেন। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ উক্ত পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারেন। বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্রালাপ করুন।
 ইতি—৫ই চৈত্র, ১৩৮০।

সত্যব্রন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিম্নমানবনী :—

১। দুইবেলা প্রসাদ ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি যাতায়াত ট্রেন-বাস-ভাড়া ও কেদার-বজ্রীর কুলি-খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ৪৭৫.০০ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ শীতোপযোগী বিছানা (মশারীসহ), গরম জামা-কাপড়, টর্চলাইট ইত্যাদি এবং একটি এলুমিনিয়ামের থালা ও ঘটি সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পিপাসা নিবারণের জন্য কিছু লেজেন্স ও তালমিশ্রি লইবেন। বিছানা, বাসন-পত্র প্রভৃতি সর্বসমেত যেন দশ/বার কেঃ জিঃ-র অধিক না হয়। কোন যাত্রীর ১২ কেঃ জিঃ-র অধিক মাল হইলে প্রতি কেঃ জিঃ ৫.০০ টাকা হিসাবে কুলিভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৩। দেয় ভিক্ষার টাকা-মধ্যে ২০০.০০ টাকা আগামী ৩০ই বৈশাখ, ১৯৫৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

৪। অগ্রিম ২০০.০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা যাত্রা-দিবসে অথবা তৎপূর্বে সমিতির কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে। পাণ্ডা-বিদায় স্বতন্ত্র লাগিবে।

৫। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাঙী, কাণ্ডী প্রভৃতির ভাড়া পৃথকভাবে লাগিবে।

৬। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতা, লাঠি ও রুটি হইতে বিছানা ঢাকিবার জন্য ৪ ফুট × ৬ ফুট প্লাস্টিক পেপার সঙ্গে লইবেন।

দর্শনীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকা :-

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লক্ষ্মনঝোলা, ত্রিযুগীনারায়ণ, শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডকাটা গণেশ, গৌরীকুণ্ড, কেদারনাথ ও তথা হইতে শ্রীশ্রীবজ্রীনারায়ণ পৌঁছিবেন। তথায় তপস্কুণ্ড, পঞ্চশীলা, ব্রহ্মকপাল প্রভৃতি দর্শনান্তে বাসযোগে হৃষীকেশ প্রত্যাবর্তন ও তথা হইতে হাওড়া যাত্রা। *

* বিশেষ দৃষ্টব্য :- দৈবানুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্তন যোগ্য এবং যে-কোন দৈব-দুর্ভিক্ষপাকের জন্ত সমিতি বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন। এই পরিক্রমায় ১৫।১৬ দিন সময় লাগিতে পারে। অগ্রাপ্ত বয়স্কদিগের জন্ত (১২ বৎসর মধ্যে) ৩০০.০০ টাকা দিতে হইবে।

শ্রীব্রজমণ্ডল ও দ্বারকা-পরিক্রমার আয়োজন চলিতেছে। যাহারা উহা দর্শনে যাইতে চান তাঁহারা শীঘ্রই পূর্ব-উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করুন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



০ গোষ্ঠীয়-পট্টিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্প্রসাদতি ॥

ধর্মঃ অমুচ্চিতঃ পুংসাং বিশ্বকৃশোন-কথা হু যঃ ।

লোৎপাদনেদেখদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম প্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোগচ্ছ অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥

অন্ত ধর্ম স্বরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার ধক্তি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

২৬শ বর্ষ { মঙ্গলবার, ৩০ বৈশাখ, ৪৮৮ গোরাঙ্গ
প্রহায়, ৮ ত্রিবিক্রম, ১৩৮১ : ইং ১৪'৫।১২৭৪ } ৩য় সংখ্যা।

সান্নিধ্যাদি

শ্রীশ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীউদ্ধব-প্রার্থনাপট্টকম্

(শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ে)

১ । দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্তন ।

সংহৃত্যৈতৎ কুলং নুনং লোকং সন্ত্যক্ত্যতে ভবান্ ।

বিপ্রশাপং সমর্থোহপি প্রত্যহন্ ন যদীশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥

হে পুণ্যশ্রবণকীর্তন ! হে দেবদেবেশ ! হে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি জগদীশ্বর এবং সর্বতোভাবে সমর্থ হইয়াও যেহেতু ব্রহ্মশাপের বাধাপ্রদান করেন নাই ; সেই জন্য মনে হয় যে, আপনি নিশ্চয়ই এই যাদবকুলের সংহারপূর্বক মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৪২ ॥

২ । নাহং তবাজিযু কমলং ক্ষণাঙ্গমপি কেশব ।

ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি ॥ ৪৩ ॥

পরন্তু হে কেশব ! আমি ক্ষণাঙ্গকালও আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগে ইচ্ছুক নহি ; হে নাথ ! অতএব আমাকেও নিজধামে লইয়া যাউন ॥ ৪৩ ॥

৩। তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম ।

কর্ণপীযুষমাসাদ্য ত্যজত্যান্ধস্পৃহাং জনাঃ ॥ ৪৪ ॥

হে কৃষ্ণ ! মানবগণ পরমমঙ্গলপ্রদ, শ্রুতিসুখজনক ভবদীয় লীলাচরিতামৃত শ্রবণপূর্বক ইহলোকে যাবতীয় বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

৪। শয্যাসনাটনস্থান স্নানক্রীড়াশনাদিষু ।

কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যাজেম হি ॥ ৪৫ ॥

হে দেব ! আমরা চিরকাল শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, অবস্থান, স্নান, ক্রীড়া, ভোজন প্রভৃতি যাবতীয় কার্যে প্রিয় আত্মস্বরূপ আপনার সেবা করিয়াছি, সুতরাং সম্প্রতি কিরূপে আপনাকে পরিত্যাগ করিব ? ৪৫ ॥

৫। ত্বয়োপভুক্তশৃঙ্গক-বাসোহলঙ্কারচচ্চিতাঃ ।

উচ্ছিষ্টভোজিনো দানান্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ৪৬ ॥

হে দেব ! আমি আপনাকে ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াই আপনার সহিত গমন প্রার্থনা করিতেছি, পরন্তু মায়াভয়ে নহে ; যেহেতু আপনার সেবক আমরা আপনার উপভুক্ত মালা, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত এবং উচ্ছিষ্ট-ভোজী হইয়াই ভবদীয় মায়াকে জয় করিতে সমর্থ ॥ ৪৬ ॥

৬। বাতবসনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা উর্দ্ধমস্থিনঃ ।

ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোহমলাঃ ॥ ৪৭ ॥

হে প্রভো ! দিগম্বর, উর্দ্ধরেতাঃ, শ্রমণ, শান্ত, নির্মলচিত্ত ঋষি, সন্ন্যাসি-গণ ব্রহ্মচর্যাदि মহাকৃচ্ছসাধন দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

৭। বয়স্ত্বিহ মহাযোগন্ ভ্রমন্তঃ কৰ্ম্মবত্সু ।

ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিস্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ ॥ ৪৮ ॥

৮। স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ ।

গত্যুৎপ্লিতেক্ষণক্ষেপি যন্ত লোকবিভ্বনম্ ॥ ৪৯ ॥

হে মহাযোগিন্ ! আমরা কিন্তু এই সংসারে ভ্রমণ করিয়াও আপনার ভক্তগণের সহিত আপনার কথাসমূহের কীর্ত্তন এবং মনুষ্যলীলারূপ ভবদীয় গমন, হাস্য, দৃষ্টিপাত, পরিহাস, কৰ্ম্ম এবং উপদেশসমূহের স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া দুস্তর সংসার-দুঃখ অতিক্রম করিব ॥ ৪৮-৪৯ ॥

পত্রাবলী *

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়ত:

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

ইং ২৬/৯/৬৪

স্নেহান্বিত—

* * ! তোমার পত্র পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। একপতাবে মাঝে মাঝে পত্র দিয়া আনন্দিত করিবে। তোমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলেও তোমার কথা আমি প্রায়ই মনে করিয়া থাকি এবং আসামদেশীয় ভক্তগণের নিকট তোমার খোঁজ-খবর লইয়া থাকি। আমি তোমার দ্বারা আসামে শ্রীমন্নুহাপ্রভুর কথা ভাল করিয়া প্রচার করাইব—এইরূপ ইচ্ছা ছিল। তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল। তুমি আরও পড়াশুনা করিলে অনেক উন্নতি করিতে পারিতে। আমার মনে হয় এখনও তুমি গোড়ীয়-পত্রিকা, জৈবধর্ম চৈতন্যশিক্ষামৃত ভাল করিয়া পড়িলে এবং শ্রীমন্নুহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থ ভাল করিয়া পড়িয়া মুখস্থের মত করিয়া রাখিলে তোমাকে কেহই আসামে উৎকৃষ্ট প্রচারক হইতে পারিবে না। তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। মনে হয়, এখনও তাহা নষ্ট হয় নাই। তুমি খুব দৃঢ়তার সহিত সদাচার-সম্পন্ন হইয়া শ্রীমন্নুহাপ্রভুর এবং বেদান্ত-সমিতির আচার-ব্যবহার পালন করিবে। তাহা হইলে ভগবান তোমার নিশ্চয়ই মঙ্গল করিবেন। শ্রীল নিমানন্দ প্রভুর উদাহরণ...ভক্তি লইয়া ভগবানের নিকট আদর। সময়-সুযোগ হইলে আসাম নিশ্চয়ই যাইব—তখন সংবাদ দিলে তুমি উপস্থিত হইলে অনেকের সঙ্গে দেখা হইবে। এখানের মঠে যাতায়াত করিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাজী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

* পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঐ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্ৰিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত।

—সম্পাদক

পারমাণ্বিক সম্মিলনীতে শ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় দিবসের অভিভাষণ

(পূর্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪৮ পৃষ্ঠার পর)

অনেকে ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ প্রভৃতির একদেশদর্শী বিচার বলেন। শ্রুতি-মন্ত্রের সর্বতোমুখী বিচার গ্রহণ করবার সহিষ্ণুতা স্বীকার করেন না। ভক্তিকে আশ্রয় করলেই মায়ার ছুপ্পারা জলধি আমরা অনায়াসে উত্তীর্ণ হ’য়ে যেতে পারি। পূর্বতন মহাজনগণের বহুবিধ বর্তনই আমাদের ধ্রুবতারা। পূর্ব-মহাজনগণ সত্ত্বগুণে লীলা করে জ্ঞান বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত হ’য়েছেন। বিগুহ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ের নামই—বাসুদেব। সেই হৃদয়েই জ্ঞান অর্থাৎ সন্নিবিষ্ট হ’বাসুদেব, বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রেমা, বৈরাগ্য অর্থাৎ অভিধেয়ভক্তি উদ্ভিত হয়। আমরা একপাশি বিচার অবলম্বন ক’রে অর্থোক্তিক-রাজ্য হ’তে পার পেতে পারি। ‘তমঃ অর্থো—মায়াবাদ, কর্মবাদের ভোগ প্রবৃত্তি। ত্রিদণ্ডিগণ এই বিচার অবলম্বন ক’রে সেইদিকে অগ্রসর হ’বেন। মানবজাতি সকলেই ত্রিদণ্ড গ্রহণ ক’রে অগ্রসর হ’বেন।—

এতাং সমাস্থায় পরান্ননিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্বতর্মৈর্মহন্তিঃ ।

অহং তরিষ্যামি ছরন্তপারং তমো মুকুন্দাজিষ্ম নিষেবয়ৈব ।

কৃষ্ণই মূল উপাস্য বস্তু। যেখানে যত অধিষ্ঠান হ’তে পারে বা হ’বে সকলেরই উপাস্য বস্তু। এই গুরু বংশদণ্ডের, এই টেবিলের (নিকটস্থ বস্তু-গুলিকে হাতছারা দেখাইয়া প্রভুপাদ বলিলেন) কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য বস্তু। তিনি সেবকের সেবা করবার জন্য সেবককে আকর্ষণ করেন। পরম সেবকের দেবা বাতীত যদি অন্য বস্তুতে চিত্তবৃত্তি যায় তা’ হ’লে আর আমাদের ন্যায় বোকা খুঁজে পাওয়া যাবে না। যিনি সেবা করতে চান, তাঁর যিনি সেবা করেন, তিনিই অনন্ত পরতম-পরতম-পরতম-তত্ত্ব—তিনিই সর্বকারণ-কারণ-কারণ-তত্ত্ব। পরতত্ত্ব কৃষ্ণকে স্বয়ংরূপ বলা হ’য়েছে—যাঁ’র রূপের খানিক অংশ পেয়ে তাঁ’র ভূতাসমূহ মহারূপবান্ হ’য়েছেন। তাঁ’র ভূতা-সম্প্রদায় ভগবান্কে সেবা করবার জন্য রূপকে সেবোপকরণ মনে করেন—উপাদান মনে করেন। কৃষ্ণের রূপের কোটী অংশের এক অংশের সহিত কোন রূপের তুলনা হয় না। যখন আমরা কৃষ্ণের সেবা করতে যাই, তখন আমরাই রূপবান্ হ’তে হয়, আমরা তখন আমাদেরই সাজা’তে চাই,

তখন অভিসার ব'লে একটা কার্য হয়—“গুণাভিসার.” আর ‘কৃষ্ণাভিসার’ চাঁদ উঠলে গোপীগণ কৃষ্ণের জন্য যেকপভাবে দৌড়ায়, আর চাঁদ না উঠলে যেকপভাবে দৌড়ায়। রূপাভিসার, গুণাভিসার, পরিকরাভিসার, লীলাভিসার। (এ সকল কথা বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখমণ্ডল অন্যরূপ ধারণ করিল, তিনি সাধারণের সভায় একথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া ভাব-সঙ্কোচ ও বাক্যের আবেগ সম্বরণপূর্বক বলিতে লাগিলেন) আমি এসকল কথা এ ভাষাতে বলতে চাই না—দুর্বলা জিহ্বা ব'লে ফেলছে; কিন্তু আমি এখানে ক্ষান্ত হ'লাম।

স্বরূপ—কৃষ্ণ. আর স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব—শ্রীবলদেব প্রভু।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপালিঙ্গাৎ।

এতৈরুপায়ৈর্ধৃততে যন্ত বিদ্বাংস্তসৌষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥

নিতাই-পদ-কমল,

কোটিচন্দ্র সুশীতল,

যে চায়ায় জগৎ জুড়ায়।

হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,

দৃঢ় করি' পর নিতাইর পায় ॥

নিতাই—স্বরূপপ্রকাশতত্ত্ব, স্বয়ংরূপ ন'ন। অন্য একটা বস্তুর সাহায্যে সর্বশক্তিমান্ তিনি—বলবান্ তিনি। তাঁ'র সর্বশক্তিমত্তাকে সরিয়ে নেওয়া যায় না, তিনি নিঃশক্তিক ন'ন। বলশক্তি—বলদেবশক্তিভূত্বের শক্তি-বিশেষ। যদিও তাঁ'তে শক্তিমত্ত্বের বিচার প্রবল র'য়েছে তথাপি তিনি শক্তিজাতীয়। উপাস্য-পর্যায়ে কৃষ্ণের পরবর্তী সময়ে বলদেব। তিনি মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধরূপে বিরাজিত। এসকল ত্রিগুণের অন্তর্গত হ'য়, দীর্ঘ ও পরিমণ্ডলকে পরাভূত ক'রে চতুর্থ আয়তনের কথা। পঞ্চম স্তরের কথা আরও উপরের। পঞ্চম রাগ—কৃষ্ণের মুরলীর কথা—

প্রিয়ঃ সৌম্যঃ কৃষ্ণঃ সহচরী কুরুক্ষেত্রমিলিত-

স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমস্থখম্।

তথাপ্যন্তঃ-খেলনধুরমুরলীপঞ্চমজুযে

মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ-প্রহ্লাদ-অনিরুদ্ধ বাহচতুষ্টয়ের একীভূত যে নারায়ণ বস্তু, সেই জিনিষটি বলদেব প্রভুর দ্বারা প্রকাশিত হ'য়ে মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত।

তাঁর নিকট 'বাহ বলে একটা ব্যাপার আছে উপাস্যতত্ত্বের পঞ্চপ্রকার স্বরূপ। যাঁরা অর্থপঞ্চক আলোচনা করেছেন, তাঁরা এসকল কথা জানেন। অর্থ-পঞ্চকবিদ্ ব্যতীত আমরা অপরের নিকট জ্ঞান লাভ করতে পারি না। অর্থ-পঞ্চকের জ্ঞান না থাকলে গুরুর কার্য হয় না।

অর্চাবতার—আট প্রকার। অর্চাবতার আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীন জীবকে—অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন জীবকে রূপা করবার জন্য জগতে অবতীর্ণ। কোথায় সেই দ্বাপরান্তকালে কৃষ্ণ প্রকটলীলা করেছিলেন, আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীন জীব সেইকালে জগতে আসতে পারে নাই—আমরা কৃষ্ণের দর্শন লাভ করতে পারি নাই—কৃষ্ণের কথা কিছু জানি না; কিন্তু কৃষ্ণের অর্চা আমাদের কত মঙ্গল করছেন। এই অর্চা—সার্বকালিক। আমরা বহু পরে জন্মগ্রহণ করেও কৃষ্ণের দেখা পাচ্ছি। অর্চারূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি আমাদের আত্মার সেবা-বৃত্তিকে উদ্বোধন করছেন।

অন্তর্যামী—প্রত্যেক গুণমায়া ও জীবমায়া-রচিত বস্তুতে ভগবান্ অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত আছেন এবং আমাদের নিয়মিত করছেন।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যদ্বাক্রটানি মায়ায়া ॥

বৈভব—নৈমিত্তিক অবতারসমূহকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে—

যদা যদা হি ধর্মস্য প্রাণির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদা ত্তানং সৃজামাহম্ ॥

—প্রভৃতি শ্লোকে নৈমিত্তিক যুগাবতারকে লক্ষ্য করছেন।

বাহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ—এই চতুর্বাহ একটাই জিনিষ। একপাদ দর্শনে সর্বদর্শন হয়। ইহ জগতে যে-একপদের বিচার, গণিতশাস্ত্রে তা'র কতকটা বুঝতে পারি—সেবকের কতটা প্রাচুর্য্য, সেবোর কি ভাব, আমরা তা বুঝতে পারি।

পরতত্ত্ব—বাসুদেব, পরাংপরতত্ত্ব—বলদেব, পরতম পরাংপরতত্ত্ব—কৃষ্ণ। বিষ্ণু—মূল আকরতত্ত্ব; যেমন দুগ্ধ অম্লের যোগে দধি। দুগ্ধ বিকার হয়েছে যেখানে, সেখানে দধিরূপ রুদ্রতা। বিষ্ণুর বস্তুতঃ বিকার নাই, কিন্তু আমার ধারণায় যে বিকৃতভাব, সেইটি রুদ্রত্ব। বিষ্ণুতে বিকারের আরোপ করা গেলে মূল আকর বস্তুর ধারণা অবিকৃত বা যথাযথ (intact) না রেখে তা'র পরিবর্তন করেছি যে জায়গায় অর্থাৎ mutilated, distorted formএ যে আমাদের দেখা, তা' রুদ্রত্ব।

ব্রহ্মা — বিভিন্ন স্ফটিক আধারে সূর্যের প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায়,—

ভাদ্রান্ যথাশ্লুকলেষু নিজেষু তেজঃ ।

দ্বায়ং কিয়ং প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র ॥

ব্রহ্মা য এষ জগদগুবিধান কর্তা ।

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজাপি ॥

সূর্য্য — কালচক্রে অবস্থিত ১২টি রাশিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ান । তিনি সুরমূর্তি — দেবমূর্তি । কালটা তাঁ'র বাইরের প্রকাশ ।

অচিন্ত্যাব্যাক্তরূপায় নিগুণায় গুণায়নৈ ।

সমস্তজগদাধারমূর্তয়ে ব্রাহ্মণে নমঃ ॥

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১।১)

গণেশ — বিদ্ববিনাশনকারী । ‘ললিতবিস্তর’ পাঠে জানা যায়, এক সময়ে ভারতবর্ষে এই গণ-নায়ক বা গণাধিপতা বিরূপ প্রবল ছিল । গণেশ জাগতিক কর্মরাজ্যের সিদ্ধিদাতা বৈষ্ণবগণের আরাধ্য । বৈষ্ণব-জগতে গণ-ধর্ম্ম, গণ-মত গণ-গড্ডলিকার বিচারেরই প্রাবল্য ।

বিষ্ণু — অবিকারী ; তিনি সর্বব্যাপী ; তিনি মায়াধীশ ; তিনি জীবের ভোগবৃত্তি-দ্বারা সেবিত হন না । অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণ জীবের ভোগপর চিন্তাস্রোতের দ্বারা সেবা । কিন্তু বিষ্ণুর সেবাকাজিগণের বিচার এইরূপ,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-

স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ ।

উৎসৃজ্যেতানথ যত্নপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-

স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুক্তান্নদাসৌ ॥

পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনী হ'তে যে ১২৫টি প্রশ্ন করা হ'য়েছে, সেই সকল প্রশ্নের এক একটি ক'রে আলোচনা ৯ দিবসে অসম্ভব । আমরা কেবল ৯ দিবসে ৯টি মূল বিষয়ের প্রারম্ভিক আলোচনা করব এবং ঐ ১২৫টি প্রশ্নের উত্তর ১২৫টি প্রবন্ধে কাগজে দিবার যত্ন করব । অন্যান্য লোকেরা যে সকল উত্তর দিয়েছেন, তা' অনেক স্থলে অসম্যক, অনেক স্থলে বিকৃত উত্তর হ'য়েছে । আমরা কি কথা বলতে বসেছি, তা'ও তাঁ'রা সুষ্ঠুভাবে ধরতে পারেন নাই । আমাদের এই ৯ দিনের আলোচনা — থালার মধ্যে হাতী পোরার মত ব্যাপার হ'য়েছে । ৯ দিন ধরে মানুষ দুই ঘণ্টা কু'রে সময় দিবে, এত

সৌভাগ্য হ'বে, তা'ও জানিনা। আমাদের এ আলোচনায় আমাদের বক্তব্য বিষয়ের একটা সূচী বা উপোদ্ভাত মাত্র দেওয়া হচ্ছে, তাতে অনেক কথা বাকী থেকে যাচ্ছে, মানবজাতির অনেক তর্ক র'য়ে যাচ্ছে। অনেক সময় আবার যদি বিস্তৃত ক'রে আলোচনা করা যায়, তা' হ'লে অনেকে ব'লে থাকেন, অপ্রাসঙ্গিক হ'য়ে যাচ্ছে। অনেকেরই এসব বিষয়ে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা নাই। যা'ক্ আমরা যতটা জগতে শ্রৌতসিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে পারি, ততটাই আমাদের সকলের মঙ্গল। আমাদের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হ'য়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমাকে এই স্থানেই দ্রাস্ত হওয়া দরকার। আমি সকলকে দণ্ডবৎ করছি।

প্রেমোত্তর

(প্রেম)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫১ পৃষ্ঠার পর)

২৪। সর্বসাধার কি ? শুদ্ধভক্তির প্রথমাবস্থা কি ?

“প্রেমভক্তিই সর্বসাধার। শুদ্ধভক্তি প্রথমাবস্থায় শান্তভক্তিরূপে প্রতীত ; তাহাতে ক্রোধের প্রতি মমতা-বুদ্বি থাকে না।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৮।৬৮

২৫। অহৈতুক কৃষ্ণপ্রেমানন্দ সর্বসুখশিরোমণি কেন ?

“সুখ লাগি সর্বজীব নানা যুক্তি করে।
তর্ক করে যোগ করে সংসার-ভিতরে ॥
সুখ-লাগি সংসার ছাড়িয়া বনে যায়।
সুখ-লাগি যুদ্ধ করে রাজায় রাজায় ॥
সুখ-লাগি কামিনী-কনক পাছে ধায়।
সুখ-লাগি শিল্প আর বিজ্ঞান চালায় ॥
সুখ-লাগি সুখ ছাড়ে ক্রেশ শিলা করে।
সুখ-লাগি অর্ণব-মধ্যেতে ভুবে মরে ॥
নিত্যানন্দ বলে ডাকি' দুহাত তুলিয়া।
এস জীব কর্ন-জ্ঞান-সকট ছাড়িয়া ॥

সুখ লাগি চেষ্ঠা তব আমি তাহা দিব ।
তার বিনিময়ে আমি কিছু না লইব ॥
কষ্ট নাই, ব্যয় নাই, না পাবে যাতনা ।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলি নাচ নাহিক ভাবনা ॥
যে-সুখ আমি ত' দিব তার নাই সম ।
সর্বদা বিমলানন্দ নাহি তার ভ্রম ॥”

—নঃ ধাঃ ১ম অঃ

২৬। শুদ্ধ আত্মার প্রণয়ভাব বা মহাভাবাদি কি জড়গত অবিচার বিকার ?

“জীবস্য নিত্যসিদ্ধস্য সর্বমেতদনাময়ম্ ।
বিকারান্চিদ্রুতাঃ শশ্বৎ কদাপি নো জড়ান্বিতাঃ ॥
বৈকুণ্ঠে শুদ্ধচিদ্ব্যমি বিলাসো নির্বিকারকাঃ ।
আনন্দান্বিতরঙ্গাস্তে সদা দোষবিবর্জিতাঃ ॥

কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যভাব ব্যতীত অপ্রাকৃত-অবস্থায় প্রণয়ভাব, মহাভাব প্রভৃতি যে-সকল অবস্থার বিচার করা যায়, তাহা কেবল মায়িক চিত্তকে অপ্রাকৃত চিত্তা বলিয়া স্থির করা মাত্র । এই অশুদ্ধ মত-সহক্ষে কথিত হইল যে, নিত্যসিদ্ধ জীবের প্রণয়-বিকারসকল জড়গত-অবিচার বিকার নয়, কিন্তু চিদ্রুত বিলাস বলিয়া জানিতে হইবে । শুদ্ধ চিদ্ব্যমরূপ বৈকুণ্ঠে যে-সকল বিলাস আছে সে-সমুদায়ই সর্বদোষ-রহিত আনন্দ-সমুদ্রের তরঙ্গ-বিশেষ ; তাহাদিগের প্রতি ‘বিকার’-শব্দ প্রযুক্ত হয় না ।”

—কৃঃ সং ১।১১-১২

২৭। প্রেম মন্দির কোথায় অবস্থিত ?

“কৃষ্ণপ্রেমের মন্দির—শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের উচ্চ-চূড়ায় স্থাপিত । তথায় উঠিতে হইলে প্রাকৃত কৰ্ম্মকাণ্ডীয় চৌদলোকময় জগদ্রূপ সোপান অতিক্রম করত বিরজা-ব্রহ্মলোকরূপ জ্ঞানকাণ্ডীয় সোপান ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে উঠিতে হয় । কৰ্ম্ম-জ্ঞানের সোপানাবলীর নিষ্ঠা ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে করিতে ভক্তির অধিকার লাভ হয় । ভক্তি-সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া প্রেম-মন্দিরের দ্বার দর্শন করিতে হয় ।

—‘নিয়মাগ্রহ, সঃ তোঃ ১০।১০

২৮। প্রেমারুরুক্ষুগণকে শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপে নিজ-গণে আহ্বান করিয়াছেন ?

“হে প্রেমারুরুক্ষু সাধক-ভক্তগণ ! আপনারা বৈধভক্তির দ্বারা লব্ধ ভাবমার্গে এই জগতের স্থূল চতুর্দশ স্তরকে অতিক্রম করিয়াছেন। এই চতুর্দশ স্তরের উর্দ্ধভাগে লিঙ্গ-জগতের হরধামরূপ চতুঃসংখ্যক স্তরকে পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধগামী হউন। বিরজারূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় দুইটি স্তর ভেদ করুন, তবে গোলোক-বৃন্দাবনের সীমা লাভ করিবেন। ঐ দুই স্তরই ব্রহ্মধাম ও বৈকুণ্ঠ। গোলোকে আত্মভাবময় পঞ্চ স্তর দেদীপ্যমান—শান্ত, দাস্য, সখা, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর স্তরে গিয়া শ্রীগোপীদেহরূপ নিজের নিত্যসিদ্ধ চিন্ময়-দেহ অবলম্বন করত শ্রীমতী রাধিকার যুখে শ্রীমতী ললিতার গণে প্রবেশ-পূর্বক শ্রীরূপ-মঞ্জরীর কুপায় নিজ-হৃদয়ে শুদ্ধ চিন্ময় বিভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা স্বীয় স্থায়িত্বকে বসাবস্থায় উন্নত করুন। নামাকৃষ্ট রসজ্ঞ হইলে অনায়াসে মহাভাব পর্যন্ত প্রেমধন অর্জন করত কৃতকৃতার্থ হইবেন। স্বীয় বর্তমান অধিকার-বিচার ও জড়দেহে যুক্ত-বৈরাগ্য এবং নিরন্তর নামরসপানে সর্বোত্তম অধিকার লাভ করুন।”

— চৈঃ শিঃ ৭।৭

২৯। ‘প্রেমারুরুক্ষু’ ও ‘প্রেমারুঢ়ে’র তারতম্য কি ?

“প্রেমই জীবের প্রয়োজনতত্ত্ব। ভাবজীবন পুষ্ট হইয়া প্রেমজীবন হয়। জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে ক্রমে প্রেম-মন্দির প্রাপ্ত হন। অতএব প্রেমাদিকারে দুইটি অবস্থা অর্থাৎ প্রেমারুরুক্ষু-অবস্থা এবং প্রেমারুঢ়-অবস্থা। প্রেমারুঢ় হইলে আর তাহা হইতে উচ্চাবস্থা নাই। সেখানে অর্থও-কৃষ্ণরসই এক অদ্বয়তত্ত্ব। * * * আরুরুক্ষু-অবস্থায় প্রেমিভক্তগণ একান্ত কৃষ্ণভক্ত। একান্ত শরণাগতিই তাঁহাদের সাধারণ লক্ষণ।”

— চৈঃ শিঃ ৬।৩

৩০। ‘প্রেমারুঢ়’ কাহার ?

“সারগ্রাহিগণ প্রেমতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতি নীঘ্র বাঞ্ছনীয় স্থল প্রাপ্ত হন। তাঁহারাি প্রেমারুরুক্ষু। তাঁহারাি অতি নীঘ্র প্রেমারুঢ় বা সহজ পরমহংস হন।”

— চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩১। শুদ্ধ চেতন ব্যতীত প্রীতিধর্ম অন্যত্র আছে কি? জড়জগতে কি প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই? জড়ে আকর্ষণ ও গতি কোথা হইতে আসিল?

“বিভূচৈতন্য ও অণুচৈতন্য—উভয়েই প্রীতিধর্মবিশিষ্ট। আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই বিশুদ্ধ প্রীতিধর্ম নাই। আত্মার ছায়া যে মায়া-শ্রুত জড়, তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্মের বিকৃতি-মাত্র আছে, ধর্ম স্বয়ং তথ্য নাই। এই কারণেই জড়জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই, প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে আছে। সেই বিকৃত-ধর্মাত্মসারে পরমাণু-সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া স্থূল হয়; আবার স্থূল বস্তু-সকল পরস্পর আকর্ষণদ্বারা পরস্পরের নিকটবর্তী হইতে থাকে।

—‘প্রীতি’ সদঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৯

৩২। প্রেমবিলাস বিবর্ত কি?

“প্রেমবিলাস-তত্ত্বে দুই প্রকার ভাব আছে—অর্থাৎ সন্তোগ ও বিপ্রলভ। বিপ্রলভ ব্যতীত সন্তোগের স্ফূর্তি হয় না। বিচ্ছেদের নাম বিপ্রলভ, তাহাই প্রেমবিলাসের বিবর্ত অর্থাৎ বিচ্ছেদকালে অধিকৃত্তাব-বশতঃ সন্তোগ-অভাবেও সন্তোগস্ফূর্তি। রায় রামানন্দ নিজ-কৃত ঐ রসের একটা সঙ্গীত গান করিতে করিতে মহাপ্রভু স্বীয় ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। গীতটি বিচ্ছেদকালে শ্রীমতীর উক্তি, স্মরণঃ বিপ্রলভ-দশায় সন্তোগ-স্ফূর্তি।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৮।১৯১-১৯৩

৩৩। বিপ্রলভে সন্তোগ স্ফূর্তি কিরূপ?

“প্রেমবিলাস-সন্তোগেও যেরূপ আনন্দ, বিপ্রলভেও সেইরূপ। বিশেষতঃ বিপ্রলভে অধিকৃত্ত-মহাভাবরূপ সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রম-জনিত বিবর্তভাবাপন্ন একরূপ সন্তোগের উদয় হয়।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৮।১৯৪

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সান্ন

(প্রীতিসন্দর্ভ-৩৬)

পূর্ব প্রকাশিত প্রবন্ধে লক্ষ্মীদেবী হইতেও ব্রজদেবীগণের উৎকর্ষ খাপন হইয়াছে। শ্রীলক্ষ্মীদেবী নারায়ণের বন্ধোবিলাসিনী, আর ব্রজসুন্দরীগণ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্। শ্রীনারায়ণ তাঁহার বিলাসমূর্তি। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে মুগ্ধা হইয়া তাঁহার সঙ্গলাভে লালসাবতী হইয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের সঙ্গ পরিহারপূর্বক শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী জানিতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ অভিন্নস্বরূপ, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদির বৈশিষ্ট্য দর্শনে তাঁহার সঙ্গাভিলাষিনী হইয়াছিলেন। ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেবীগণ শ্রীলক্ষ্মীদেবী অপেক্ষা নিকৃষ্টা। তিনি যাহার জন্য তপস্যা করিয়াও প্রাপ্ত হন নাই, তাহার প্রাপ্তি ইন্দ্রাণী প্রভৃতির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠে যত রমণী আছেন, সকলের লোভনীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ; কিন্তু কেহই তাহা প্রাপ্ত হন নাই, কেবল ব্রজদেবীগণই তাহা পাইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাদেরই উৎকর্ষ।

তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পাইয়াছিলেন রাসোৎসবে। আপংকালে অনেকেই অনাদরনীয়েরও আদর করে, কিন্তু উৎসবে আদর পায় বিশিষ্ট ব্যক্তি। ব্রজদেবীগণ রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণভুজদণ্ডদ্বারা গৃহীতকণ্ঠা হইয়াছিলেন। রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ পরমাবেশে দুই ভুজদণ্ডদ্বারা তাঁহাদের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াছিলেন। সেই রাসরঙ্গরঙ্গিনী ব্রজদেবীগণ গৃহীতকণ্ঠা হইয়া লঙ্কাশিষা হইয়াছিলেন—সফলমরোরথ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনোরথ কৃষ্ণসেবা। তাঁহারা সেবার উপকরণ। শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া আকুলভাবে কৃষ্ণসেবার প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রজদেবীগণের নিজসুখের লেশমাত্র কামনা ছিল না। কেবল কৃষ্ণসুখের অভিলাষিনী ছিলেন। এমনভাবে নিজের আমিত্বকে প্রেমের নিকট বলি দিতে ব্রজদেবীগণ ব্যতীত আর কেহই পারেন নাই।

শ্রীউদ্ধব কৃষ্ণবিচ্ছেদসময়ে ব্রজসুন্দরীগণের যে প্রেমমহিমা দর্শন করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্বোক্ত শ্লোকটিতে লক্ষ্মীর অপকর্ষ আর ব্রজদেবীগণের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে। ব্রজসুন্দরীগণে ভক্তির পরমোৎকর্ষহেতু তাঁহাদের মধ্যে সমস্ত সঙ্গুণের প্রকাশ পাইয়াছিল।

এস্থলে ব্রজসুন্দরীগণ ও লক্ষ্মীর যে তুলনা, তাহা ভক্তির পরিপাকরূপে যে কান্ত্যভাব তাহার তারতম্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া উভয়স্থানে কান্ত্যভাব বর্তমান থাকিলেও ব্রজদেবীগণে সেই ভাবের উৎকর্ষ দেখা যায়। কান্ত্যভাবের উৎকর্ষ ব্যতীত ব্রজদেবীগণের উৎকর্ষের আর একটি হেতু এই যে, শ্রীলক্ষ্মীর প্রেমের বিষয়-আলম্বন, শ্রীকৃষ্ণের বিলাষমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ, আর ব্রজদেবীগণের বিষয়ালম্বন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারাও ব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ হইল।

শ্রীলক্ষ্মী পর্য্যন্ত যাহাদের সমান সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন নাই, সে সকল অভিলাষ আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, কিন্তু আমার প্রার্থনীয়—বৃন্দাবনে যে সকল গুল্ম, লতা, ওষধি ব্রজদেবীগণের চরণসেবা করে (মস্তকে বহন করে), আমি যেন সে সকলের মধ্যে কোন একটি হইতে পারি। তাহার উক্তি—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম ।
যা দুস্তাজং স্বজনমার্ঘ্যাপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুমু'কুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিমৃগ্যাম্ ॥

(ভাঃ ১০।৪৭।৬১)

আমাতে (শ্রীউদ্ধবে) ব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবিশেষের ছায়াও স্পর্শ করা সম্ভব নহে ; কারণ আমার জন্ম ও বাসনা ভিন্নজাতীয়। তাহাদের কান্ত্যভাবে সেবা স্ত্রীজাতি বলিয়া সম্ভব, কিন্তু পুরুষজাতীয় উদ্ধবের পক্ষে তাহা অসম্ভব। ব্রজদেবীগণে যে প্রেমবিশেষ বর্তমান, উদ্ধবে তাহার লেশমাত্রও ছিল না, সেজন্য তাহার পক্ষে তাহাদের শ্রীচরণ স্পর্শ করাও সম্ভবপর নহে বলিয়া তাহাদের চরণরেণু স্পর্শের সৌভাগ্য আছে যাহাদের। এমন গুল্ম-লতা-ওষধির মধ্যে কোনও একটি হইবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। কীদৃশী ব্রজদেবীগণের চরণরেণু স্পর্শের জন্য বাসনা? যাহারা কুলবধুবিচারে দুস্তাজ স্বজন ও আর্ঘ্যপথ পরিত্যাগ করিয়াছেন, পরম অনুরাগে লোকবেদ-মর্ঘ্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, শ্রুতিগণের মৃগ্য শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের পদবী—সংযোগপদ্ধতি ভজন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় তাহাদের মত রূঢ়ভাব। শ্রুতিগণ তাহার অনুসন্ধান করেন বলিয়া উহা শ্রুতিগণেরও দুর্লভ, কিন্তু উহা ব্রজ-

সুন্দরীগণের সহজায়ত্ব শ্রীউদ্ধব তাঁহাদের এই মহিমা দর্শন করিয়া তাঁহাদের আনুগত্য বাঞ্ছা করিয়াছেন। তিনি দ্বারকালীলার পরিকর ; তথায় থাকিয়া গোপীপদরেণু প্রাপ্তির আশা অসম্ভব বলিয়া জন্মান্তরে গুল্ম-লতা-ওষধির কোন একটি হইয়া তাহা পাইবার অভিলাষ করিয়াছেন এবং পরম দৈন্যভরে আপনাকে নীচ অভিমান করিয়া তুচ্ছ ভূগজন্ম প্রার্থনা করিয়াছেন।

এই প্রকারে তাঁহাদের পরমোৎকর্ষ কীর্তন করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবার কথা মনে করিলেন। তখন আবার তাঁহাদের মহামহিমার বিষয় চিন্তে স্ফুর্তি হইল। তজ্জন্য দৈন্যভরে কেবল তাঁহাদের চরণরেণুকে নমস্কার করিবার ইচ্ছায় বলিলেন —

বন্দে নন্দব্রজস্রীগাং পাদরেণুমভীক্ষশঃ ।

যাসাং হরিকথোদগীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥

(ভাঃ ১০।৪৭।৬৩)

দৈন্যবশতঃ তাঁহাদের সজাতীয় সম্বন্ধহেতু সাধারণ ব্রজস্রীগণকেই প্রণাম করিলেন। নন্দব্রজস্রীগণের পাদরেণুকে বারম্বার বন্দনা করি, তাঁহাদের হরিকথাগান ত্রিভুবনকে পবিত্র করে।

শ্রীউদ্ধব প্রথমে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসী ব্রজসুন্দরীগণকে প্রণাম করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। দৈন্যবশতঃ তাহাতে বিরত হইয়া তাঁহাদের চরণধূলিকে প্রণাম করিবার ইচ্ছা করেন। চরণরেণুর মহিমা স্মরণ করিয়া তাহাতেও নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের সজাতীয়া অন্য ব্রজরমণীদের চরণরেণুর বন্দনা করিলেন। তাঁহার মানসিক ভাব—ইঁহারা কৃষ্ণপ্রেমসীগণের সজাতীয়া বলিয়া পরম-পূজনীয়া তাঁহাদের চরণরেণুকে সাক্ষাৎভাবে বন্দনা করিয়া শ্রীউদ্ধব কৃত-কৃতার্থ বোধ করিলেন। ইঁহারা ব্রজদেবীগণের সজাতীয়া এবং ইঁহারা হরিকথা কীর্তন করিয়া ত্রিলোক পবিত্র করেন।

শ্রীউদ্ধব ভক্তাংশে শ্রীসঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী অপেক্ষাও প্রিয়। তাদৃশ বিজ্ঞশিরোমণি শ্রীউদ্ধবের বাক্যে ব্রজসুন্দরীগণের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং জন্মান্ত ব্যক্তির মত যে-সকল লোক এবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহারাও ব্রজদেবীগণের উৎকর্ষ বুঝিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের পটমহিষীগণ দ্রোপদীর নিকট ব্রজসুন্দরীগণের মাহাত্ম্যের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরাধার পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন।

ন বয়ং সাধি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যত ।

বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্ ॥

কাময়ামহ এতস্ম শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ ।

কুচকুম্ভমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধা বোদ্ধুং গদাভূতঃ ॥

ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দাভূগবীরুধঃ ।

গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদম্পর্শং মহাত্মনঃ ॥

(ভাঃ ১০।৮৩।৪১-৪৩)

হে সাধি, আমরা সাম্রাজ্য, স্বারাজ্য, পারমেষ্ঠ্য, আনন্ত্য কিম্বা হরিপদ কামনা করি না ; শ্রীর কুচকুম্ভমগন্ধাঢ্য গদাধরের শ্রীমৎপাদরজঃমস্তকে বহন করিবার কামনা করি । ব্রজস্ত্রীগণ, পুলিন্দীগণ, ভূগলতা এবং গোচারণসময়ে গোপগণ মহাত্মার সেই পাদম্পর্শ বাঞ্ছা করেন ।

সাম্রাজ্য—সার্বভৌমপদ, সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য, স্বারাজ্য—ইন্দ্রপদ । ভৌজ্য—সাম্রাজ্য ও ইন্দ্রপদ, উভয়ের উপভোগ্যরূপে সংযোগ । বৈরাজ্য—বিবিধরূপে বিরাজ করে এই অর্থে বিরাট, তাহার ভাব বৈরাজ্য—অগ্নিমানি-
দিক্রি প্রাপ্তি, পারমেষ্ঠ্য—ব্রহ্মার পদ । আনন্ত্য—মানুষানন্দ হইতে শতগুণিত-
রূপে প্রাজাপত্যান্দে গণনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া “যাহা হইতে বাক্য নিবৃত্ত
হয়” ইত্যাদি দ্বারা পরব্রহ্মে যে আনন্দের আনন্ত্য সেই অনন্ত আনন্দ । এসম্বন্ধে
অধিক বলিয়া কি প্রয়োজন ? শ্রীহরির পদ—সামীপ্যাদি কিছুই কামনা
করি না, কেবল শ্রীগদাধরের শ্রীচরণরজঃ মস্তকে বহন করিবার বাসনা করি ।
তাহাতে আবার যে শ্রীচরণরজঃ শ্রীর কুচকুম্ভমের দ্বারা আঢ্য—তাহার গন্ধে
সম্পদবিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই অধিকরূপে কামনা করি । আরও
বিশেষ করিয়া বলিলেন—ব্রজস্ত্রীগণ যাহা বাঞ্ছা করেন, আমরাও তাহাই
বাঞ্ছা করি । ব্রজের পুলিন্দীগণ ভূগলতাসকল যখন সেই পদরজঃ বাঞ্ছা
করে, তখন আমরা ইহাদের কোন একটা হইয়া যেন তাহা পাই—এই
অভিলাষ । শ্রীর (লক্ষ্মীদেবীর) সেই ব্রজেন্দ্রন্দের চরণরজঃ প্রাপ্তি-
কামনাই শুনা যায়, কিন্তু তাহা পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না ।

এস্থলে মহিষীগণের ভক্তিতেও ব্রজদেবীগণের মাহাত্ম্য সেই ব্রজে অবস্থিত
বস্তুমাত্রেরই মাহাত্ম্য সূচিত হইয়াছে ।

—পরিব্রাজকচার্য্য শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

বৈষ্ণবগণ কি হিন্দু ?

(পূর্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৬ পৃষ্ঠার পর)

কলিযুগপাবনাবতারী, একমাত্র যুগধর্মপালক শ্রীগৌর-সুন্দরের বিরুদ্ধে একদিন হিন্দু নামে পরিচিত স্মার্তগণ এইরূপ অভিযোগ করিয়াছিলেন। কারণ নিমাই তাঁহাদের ধারণানুযায়ী মনোধর্মকে বিনাশ করিয়া জীবমাত্রের একমাত্র স্বরূপধর্ম কীর্তনাখ্য ভগবদ্ভক্তি প্রবর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। “হিন্দু পাষণ্ডীগণ” তাহাদের পারস্পর্যাপ্রাপ্ত মেয়েলী ধর্মকেই তাঁহাদের হিন্দুয়ানী বা ধর্ম বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মেয়েলী হিন্দুয়ানী ধর্মমতে মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি পূজায় রাত্রিজাগরণ এবং তত্পলক্ষে নৃত্য, গীত, বাজ কোলাহলে কোন দোষ নাই, কারণ উহার দ্বারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও হরিবৈমুখ্য বা পাষণ্ডতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিমাই পণ্ডিত তাঁহার গাইবান্ধা লীলায় বাহ্য প্রতীতিতে তাঁহাদেরই মত উপনয়ন, বিবাহ, মাতৃ-পিতৃসেবা, গম্মা-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা বঞ্চিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণায়—“পূর্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।” কিন্তু তিনি যখন ঐরূপ ক্ষুদ্র দুর্বলকর্ম্মীর ধারণাকে গদাধরের পাদপদ্মে চাপা দিয়া আসিবার অভিনয় দেখাইলেন এবং যখন গোড়দেশে আগমনপূর্ব্বক নিজকে আত্মধর্ম প্রচারক আচার্য্য-স্বরূপ প্রকটিত করিলেন, তখন নিমাই তাঁহাদের ধারণায় “গম্মা হইতে আসিয়া চালায় বিপরীত।” কুণ-মণ্ডুক তাঁহারা যতটুকু ক্ষুদ্রতাকে বড় বলিয়া, শ্রেষ্ঠ বলিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের মনোধর্ম যতটুকু ক্ষুদ্র ধারণাকে ধর্ম বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছে, সেই মনোধর্মের ছেদনকারিণী কথাই তাঁহাদের নিকট বিপরীত কথা, বা নূতন কথা। তাই ভগবানের উৎকীর্ণন, যুদঙ্গ করতালের শব্দ তাঁহাদের “কর্ণে লাগে তালি।” তাঁহারা অতদূর দেহৈকসর্ব্বম্ব, দেহারামী, গেহারামী, হরিবিমুখ যে, তাঁহারা ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন না যে, বহুপূর্ব্বের তাঁহার যৌবনাবস্থায় যখন ভদ্রসমাজে চলা ফেরা করিতেছেন, পুত্রাদির পিতা বা মাতা হইয়াছেন তখন আর তিনি নগ্ন অনগ্ন নহেন। মহামায়ার কপট কৃপায় তাহাদিগের ধারণা এতদূর বিপর্য্যস্ত। তাই তাঁহারা বলিয়াছেন,—

“নিমাই নাম ছাড়ি’ এবে বোলায় গৌরহরি।”

হিন্দুর ধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি ॥

“—আমরা যা’কে সেদিন তাহার বাল্যকালে খেলাধুলা করিতে দেখিলাম সেই জগন্নাথমিশ্রের পুত্র আমাদেরই মত মানুষ, আমাদেরই ছেলেপিলের ন্যায় বয়ঃপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি মাত্র। আজ একটু বয়সে ও বিদ্যায় বড় হইয়া ‘নিমাই’ নামের পরিবর্তে নিজকে অপরের দ্বারা ‘গৌরহরি’ বলিয়া প্রচার করাইতেছে। এই ব্যক্তি হিন্দুর ধর্ম নষ্ট করিয়া নিশ্চয়ই পাষণ্ডতা প্রকাশ প্রচার করিতেছে। হিন্দুর ধর্ম—বিষহরি, মঙ্গলচণ্ডীপূজা, বারমাসে তের-পার্বণ, মৃত পূর্ব-পুরুষের প্রেতশ্রাদ্ধকরণ, বিবাহাদি করিয়া উত্তম নিরীহ বাহক পশুর ন্যায় গৃহত্রতধর্মযাজন, আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাदि করিয়া এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ, পরকালের ভয়ে দান-খ্যানাদির দ্বারা ইহ জগতে বহির্ন্যূত লোকদিগের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহকরণ ও স্বর্গাদি লাভের জন্য যত্নকরণ। উদরভরণ ও ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য ভগবানের বহিরঙ্গ ছায়াশক্তির জাগতিক অভিজ্ঞান রচিত নামের সহিত ভগবানের নিত্যস্বরূপপ্রকাশক নামের সমন্বয় বিধান করিয়া কখনও কখনও ভগবৎ স্বরূপ নামের প্রতিবিম্বাভাস মাত্র গ্রহণ এবং ধর্ম, হুত, ব্রতাদির সহিত ভগবন্নামের সামাজ্ঞান, নামবলে পাপবুদ্ধি প্রভৃতিই হিন্দুর ধর্ম। যেহেতু এই ব্যক্তি আমাদের এই সকল মনোধর্মের বিপরীত কথা প্রচার করিতেছেন, সুতরাং ইনি নিশ্চয়ই হিন্দুধর্মবিনাশকারী। এই ব্যক্তি ষাণ্মণের ছেলে হইয়া অনেক নীচজাতির সহিত চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, ইহাতে নীচজাতির আত্মপক্ষা বাড়িয়া যাইতেছে, এই পাপে নিশ্চয়ই নবদ্বীপ ‘উজাড়’ হইবে! কৃষ্ণনামমহামন্ত্র ত’ অন্যান্য জপ্যমন্ত্রের ন্যায়ই! আমরা ত জানি মন্ত্র কখনও অপরলোককে গুণাইতে নাই, অন্তলোক গুনিলে মন্ত্রের বীর্ঘ্য নষ্ট হইয়া যায়, আর নিমাই উহাকে ‘মহামন্ত্র’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে লোকের নিকট চীৎকার করিয়া জানাইতেছে; এইরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধকার্য্যদ্বারা এ ব্যক্তি হিন্দুধর্মের বিরোধিতা প্রচার করিতেছে।”

ঐ সকল বহ্মীধরবাদী চিহ্নডসমন্বয়কারী ঈশ্বর ও ঈশ্বরের নামকে কল্যাণ-বিবেচনাকারী ‘পাষণ্ডী হিন্দু’ শ্রীগৌরসুন্দরকে নির্যাতন করিবার জন্য অবশেষে কাজির চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন, কাজীকে গিয়া বলিলেন, ‘এই নিমাই মুসলমান-ধর্ম-প্রচারের পক্ষে অনেক বাধা জন্মাইতেছে, সুতরাং তুমি গ্রামের ঠাকুর হইয়া এ ব্যক্তিকে গ্রাম হইতে বহিস্কৃত করিয়া দাও।

পাঠক-পাঠিকাগণ ! জগতে এখনও এইরূপ উদাহরণের অসম্ভাব নাই। শুদ্ধভক্তির প্রতি বিরোধ করিবার জন্য “পাষণ্ডী হিন্দু” মহামায়ার কৃপায় জগতে চিরকালই অবস্থান করিবেন। এখনও আমার ন্যায় ব্যক্তি “পাষণ্ডী হিন্দু” হইয়া মনে করেন, ‘আমার কৌলিক ও কৌলিকপারম্পর্য্য-প্রাপ্ত বিকৃতধারণাই ধর্ম্ম, তদ্ব্যতীত শুদ্ধ আশ্রয়-পারম্পর্যাগত বাস্তব সত্য – (যেহেতু উহা আমার মনোধর্ম্মের নিকট বিপরীত ও নবীন বলিয়া প্রতিভাত, সেই হেতু) উহা ধর্ম্মবিরোধিত ! বাস্তব সত্য চিরকালই আমি বা আমার সমজাতীয় উদ্ধতন ও অধস্তনগণের মনঃকল্লিত ধর্ম্মের বিপরীত এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আমি এতদূর “পাষণ্ডী হিন্দু” হইয়া পড়িয়াছি যে, আমি শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সহিত বিরোধ করিবার জন্য আমার বাবতীয় প্রয়াস নিযুক্ত করিয়াছি। আমি অনেক সময় বৈষ্ণবের চেহারা লইয়া, লোক দেখান বৈষ্ণব সাজিয়া “পাষণ্ডী হিন্দুয়ানী” করিবার সুযোগ করিয়া লই। আমি বৈষ্ণব নামে পরিচিত হইয়া, বিষ্ণু ও বৈষ্ণববংশ বলিয়া জগতে প্রচার করিয়া কার্য্যতঃ ‘স্মার্তপাষণ্ডী হিন্দু’ হইয়া পড়ি। শুদ্ধবৈষ্ণবের সহিত বিরোধ করিয়া আমার পাষণ্ডতা আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য বলিয়া থাকি—‘এ ব্যক্তিকে সেদিন দেখিয়াছি, এ ব্যক্তি আবার এখন নিজের পিতামাতার দেওয়া নাম পরিত্যাগ করিয়া নিজের নূতন নামে “বোলাইতেছে”, এ ব্যক্তি আমার মত গৃহত্যাগ-ধর্ম্ম আচার-প্রচার না করিয়া, “পাষণ্ডী হিন্দু” না হইয়া, কর্ম্ম-জড়-স্মার্তের পদলেহনকারী না হইয়া শুদ্ধভগবদ্ভক্তিপ্রচার করিতেছেন ! বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-পূজাকে, নামকীর্তনকে, শ্রীভাগবতগ্রন্থকে কর্ম্মাঙ্গ জ্ঞান না করিয়া, মহাপ্রসাদ ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি না করিয়া আমার ধারণানুযায়ী “নীচ ব্যক্তিগণের আস্পর্শ্য বাড়াইবার জন্য তাহাদিগকে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে কৃষ্ণদাসজ্ঞানে সম্মান দিয়া আমার কৌলিক ও লৌকিক-পরম্পরাপ্রাপ্ত মেয়েলী ধর্ম্মের বিরোধচরণ করিতেছে ! এইরূপ ভাবিয়া আমি অনেক সময় শুদ্ধবৈষ্ণবকে নির্ঘাতন (?) করিবার দুর্ব্বুদ্ধি ও সঙ্কল্প করিয়া থাকি ! কিন্তু যখন বৈষ্ণবের ঐশ্বর্য্য আমার নীচতা ও ক্ষুদ্রতা প্রতিপন্ন করিয়া দেয়, তখন আমি অনন্যোপায় হইয়া বিধর্ম্মীর অর্থাৎ বৈষ্ণব-নামে পরিচয় দিয়া কর্ম্ম জড়-স্মার্তের চরণে শরণ গ্রহণ করিতেও বিধা বোধ করি না। উহার নিকট তখন গিয়া বলি—এ বিপদে তুমি আমার ভাই ও বন্ধু। ঐ যে শুদ্ধ বৈষ্ণব

দেখিতেছ—এ ব্যক্তি তোমার বিরোধ করিতেছে অর্থাৎ তোমার কৰ্মজড়-স্মার্তবাদেব বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছে, ইহাকে তুমি তোমার অধীনস্থ সমাজ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দাও। তুমিই সমাজের একচ্ছত্র নেতা, দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা। আর আমি যে বৈষ্ণব সাজিয়া ছিলাম—ওটা কিছু নয়, আমিও তোমারই অধীন, আমিও ব্রাহ্মণ, তুমিও ব্রাহ্মণ সুতরাং এখন বৈষ্ণবের সঙ্গে বিরোধ করা যাক্ বৈষ্ণবধৰ্ম্মকে তাড়ান যাক্। আমি উদর-ভরণ, কনক-কামিনী-সংগ্রহের জন্য যে বৈষ্ণবধৰ্ম্মযাজনের অভিনয় করিব সেটা তোমারই শাসনের অধীনস্থ থাকিবে অর্থাৎ আমার অভিনীত বৈষ্ণবধৰ্ম্ম কৰ্মজড়স্মার্ত-ধৰ্ম্মের অধীন হইবে।

পাঠক-পাঠিকাগণ ! আচার্য্য শ্রীল কবিরাজ গোহামিপ্রভু এইরূপ চরিত্র-সম্পন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া “পাষণ্ডী হিন্দু” বলিয়াছেন। এইরূপ “পাষণ্ডী হিন্দুগণ” কৰ্মজড় ; মুখে—কৃষ্ণবিষ্ণুগৌর-নিত্যানন্দ মানিলেও সম্পূর্ণ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদেষী, ইহারা পৌত্তলিক, বিধৰ্ম্মীর অনুগত হইতে স্বীকৃত, নাস্তিক কৰ্মজড়ের পদলেহন করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ মহাজনের পদরজে অভিষিক্ত হইলে পাছে তাঁহাদের গৃহব্রতধৰ্ম্ম হইতে ছুটি হয়, পাছে অজ্ঞাত-সারেও তাঁহাদের কোনও রূপে আত্মমঙ্গলের পথটি পরিষ্কৃত হয়—এই ভয়ে সর্বদা ভীত ও সতর্ক। তাই শ্রীল কবিরাজ গোহামিপ্রভুর ন্যায় পরদুঃখ-দুঃখী গৌরজন ব্যতীত আমাদিগকে একরূপ পাষণ্ডতা হইতে আর কে উদ্ধার করিবেন, আর কেই বা শাস্ত্রযুক্তি ও বাক্যরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা আমাদের মনোবাসনা ছেদন করিবেন ? নিষ্কপটে গৌরজনের পদাশ্রয় ব্যতীত আর আমাদের একরূপ স্বরূপ-বিস্মৃতিজনিত অনিত্যাভিমান হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। আমরা যেন আর “পাষণ্ডী হিন্দু” হইবার জন্য আগ্রহান্বিত না হই। আমরা যে নিত্য কৃষ্ণদাস। আমরা যেন নিষ্কপটে গৌরজনের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়া বলিতে পারি—

মজ্জনানঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে

মৎপ্রার্থনীয়-মদগুগ্রহ এষ এব।

ভৃদ্-ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য

ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥

পুরাণোক্ত ভবিষ্য ভারত ও

বর্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণ

মুকং করোতি বাচালং পশুং লজ্জয়তে গিরিমে ।

যং কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারগম্ ॥

শ্রীগুরুদেবের কৃপা যাক্ষা করিয়া বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুক-
দেব মহামুনি ও মহারাজ পরীক্ষিৎ সংবাদে ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে ভারতের
ভবিষ্য কালোচিত ধর্ম্মে মানবগণের কিরূপ বিপর্যায় ঘটিবে তাহার যাহা বর্ণনা
করিয়া গিয়াছেন, তাহা জনসাধারণের উপলব্ধির জন্য উদ্ধৃত করিতেছি ।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥ (গীঃ ৪।৮)

সাধুদিগের রক্ষা দুষ্টিদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে
যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ।

ভবিষ্যতে পুরঞ্জয় নামে প্রসিদ্ধ বিশ্বস্ফুর্জি নামক কোন একজন মাগধ-
গণের রাজা হইয়া তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে শ্লেচ্ছত্বা পুলিন্দ যদুমদ্রক প্রভৃতি
হীনজাতিরূপে পরিণত করিবেন ।

দুর্শ্রুতি মহাবল বিশ্বস্ফুর্জি রাজ্যমধ্যে বহুলভাবে ত্রিবর্ণবহির্ভূত প্রজা-
স্থাপন এবং ক্ষত্রিয়নিধনপূর্ব্বক পদ্মাবতী নগরীতে অবস্থান করিয়া গঙ্গাদ্বার
হইতে প্রয়াগপর্য্যন্ত নিজভুজরক্ষিত রাজ্যভোগ করিবেন ।

অনন্তর সৌরাস্ত্র, অবন্তি, আভীর, শূর, অর্কবৃন্দ এবং মালবদেশীয় ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রজাগণ ও রাজগণ উপনয়ন-সংস্কাররহিত হইয়া শূদ্রপ্রায় হইবে ।

দেবরক্ষিত নামে একব্যক্তি কোশল, ওড়্র (উড়িষ্যা) ও তাম্রলিপ্ত জনপদ-
সমূহ এবং সমুদ্রতটস্থ পুরীসকলকে রক্ষা করিবে । (বিঃ পুঃ ৪।১৮)

ইহার পর বেদাচার-রহিত শ্লেচ্ছ, শূদ্র এবং সংস্কারচ্যুত ব্রাহ্মণাদি জাতীয়
জনগণ সিন্দুতীর, চন্দ্রভাগ্যতীর, কৌণ্ডী ও কাশ্মীরমণ্ডল ভোগ করিবেন ।

হে রাজন্, এইসকল শ্লেচ্ছপ্রায় রাজগণ এককালেই নানা ভূখণ্ডে রাজত্ব
করিবেন । ইহারা অধার্ম্মিক, অসত্যপরায়ণ অল্পদানশীল ও প্রচণ্ড কোপ-
যুক্ত হইবেন ।

তৎকালে স্ত্রী-বালক-গো-বিজ-ঘাতক, পরস্ত্রী-পরধন-গ্রহণলোলুপ, হর্ষ-শোকাদিবহুল, অল্পবীৰ্য্য, অল্লায়ুঃ, গৰ্ভাধানাদি-সংস্কারহীন, যজ্ঞাদিক্রিয়ারহিত, রজস্তুমোণ্ডগাচ্ছন্ন ক্ষত্রিয়-রাজকুপী শ্লেচ্ছগণ প্রজাপীড়ন করিবেন।

তাহাদের আশ্রিত প্রজাগণও তাহাদের আচার ও ভাষাবিশয়ে অভিজ্ঞ হইবেন এবং পরস্পর ও রাজগণ কর্তৃক পীড়িত হইয়া বিনষ্ট হইবেন।

[শুকদেব বলিলেন,—হে রাজন ! অনন্তর মহাবল কলিকালের প্রভাব-বশতঃ প্রতি দিন মানবগণের ধর্ম, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মৃতি বিনষ্ট হইবে। (ভাঃ ১২।২।১)]

কলিযুগে ধনই মানবগণের জন্ম ও গুণের উৎকর্ষখাপক হইবে এবং ধর্ম ও ন্যায়বিষয়ক ব্যবস্থায় বলই কারণ হইবে।

দাম্পত্যভাবে পরস্পরের অনুরাগ, ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যবহার-বিষয়ে প্রবঞ্চনা, স্ত্রী পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ববিচারে রতিকৌশল ও ব্রাহ্মণত্ব নির্ণয়ে সূত্রমাত্রই কারণ হইবে।

ব্রহ্মচর্যাди আশ্রমের পরিচয়-বিষয়ে এবং এক আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর স্বীকার-বিষয়ে দণ্ড-অজিন প্রভৃতি চিহ্নসমূহই একমাত্র কারণ স্বরূপ হইবে, অর্থাৎ প্রদানে অসমর্থ হইলে বিচার-ক্ষেত্রে পরাজয় ঘটিবে এবং বাক্চাপলাই পাণ্ডিত্য নির্ণয়ের কারণ হইবে।

দারিদ্র্যই অসাধুত্ব-জ্ঞাপক, দম্ভই সাধুত্ব-জ্ঞাপক, বাক্যদ্বারা অঙ্গীকারমাত্রই বিবাহের পরিচায়ক এবং স্নানমাত্রই প্রসাধন হইবে।

ব্রহ্মচারিগণ আচার-শৌচ-বর্জিত, গৃহস্থগণ ভিক্ষাপরায়ণ, বানপ্রস্থ-ধর্মিগণ গ্রামবাসী এবং সন্ন্যাসিগণ অতিশয় অর্থলোলুপ হইবেন।

স্ত্রীজাতি ক্ষুদ্রকায়া, প্রভূত ভোজনশীলা, বহু সন্তানযুক্তা, নির্লজ্জা, নিরন্তর কটুভাষিণী এবং চৌর্য্য, কপটতা ও মহা সাহসযুক্তা হইবে।

ক্ষুদ্র বণিকগণ অধর্মযুক্ত ও কপটভাবাপন্ন হইয়া ক্রয়-বিক্রয়াদি করিবে এবং মানবগণ আপংকাল ব্যতীত অন্য সময়েও নিন্দিত বৃত্তিকেই উত্তম বলিয়া মনে করিবে।

জনপদসমূহ দস্যুবহুল, বেদরাশি পাষণ্ডদূষিত, রাজগণ প্রজাভক্ষক এবং বিপ্রগণ শিশ্নোদর পরায়ণ হইবে।

দূরস্থিত জলাশয়ই তীর্থ, কেশধারণই লাভণ্য, আত্মোদর পরিতৃষ্টিই স্বার্থ, ধৃষ্টতায়ুক্ত বাক্যই সত্য, কুটুম্ব পালনই দক্ষতা এবং যশোলাভের জন্যই ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা গণ্য হইবে।

এইরূপে দুই প্রজাগণদ্বারা ক্ষতিমণ্ডল পরিপূর্ণ হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রমধ্যে যিনি বলবান তিনিই রাজা হইবেন।

নির্দয়, লুন্ড, দসুধর্ম্মরত রাজাগণ প্রজাগণের স্ত্রী ও ধনহরণে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা পর্বত কাননে আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

তাহারা দুর্ভিক্ষ ও রাজকীয় কর-প্রপীড়িত হইয়া শাকমূল, আমিষ, বন্য-মধু, ফল, পুষ্প ও বীজ ভক্ষণ করিবে এবং অনারুক্ষিবশতঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

মানবগণ নীত, আতপ, বর্ষ, হিম, পরস্পর বিবাদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি ও চিন্তাহেতু সন্তাপগ্রস্থ হইবে।

কলিদোষবশতঃ প্রাণিগণের দেহ ক্রমশঃ ক্ষীয়মান, বর্ণাশ্রমপরায়ণ মানবগণের বেদোক্তধর্ম্ম বিনষ্ট ও পাষণ্ডবহুল রাজগণ দসুপ্রায়; মানবগণ চৌর্য্য-মিথ্যা-বখাহিংসাদি বিবিধ দুষ্কর্ম্মোপজীবী, বর্ণসমূহ শূদ্রপ্রায়, ধেনুগণ ছাগপ্রায়, আশ্রমসমূহ গৃহপ্রায়, বন্ধুত্ব যৌন-সম্বন্ধপ্রায়, ওষধিসমূহ শ্যামাক-তুলা, বৃক্ষসমূহ শমীনামক ক্ষুদ্রবৃক্ষতুলা, মেঘরাশি বিদ্যাৎবহুল ও বর্ষগশূন্য, গৃহসমূহ ধর্ম্মাদিরহিত শূন্যপ্রায় এবং জনপদসমূহ গর্দভতুলা। দুঃসহ-চেষ্টাশীল হইলে কলিযুগের প্রায় অবসান-সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরক্ষার্থে সত্ত্বগুণে অবতীর্ণ হইবেন।

সাধুগণের কর্ম্মবিমোচন ও ধর্ম্মরক্ষার্থে চরাচরগুরু সর্বাত্তর্য্যামী জগদীশ্বর শ্রীহরির প্রাত্তর্ভাব হইয়া থাকে।

শান্তলনামক গ্রামবাসী সজ্জনপ্রবর বিষ্ণুঘণা নামক সদাশয় ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কিরূপী বিষ্ণু অবতীর্ণ হইবেন।

শ্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং

ধুমকেতুমিব কিমপি করালম্।

কেশবধৃত কল্কি-শরীর জয় জগদীশ হরে ॥

অষ্টৈশ্বর্য্যাসমম্বিত, অতুলনীয়কান্তি জগদীশ্বর কল্কিদেব দেবদত্তনামক অসাধু দমনকারী দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সেই দ্রুতগতি অশ্বে ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া খড়্গদ্বারা ছদ্মরাজবেশধারী অসংখ্য দসুগণের সংহারসাধন করিবেন।

ভগবান্ কল্কিরূপ ধারণ করিয়া অখিল জগতে পুনর্ব্বার স্ব স্ব ধর্ম্মসমূহ স্থাপন করিবেন।

অনন্তর কলির অবসানে সেই সকল জনপদবাসী মনুষ্যগণ পুনর্ব্বার ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত হইবে এবং তাহাদের মতি স্ফটিকের ন্যায় বিশুদ্ধ হইবে।

সেইসকল তৎকাল জাত বীজভূত মনুষ্যগণ পরিণত হইলেও তাহাদের অপত্য প্রসূত হইতে থাকিবে, সেইসকল অপত্যগণই তৎকালে সত্যযুগোচিত ধর্মমার্গে প্রবর্তিত হইবে।

এই বিষয়ে কথিত আছে, যে-কালে চন্দ্র, সূর্য, পুষ্টা নক্ষত্র এবং বৃহস্পতি একরাশিতে মিলিত হইবেন, সেই সময়ে সত্যযুগ উপস্থিত হইবে।

—শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী

ব্রজের বেতার

ব্রজের চিন্ময় বেতার যেন রে

‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ খানি,

গ্রন্থরূপ ধরি’ আসি’ এ’ ভুবনে

ঘোষিতেছে গৌর-বাণী।

‘শ্রীপত্রিকা’-দ্বারে মর্ত্য-মানুষে

ব্রজের কাহিনী শুনে প্রতি মাসে,

শুনিতে শুনিতে ডুবি’ নাম-রসে

পায় প্রেম-রত্নখনি।

পত্রিকারে তাই আর্ন্ত-ব্রাতা বলি’

করে লোকে কাণাকাণি।

ব্রজ-বেতার-রূপে পত্রিকাখানি

ছিল যে রে ব্রজপুরে,

ব্রজ-নন্দ-সখী শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান

আনিলা তা’ চরাচরে।

ব্রজের বারতা প্রচার-উদ্দেশে

স্থাপিলা কেন্দ্র কোলদ্বীপ-মাঝে,

ভকতেরা সেথা শিল্পী হয়ে রাজে

ব্রজ-তত্ত্ব গাহিবারে।

হেন বেতারের হউক আদর

ধরণীর ঘরে ঘরে।

—শ্রীদ্বিতরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

উপনিষৎ-সার

উপনিষৎকে বিষদরূপে জানিতে হইলে সৰ্বাগ্রে উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। উপ-নি-সদ্ + কিপ্ প্রত্যয় করিলে 'উপনিষৎ' পদ নিষ্পন্ন হয়। উপ-সামীপোন নি-নিতরাং, প্রাপ্নুবন্তি পরং ব্রহ্ম যয়া বিদ্যয়া সা উপনিষদ্ অর্থাৎ যে বিদ্যা দ্বারা পরব্রহ্মের সমীপে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহাকে উপনিষদ্ বলা হয়। আরও বিশেষরূপে শব্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—সদ্‌ধাতু (ক্রিয়াপদ) বিনাশ, গতি (জ্ঞান ও প্রাপ্তি) এবং শিথিলতা এই তিনটি অর্থ প্রকাশ করে, অর্থাৎ যে পাপ-তাপ নষ্ট করে, সত্যজ্ঞান দান করে, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করায় এবং অবিদ্যাকে শিথিল করে—ইহারই নাম উপনিষৎ।

বেদ অপৌরুষেয়। ইহার চারিটি বিভাগ দৃষ্ট হয়,—ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব। উহাদের অন্তর্গত আবার অনন্ত শাখা আছে। এই মনস্তরে উহার শাখা ১১৮০। বর্তমানে উহার বেশীর ভাগ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে-সমস্ত পায়ী যায় তন্মধ্যে ১০৮খানি উপনিষৎ প্রসিদ্ধ। আচার্য্য ক্রীশঙ্কর উক্ত ১০৮ খানির মধ্যে ১১খানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় সাধারণ সমাজে—এই একাদশগুলির বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই একাদশ উপনিষদ্-সমূহ যথা—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, আরণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও শ্বেতাশ্বতর।

উপনিষদে নিম্নলিখিত ৩১ প্রকার বিদ্যার বর্ণন দেখা যায়, যথা—

- (১) সদ্‌বিদ্যা, (২) অন্তরাদিত্য বিদ্যা, (৩) আকাশ বিদ্যা, (৪) প্রাণ বিদ্যা, (৫) জ্যোতির্বিদ্যা, (৬) ইন্দ্রপ্রাণ বিদ্যা, (৭) শাণ্ডিল্য বিদ্যা, (৮) উপকৌশল বিদ্যা, (৯) বৈশ্বানর বিদ্যা, (১০) ভূমি বিদ্যা, (১১) আনন্দ বিদ্যা, (১২) নচিকেতন বিদ্যা, (১৩) অন্তর্যাম বিদ্যা, (১৪) অক্ষর বিদ্যা, (১৫) গার্গ্যক্ষর বিদ্যা, (১৬) অক্ষিস্থাহ্নায়ক বিদ্যা, (১৭) আদিত্যস্থাহ্নায়ক বিদ্যা, (১৮) পঞ্চাগ্নি বিদ্যা, (১৯) মৈত্রেয়ী বিদ্যা, (২০) বালাকি বিদ্যা (২১) সংবর্ণ বিদ্যা, (২২) দেবোপাস্য-জ্যোতির্বিদ্যা, (২৩) অক্ষুণ্ণপ্রমিত বিদ্যা, (২৪) দহর বিদ্যা, (২৫) প্রণব বিদ্যা, (২৬) পুরুষ বিদ্যা, (২৭) উশস্তিরকহোল বিদ্যা, (২৮) ব্যাহতি বিদ্যা, (২৯) ঈশাবাস্য বিদ্যা, (৩০) দ্রুহিগুরুদ্রাদি শরীর বিদ্যা ও (৩১) অজশরীর বিদ্যা।

(২) ঈশোপনিষৎ

শুক্লযজুর্বেদে চত্বারিংশ অধ্যায়ের মধ্যে এই উপনিষৎখানি শেষ অধ্যায়। বেদের সংহিতা অংশের অন্তর্ভূত হওয়ায় ইহাকে বাজমেনেয়সংহিতোপনিষদ্‌ও বলা হয়।

এই ঈশোপনিষদ্ অষ্টাদশ মন্ত্রযুক্ত। ইহাতে পরমাত্মারূপী জীবাত্ত্বর্ঘ্যামী ও জীবাত্মার স্বরূপ এবং জীবের গতি অর্থাৎ চরম আশ্রয় নির্ণীত হইয়াছে।

ইহার প্রারম্ভিক মন্ত্র ব্রহ্মবিষ্ণুর সার। পরমাত্মা সমগ্র জগৎ-পরিব্যাপ্ত; তিনিই যাবতীয় বস্তুর মালিক ও ভোক্তা। জীব তাঁহার শক্তিনিঃসৃত-তত্ত্ব হইয়া তাঁহার পরিবর্তে নিজেই ভোক্তা সাজিয়া পরস্বাপহরণের শাস্তি ভোগ করিতেছে। পরধনে লোভ ভীষণ অপরাধ, তাহাতে আবার ভগবদ্বস্ত বস্ত, তাঁহাকে অর্পণ না করিলে চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইতে হয়। শ্রীগীতায় কৰ্ম্মযোগে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। জাগতিক পদার্থ শ্রীভগবানের সেবোপকরণ। যদি সমস্ত বস্তুতে পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে আর পরধন বলিয়া বিষয়-গ্রহণ করিতে হয় না। গঙ্গাজল দ্বারা গঙ্গাপূজার ন্যায় তাঁহার বস্তুদ্বারা তাঁহারই সেবা করিয়া ভুক্তাবশিষ্টে মহাপ্রসাদকর্তৃক জীবনযাত্রা নির্বাহ করা উচিত। এইরূপভাবে শ্রীহরিভজনরূপ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে জীবনে শত বৎসর বাঁচিলেও কৰ্ম্মপাশে আবদ্ধ হইতে হইবে না। যাহারা ইহার অন্যথা করে অর্থাৎ ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনরহিত হইয়া বা নিজেকে ভোগের জনক ভগবানের উচ্ছিষ্টভোজী জ্ঞান না করিয়া বিষয় ভোগ করে, তাহারা আত্মঘাতী এবং দেহান্তে ‘অসূর্য্য’ নামক অন্ধকারময় অম্বরলোকে গমন করে।

পরমাত্মা—নিশ্চল, বিভূচৈতন্য; আত্মগত ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াবতী হয়। জীবাত্মা নিশ্চল হইলেও তদগৃহীত মায়াক্রিয়া-পরিণামস্বরূপ বায়ু প্রাণরূপী হইয়া তাহার কার্য্য বিধান করে। অচিন্ত্যানন্তশক্তিশালী ভগবান্ কখন সচল, কখন বা অচল; আবার কতু দূরে, কতু বা নিকটে অবস্থান করিতে পারেন। তাঁহাতে এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকল সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

যিনি পরমাত্মায় সমস্ত ভূত অর্থাৎ প্রাণীর অবস্থান এবং সর্বপ্রাণীর ভিতরে পরমাত্মার নিত্য স্থিতি দর্শন করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা বা উপেক্ষা করেন না। এতাদৃশ বিবেকবলে তিনি অচিরকালমধ্যে প্রীতিসম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা অবিষ্ণুর আরাধনা করে অর্থাৎ ঈশ্বরে কৰ্ম্মার্পণ-শূন্য হইয়া কেবল ভোগমূলক কৰ্ম্ম আচরণ করে, তাহারা অন্ধতম নরকে গমন করিয়া থাকে; যাহারা উ-বিষ্ঠা অর্থাৎ অতিবিষ্ণুর (নির্ভেদব্রহ্মের) আরাধনা করিয়া থাকে, তাহারা তদপেক্ষা ঘোর নরকগতি লাভ করে।

কিন্তু যাহারা অচিন্ত্যশক্তিমান, সর্বব্যাপী, শুদ্ধ, নিগুণ শ্রীভগবানের ভজন করেন, তাঁহারা অমৃতের অর্থাৎ শ্রীহরিচরণকমলের সেবানন্দ-সুখ লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন।

কর্মকাণ্ডের বা জ্ঞানকাণ্ডের অনুশীলনদ্বারা পরমাত্ম-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না, — ইহা শ্রুতি-তত্ত্ববিদগণের উক্তি। যিনি প্রথমে ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করতঃ জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি যাজন করেন, তিনি ব্রহ্মবিচার সহায়তায় মোক্ষলাভে সমর্থ হন। যাহারা অবিद्या-কাম-কর্মবীজভূতা প্রকৃতির উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করে অর্থাৎ সংসার প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের অনুসন্ধানে রত হয়, তাহারা তদপেক্ষা গভীরতম অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়।

ভোগমূলক কর্মদ্বারা স্বর্গ বা নরকলাভ হইয়া থাকে এবং নির্বিশেষ জ্ঞানসাধনের ফলে সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয় — উভয় ফলই জীবের পক্ষে দুঃখজনক। যাহারা ভুক্তি-মুক্তি-কামনা পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাই পরা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। জড়সদৃশ হইতে মুক্ত হইয়া চিত্তে সন্তুতি লাভ করিতে পারিলে শ্রীভগবানের সেবানন্দামৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীভগবানের কলাগপ্রদ জ্যোতিরভ্যন্তরে তাঁহার শ্যামসুন্দর সচ্চিদানন্দধনমুত্তি স্বর্ণময়পাত্র লোভরূপী জ্যোতির্ময় আবরণদ্বারা আচ্ছাদিত আছে। নিরোভ ও সত্যনিষ্ঠ হইলে, নিগুণা, অব্যাভিচারিণী ভক্তিদ্বারাই এবং অহৈতুকী ভগবৎকৃপায় পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

পরমেশ্বর চিৎসূর্য্য। জীব তাঁহার কিরণ-পরমাণু। তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার জ্যোতির্ময় আবরণকে দূর করিয়া যদি দর্শন দেন, তবে জীব সেইরূপ দর্শনে সমর্থ হন এবং আপনাকে পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সেবক বলিয়া জানিতে পারেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অধিকারী জড়মুক্তির প্রার্থনা করেন এবং অন্তর্য্যামী বিষ্ণুকে স্তব করিয়া বলেন, — “আমাদিগকে সুপথের মাধ্যমে পরমার্থের উদ্দেশে লইয়া যাও। আমাদের হৃদয়ের অবিद्या-কপটতারূপ পাপ বিধ্বংস কর, যাহাতে সরল প্রাণে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিদ্বারা তোমার পাদপদ্মের সেবা করিতে পারি। তোমাকে বারম্বার প্রণতি জ্ঞাপন করি।” সংপথে থাকিয়া আদর্শ জীবনযাপন ও প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইবার উৎকৃষ্ট শিক্ষা এই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

— ত্রিদিগ্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্ত্রী মহারাজ

আনন্দপাড়ায় শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব

বিগত ১৮ই মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারী, শনিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল ও শাখামঠসমূহে এবং বিশেষ করিয়া ২৪ পরগনাস্থ আনন্দপাড়া গ্রামে বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদন্তর্গত বিশ্বব্যাপী গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত স্বরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সেবক-গণের মধো অন্যতম, অজাতশত্রু শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহামহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর পূর্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগোপালচন্দ্র বসু মহাশয় এবং তাঁহার পরিবার বর্গ অতিশয় ধর্মপ্রাণ এবং উদারচেতা। তাঁহারা সকলেই অস্বদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্য নিতালীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ এবং নিত্যধামপ্রবিষ্ট শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন। শ্রীযুক্ত গোপাল বাবু শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পর হইতে প্রতি বৎসরই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহার (শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর) বিরহ-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এ-বৎসরও তাঁহার বিশেষ আহ্বানে ও আকর্ষণে সমিতির সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ এবং সহ-সভাপতি ও যুগ্মসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ প্রায় দ্বাদশজন ব্রহ্মচারী সহযোগে ১৭ই মাঘ আনন্দপাড়ায় শ্রীগোপালচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হন।

পরদিবস ১৮ই মাঘ বিরহোৎসবের দিনে উষাকীর্তন ও নগর-সঙ্কীর্ণনের পর একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে সিংহাসনস্থিত শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর আলেখ্যে উপস্থিত বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধা-পুষ্পাজলি অর্পণ করেন। পূর্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় একটি বিশেষ বিরহ-সভায় পূজাপাদ উক্ত ত্রিদণ্ডিস্বতীদ্বয় শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর অতিমর্ত্য চরিত্রের বহুমুখী বৈশিষ্ট্য, — তাঁহার শ্রীগুরুসেবা, বৈষ্ণবসেবা, শ্রীনামভজন, সকলের প্রতি স্নেহান্বিতার আদর্শ সম্বন্ধে তথা শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত-প্রচারিত প্রভৃতি গুরুভক্তি সম্বন্ধে মর্মান্বশী ভাষণ প্রদান করেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সনাতন ধর্মের ঐক্য মনোজ্ঞ এবং তাত্ত্বিক ভাষণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় মুগ্ধ হন। এই সভায় শ্রীপাদ গৌরেন্দু দাসাধিকারী প্রভু ও

আরও অনেক বক্তাগণ সেবাবিগ্রহ প্রভুর অপ্রাকৃত গুণসমূহের বর্ণনা করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরানন্দ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর ভোগরাগ এবং আরতি সম্পন্ন হইলে প্রায় আড়াই সহস্র জনসাধারণকে বিবিধ মহাপ্রসাদ অকুণ্ঠভাবে বিতরণ করা হয়। —নিজস্ব সংবাদদাতা

সাত্তত-শ্রাদ্ধ

গত ৯ই পৌষ, ২৫ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে ১২টার সময় বিহারের অন্তর্গত দুমকা জিলার সারসাজোল গ্রাম-নিবাসী শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীমতী অন্নবতী দেবী পরলোক গমন করেন। তিনি অত্যন্ত শান্ত-স্বভাবা, পতিপরায়ণা এবং সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণভক্তি-পরায়ণা ছিলেন। তিনি কায়-মন-বাক্যে তাঁহার পতিসহ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাতে তৎপর থাকিতেন। শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজের পৌরহিত্যে ও শ্রীমদ্ গৌরাচাঁদদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী ও শ্রীজয়দেব ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সহযোগিতায় ঐ দিবসে উক্ত গ্রামে শ্রীপাদ মধুসূদন দাসাধিকারী মহোদয়ের বাসভবনে একটি বিরাট ও সুসজ্জিত স্থাণ্ডিলে সাত্তত-বিধানে যজ্ঞ ও বৈষ্ণবহোম সম্পন্ন এবং শ্রী গুণবৎপ্রসাদ নিবেদিত হইলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। ঐ সময়ে শ্রীভগবদ্গায়-কীর্তন এবং স্থাণ্ডিলের চতুর্দিকে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবতগীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীপুরুষসূক্ত ও কঠোপনিষৎ পাঠ হইয়াছিল। ঐদিন ভোর-বেলায় একটি বিরাট নগর-সংকীর্তনের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে উপস্থিত প্রায় তিন সহস্র আহুত-অনাহুত আত্মীয়-স্বজন এবং কাঙালীগণকে শ্রীভগবৎ-প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। পরমারাধ্যাতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপায় তাঁহার পারমার্থিক মঙ্গললাভ হউক—ইহাই আমরা কামনা করি। এই মহদনুষ্ঠানে শ্রীপাদ মধুসূদন দাসাধিকারী প্রভু যেরূপ কায়-মন-বাক্যে বৈষ্ণবগণকে সর্বপ্রকারে প্রীতিবিধান করিয়াছেন তাহা আদর্শস্থানীয়। শ্রীল গুরুপাদপদ্মও তাঁহার প্রীতিপূর্ণ সেবায় অতিশয় মুগ্ধ ছিলেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব তাঁহাকে প্রচুর কৃপা করুন ইহাই তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে নিকপট প্রার্থনা। —নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

জীবমাত্রই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস । তাহারো দুইভাগে বিভক্ত—বদ্ধ ও মুক্ত । মুক্তজীবগণ প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত জগতে নিত্য কৃষ্ণ-সেবাতৎপর ; বদ্ধ-জীবগণ স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস হইলেও কৃষ্ণবিমুখতাহেতু মায়ার স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে আবদ্ধ হইয়া স্থূল শরীরে ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তুগুলিতে আমি ও আমার বুদ্ধি করিয়া অনাদিকাল হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে নিরন্তর ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছেন । পরম কারুণিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিমুখ জীবগণের বিমুখতা ঘুচাইয়া মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় নিজ-সেবাতে আকর্ষণ করিবার জন্য বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন করেন । তন্মধ্যে তিনি শ্রীব্রজমণ্ডল এবং শ্রীগৌরমণ্ডলাদি তাঁহার নিত্যধামসমূহকে ভৌমজগতে প্রকাশ করাইয়া উঁহার পরিক্রমার মাধ্যমে সাধুসঙ্গ, নামকীৰ্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্তির সেবন—এই পঞ্চধাভক্তি অথবা শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি নবধাভক্তিরূপ কৃষ্ণানুশীলনের যে সুযোগ জীবগণকে প্রদান করিয়াছেন তাহা একটি অন্যতম উপায় ।

কালের প্রভাবে শুদ্ধভক্তিবর্ষ এবং তৎসহ ক্রমান্বয়ে শ্রীধাম-পরিক্রমাও লুপ্তপ্রায় হইলে ভক্তি-ভাগীরথীর পুনঃ প্রবর্তক ভগীরথস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজশক্তি সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীবলদেব-অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রবর্তিত শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা পরবর্তিকালে পুনঃ প্রবর্তন করেন । বিশেষ করিয়া তাঁহারই আদেশ-নির্দেশে বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগৌর-করুণাশক্তি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমন্ত্ৰিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর (শ্রীল প্রভুপাদ) বিশেষরূপে এই নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ষোলকোশব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব প্রচলন করেন । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা বন্ধ হইয়া যায় । তাহার কিছুদিন পরেই পুনরায় তাঁহার পরমপ্রেষ্ঠ ভগবৎপার্ষদ অস্বদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্য নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমন্ত্ৰিপ্ৰজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাহা পুনঃ প্রবর্তন করেন । বর্তমানে শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা বিরাটভাবে

প্রচলিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া সারস্বত গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রতিবৎসর শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের সময় শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা একটি অত্যাবশ্যক মহান কৃতা হইয়া উঠিয়াছে। তাই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত বৈষ্ণবগণ বিশেষ সমারোহের সহিত এই উৎসবটি সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিয়ারী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বামন মহারাজের সেবা-নিয়মাক্তে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ হইতে গত ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ শনিবার হইতে ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত ষোল ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা এবং শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব নির্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

১৮ই ফাল্গুন, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে নানাধিক চার সহস্র লোক শ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবে যোগদানের জন্য সমবেত হন। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরানন্দ-গান্ধারিকা-গিরিধারী-শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর মহাসমারোহে সংকীর্তন-মাধ্যমে সন্ধ্যারতি এবং মহাজন-পদাবলী ও অধিবাস-কীর্তন কীৰ্ত্তিত হইলে শ্রীহরিকীর্তন নাট্য-মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে একটি বিরাট ধর্ম্মভার আয়োজন হয়। তাহাতে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীধাম-পরিক্রমার স্বরূপ, তাহার আবশ্যকতা এবং ধাম-পরিক্রমা-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। অবশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব পরিক্রমার নিয়মাবলী এবং অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশমূলক এবং দার্শনিক-তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তদনন্তর সংকীর্তনের পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরানন্দ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ এবং শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের জয়ধ্বনি দিয়া শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প-গ্রহণ করতঃ সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

১৯শে ফাল্গুন, সকালবেলা নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ হইতে বিরাট সংকীর্তন এবং শোভাযাত্রাসহ শ্রীধামপরিক্রমা-সঙ্ঘ বহির্গত হয়। সর্বপ্রথমে পরিক্রমা-সঙ্ঘ পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমন্ত্ৰিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীসমাদি-পীঠ পরিক্রমা করিয়া তাহার কৃপা ভিক্ষা করেন। তৎপশ্চাৎ পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণ নানাপ্রকার কারুকাৰ্য্য সমন্বিত এবং মূল্যবান বস্ত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরানন্দের দিব্য পাল্কী বহনকরতঃ মঠপ্রাঙ্গণ হইতে বহির্গত হইলেন। ক্রমশঃ

শ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

জীবমাত্রই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস । তাহার দুইভাগে বিভক্ত—বদ্ধ ও মুক্ত । মুক্তজীবগণ প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত জগতে নিত্য কৃষ্ণ-সেবাতৎপর ; বদ্ধ-জীবগণ স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস হইলেও কৃষ্ণবিমুখতাহেতু মায়ার স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে আবদ্ধ হইয়া স্থূল শরীরে ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তুগুলিতে আমি ও আমার বুদ্ধি করিয়া অনাদিকাল হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে নিরন্তর ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছেন । পরম কারুণিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিমুখ জীবগণের বিমুখতা ঘুচাইয়া মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় নিজ-সেবাতে আকর্ষণ করিবার জন্য বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন করেন । তন্মধ্যে তিনি শ্রীব্রজমণ্ডল এবং শ্রীগৌরমণ্ডলাদি তাঁহার নিত্যধামসমূহকে ভৌমজগতে প্রকাশ করাইয়া তাঁহার পরিক্রমার মাধ্যমে সাধুসঙ্গ, নামকীৰ্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন—এই পঞ্চধাভক্তি অথবা শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি নবধাভক্তিরূপ কৃষ্ণানুশীলনের যে সুযোগ জীবগণকে প্রদান করিয়াছেন তাহা একটি অন্যতম উপায় ।

কালের প্রভাবে শুদ্ধভক্তিবর্ষ এবং তৎসহ ক্রমান্বয়ে শ্রীধাম-পরিক্রমাও লুপ্তপ্রায় হইলে ভক্তি-ভাগীরথীর পুনঃ প্রবর্ত্তক ভগীরথস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজশক্তি সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীবলদেব-অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রবর্ত্তিত শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা পরবর্ত্তিকালে পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন । বিশেষ করিয়া তাঁহারই আদেশ-নির্দেশে বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগৌর-করুণাশক্তি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমন্তুষ্টিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর (শ্রীল প্রভুপাদ) বিশেষরূপে এই নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ষোলকোশব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব প্রচলন করেন । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীল প্রভুপাদের অশ্রকটের পরে শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা বন্ধ হইয়া যায় । তাহার কিছুদিন পরেই পুনরায় তাঁহার পরমপ্রেষ্ঠ ভগবৎপার্ষদ অম্বদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমন্তুষ্টিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন । বর্ত্তমানে শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা বিরাটভাবে

২১শে ফাল্গুন, পূর্বাঙ্কে জহ্নুদ্বীপের অন্তর্গত বিদ্যানগরে শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শ্রীপাট এবং জহ্নুমুনির স্থান দর্শন করিয়া শ্রীমোদকুমদ্বীপস্থ মামগাছিতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাটাদি দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া মধ্যাহ্নে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করা হয়।

২২শে ফাল্গুন, প্রভাতে কোলদ্বীপের অন্তর্গত কুলিয়া পাহাড়, প্রৌঢ়ামায়া স্থান ও বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজন ও সমাধিস্থল দর্শন এবং পরিক্রমা করিয়া পরিক্রমাসভ্য রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্কর-পুরাদি) দর্শন করতঃ সীমন্তদ্বীপের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া দ্বিপ্রহরে পুনঃ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

২৩শে ফাল্গুন অরুণোদয়কালে পরিক্রমাসভ্যের শোভাযাত্রা অপূর্ব রূপধারণ করিয়াছিল। চতুর্দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, জনসমূহের উত্তাল তরঙ্গ ততদূরই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। সকলেই ক্রীড়ামায়াপুর দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে ক্রমশঃ মায়াপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; তাঁহারা ক্রমশঃ শ্রীভাগীরথী অতিক্রম করিয়া ঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গ-রাধামদনমোহনজীউর দর্শন এবং পরিক্রমা করেন। উক্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণে কৃপাপ্রার্থনা করিয়া যাত্রীগণ শ্রীনন্দনাচার্য্যের ভবনে ঐ মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিতালীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের সমাধিপীঠে দণ্ডবৎ-প্রণতি করিয়া তৎ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দজীউর বন্দন ও পরিক্রমা করেন। তদনন্তর অন্তর্দ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গন—কীর্তন-রাসস্থলী, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীগদাধর-ভবন দর্শন-বন্দন-পরিক্রমা করিয়া জগদগুরু নিতালীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীসমাধি মন্দিরে উপস্থিত হন। শ্রীসমাধিমন্দিরের পরিক্রমান্তে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ মোহিনীমোহন দাসাধিকারী, রাগভূষণ প্রভু ভাবে দ্রবীভূত হইয়া যথাক্রমে ‘সুজনাক্ষরদরাধিত পাদযুগং’ ও ‘গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া’ কীর্তন করেন। তৎপরে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ ও পরিশেষে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য চরিত্র এবং শিক্ষার বিবিধ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আবেগপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দান করেন।

তৎপশ্চাৎ পরিক্রমাসভ্য বিশ্ববিস্তৃত শ্রীচৈতন্য মঠে উপস্থিত হন। এখানে শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গ-গান্ধারিকাগিরিধারী বা শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-প্রাণজীউ এবং তাঁহার চতুষ্কোণে চারি-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ক্রমশঃ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্নুধ্বাচার্য্য, আচার্য্য শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী এবং শ্রীমদ্বিষ্ণুদিত্যাচার্য্যকে দণ্ডবৎ প্রণতি ও পরিক্রমা করিয়া শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির দর্শন ও পরিক্রমা করা হয়। এখানে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্ত্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্য চরিত্র, বৈরাগ্য এবং ভজন-পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

অতঃপর পরিক্রমাসভ্য চাঁদকাভীর সমাধি দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া সকলেই শ্রীযোগপীঠে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-ভবনে উপস্থিত হন। এখানে শ্রীমূল-মন্দিরে উদ্দণ্ড নর্ত্তন এবং কীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা করা হয়। পরে সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সকলেই উপবেশন করিলে শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভুদ্বয় যথাক্রমে সুললিত স্বরে কীর্ত্তন করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব এবং পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বক্ত্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীশ্রীরাধাভাবছাতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব, তাঁহার অপ্রাকৃত শিক্ষা ও শ্রীগৌর-ধামাদি সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। তৎপরে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্ত্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে শ্রীঅন্তর্দ্বীপ মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের মাহাত্ম্য পাঠ করেন। তদনন্তর পরিক্রমাসভ্য দিবসান্তে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরদিবস ২৪শে ফাল্গুন, শুক্রবার মহাসমারোহের সহিত শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-উৎসব পালিত হয়। ঐদিন ব্রাহ্মমূহুর্ত্তে মঙ্গলারতি কীর্ত্তন ও মন্দির-পরিক্রমার পর বৈষ্ণব-মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন এবং সকাল ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত সকলেই নিরন্তর উপবাস থাকিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ্যয়ণ, কীর্ত্তন এবং শ্রবণ করেন। সন্ধ্যায় বিরাট সমারোহের সহিত শ্রীগৌর-সুন্দরের জন্মলীলা-কীর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রীগৌরসুন্দরের অভিষেক এবং আরাত্রিক সম্পন্ন হইলে ধর্ম্মসভায় কীর্ত্তনের পর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীমন্নুহাপ্রভুর বিবিধ বৈশিষ্ট্য এবং অবদান সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন।

২৫শে ফাল্গুন, সাধারণ-মহোৎসব ; আহুত অনাহুত প্রায় দশসহস্র শ্রদ্ধালু জনগণকে বিবিধ প্রকারের সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

বিগত ২৫শে ফাল্গুন, সাধারণ-মহোৎসবের দিনই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গ-রাধাবিনোদ-বিহারীজীউর সন্নিকটে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্যতম নিতালীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীদমাধি-পীঠের সম্মুখে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীশ্যামগোপাল ব্রহ্মচারী সমিতির বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-যতিবেশ গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার নাম—“ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত দামোদর মহারাজ” হইয়াছে। তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণোপলক্ষ্যে বৈষ্ণব-স্মৃতি-সংস্কারদীপিকা-বিধানানুসারে যজ্ঞ, হোম, বিপুল সংকীৰ্ত্তন, জয় ও উলুধ্বনির মাধ্যমে সৰ্বজন-সমক্ষে উক্ত ব্রহ্মচারীজী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট সন্ন্যাস-মন্ত্র ও অষ্টোত্তরশত শ্রী নামের অন্তর্গত ভক্তিসূচক নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরে তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুমোদনে সন্ন্যাসোচিত ভিক্ষার বহির্গত হইয়া শ্রীমুকুন্দ-সেবার ভিক্ষুকাশ্রমের বৃত্তির মর্যাদা প্রদর্শন করেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

মুদ্রণ-প্রমাদ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ২৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০০ পৃষ্ঠায় “উপনিষৎ-সার” শীর্ষক প্রবন্ধের ১৪ লাইনে ‘পায়া’-এর স্থানে ‘পাওয়া’, ২৪ লাইনে ‘অক্ষিস্থাহনায়ক’-এর স্থানে ‘অক্ষিস্থাহনায়ক’, ২৬ লাইনে ‘অঙ্গুষ্ঠপ্রমিত’-এর স্থানে ‘অঙ্গুষ্ঠপ্রমিত’, ২৯ লাইনে ‘অজাশরীর’-এর স্থানে ‘অজা শরীর’ হইবে। পাঠকবর্গ দয়া করিয়া ভ্রম-সংশোধন-পূর্বক পাঠ করিবেন।

—প্রকাশক

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাদেবো জয়তঃ

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

তেঘরিপাড়া

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

সাদর সন্তোষপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আগামী ৫ই আষাঢ়, ১৩৮১ (ইং ২০শে জুন, ১৯৭৪) বৃহস্পতিবার হইতে ১৪ই আষাঢ়, ১৩৮১ (ইং ২৯ জুন, ১৯৭৪) শনিবার পর্য্যন্ত দশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, নগরসঙ্কীৰ্তন, ইষ্ট-গোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যানুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন । এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে । পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল । ইতি— ১৮ই বৈশাখ, ১৩৮১ ; ইং ২।৫।৭৪

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবন্দ,

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য : —কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য ।

—ঃ সেবা-পঞ্জী :—


- ১। ৫ই আষাঢ়, ২০শে জুন বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন-মুখে গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন, পরে গঙ্গাস্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন এবং অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোস্তাব উপলক্ষ্যে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃত।
- ২। ৬ই আষাঢ়, ২১শে জুন, শুক্রবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তনমুখে শোভাযাত্রাসহ রথাক্রম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন। পরে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে অপরাহ্ন ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।
- ৩। ৭ই আষাঢ়, ২২শে জুন, শনিবার হইতে ৯ই আষাঢ়, ২৪শে জুন, সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রতাহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭।টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃত।
- ৪। ১০ই আষাঢ়, ২৫শে জুন, মঙ্গলবার হেরাপঞ্চমী দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয় উৎসব। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন। অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭।টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।
- ৫। ১১ই আষাঢ়, ২৬শে জুন, বুধবার হইতে ১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন, শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রতাহ ৫টা হইতে ৭।টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও শ্রীগঙ্গাহাপ্তভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃত।
- ৬। ১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন, শনিবার — অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণযাত্রা পরে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সঙ্কীৰ্ত্তন।

বিঃ দ্রঃ — দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্তনযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়ত:

ধর্ম: যদুজিৎ: পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাস্থ য:

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরদ্বোধজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা ধর্মাত্মা সুপ্রসীদতি ॥

নোংপাসয়েদুযদি রতিং ভ্রমএব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অদ্বোধজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যন্ত ॥

অত্র ধর্ম সূত্রেপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় বক্তি নৈলে গন্ত যেই জন ॥

২৬শ বর্ষ { কীরোদশায়ী, ১১ বামন, ৪৮৮ গোবিন্দ
শনিবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ ; ইং ১৫।৬।১৯৭৪ } ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদঃ

অণামপ্রণামাণ্যঃ স্তবঃ

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামিপাদ-বিরচিতঃ]

॥ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥

কন্দর্পকোটিরম্যায় ক্ষুরদিন্দীবরভ্রিষে ।

জগন্মোহনলীলায় নমো গোপেন্দ্রসূনবে ॥ ১ ॥

যিনি কোটিকন্দর্পের ন্যায় রমণীয়, বিকসিত নীলপদ্মের ন্যায় যাঁহার
অঙ্গকান্তি, যিনি চমৎকার লীলাপ্রকাশে ত্রিজগৎ মুগ্ধ করিতেছেন, সেই
গোপেন্দ্রনন্দন, শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ১ ॥

কৃষ্ণলা-কৃতহারায় কৃষ্ণলাবণ্যশালিনে ।

কৃষ্ণকূলকরীন্দ্রায় কৃষ্ণায় করবৈ নমঃ ॥ ২ ॥

যিনি গুঞ্জাহারভূষণে ভূষিত, ইন্দ্র-নীলমণির ন্যায় যাঁহার লাবণ্য এবং যিনি
কালিন্দীকূলের করীন্দ্রস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

সর্বানন্দকদম্বায় কদম্বকুসুমশ্রজে ।

নমঃ প্রেমাবলম্বায় প্রলম্বারি-কনৌয়সে ॥ ৩ ॥

যিনি অখিল আনন্দের কারণস্বরূপ, কদম্বকুসুমমালায় যাঁহার বক্ষঃস্থল সুশোভিত, যিনি ভক্তগণের প্রেমদ্বারা বশীভূত হন, সেই রামানুজ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

কুণ্ডলক্ষুরদংসায় বংশাংগমুখশ্রিয়ে ।

রাধামানসহংসায় ব্রজোত্তংসায় তে নমঃ ॥ ৪ ॥

দোঁড়লামান কর্ণকুণ্ডলদ্বারা যাঁহার স্কন্ধদেশ সুশোভিত, বংশীবাদনহেতু ঈষৎ বক্রীকৃত মুখমণ্ডলদ্বারা যিনি সুশোভিত, যিনি শ্রীরাধিকার চিত্তরূপ মানসসরোবরের হংসস্বরূপ, ব্রজবাসিন্জনগণের শিরোভূষণস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

নমঃ শিখণ্ডচূড়ায় দণ্ডমণ্ডিতপাণয়ে ।

কুণ্ডলীকৃতপুষ্পায় পুণ্ডরীকেক্ষণায় তে ॥ ৫ ॥

ময়ূরপুচ্ছে যাঁহার চূড়া সুশোভিত, যিনি গোরক্ষণের নিমিত্ত রত্নখচিত্ত দণ্ড ধারণ করিতেছেন, পুষ্পনির্মিত কর্ণকুণ্ডলে যাঁহার কর্ণযুগল ভূষিত, সেই পুণ্ডরীকনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

রাধিকাপ্রেমমাধবীকমাধুরীমুদিতাস্তরং ।

কন্দর্পবৃন্দসৌন্দর্য্যং গোবিন্দমভিবাদয়ে ॥ ৬ ॥

শ্রীরাধিকার প্রেমরূপ মধুর রস পান করিয়া যাঁহার অন্তঃকরণ সর্বদা হর্ষযুক্ত ও কন্দর্পকোটের ন্যায় যাঁহার সৌন্দর্য্য, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি অভিবাদন করি ॥ ৬ ॥

শৃঙ্গাররসশৃঙ্গারং কর্ণিকারাত্তকর্ণিকং ।

বন্দে শ্রিয়া নবাত্তাণাং বিভ্রাণং বিভ্রমং হরিং ॥ ৭ ॥

যিনি শৃঙ্গাররসের ভূষণস্বরূপ, যিনি কর্ণিকার কুসুমদ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন, যিনি শরীরকান্তিদ্বারা নবীনমেঘের ভ্রান্তি ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিলে নবীনমেঘের উদয় হইয়াছে বলিয়া ভ্রান্তি হয়, সেই শ্রীহরিকে আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

সাধ্বীব্রতমণিত্রাত পশ্যতোহর-বেণবে ।

কঙ্কালকৃতচূড়ায় শঙ্খচূড়ভির্দে নমঃ ॥ ৮ ॥

যাঁহার বংশী, সাধ্বী ব্রজরমণীগণের ধর্মনিষ্ঠরূপ-রত্ননিচয়ের অপহারিকা, পদ্মপুষ্পদ্বারা যাঁহার চূড়া সুশোভিত এবং যিনি শঙ্খচূড়-নামক কংসভৃত্যের নিহন্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

রাধিকাদধরবন্ধুক-মকরন্দমধুভ্রতং ।

দৈতাসিন্ধুরপারীন্দ্রং বন্দে গোপেন্দ্রনন্দনং ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধিকার অধররূপ বন্ধুক পুষ্পের মকরন্দপানে যিনি ভ্রমরস্বরূপ এবং যিনি দানবরূপ মাতঙ্গগণের সিংহস্বরূপ, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

বর্হেন্দ্রায়ুধরম্যায় জগজ্জীবনদায়িনে ।

রাধাবিত্যদ্বৃত্তাজ্জায় কৃষ্ণান্তোদায় তে নমঃ ॥ ১০ ॥

যিনি ময়ূরপুচ্ছরূপ ইন্দ্রধনুদ্বারা রমণীয়, যিনি জগতের জীবনদাতা এবং শ্রীরাধিকারূপ বিদ্যানালায় যাঁহার অঙ্গ সুশোভিত, সেই শ্রীকৃষ্ণরূপ নবীন-মেঘকে নমস্কার ॥ ১০ ॥

প্রেমানুবল্লবীবৃন্দলোচনেন্দীবরেন্দবে ।

কাশ্মীরতিলকাটায় নমঃ পীতাম্বরায় তে ॥ ১১ ॥

যিনি প্রেমাক্ত ব্রজবনিতাগণের নয়নরূপ ইন্দীবরের চন্দ্রস্বরূপ এবং যিনি কুঙ্কমরচিত তিলকে সুশোভিত, সেই পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

গীর্বাণেশমদোদাম-দাবনির্বাণনীরদং ।

কন্দুকীকৃতশৈলেন্দ্রং বন্দে গোকুলবান্ধবং ॥ ১২ ॥

যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রগাঢ় গর্ভরূপ দাবানলনির্বাণে নবীন মেঘস্বরূপ এবং যিনি শৈলরাজ গোবর্দ্ধনকে ক্রীড়া-বন্দূকের ন্যায় উত্তোলিত করিয়া-ছিলেন, সেই গোকুলবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

দৈত্যাণ্যবে নিমগ্নোহস্মি মন্ত্ৰগ্রাবভরাদিতঃ ।

তুষ্টে কারুণ্যপারীণ ময়ি কৃষ্ণ কৃপাং কুরু ॥ ১৩ ॥

হে কারুণ্যবারিধে ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! আমি অপরাধরূপ পাষণ-ভারগ্রস্ত হইয়া তুঃখাণ্যবে নিমগ্ন হইয়াছি, অতএব অনুগ্রহপূর্বক এই মন্দ ব্যক্তিকে উদ্ধার করুন ॥ ১৩ ॥

আধারোহপাপরাধানামবিবেকহতোহপ্যহং ।

ত্বৎকারুণ্যপ্রতীক্ষোহস্মি প্রসাদ ময়ি মাধব ॥ ১৪ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রণামপ্রণয়াখ্যাস্তবঃ ॥ * ॥

হে মাধব ! আমি শত শত অপরাধের আধার ও অজ্ঞান-প্রভাবে হতচিত্ত হইয়া এক্ষণে আপনার কারুণ্য-প্রতীক্ষা করিতেছি, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৪ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রণামপ্রণয়াখ্যাস্তব সমাপ্ত ॥ * ॥

পত্রাবলী *

শ্রী শ্রী গুরু-গৌরানন্দো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

ইং : ৩/১/১৯৬৫

শ্রী বৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্দিতিপূর্ব্বিকরম্

* * মহারাজ ! কয়েকদিন পূর্ব্বের আপনার সভা-সমিতিতে যোগদানের জন্য একখানা পত্র পাইয়াছিলাম। পত্রের উত্তর দিব দিব করিয়া শেষে একেবারেই বিস্মরণ হইয়া গিয়াছে। তথাপি আমার বিশেষ স্মরণ আছে যে, আপনার ওধানকার পূর্ব্ব অধিবেশনে আপনার মুদ্রিত বক্তাগণের তালিকায় আমার নামও মুদ্রিত করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে আপত্তি করিয়া নিবেদন করিয়াছিলাম যে, আমার নাম আপনাদের তালিকার মধ্যে মুদ্রিত করিবেন না। বরং আমার স্থলে মথুরায় “শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের” ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ * * * মহারাজের নাম মুদ্রিত করিলে ভাল হয়। কিন্তু আপনারা তাহা না করিয়া আপনাদের অভিরুচি-অনুসারে অথবা আমার নামটি তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। আশা করি, ভবিষ্যতে

* পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত।

—সম্পাদক

এইরূপ যেখানে সেখানে আমার নাম মুদ্রিত করিবেন না। আমার নিজস্ব স্বতন্ত্রতা ও ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়াই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করিয়াছি। ইহাতে লোক-প্রিয়তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেই নাই।

আর একটি কথা আপনার নিকট নিবেদন করি—শ্রীল প্রভুপাদ যতদিন প্রকট হিলেন ততদিন “ওঁ বিষ্ণুপাদ”—এই বাক্যটি তাঁহার নামের পূর্বে ব্যবহৃত হইত। তিনি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সমস্ত কথাই বজায় রাখিয়াই ঐরূপ ব্যবহার করিতেন। অধুনা * মহারাজ * উচ্ছিন্ন ভোজন করিয়া বিকল্প পদ্ধতি চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। আপনার সম্প্রদায়ে উহাদের অনুকরণ না হইলেই আনন্দের বিষয় হয়। আশা করি, আপনি আমার এই পত্র পড়িয়া দুঃখিত হইবেন না।

আমার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার * * -এর বিধিাবস্থা অনুসারে দিনযাপন করিতে হইতেছে। তাহাতে স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়া বিশেষ অসুবিধাবিপায় কোথায়ও কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতেছি না। তজন্য ক্ষমা করিবেন। আপনার উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হউক। ইতি—

প্রণত দাস—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

প্রপঞ্চে জীবের অবস্থিতি ও

বহিরঙ্গ শক্তির ক্রিয়া

দাহিকা শক্তির সহিত যেমন অগ্নির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, জীবের সহিত ভগবানের সেরূপ সম্বন্ধ। ভেদ-বুদ্ধি করার প্রয়োজন হয় না—অথচ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায়।

জীব ভোগী বা ত্যাগী হ'য়ে উঠেছে। এটা ব্যারাম—জীব তখন রোগী। তা'র মুখটাকে কক্ষের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার নাম চিকিৎসা। ইন্দ্রিয়ের শক্তি unassorted (প্রতিহত বা বাধাপ্রাপ্ত) হ'য়ে অন্ধকারের দিকে ফিরেছে। আলোর দিকে ফিরিয়ে দিলে completely dove-tailed (সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত) হ'য়ে unityর (ঐক্যের) বাধা দিবে না।

আমিত্ব-জ্ঞান তদীয়ের অতিরিক্ত নয়। তদতিরিক্ত হ'লে মনে হ'বে—
ঈশ্বরই ত' আমি! হিরণ্যকশিপুৰ ন্যায় কনক-কামিনী ভোগের স্পৃহা
প্রশমিত হয় না। দেহ, ঘর, দেশ—আমার সঙ্গে incorporate (অংশভূত
বা অনুসৃত) ক'রে নেবার ক্ষমতা এসে পড়েছে। এ মতলবগুলো পরিত্যাগ
করা কর্তব্য। ইহাদের ingress (প্রবেশ) ও egress (বহির্গমন)
সম্বন্ধেও অনেক বিচার আছে।

পরিবর্তনীয় অবস্থাই কি আমি? Bliss (পরমসুখ) বিকল্পভাবে আমাকে
আচ্ছন্ন ক'রবে না, একপনয়। আমি অন্তরঙ্গা শক্তির পরিণামের Factor
(উৎপাদক বা কারণ) নই। এখন বহিরঙ্গা শক্তিপরিণতির Factor ব'লে
অভিমানগ্রস্ত হ'য়েছি। আমি অভেদ-প্রকাশ, না ভেদ প্রকাশ-দ্রোতক?
অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবিচ্ছিন্নতা আছে—যা' আমাদের নাই। আমরা তটস্থ
শক্তি-পরিণতির Factor (উৎপাদক বা কারণ)। External (বাহ্য)
কিংবা astral bodyকে (সূক্ষ্ম শরীরকে) জীব ব'লে ভুল ক'রতে হ'বে না।
সে রূপ বিচার ক'রলে হয় 'ভোগী' না হয় 'ভোগী' ত'য়ে যেতে হ'বে।
এ দু'য়ের জ্ঞান বিভিন্ন। তা'দের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে “আমি কে” বুঝতে
পারব না। আমার স্বরূপ তটস্থ। এখনকার প্রতীতি হ'তে মুক্ত হওয়া
দরকার। তা'হ'লে উৎক্রান্ত দশার আর এখানে আসতে হ'বে না—পর্যগতি
লাভ ক'রব। তখন কৃষ্ণকে কিরূপ সেবা ক'রতে হয়, জানতে পারব।

সেবা—পাঁচ রকমের। গৌরসুন্দর যে সেবার কথা ব'লেছেন, সে-সেবা
সর্বোত্তম। যে ঔষধ-দ্বারা বর্তমান বাধি আরোগ্য হ'য়ে সেবা-বৃত্তির
উদয় হয়, গৌরবিহিত কীর্তনের মধ্যে সে ঔষধটা আছে। এই ঔষধ গ্রহণ
করা সকলের কর্তব্য। তা'হ'লেই শান্ত হ'তে পারব—মনের শান্তি—স্থূল
ও সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়ার শান্তি হ'বে।

সেবা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ প্রকার রসে হয়।
সেবা ভুলে এখানে আমরা প্রভু হ'য়ে গেছি। কৃষ্ণ (!) হ'বার ইচ্ছা হয়েছিল,
এই জগৎ তা'র সুযোগ দিয়েছে। এই জগৎ সেইজন্য সাজানো রয়েছে।
ইহা স্বরূপের ধর্ম নয়। “খোলসের সাজানো আমি”কে দেখে আমি মনে
করি—“আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ” ইত্যাদি। এ অবস্থা নিত্য নয়। আমরা
এইরূপে অশান্তির জগতে আছি। সেবাময় অবস্থাই—শান্তি। যখনই
আমি একথা হৃদয়ের সহিত জানতে পারব, তখনই আমার বহুরূপিনী সাজানো
অবস্থায় আমিত্বের আরোপ ক'রব না।

শান্ত, দাস্য, সখা, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের সেবাময় আমিত্বের কথা শ্রবণের সৌভাগ্য যদি আমাদের কখনও হয়, তা' হ'লে কালের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে অনুগ্রহণ ক'রে হিংসিত হ'বার অবস্থা হ'তে শান্তি প্রাপ্ত হ'ব। মনোধর্ম্মী হ'লে তা হ'বে না। অন্ধকারে ভ্রমণ মাত্র হ'বে। আলোকে পা বাড়ান হ'বে না।

মনকে অনুসৃত (incorporate) ক'রে রেখেছে যে জিনিষটা, সেটা 'জীব' নয়। সাময়িক ঔপাধিক আবরণ-রয় যা'র, তা'র কথা অর্থাৎ আত্মার কথা আলোচনা করা আবশ্যিক। স্বরূপ, স্বগুণ, স্বক্রিয়া আলোচনা করলে জানব,—আমরা বৈষ্ণব। শ্রীগুরুদেব আমাদেরকে দিবাজ্ঞান বা দীক্ষাপ্রদান ক'রে 'স্বরূপের' কথা জানিয়ে দেন, 'স্বনাম' প্রকাশ ক'রে দেন, স্বগুণ ও স্বক্রিয়া শ্রীগুরুসেবা-ফলেই প্রকাশিত হয়।

অন্য দেবতা বিষ্ণুর আবৃত দর্শন। ব্রাহ্মণের নিতা আচমনের বা অর্চনের মন্ত্র—“ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীং চক্ষু-
রাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যং পরমং
পদম।” (১) নিতা ভজনের মন্ত্র—“ও আহস্য জানন্তো নাম চিৎস্বরূপ-
মহন্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ও তৎ সৎ।” (২)

আমাদের নিতা আরাধা বস্তু—সকলের রক্ষক ও পালক—গোপ। শান্ত-সেবক—গো, বেত্র, বিষণ, বেণু, কালিন্দী, কালিন্দী-তট, কদম্ব ইত্যাদি; দাস্য-সেবক—রক্তক, পত্রক, চিত্রক ইত্যাদিকে আকর্ষণ করেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ অচেতনকে repel (নিরৃত্ত) করেন। যে জীব foreign (বিজাতীয়) জিনিষ incorporate (অনুসৃত) করতে বাস্তব আছেন,

(১) আকাশে অবাধে সূর্যালোক লাভে চক্ষুঃ যেমন সর্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, জানিগণ হেমন পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রমন্ প্রমাদাদি দোষবর্জিত ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে পরমপদ, তাহা সর্বত্র প্রকাশ (প্রচার) করেন।

(২) হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশ-রূপ সূতরাং এই নামের সম্যক উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) দ্বন্দ্বাত্মক অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তবেই আমরা ভবিষ্যৎক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই শ্রব-ব্যঞ্জিত পদার্থ “সৎ” অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ; অতএব ভয় ও ঘেহাদি-স্থলেও শ্রীমূর্ত্তির ক্ষুণ্ণি হয় বলিয়া তাদৃশ অবস্থার নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তিলভ হইবে; কারণ “সাক্ষ্যতা” ইত্যাদি স্থলে নামোচ্চারণের (নামাভ্যাসের) মুক্তিদাত্ত্ব প্রত্যক্ষ হওয়া যায়।

তাকে কৃষ্ণ আকর্ষণ করেন না। তাঁর আকর্ষণ দর্শন হয়। যখন আকর্ষণ করেন, তখন দিব্যজ্ঞান হয়। জানতে পারি, এখন সাজাপাজিতে দিন কাটাচ্ছি, নিজের প্রয়োজনীয় কথা বিচার করছি না। জন্মজন্মান্তর এই রকম করছি।

কামাদীনাং কতি ন কতিবা পালিতা ভূমিদেহা

জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ভ্রূপা নোপশান্তিঃ।

উৎসৃজ্যেতানথ যত্নপতে সু স্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-

স্ত্রামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুক্ত্যাদ্যদাস্যে ॥ (ক)

নশ্বর relativityর (আপেক্ষিকতার) মধ্যে দিন যাপন করলাম। আমার কৃত কাম-প্রভু, ক্রোধ-প্রভু, লোভ-প্রভু, মদ-প্রভু, মোহ-প্রভু, মাৎস্যর্যা প্রভুর সন্তোষের জন্য কতই তাগুব নৃত্য না করেছি। রিপুকে 'প্রভু' মনে করেছিলাম। মৎসরতা ধর্ম ত' আমার হাড়মাসে মজ্জাগত হ'য়ে র'য়েছে। লোকে কেন ছ'বেলা খেতে পারে? সব সুখি আমার একার হ'বে। এখন বুঝতে পেরেছি, ওদের চাকুরী করে কোনো সুবিধা হ'বে না। কৃষ্ণের পাঁচরকম নিত্য চাকরদের কাছে শিক্ষানবিশী যদি করতে পারি, তা হ'লে এ জন্মে কিংবা পরজন্মে সুবিধা হ'বে। নিজেকে মন বিবেচনা করায় জন্ম জন্মান্তর ধরে ঘুরলাম। ওসব করবার আর সময় নাই। সমস্ত গুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত হ'ব। এখন আমার বুদ্ধি ঠিক হয়েছে—ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করতে করতে আমাকে তোমার একটা চাকরীতে নিযুক্ত কর।

মধাবর্তী অবস্থায় সাধনভক্তি উপস্থিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি সবই উপাদেয়ভাবে কৃষ্ণে আছে। কৃষ্ণের সেবায় সব বৃত্তিগুলি dove-tailed হ'য়ে যাবে।

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে,

ক্রোধ ভক্তদ্বৈষজনে,

লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।

মোহ ইষ্টলাভ বিনে,

মদ কৃষ্ণগুণ-গানে,

নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥

(ক) হে ভগবন, আমি কামাদি-রিপুগণের কতপ্রকার ছেঁ আদেশ পালন করিয়াছি তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না; লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হইল না; হে যত্নপতে, সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক তোমার অভয়-চরণে শরণাগত হইয়াছি, তুমি এখন আমাকে আশ্রয়দাস্যে নিযুক্ত কর।

দিক্‌টা—লক্ষাটা পরিবর্তন করা দরকার। গৃহস্থ থেকে সত্য কথায় একটুকু মন দিলে ওসব ইতর কার্যো আর প্রযুক্তি হবে না। তখন হরিসেবা শাস্ত্রীত আর কিছু করব না। আর কোন জিনিষ দিয়ে ঢেকে রেখে তাঁর মুখোস দেখতে যা'ব না। তাঁর নিজের রূপ দেখব—শ্যামসুন্দর-রূপ দর্শন ক'রব। সে বিচারে পৌছান কার্যটি চৈতন্যদেবের অতুলনীয় দয়ার দ্বারাই এত সুলভ হ'য়েছে। সুতরাং মানুষ যদি তা' না শুনে, তা' হ'লে তা'কে জন্ম-জন্মান্তর ক্লেশভোগ ক'রতে হ'বে। শ্রীচৈতন্যদেবের একজন দাস ব'লেছেন,—

“দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োনিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ সকলমেষ বিহার্য দুরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥

আপনাদের সকলের হৃদি পায়ে ধ'রে বলছি। আপনাদিগকে অসাধু বিবেচনা ক'রছি না। আপনারা সাধু; সুতরাং আমাকে ভিক্ষা দিবেন। আপনারা বহির্জগতের বড় লোক। একথা ভুলে' যা'ন। সব ছেড়ে' দিয়ে আপনাদের আসক্তি—সহযোগ চৈতন্যচন্দ্রের চরণে হোক—একটুকু হোক। একটুকু হ'লেই আপনারা সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারবেন যে, চৈতন্যদেবের কথার মধ্যে কোন অসুবিধার কথা নাই। সে কথা যা'র কাণে সত্যি সত্যি যা'বে, তিনিই কীৰ্ত্তন আরম্ভ ক'রে দেবেন। আমার ভাইসকল, এমনভাবে অমঙ্গলের পথে কেন যাচ্ছেন? অন্য কথায় কি প্রয়োজন? সব সময়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা কর্তব্য। সর্বতোভাবে মুকুন্দের সেবা করা কর্তব্য। সর্ব ইন্দ্রিয়ের রত্নিদ্বারা সেবা করা কর্তব্য। পরম-মুক্ত মহাপুরুষগণের কৃষ্ণ-কথা বলা ছাড়া অন্য কৃত্য নাই।

“যেন কেনাপূপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিয়োজয়েৎ।” (১)

আঁকর বস্তুকে ছেড়ে দিয়ে মাঝখানে যে-সব দর্শন হ'চ্ছে, সেগুলোকে ছেড়ে দেওয়া আবশ্যিক। কেউ মনে ক'রবেন না যে, এত বড় কথায় আমার অধিকার নাই। এ সব দৃষ্ট বস্তু থাকবে না। যা' থাকবে, তা'র জন্য একটুকু চেষ্টা করা উচিত।

বর্তমানে আত্মা মনকে সব ভার দিয়ে রেখে ঘুমুচ্ছেন। একটুকু ঘুমভাঙ্গা দরকার। তিনি মনকে ভার দিয়ে ভাবছেন (?) বড় শান্তিতে আছেন! কিন্তু মন তা'র মস্ত অশান্তি করিয়ে দেবে। মনকে অধীন রাখা দরকার। আমরা যেক্রপ অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁকে ভুলে' থাকলেই সব অমঙ্গল।

(১) যে কোন উপায়ে হউক, মনকে কৃষ্ণ-সেবার নিয়োজিত করিতে হইবে।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ।
অন্তর্বহির্ষদি হরিস্তপসা ততঃ কিং নান্তর্বহির্ষদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥ *

তপস্বী, কর্মকাণ্ডীদিগের যে ব্যাপার উপস্থিত হ'য়েছে, তদ্বারা কি লাভ হ'চ্ছে ? যদি হরিকেই ছেড়ে দেওয়া যায়, তা' হ'লে ঘোর অন্ধকার প্রবেশ ক'রে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয় । এত কষ্ট তা ক'রে কি হবে ? বুনো মহিষ চরিয়ে লাভ কি ? এত কষ্টের ফলে হয় ত' একদিন 'নোটিশ পাওয়া যাবে—তোমার যা' কিছু আছে, এক মুহূর্তেই সব ছেড়ে যেতে হবে । সে-সমস্তই পরের আয়ত্ত । আমরা অতান্ত অধীন । সে অবস্থায় কতই সঙ্কল্প করছি । কিন্তু সেগুলো ঘুরে' ফিরে' সেই এক কথাতেই দাঁড়াচ্ছে । তা'তে কিছু সুবিধা হ'বার যো যেই । মনুষ্য-জন্ম পেয়েছি—বোকামী করবার জন্য নয়—সয়তানী করবার জন্যও নয় । মনুষ্য-জন্মের normal condition (স্বাভাবিক অবস্থা)—ভগবানের সেবা করা ।

‘কৃষ্ণ, তোমার হৃৎ’ যদি বলে একবার ।

মায়াবদ্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥

কৃষ্ণ অচেতন পদার্থ ন'ন—Chaotic agent (অব্যক্ত পদার্থ) ন'ন ; তাঁ'র personality (ব্যক্তিত্ব) নাই, একরূপ ন'ন । তিনি Personal (ব্যক্তিত্বসম্পন্ন), তিনি Absolute (বাস্তববস্তু), তিনি Harmony (ঐক্য) । জীব সেই বস্তুর part and parcel (অপরিহার্য অংশ) জীবসমষ্টির প্রভু-সূত্রে তাঁ'র অধিষ্ঠানের কোন ব্যাঘাত হয় না । এই কাঠামে বিশ পঞ্চাশ বছরের স্মৃতি বেশ চ'লে আসছে—জন্মান্তরের সংস্কার রুচিরূপে চ'লে আসছে—জাতিস্মার নই ব'লে বুঝতে পারি না । সংস্কার দ্বারা অবস্থা-ভেদ হচ্ছে—ইহাই শাক্যসিংহের কর্মভূমিকা । এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির বিচারে আবদ্ধ থাকলে আমাদের মঙ্গল হবে না—কৃষ্ণপাদশব্দ আশ্রয় করলেই সকল সুবিধা হবে ।

— জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

* যদি (তপস্তা ব্যতিরেকে) হরি আরাধিত হন, তাহা হইলে তপস্তার প্রয়োজন কি ? যদি তপস্তাদ্বারা হরি আরাধিত না হন তাহা হইলে সেই তপস্তার প্রয়োজন কি ? যদি (তপস্তা ব্যতিরেকে) অন্তরে ও বাহিরে হরি স্মৃতি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তপস্তার প্রয়োজন কি ? তপস্তাদ্বারা যদি অন্তরে ও বাহিরে হরি স্মৃতি প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে সেই তপস্তার প্রয়োজন কি ?

অশ্রোতর

(সমাধি)

১। জ্ঞানী ও সাত্ত্বগণের সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধিতে পার্থক্য কি ?

“সমাধি দুই প্রকার—সবিকল্প ও নির্বিকল্প। জ্ঞানিগণের সম্প্রদায়ে সমাধির যে কিছু ব্যাখ্যা হইয়া থাকুক, সাত্ত্বগণ অত্যন্ত সহজ-সমাধিকে ‘নির্বিকল্প’ ও কুট সমাধিকে ‘সবিকল্প-সমাধি’ বলিয়া থাকেন। আত্মা—চিহ্নস্ত; অতএব স্বপ্রকাশতা, পরপ্রকাশতা, উভয় ধর্মই তাহাতে সহজ স্বপ্রকাশ-স্বভাবদ্বারা আত্মা আপনাকে আপনি দেখিতে পায়। পর-প্রকাশধর্মদ্বারা অশ্রোতর সকল বস্তুকে জ্ঞাত হইতে পারে। যখন এই ধর্ম আত্মার স্বধর্ম হইল, তখন নিতান্ত সহজ সমাধি যে নির্বিকল্প, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? আত্মার বিষয়-বোধ-কার্যো যন্ত্রাস্তরের আশ্রয় লইতে হয় না, এজন্য ইহাতে শিকল্প নাই।” — কৃঃ সং ৯২

২। সহজ সমাধির বিভিন্ন উপলক্ষের স্তর কি কি ?

“আত্মা যখন সহজ-সমাধি অবলম্বন করেন, তখন প্রথমে আত্মবোধ, দ্বিতীয়ে আত্মার ক্ষুদ্রতা বোধ, তৃতীয়ে আশ্রয় বোধ, চতুর্থে আশ্রিত ও আশ্রয়ের সম্বন্ধ-বোধ, পঞ্চমে আশ্রয়ের গুণকর্ম্মাত্মক স্বরূপগত সৌন্দর্য্য-বোধ, ষষ্ঠে আশ্রিতগণের পরস্পর সম্বন্ধ বোধ, সপ্তমে আশ্রিতগণ ও আশ্রয়ের সংস্থানরূপ পীঠ-বোধ, অষ্টমে তদগত অবিকৃত-কাল বোধ, নবমে আশ্রিত-গণের ভাগবত নানাত্ব-বোধ, দশমে আশ্রিত ও আশ্রয়ের নিতা-লীলা-বোধ একাদশে আশ্রয়ের শক্তি-বোধ, দ্বাদশে আশ্রয়-শক্তিদ্বারা আশ্রিতগণের উন্নতি ও অবনতি-বোধ, ত্রয়োদশে অবনত আশ্রিতগণের স্বরূপ-ভ্রম বোধ, চতুর্দশে তাহাদের পুনরুন্নতিকারণ-রূপ আশ্রয়ানুশীলন-বোধ, পঞ্চদশে অবনত আশ্রিত-জনের আশ্রয়ানুশীলন দ্বারা স্ব-স্বরূপ পুনঃ-প্রাপ্তি-বোধ ইত্যাদি অনেক অচিন্ত্যতত্ত্বের বোধোদয় হয়।” — কৃঃ সং ৯৫

৩। আচার্য্যগণের হৃদয়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত-তত্ত্ব স্ফূর্তি কিরূপে সাধিত হয় ?

“সমুদ্রশোষণং রেণোগথা ন ঘটতে কচিৎ।

তথা মে তত্ত্বনির্দেশো মূঢ়স্য ক্ষুদ্রচেতসঃ॥

কিন্তু মে হৃদয়ে কোহপি পুরুষঃ শ্যামসুন্দরঃ।

ক্ষুরনু সমাদিশৎ কার্য্যমেতত্ত্বনিক্রপণম্॥”

— কৃঃ সং ১২-৩

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৩৭)

পূর্বপ্রবন্ধে প্রকাশিত বাক্যের তাৎপর্য—শ্রী বলিয়া বাহার প্রসিদ্ধি আছে, সেই শ্রী শ্রী ব্রজেন্দ্র-নন্দনের গীচরণস্পর্শের কামনাই শুনা যায়, কিন্তু তাহা পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। “বদ্বাংগুয়া লীললনাচরত্বপো” নাগপত্নীবাক্য এবং “যা বৈ শ্রিয়র্জিতং” — কীউদ্ধববাক্যে অপ্রাপ্তির কথাই স্তোত হয়। শ্রীকৃষ্ণিনী নাম্নী প্রসিদ্ধা মহিমীরও তাহাতে সঙ্গতি হয় না। কারণ, তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহারের দেশ-কাল অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে প্রকটলীলা করিতেছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণিনীর সঙ্গপ্রাপ্তি অসম্ভব। বৃন্দাবনীয় লীলায় পরবর্তী সময়ে কৃষ্ণিনীর সহিত প্রকটবিহার হইয়াছিল। সুতরাং “কৃষ্ণিনী দ্বারবতাস্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে” এই মৎস্য-পুরাণের বচন প্রমাণে “শাস্ত্রদৃষ্টাং ত্বপদেশো বামদেববৎ” এই বেদান্তসূত্রের রীতিতে ইন্দ্রের সহিত পরমেশ্বরের অভেদ-উক্তির মত অহংগ্রহোপাদান্য শাস্ত্রদৃষ্টিতে মৎস্যপুরাণীয় বাক্যে শ্রীকৃষ্ণিনীর সহিত পঠিতা শ্রীরাধা দুর্গাকর্তৃক পঠিতা নিজাভেদে উপদিষ্ট হইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীরাধা সর্বভা-ভাবে পূর্ণা মহালক্ষ্মী। “দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা”—এই ব্রহ্ম-গৌতমীয় বাক্যপ্রমাণে এবং “রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা” শব্দ পরিশিষ্ট বচনানুসারে শ্রীরাধা সর্ববিলক্ষণরূপে প্রসিদ্ধা।

“শাস্ত্রদৃষ্টাং ত্বপদেশো বামদেববৎ”—এই বেদান্তসূত্রের তাৎপর্য—উপাসনার অবস্থা বিশেষে বামদেব নিজেকে ব্রহ্মাভিন্ন জ্ঞান করিয়াছিলেন। অহং-গ্রহ-উপাসনায় ব্রহ্মসত্ত্ব অভেদবুদ্ধি অর্থাৎ বামদেব স্বকীয় বৃত্তির হেতুভূত ব্রহ্মনির্দেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মসত্ত্ব তাঁহার অভেদ বুদ্ধি হইয়াছিল। ইহাকে ব্রহ্মায়ত্তরত্তিকতা বলে।

নিখিল ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে শ্রীরাধার উৎকর্ষ তিনটী শ্লোকে জানা যায় —

অনয়া রাধিতো নুনং ভগবান হরিবীশ্বরঃ ।

যশো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ (ভাঃ ১০:৩০:২৮)

শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে শ্রীরাধাসহ অন্তর্দান করিলে ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার পদচিহ্নসহ শ্রীরাধার পদচিহ্ন দেখিয়া বলিয়াছিলেন—এই রমণী নিশ্চয়ই ইন্দির ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছেন। যেহেতু গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নির্জনস্থানে আনিয়াছেন।

অপোণপত্ন্যপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-

স্তম্বন দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ ।

কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুম্বরঞ্জিতায়াঃ

কুন্দশ্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ (ভাঃ ১০।৩০।১১)

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো

রামাভ্যজস্বলসিকালিকুলৈর্মদাকৈঃ ।

অস্মীয়মান ইব বস্তুরবঃ প্রণামং

কিং বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ (ভাঃ ১০।৩০।১২)

শ্রীব্রজগোপীগণ হরিনীগণকে দেখিয়া বলিলেন, হে সখি হরিনি ! অচ্যুত-
সুন্দর বাহু-মুখাদি দ্বারা তোমাদের নয়নের আনন্দ বিস্তার করিয়া প্রিয়ার
সহিত কি এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন ? যেহেতু তাঁহার অঙ্গসঙ্গমকালে
প্রিয়ার কুচকুম্ব দ্বারা রঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্থিত কুন্দপুষ্পগ্রথিত মালার গন্ধ
পাওয়া যাইতেছে ।

অতঃপর ফলভরে অধনত বৃক্ষসকলকে দেখিয়া কৃষ্ণদর্শনে প্রণত মনে
করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে তরুগণ ! প্রিয়ার স্কন্ধদেশে বাহু সমর্পণ
এবং লীলাকমল ধারণ করিয়া তুলসীস্থিত মদমত্ত অলিগণের সহিত সরাগ-
দৃষ্টিপাতে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ এখানে তোমাদের প্রণাম অভিনন্দিত
করিয়াছিলেন ?

গোপীগণমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠতাহেতু শ্রীরাধার কুচকুম্বযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপদরজে
তাঁহাদের যেমন অভিলাষ, মহিষীগণেরও তদ্রূপ । ব্রজদেবীগণ যে কেবল
চরণরসঃই বাঞ্ছা করিয়াছেন, তাহা নহে চরণস্পর্শও কামনা করিয়াছেন ।

শ্রীরাধার পরম উৎকর্ষের কথা শ্রীকৃষ্ণ অজুর্নের নিকট বলিয়াছেন—

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা তত্র বৃন্দাবনং পুনঃ ।

তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ তত্র রাধাভিধা মম ॥

হে পার্থ ! ত্রৈলোক্যে মধ্যে পৃথিবী ধন্যা । তাহাতে আবার বৃন্দাবন
ধন্য । বৃন্দাবনে গোপীগণ ধন্যা । তন্মধ্যে আবার শ্রীরাধা ধন্যা ।

পদ্মপুরাণে কাণ্ডিকমাহাত্ম্যেও উক্ত হয়—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তম্ভাঃ কুণ্ডে প্রিয়ং তথা ।

সর্বগোপীষু সৈবৈক্য বিষ্ণোরভ্যন্তবল্লভা ॥

শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, তদীয় কুণ্ডেও তদ্রূপ প্রিয় । সর্বগোপীর
মধ্যে তিনিই শ্রীবিষ্ণুর অভ্যন্ত বল্লভা ।

অগ্নিপুৰাণ-বাক্যে—গোপীগণ উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, কেবল শ্রীরাধার প্রশ্ন করার সামর্থ্য ছিল না। কারণ তিনি তখন নবমী দশা (মোহ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিরহে দশপ্রকার দশা—চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, ক্রশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশ দশার মধ্যে মোহ নবম দশা। শ্রীউদ্ধব ব্রজগোপীগণের নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীরাধা ভিন্ন অন্য কাহারও মোহাবস্থা হয় নাই। এজন্য তাঁহার প্রশ্ন করিবার সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং অন্যান্য গোপীর শ্রীরাধা হইতে নূনদশা ছিল। এজন্য শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে।

রাগস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্বন্দ্ব করিলে ব্রজদেবীগণ বাকুলভাবে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে করিতে কতকদূর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নসহ এক রমণীর পদচিহ্ন দেখিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন ভাবান—শ্রীনারায়ণ, হরি সর্বদুঃখহরণকর্তা, ঈশ্বর—পরম স্বতন্ত্র যিনি, তাঁহাকে এই রমণী বশীভূত করিয়াছেন। শ্রীনারায়ণে বৈষম্য নাই। তিনি সকলের আশ্রয়, এজন্য পক্ষপাতদোষশূন্য। সর্বদুঃখহরণ করা তাঁহার স্বভাব বলিয়া তিনি একজনকে সুখী করিবার জন্য অপরকে দুঃখ দেন না। আর পরম স্বতন্ত্র বলিয়া কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। ঈদৃশ শ্রীকৃষ্ণ এই রমণীর নিকট নিজ স্বভাব হারাইয়াছেন। ইহার নিকট তাঁহার আর স্বতন্ত্রতা নাই। যেহেতু তিনি আমাদের কাছে দুঃখসাগরে ডুবাইয়া তাহাকে লইয়া নির্জনে বিহার করিতেছেন। তাঁহার পক্ষে স্বভাব বিপর্যয় না হইলেও ঐ রমণীর গুণে বশীভূত হইয়া তিনি একপ করিয়াছেন। তাঁহারা তাহাকে চিনিয়া বলিলেন—ইনিই রাধা। তাঁহার নামের সহিত কার্ধোর সমঞ্জস্য আছে। ব্রজসুন্দরীগণের সকলেই প্রেমবতী হইলেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্দ্বন্দ্ব করায় শ্রীরাধারই পরম উৎকর্ষ প্রতীত হইতেছে।

শ্রীভগবানের প্রীতি-মাধুরীর তারতম্যানুসারে পরিকরগণের যে প্রীতি-মাধুরীর তারতম্য ঘটে, তাহাতে শ্রীরাধার প্রীতিমাধুরী সর্বাপেক্ষা অধিক।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্তিস্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

একটি পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ

জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ।

তাং—২০।৪।৭৪ ইং

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবনতিপূর্বিকেষম্—

স্নেহের বৈষ্ণবদাস ! আমার স্নেহাশীষ গ্রহণ করিবে । অনেক দিন পূর্বে তোমার পত্র পাইয়াছিলাম । নানাপ্রকার সেবাকার্য্য এবং কিছু কিছু আলস্যবশতঃ পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল । শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকা পূর্বে পাঠান হইয়াছে, অতঃপর তোমার পত্রের উত্তর সংক্ষেপে দিতেছি । তুমি প্রশ্ন করিয়াছ—(১) আমার মত বোকা বৈষ্ণবগণকে সর্বদা অবজ্ঞা করিবার কারণ কি ?

উত্তর—যাহারা হরিভজন করে না, তাহারাই নির্বোধ এবং আত্মঘাতী । যাহারা হরিভজন করেন, তাহারাই সুমেধা এবং সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ সজ্জন । আত্মঘাতী বহির্মুখগণ বৈষ্ণবগণকে বিপরীত বুঝিয়া বোকা জ্ঞান করে বা বোকা মনে করিয়া অবজ্ঞা করে । শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ঐ প্রকার অবজ্ঞাকারী জনগণকে নির্বোধ জানিয়া তাহাদের অবজ্ঞা এবং গালাগালীকে নিজের কর্মফল বা ভগবৎ-কৃপা জ্ঞান করিয়া তাহা অমান বদনে সহ্য করিয়া হরিভজনে তৎপর থাকেন । উদাহরণস্বলে শ্রীশুকদেব গোস্বামী ও ত্রিদণ্ডিভিক্ষুকের উপাখ্যান অনুশীলন করিবে । কখনও কখনও দয়ালু বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে সংশোধন করিবার জন্য শাসন করেন । তাহাকে অবজ্ঞা মনে করিলেও অপরাধ হইবে । তাহাদের শাসনকে বিশুদ্ধ কৃপা জ্ঞান করা উচিত । আমি বৈষ্ণব—বৈষ্ণব এ অভিমান রাখেন না । দীন হীন থাকিয়া হরিভজনে তৎপর হওয়াই কর্তব্য ।

(২) প্রশ্ন—‘জীব যদি বৈষ্ণব হয়, তবে মায়া পিছনে আকর্ষণ করে কেন ?’

উত্তর—জীব স্বরূপতঃ বৈষ্ণব । তথাপি ভগবৎ প্রদত্ত স্বভাবতঃ অপব্যবহার করতঃ সে (জীব) বদ্ধাবস্থায় ভগবৎবহির্মুখ হইয়া বর্তমানে ‘আমি কৃষ্ণদাস’

ইহা ভুলিয়া পাঞ্চভৌতিক অনিত্য শরীরেতে আত্মবুদ্ধি এবং জড়বিষয়গুলিতে আমার বুদ্ধি করার দরুন অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য ঐ প্রকার জীব-গণকে পুনরায় শুদ্ধ করিয়া ভগবৎ-সেবার নিযুক্ত করিবার জন্য মায়া তাহা-দিগকে আকর্ষণ করিয়া ত্রিতাপ দিতে দক্ষ করিতেছে। মায়া আকর্ষণ না করিলে এবং কষ্ট না পাইলে মূঢ় জীবগণ কোন দিনই ভগবৎ উন্মুখ হইতে পারিত না। কৃষ্ণভক্তগণকে মায়া আকর্ষণ করেন না। তাহাদিগকে মায়া বন্ধন শিথিল করিয়া দেন, যাহাতে তাহারা ভগবানের দিকে যাইতে পারেন। ভগবৎ ভক্তগণকে যোগমায়াদেবী চিদল প্রদান করিয়া থাকেন।

(৩) প্রশ্ন—হরিনাম করিলে যদি ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ লাভ হয় তবে কেন ভিক্ষাশিক্ষার দরকার? আবার সদগুরু আশ্রয় করিলে যদি মুক্ত হওয়া যায়, তবে সেবা ও নামভজনের দরকার কি?

উত্তর—(ক) শুদ্ধভাবে হরিনাম করিলে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-কর্ষণ ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর—সর্বেশ্বরেশ্বর সর্বকারণকারণ কৃষ্ণ বা কৃষ্ণপ্রেমকে পাওয়া যায়। নামাভাসে পঞ্চবিধ মুক্তিও অনায়াসে না চাহিলেও পাওয়া যায় এবং নামাপরাধেই অনায়াসে জড়ীয় অর্থ-সম্পত্তি, পুত্র-পরিবারাদি পাওয়া যায়। শ্রীহরিনামের মুখ্যফল কৃষ্ণপ্রেম। ভুক্তি ও মুক্তি শুদ্ধ হরিনামের ফল নহে। ভগবৎ ভক্তগণ সাধনার অত্যন্ত নিয়ন্তরেও ভুক্তি ও মুক্তি চান না। এমনকি ভগবান ভক্তগণকে ভুক্তি-মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা কিছুতেই গ্রহণ করেন না। তাহারা দীন-হীন ভাবে থাকিয়া ভিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা জীবন নির্বাহ করিয়া গোণ ও অকিঞ্চিংকর ভুক্তিমুক্তিকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া মুখ্য ফলের জন্যই হরিনাম করেন। ভুক্তি-মুক্তি আশার লেশমাত্র গন্ধও হৃদয়ে থাকিলে ভগবান সহজে ভক্তি দেন না। তজ্জন্য তাহারা বিষয়াদি সম্পর্ক হইতে সর্বথা দূরে থাকেন। অর্থাৎ তাহারা বিষয়াদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন না। কারণ, বিষয় হইলেই বিষয়ে আসক্তি হইবে। কিন্তু হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য যে-ভিক্ষা তাহা সর্বদা নিঃশ্রুণ। সাধক বৈষ্ণবগণ ভিক্ষালব্ধ নিঃশ্রুণ বস্তুসমূহ হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে নিবেদন করিয়া তাহাদের উচ্ছিন্নত মাহাপ্রসাদ এমন মাত্রাতে গ্রহণ করেন যাহাতে তাহাদের জীবন-নির্বাহ মাত্র হয়। অবশিষ্ট সময় সর্বদা কৃষ্ণানু-শীলনে তৎপর থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে,—হরিনামে ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ পাওয়া গেলেও ভগবৎভক্তগণ চতুর্বর্গকে তুচ্ছ এবং হরিভজনের বিরোধী জ্ঞান

করিয়া নিগূণ ভিকারহিত্তির দ্বারাই হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা করেন ও মঙ্গলপ্রসাদ দ্বারা নিজেরও জীবিকানির্ব্বাহ করতঃ হরিভজন করেন। শ্রীহরিনামের নিকট অর্থ চাহিয়া ভগবদ্ ভজন করিলে হরিভজন হয় না।

আরও একটি বিশেষ কথা এই যে, ভক্তগণ জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ভগবানকে কোন প্রকারে উদ্ভিন্ন করিতে চান না। তাহা ছাড়া শুধু মুখে হরিনাম করিলে বাকি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি কি কাজে লাগিবে? ভক্তি মানেই অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্মাদি পরিহ্যাগ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ার দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনকেই বুঝায়। অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে।

(খ)—সদগুরু আশ্রয় করিলে মায়া হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। ভক্তগণ কেবল মুক্তি চান না। তাহারা কেবল কৃষ্ণপ্রেমই চান। কৃষ্ণপ্রেম বা ভগবদ্ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল মুক্তি। তাহা না চাইলেও অনায়াসে উপস্থিত হয়। সদগুরু আশ্রয়ের তাৎপর্য্য—সদগুরুর অনুগমন করা। গুরু যেক্রপ হরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবা করেন, যেভাবে থাকেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে অধিকার এবং নিজের যোগ্যতানুসারে অনুসরণ করিলেই আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। নচেৎ শ্রীগুরুর নিকট কাণে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার আদেশ-নির্দ্দেশানুসারে ভজন-সাধন না করিয়া কেবল কাঠ-পাথরের মত চূপচাপ বসিয়া থাকিলেই সদগুরুর আশ্রয় করা হয় না বা তদ্বারা কোনরূপ ফল হয় না। এইজন্য শ্রীল রূপগোছামিপাদ বলিয়াছেন,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাদ্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়তি।

সাধকানাময়ং প্রেমণঃ প্রাচুর্য্যাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

অর্থাৎ প্রথমে সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণের দ্বারা শ্রদ্ধা, তৎপরে ভজনরীতি শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ (গুরুপদাশ্রয়), তৎপরে ক্রমশঃ ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, তৎপরে আসক্তি, ভাব ও তৎপরে প্রেম উদ্ভিত হয়। অতএব গুরুপদাশ্রয়ের পরে শ্রীল গুরুপাদপদের শিক্ষানুসারে ভজনক্রিয়া অর্থাৎ ভজন-সাধনের আবশ্যকতা রহিয়াছে, নচেৎ প্রয়োজন সিদ্ধি হইবে না।

৪নং প্রশ্ন—“বাস্তব জগতে পিতামাতার প্রতি যদি কাহারও শ্রদ্ধা না থাকে, তবে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা থাকে কি?”

উত্তর—সর্বপ্রথমে বাস্তব জগৎ কাহাকে বলে, তাহা জানা দরকার। যাহার অস্তিত্ব বা প্রতীতি আছে, তাহাই বস্তু। বস্তু দুই প্রকার—বাস্তববস্তু ও অবাস্তব বস্তু। বাস্তববস্তু পরমার্থভূত তত্ত্ব। অবাস্তব বস্তু দ্রব্যগুণাদিরূপ। বাস্তববস্তুর নিত্য অস্তিত্ব আছে। অবাস্তববস্তুর অস্তিত্ব কেবল প্রতীতি হয় মাত্র। সেই প্রতীতি কোন স্থলে সত্য, কোন স্থলে ভান মাত্র। ভগবানই একমাত্র বাস্তববস্তু। সেই ভগবানের বিশিষ্টাংশ জীব এবং তাঁহার শক্তি মায়া। অতএব বাস্তববস্তু বলিতে ভগবান, জীব ও মায়া এই তিনটিকেই বুঝায়। দৃশ্যমান জগৎ অবাস্তব বস্তু, তাহা পরিবর্তনশীল এবং ধ্বংসশীল। অতএব এই জগতের মাতা-পিতাদির যে-সহস্র তাহা অনিত্য এবং অবাস্তব, তাহা জীবের স্বরূপ ভ্রমের জন্য আগন্তুক।

শ্রীকৃষ্ণই সর্বজীবের মূল মাতা-পিতা। এই জগতের মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করা কর্তব্য কিন্তু মাতাপিতা যদি কৃষ্ণ-বহিষ্মুখ হন এবং হরিভক্তনের বাধক হন, তাহা হইলে তদ্রূপ মাতাপিতাকে পরিত্যাগ করিয়াও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করাই পরম কর্তব্য। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার হরিবিমুখ পিতার আদেশ পালন করেন নাই। ঐরূপ মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা না হইলেও হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি থাকিতে পারে এবং তাহা মঙ্গলেরই কারণ হইয়া থাকে। হরিবিমুখ বিষয়ী ও অধার্মিক মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে না এবং তদ্বারা জীবের প্রকৃত মঙ্গল হয় না। তবে সাধারণভাবে তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ এবং অবজ্ঞাদি করা উচিত নহে। মাতাপিতা ধার্মিক এবং ভগবদ্ভক্ত হইলে তাঁহাকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করা উচিত। কারণ তখন তাঁরা গুরুস্বরূপ। ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ পিতামাতার কুণায় সাধুসঙ্গ এবং পরে সৎগুরুপদাশ্রয় এবং অবশেষে ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে।

৫নং প্রশ্ন—‘কলিকালে যদি সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্যা নাই তবে কেন সাজান হইয়াছে?’

উত্তর—কলিকালে কৰ্মকাণ্ডীয় সন্ন্যাস নাই ইহা ঠিকই, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস—মুকুন্দ-সেবনব্রতের যাহা উল্লেখ আছে তাহা সার্বকালিক। তাই কলিকালেও চারিটি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ—শ্রীরামানুজ, শ্রীমন্মধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিব্বাদিত্যাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র সন্ন্যাসীগণ এমনকি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ

প্রভু, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ ইঁহার সকলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব ইহা সাজান ব্যাপার নহে। ইহাতে সংসারাসক্তি দূর হইয়া নিরপেক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন করিবার সুযোগ আছে। যদিও গৃহস্থাশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণও হরিভজন করিতে পারেন কিন্তু বর্তমানে গৃহস্থাশ্রমে হরিভজনের সুযোগ খুব দুর্লভ। তবে যদি গৃহস্থাশ্রমে সেই সুযোগ পাওয়া যায়, তাহা হইলে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া শুদ্ধভাবে হরিভজন করিলে কোন আপত্তির কথা নাই; শাস্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন—

‘যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।

কৃষ্ণভজনে নাহি জাত কুলাদি-বিচার ॥

কুলাদি শব্দে এখানে বর্ণ ও আশ্রমকে লক্ষ্য করিয়াছে। যাহা হউক মনুষ্য জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ। আবার তাহার মধ্যে সাধুসঙ্গ ও সৎগুরুপ্রাপ্তি আরও দুর্লভ। ভগবৎকৃপায় যখন ইহা সুলভ হইয়াছে, তখন মান-অপমান এবং সাংসারিক তুচ্ছাতুচ্ছ, বিঘ্ন-বাধাসমূহকে দূরে রাখিয়া বা ঐগুলি আদিলেও তাহা নিজকর্মকৃত ফল জ্ঞান করিয়া অনাসক্ত হইয়া ভোগকরতঃ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেবা করাই শ্রেয়ঃ—ইহাই আত্মার নির্মূল ধর্ম। যখন সাংসারিক বিষয়াসক্ত লোক সাধারণ বিষয়ের হেতু অনর্থকারী অর্থের জন্য আপদ-বিপদ ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করিতেছে, তখন অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তি লাভ করিবার জন্য দামান্য কষ্ট বা মান-অপমান সহ্য করিতে পারিব না? এই কষ্ট সহ্য করার নামই সাধন। ভগবান্ ভক্তিসাধনের কষ্টগুলি দেখিয়াই দ্রবীভূত হইয়া ঐ সাধককে নিজের কৃপাপাত্ররূপে বরণ করিয়া থাকেন। তখনই সেই সাধক ভগবান্কে শ্রদ্ধা ভক্তিতে পাইতে পারেন। তুমি প্রবল উৎসাহের সহিত পরমার্থ-পথে অগ্রণর হইবে। আমার স্নেহাশীষ জানিবে। ইতি—

তোমার মঙ্গলাকাজক্ষী—

শ্রীভক্তিবাদান্ত নারায়ণ

উপনিষৎ-সার

(২) কেন

সামবেদের তলবকার ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বলিয়া ইহার অপর নাম 'তলবকারোপনিষৎ'। এই উপনিষদের প্রারম্ভে প্রথম শ্লোকটির আদিতে 'কেন' শব্দটি প্রযুক্ত হওয়ায় ইহা 'কেনোপনিষৎ' নামে পরিচিত। কেহ কেহ ইহাকে 'ব্রাহ্মণোপনিষৎ' বা 'জৈমিনীয় উপনিষৎ'ও বলিয়া থাকেন। ইহা তলবকার-ব্রাহ্মণের নবম অধ্যায়। ইহাতে ব্রহ্মের নিকৃপণ বিস্তারিত-ভাবে বলিতে গিয়া জানাইয়াছেন,—“যদি এই দেহ থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মকে জানা যায়, তবে যথার্থ সুখলাভ হয় এবং মনুষ্যজীবন সার্থক হয়; অন্যথায় বিনাশপ্রাপ্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণমালায় পরিভ্রমণ করিতে হয়। ৮০ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর অতিকষ্টে এ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি পশুর মত আহার-বিহারের চিন্তায় এই সুদুর্লভ জীবন ব্যয়িত করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে জানিবেন যে, কাঁচের দরে হীরা বিক্রয় করা হইল।

ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচরঃ অর্থাৎ ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর। এক-কথায় বাক্য, মন, চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি যাহার ইশিতা বলে কার্যকারিতাশক্তি প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। কঠোপনিষদে এই ব্রহ্মের সম্বন্ধে জানিতে পাই—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।

তমাত্মস্থং যেহত্মপশ্যন্তি ধীরা-

স্তেষাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতরেষান্ ॥ (কঠ ২।২।১৩)

অর্থাৎ যিনি নিত্য বা বাস্তব বস্তুসমূহেরও পরম নিত্য বা পরম সত্য বস্তু, যিনি চেতন জীবদমূহেরও মুখাচেতন যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে-সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই আত্মস্থ ভগবানকে পরিদর্শন করেন, তাঁহারা ই নিত্য শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা পারে না।

জড়বস্তুসমূহ ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। প্রকৃতি, জীব ও জড়াদি বস্তুকে যে লোকসকল উপাসনা করে, তাহাও ব্রহ্ম নহে। যাহারা শরীরকে আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহারা ভ্রান্ত।

শাস্ত্রে ব্রহ্মের বিস্তৃত বর্ণন পাঠ করিয়া যদি কেহ বলেন,—‘আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি’ বস্তুতঃ তিনি কিছুই জানেন নাই। কারণ তত্ত্ব-দর্শী গুরুর নিকট হইতেই এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। ব্রহ্মকে জানার অর্থ—গভীর চেতনার অনুভূতি বা বৈহারিক জীবনে বাস্তবে রূপায়িত করা। মুক্তি বা সদগতি এই ব্রহ্মের স্থিতির উপর নির্ভর করিতেছে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ

ব্যক্তিগণ সর্বভূতে অন্তর্যামী পরমাত্মার দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগের ফলে মুক্তিলাভ করেন বা শ্রীহরিচরণপদ্ম-সেবা লাভ করিয়া নিত্যাধিপতি হন।

এই উপনিষদে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর চিন্ময় সবিশেষত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য একটি আখ্যানিকার উল্লেখ দেখা যায়। কোন এক সময় বিষ্ণু দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দেহাভিমानी মুখ দেবগণ জয়ের কৃতিত্ব নিজেদের বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া তাহাদের মিথ্যা গর্ব চূর্ণ করিবার জন্য যক্ষ অর্থাৎ এক অদ্ভুত দিব্যমূর্তি ধারণ করিয়া অকস্মাৎ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহার পরিচয় জানিবার জন্য সর্বাগ্রে দেবগণ কর্তৃক অগ্নিদেব প্রেরিত হইলেন। সেই অপরূপ মূর্তির সম্মুখবর্তী হইতেই যক্ষরূপী বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করিলেন—কে তুমি? তোমার শক্তির পরিচয় কি? উত্তরে অগ্নিদেব বলিলেন,—‘আমার নাম জাতবেদা—অগ্নি।

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে ভস্মীভূত করিতে পারি। তখন যক্ষ তাহার সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিয়া উহাকে দগ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। যথা-সাধ্য শক্তি প্রয়োগ করিয়াও অগ্নিদেব দহন করিতে অসমর্থ হইয়া প্রত্যা-বর্তন করিলেন। পুনরায় পবনদেব প্রেরিত হইলেন। পূর্বের মত মূর্তির সমীপবর্তী হইলে প্রশ্ন হইল, কে তুমি? তোমার ক্ষমতাই বা কি? পবনদেব উত্তর দিলেন,—‘আমার নাম বায়ু বা মাতরিশ্বা। আমি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু গ্রহণ করিতে পারি।’ তাহা শুনিয়া দিব্যমূর্তি পূর্বোক্ত তৃণটি গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু বায়ু নিজ সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও কিয়ৎ পরিমাণে স্থানান্তরিত করিতে সক্ষম হইলেন না। অগত্যা লজ্জিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর দেবতাগণের বিশেষ অনুরোধে ইন্দ্র যক্ষের নিকট আসিলেন। কিন্তু যক্ষ তাহার সম্মুখে অন্তর্হিত হইলেন। সহসা আকাশে ভুবনমোহিনী মূর্তিধারিণী হিমালয়কন্যা উমাদেবীর আবির্ভাব হইল। ইন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঐ দিব্যমূর্তি পুরুষটি কে? উমাদেবী বলিলেন,—“ইনিই ব্রহ্ম। ইহার শক্তিবলে বলীয়ান্ হইয়া দেবগণ যুদ্ধে জয়মালাধারণ করিয়াছেন” কিন্তু হায়! অজ্ঞ স্বর্গবাসী এই জয়ের কৃতিত্ব নিজেদের মনে করিয়া গর্বিত হইতেছেন। যক্ষরূপী ব্রহ্ম এই শিক্ষা দিলেন যে, শক্তির কেন্দ্র দেহ নহে, আত্মা। এ শরীর ত’ জড়, ইহার এত অভিমান কিসের? নিরভিমানতা সজ্জনতার লক্ষণ।

অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র তিন দেবতা ব্রহ্মের সমীপে গমন ও দর্শনে সমর্থ হওয়ায় অপর দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। তন্মধ্যে স্বর্গরাজ ইন্দ্র সর্বাপেক্ষে ঐ যক্ষ পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারায় সর্ব প্রধান গণ্য হইলেন। বিদ্বাতের ক্ষুরণের মত এবং চক্ষুর নিমেষসদৃশ তিনবার ব্রহ্মের আবির্ভাব হইয়াছিল—ইহাই ব্রহ্মের উপমাচ্ছলে উপদেশ জানিতে হইবে।

অতএব আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ এই যে, মনদ্বারা যেন ব্রহ্মের স্মরণ বা ধ্যান করা হয়, ইহাই সাধকের সঙ্কল্প হওয়া কর্তব্য।

—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমন্তজিবদান্ত উদ্ধমন্তী মহারাজ

চেদিরাজ উপরিচর বসু

(ছাগবলির সমর্থনের পরিণাম)

[মহাভারত, শান্তিপর্ব, দ্ব্যোক্ষধর্ম-পর্ক অষ্টাত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়]

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজা উপরিচর বিষুভক্ত ছিলেন, তবে তিনি কি নিমিত্ত দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন? ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! এস্থলে মহর্ষি-ত্রিদশ-সংবাদ-নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা সুরগণ মহর্ষিদিগকে কহিলেন, অজ ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করাই কর্তব্য। শাস্ত্রানুসারে ছাগ-পশুকেই অজ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। মহর্ষিগণ কহিলেন, বেদে নির্দিষ্ট আছে, যে বীজদ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। বীজের নামই অজ। অতএব যজ্ঞে ছাগ-পশু ছেদন করা কদাপি কর্তব্য নহে। যে ধর্ম্মে পশু ছেদন করিতে হয়, তাহা সাধুলোকের ধর্ম্ম বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যযুগ। এই যুগে পশুহিংসা কিরূপে কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?

দেবতা ও মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছেন, এই অবসরে মহারাজ উপরিচর আপনার বল ও বাহনের সহিত আকাশমার্গ দিয়া তথায় আগমন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা মহারাজ উপরিচরকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া দেবতাদিগকে কহিলেন, সুরগণ! এই মহাত্মাই আমাদের সন্দেহ দূর করিবেন। এই রাজা যাজ্ঞিক, দানশীল ও সর্ব-ভূতের হিতানুষ্ঠানে তৎপর; বস্তুতঃ ইনি সর্বাপেক্ষেই শ্রেষ্ঠ। অতএব আমরা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ইনি কদাচই বিপরীত সিদ্ধান্ত করিবেন না।

তাহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া মহারাজ উপরিচরের নিকট গমন-পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! ছাগ-পশু ও ওষধি এই দুই বস্তুর মধ্যে কোন্ বস্তুদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্তব্য ? আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি উহা নিরাকরণ কর। আমাদিগের মতে তুমি যাহা কহিবে তাহাই প্রমাণ। তখন মহারাজ বসু কৃতাজলিপুটে তাহাদিগকে কহিলেন, আপনাদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ অভিপ্রায়, অগ্রে আমার নিকট তাহা বাক্য করুন। মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ ! আমাদিগের মতে ধান্যদ্বারাই যজ্ঞ করা বিধেয়। কিন্তু দেবগণ কহিতেছেন, যজ্ঞে ছাগ-পশু ছেদন করাই শ্রেয়ঃ। এক্ষণে এ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা প্রকাশ কর। তখন মহারাজ বসু দেবগণের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাদিগের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ ! ছাগ ছেদন করিয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয়। তখন সেই ভান্ডরের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষিগণ বিমানস্থ মহারাজ উপরিচরকে আপনাদিগের মতের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, মহারাজ ! তুমি নিশ্চয়ই দেবগণের প্রতি পক্ষপাত বশতঃ এই কথা কহিতেছ ; অতএব অচিরাৎ দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হও। আজ অবধি তোমার দেবলোকে গতিরোধ হইল। তুমি আমাদিগের অভিশাপ-প্রভাবে ভূমিভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে। মহর্ষিগণ এইরূপ শাপ প্রদান করিবামাত্র রাজা উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে তাহার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইল না। ঐ সময় দেবগণ সমবেত হইয়া স্থিরচিত্তে উপরিচর বসুর শাপ-শাস্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহারা কহিলেন, এই মহাত্মা আমাদিগের নিমিত্তই অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছেন। এক্ষণে ইহার শাপমোচনের উপায় বিধান করা আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য। তাহারা পরস্পর এইরূপ কৃত-নিশ্চয় হইয়া স্বক্ৰমে উপরিচরকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি গাঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করিতে থাক। তিনি সুরাসুরগণের পরম গুরু। তিনিই প্রসন্ন হইয়া তোমার শাপ মোচন করিয়া দিবেন। এক্ষণে মহাত্মা ব্রাহ্মণবর্গের সন্মান রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তাহাদিগের তপোবলে অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং তোমাকে নিশ্চয়ই দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট

হইতে হইবে। অতএব আমরা এক্ষণে তোমার উপকারার্থ তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি অভিশাপ-দোষে যতদিন ভূগর্ভে বাস করিবে, ততদিন যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহভিত্তিতে যে ঘটধারা প্রদান করিবেন, সেই ঘটভক্ষণদ্বারা তোমার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত হইবে। ঐ ঘটধারাকে লোকে বসুধারা বলিয়া কীৰ্ত্তন করিবে। এক্ষণে তুমি হুঃখিত হইওনা। তুমি যখন ভূ-বিবরে বাস করিবে, তৎকালে ঐ বসুধারা ও আমাদিগের প্রদত্ত তেজঃ প্রভাবে ক্ষুৎপিপাসা তোমাকে কোন ক্রমেই প্রপীড়িত করিতে সমর্থ হইবে না। আমরা আরও বর প্রদান করিতেছি যে, সর্বদেবের উপাস্য ভগবান্ বিষ্ণু অবশ্যই তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তোমাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবেন। দেবগণ মহারাজ উপরিচরকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া ঋষিগণের সহিত স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাজা উপরিচর ভূগর্ভে পবেশ করিয়া নারায়ণের পূজা, নারায়ণ-নির্দিষ্ট মন্ত্রজপ এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে পঞ্চকালে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিয়দিন পরে ভগবান্ নারায়ণ রাজা উপরিচরের ভক্তিদর্শনে যার পর নাই প্রীত হইয়া মহাবেগসম্পন্ন পক্ষিৰাজ গরুড়কে কহিলেন, বৈনতেয়! ধর্মপরায়ণ মহীপাল উপরিচর বসু রোষাবিষ্ট ব্রাহ্মণগণের অভিশাপপ্রভাবে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের প্রতি যথোচিত সন্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব তুমি আমার আদেশ অনুসারে অবিলম্বে ঐ রাজাকে নভোমণ্ডলে আনয়ন কর। তখন বিহগরাজ পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্বক বায়ুবেগে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট উপরিচরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণপূর্বক সহসা নভোমণ্ডলে উপস্থাপিত করিল। গরুড় পরিত্যাগ করিবামাত্র মহারাজ উপরিচর পুনরায় দেবশরীর ধারণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

হে ধর্মরাজ! এইরূপে মহারাজ উপরিচর বাক্যদোষে ব্রাহ্মণগণের অভিশাপগ্রস্ত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন এবং পরিশেষে দেবগণের অনুগ্রহে পুনরায় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কেবল দেবাধিদেব শ্রীহরির আরাধনা করিতেন বলিয়াই অচিরে তাঁহার শাপ-মুক্তি ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়াছিল।

—শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী, ভক্তিদ্বাদশী

কৃষ্ণ-গৌর-প্রসঙ্গে শুক-শারী-বন্দ

একদা শ্রীবৃন্দাবনে কদম্বের শাখে ।
শুক-সারী বসি' ছুঁহে হরিনাম ভঞ্জে ॥
ভজিতে ভজিতে শুক 'কৃষ্ণ' বলি' কঁাদে ।
'হা গৌর' বলিয়া সারী ডাকে উচ্চনাদে ॥
'গৌর' নাম ল'য়ে সারী প্রেমে মত্ত হৈয়া ।
শাখা হ'তে ভূমি-তলে পড়ে আছাড়িয়া ॥
ভাবাবেশে নৃত্য করে ছুঁটি ডানা ছুলে ।
'গৌরাজ' বলিয়া প্রেমে ভাসে আঁখি-জলে ॥
সারীর হেন প্রেমোন্মাদ হেরি' শুকপাখী ।
বৃক্ষ হ'তে নামি' ভূমে পুছে সারী-প্রতি ॥
—'কহ সারী, কেন 'হরিনাম' নিতে নিতে ।
বিভোর হইয়া রহ গৌরাজ-প্রেমেতে ॥'
সারী বলে 'হরেকৃষ্ণ' নাম জপি যবে ।
'রাধা-কৃষ্ণ'-রূপ তবে ভাসে আঁখি-পটে ॥
'হরে' শব্দে শ্রীরাধারে করে সম্বোধন ।
রাধা-কৃষ্ণ দুইরূপে রস-বিস্তারণ ॥
রাধা-প্রেমে কৃষ্ণ মোর হয়ে বশীভূত ।
'রাধানাথ' নামে সদা হয়েছে আখ্যাত ॥
রাধা ভুলি' কৃষ্ণ-পদ যে করে চিস্তন ।
তা'র নাহি হয় কভু রস-আস্বাদন ॥
“রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দু'ছ দেহ ধরি ।
অন্তোন্তে বিলাস রস আস্বাদন করি ॥”
দু'ছ একাত্মা হ'লেও দুই দেহ হয় ॥
কৃষ্ণকে ডাকিলে কি রাধায় ডাকা হয় ?
কিস্ত রাধা-কৃষ্ণ দোহে এক দেহ ধরি' ।
'শ্রীগৌর' রূপে এলা নদীয়া আলো করি' ॥
রাধা-কৃষ্ণ যুক্ত হয়ে রাজে 'গৌর' নামে ।
গড়াগড়ি যাই তাই জাসি' গৌর-প্রেমে ॥

শুক বলে গৌর যদি স্বয়ং ভগবান্ ।
 অহর্নিশ কেন তবে করে কৃষ্ণ-ধ্যান ॥
 সারী বলে, হায় হায় এ বড় রহস্য ।
 গৌর-মহিমা বুঝার নাহি তব সাধ্য ॥
 রাধা-ভাব-কান্তি লয়ে বৃন্দাবন-চাঁদ ।
 আবির্ভূত হৈলা নিজে নবদ্বীপ-মাঝ ॥
 শ্রীমতী রাধার প্রেম-মহিমা কেমন ।
 রাধিকাআশ্বাদিত কৃষ্ণ-মাধুর্য্য কেমন ॥
 কৃষ্ণানুভাবে শ্রীমতীর সৌখ্য কি প্রকার ।
 —এই ত্রয় লোভে কৃষ্ণের গৌর-অবতার ॥
 রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া কেবল ।
 ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ বলি’ গৌর হইল পাগল ॥
 ‘রাধা’ ‘রাধা’ কহি’ কৃষ্ণ বাজায় বাঁশরী ।
 সেই রাধা-ভাব-তনু মোর গৌরহরি ॥
 যে’ রাধা-চিস্তনে কৃষ্ণ আপনা হারায় ।
 সে’ রাধা-মহিমা গৌর জগতে জানায় ॥
 কৃষ্ণ নিজে নামরূপে হৈল অবতীর্ণ ।
 অতএব নাম-নামী সতত অভিন্ন ॥
 গৌরই জানা’ল কৃষ্ণ-নামের মহিমা ।
 নামতত্ত্ব জানা নাহি যায় গৌর বিনা ॥
 কৃষ্ণ নিজ অনর্পিত রস প্রদানিতে ।
 শচীর নন্দনরূপে এলা এ’ জগতে ॥
 সাক্ষাৎ কৃষ্ণ স্বয়ং আমার গৌরহরি ।
 বেদে-ভাগবতে ইহা কহিছে বিস্তারি’ ॥
 মাধুর্য্য প্রধান রূপ ব্রজেন্দ্রমন্দন ।
 গৌর-বিগ্রহ সদা ঐদার্য্য-প্রধান ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সুখ

জগতে সমস্ত জীবগণ সুখের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেকের মূল উদ্দেশ্য দুঃখ দূরীভূত হইয়া অমিশ্র সুখ লাভ হউক। বাল্যাবস্থা হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মানবগণ আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিয়া সুখান্বেষণে ব্যস্ত। কখন ব্যক্তিগতভাবে, কখন বা গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া, কখনও বা দেশবাসীগণ একত্রে মিলিত হইয়া অথবা বৃহত্তরভাবে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘাদি মারফৎ সুখের জন্য নানারূপে প্রয়াসাদি চলিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন সুখের জন্য যতই যত্নবান হওয়া যাউক না কেন, সুখ না আসিয়া দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আবার অপরদিকে দুঃখের জন্য কেহই বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিলেও দুঃখ আসিতেছে। জীবগণ যেমন কন্ম করিতেছে, কালচক্রে তাহারা সেইরূপ ফলভোগ করিতেছে, সুতরাং শুধু জাগতিক সুখের জন্য ব্যস্ত হইয়া লাভ কি?

প্রকৃত সুখ কি? সুখ কে চাচ্ছে না? এই সম্বন্ধে সম্যক ধারণা বদ্ধজীবের নাই। এই সুখের জন্য তাহারা একটি ভুল-উপায় অবলম্বন করতঃ প্রকৃত সুখের দিকে পশ্চাৎ করিয়া মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। এই সংসারে যে-সব ভোগজনক বস্তুগুলি সুখদায়ক বলিয়া চিন্তা করিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে সুখদায়ক নহে; কারণ জাগতিক জড়ীয় বস্তুসমূহ অনিত্য, ধ্বংসশীল। অনিত্য, ধ্বংসশীল বস্তুর মধ্যে সুখকামনা কেবলমাত্র দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। অর্থ, গৃহ, স্ত্রী, পুত্রাদি প্রভৃতি অনিত্য চলমান বস্তুগুলির উপর ভোক্তাভিমান, পরিণামে শোক-মোহাদি-দুঃখ উৎপাদন করাইয়া থাকে।

আত্মজ্ঞান লাভ হইলে সুখশান্তি সম্ভব, জড়ীয় সকল বস্তুরই ধ্বংস অনিবার্য, কিন্তু জড়ীয় বস্তুর অতীত চিন্ময়বস্তুর ধ্বংস নাই। পরিদৃশ্যমান জীব-জগতের অতীত বস্তুই চেতনযুক্ত বা চিন্ময়। এই চিন্ময় বস্তুই জীবাত্মা। উক্ত জীবাত্মার সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান্ অজুঁনকে পরিচয় দিয়াছেন—

“অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিংবিক্রি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্ষ্যতে জগৎ ॥” (গীঃ ৭।৫)

অর্থাৎ অষ্টপ্রকার প্রকৃতি নিকৃষ্টা, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠা জীবহরূপা আমার আর একটি প্রকৃতি আছে, যাহা দ্বারা এই জগৎ ধৃত বা রক্ষিত হইতেছে।

সেই জীবাত্মা সং, অর্থাৎ নিত্য, তাহার নাশ নাই। শ্রীগীতায় এ সম্বন্ধে উক্তি আছে—

“নৈনং ছিন্তন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ।

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্লেদোহশোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ।

* * * * *

কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জীবের দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশের ফলে অর্থাৎ যে বস্তু সে নহে, সেই বস্তুতে ‘আমি’ এইরূপ বুদ্ধি করিয়া পূর্ণধনসচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ হইতে যে তাহার উৎপত্তি তাহা বিস্মৃতির ফলে জীব নান দুঃখ-কষ্ট-ভোগ করিতেছে।

“জীবের স্বরূপ হয় নিত্যকৃষ্ণদাস”, একথা ভুলিয়া জীবগণ চৌরাশি লক্ষ যোনিতে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া ঘুরিয়া নিজকর্মফলানুসারে দেহাদি লাভ-করতঃ অস্থিমাংসের থলিবিশিষ্ট এই দেহপিণ্ডকেই আত্মবুদ্ধি করিয়া মিথ্যা-অভিমাণে স্ফীত হইতেছে। শ্রীমন্নৃসিংহ শিখা দিয়াছেন—

“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিন পি বৈশ্যো ন শূদ্রো

নাহং বণী ন চ গৃহপতিনে বনস্থো যতির্বা ।

কিন্তু প্রোচুন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাক্ষে-

র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োদাসদাসানুদাসঃ ॥”

যখন জীবের সদগুরুপদাশ্রয় হইবে, তখন তাহারই অহৈতুকী কৃপায় জীবের আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হইবে এবং তাহার ভুল-সংশোধনের জন্য প্রয়াসী হইবে। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপায় জীবের কৃষ্ণবিমুখতা দূর হইয়া কৃষ্ণ-সেবোন্মুখতা প্রকাশ পাইবে এবং জাগতিক বস্তুগুলির উপর হইতে আপন ভোগবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া নিত্যপরমানন্দ ভগবানই যে সকলের ভোক্তা এই জানে তাহারই সেবা-সুখের জন্য সকল বস্তু তাহাতেই সমর্পণ করিবার মত সদ্বুদ্ধি প্রকাশ পাইবে। ভোগের দ্বারা যে কোন বস্তুর ভোগ-পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। “ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি”, শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,— “হরি ব’লে দেও ভাই আশার মুখে ছাইরে, নিরাশ ত সুখরে,” সুখমূর্তি, আনন্দ-লীলাময়বিগ্রহ শ্রীভগবান্ সমস্ত আনন্দের

মালিক তিনি। অফুরন্ত নিত্যসুখ লাভের জন্য তাঁহারই শ্রীচরণাশ্রয় করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ প্রীত হইলে সমস্ত জগৎ তৃপ্ত হইয়া থাকে, “তস্মিন্ তৃপ্তে জগৎ তুষ্টম্।”

যেখানে ধর্ম, সেইখানেই সুখোৎপত্তি-স্থান— “ধর্ম মূলং হি ভগবান্ সর্ববেদময়ো হরিঃ। স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি।” শ্রীভগবান্ ধর্মের মূল স্থান, তাঁহার সেবাদ্বারা আত্মা প্রসন্ন অর্থাৎ সুখী হয়। শ্রীভগবান্ও ভক্তের শ্রীচরণ-সেবাব্যতীত কেহ নিত্যসুখ-শান্তি লাভ করিতে পারে না।

শ্রীভগবানের ভজনই মনুষ্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি মনুষ্যের জন্মলাভ করিয়াও খাওয়া, বাঁচিয়া থাকা ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সুযোগ লাভ হইয়া থাকে। প্রত্যেক জীবগণ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপে ক্লিষ্ট হইতেছে, কিন্তু মনুষ্যজন্মেই এইসব ক্লেশের হাত হইতে উদ্ধারের একমাত্র সুযোগ লাভ হইয়া থাকে; এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, “আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাঞ্চ সামান্য-মেতৎ পশুভির্নরাণাম্। ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানঃ॥” ধর্মযাজন-ব্যাপারে মনুষ্যগণ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বিশেষ করিয়া বহু ভাগ্যের ফলে পরমপুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম-লাভ হইয়া থাকে। কারণ স্বয়ং ভগবান্ প্রতি যুগে যুগে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অপ্রাকৃত লীলাসকল তাঁহার একান্ত ভক্তগণের জন্য প্রপঞ্চে গোচরীভূত করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের ভক্তগণ তাঁহার অদর্শন-জনিত বিরহে কাতর হইলে তাঁহাদের দর্শন দিবার জন্য আবিভূত হইয়া থাকেন এবং অসাধুদিগকে দমন করিয়া ধর্মসংস্থাপন করিয়া থাকেন। সুতরাং ভারতে মনুষ্য-জন্মলাভদ্বারা কোন সুকৃতির ফলে সেইসব অপ্রাকৃত সাধুসঙ্গ হইলে আত্মকল্যাণ বিস্তারের সুযোগ লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ সংসারে আপাততঃ যে-সকল বস্তু লইয়া সুখ-দ্বাচ্ছন্দ্য পাইবেন বলিয়া চিন্তা করিতেছেন, পরিণামে অহরহঃ দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; উদাহরণস্বরূপ শাস্ত্রে উক্তি আছে যে, শরীরে কোন স্থানে চুলকানি হইলে তাহাতে চুলকাইলেপর প্রথমে খুব আরাম হইতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পরে সেস্থলে অত্যন্ত জ্বালা-যন্ত্রণা হইয়া থাকে। চিকিৎসক তাহার চিকিৎসার্থে ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে চুলকাইতে নিষেধ করিয়া

থাকেন। সেইরূপে ভবরোগ হইতে মনুষ্যগণকে উদ্ধারের জন্য সুচিকিৎসক শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যেরূপ ব্যবস্থাপত্র করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারা মনুষ্যগণের প্রকৃত কল্যাণ ও সুখ লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রানুমোদিত ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রদর্শিত পথানুসরণ দ্বারা নিত্য সুখ লাভ হইবে।

—শ্রীমতী উমারানী দে
চুঁচুড়া (হুগলী)

বাংলা-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব

জগতে যখনই মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হন, তখনই তাঁহাদের অলৌকিক অতিমর্ত্য চরিত্রে বিমুগ্ধ অনুরাগী ভক্তগণ তাঁহাদের মহান্ জীবন-চরিত্রের চিরস্মরণার্থে বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনা করিয়া যান, সেই মহাপুরুষগণের দিব্য-জীবনের এমনই শক্তিশালী প্রভাব যে, যুগ-যুগান্তরের করাল-গ্রাসও তাঁহাদের মহিমাকে বিন্দুমাত্র ক্ষীণ করিতে পারে না।

বঙ্গদেশে নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচী-জগন্নাথ মিশ্র-গৃহে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার শুভ আবির্ভাবে সনাতন হিন্দুধর্মের পূর্ণবিকাশ জগতে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছে। রবির কিরণপরশে যেমন কমলদল প্রকটিত হয়, তেমনই শ্রীচৈতন্যদেবের পূতচরিত-পরশে বাংলা-সাহিত্য বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তৎপূর্বে বাংলা-সাহিত্যের গতি শীর্ণকায়া তরঙ্গিনীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল। তাৎকালিক কবিগণ কেবলমাত্র অনুবাদ-সাহিত্য ও মঙ্গল-কাব্য রচনার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। স্বল্প কয়েকজন বৈষ্ণব-পদকর্তা শ্রীকৃষ্ণ-লীলাযুগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত ছিলেন। কিন্তু সেই সাহিত্যের গতি স্তিমিত ছিল। তাহাতে চন্দের মধুরিমা বা রসের আশ্বাদ ছিল না; শুধু ভাবপ্রকাশ করিয়াই বিরত থাকিত।

শ্রীচৈতন্যের জীবন দর্শনকে অবলম্বন করিয়া বাংলা-সাহিত্যে দুইটি নূতন প্রবাহ দেখা দেয়, একটি পদাবলী-শাখা ও অপরটি চরিত-শাখা নামে পরিচিত। পদাবলী-সাহিত্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইহা শ্রীচৈতন্যের পূর্ব-যুগের তুলনায় মনোজ্ঞ, বাস্তবতাপূর্ণ এবং ভক্তিরসাপ্লুত। ইহাতে সহজেই অনুমেয় যে, পদাবলীর উপর শ্রীমদ্রূপ প্রভুর প্রভাব বর্তমান। শ্রীচৈতন্যের মধ্য রাধা ও কৃষ্ণের যুগ্মভাব নিরীক্ষণ করিয়াই বৈষ্ণব-কবিগণ পদাবলীতে

শ্রীরাধা-কৃষ্ণের চিত্র অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন। এই স্তরের পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন-চরিতের ছায়াপাতে বিরচিত। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, গোবিন্দ দাস, লোচন দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি ভক্ত-কবিগণ পদাবলী সাহিত্যে অমর হইয়া আছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে-সমস্ত জীবনী-কাব্য রচিত হইয়াছে সেগুলিও বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব-ভক্তগণের মধ্যে তাঁহার জীবনের অলৌকিক বিষয়-বস্তু লইয়া বাংলা-সাহিত্যে কাব্য রচনার প্রেরণা দেখা দেয়। স্বনামধন্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত এই ধরনের সর্বপ্রথম রচনা। ইহাতে ভাবের এতই গভীরতা যে, ইহাকে শ্রীমদ্ভাগবতের সমপর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। তিনি শুধু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-চরিতের কথাই বাক্য করেন নাই, পরন্তু ইহার মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা বিশেষভাবে জগৎসমক্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত সরল পয়ারছন্দে রচিত এবং হৃদয়গ্রাহী ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বাংলা-সাহিত্যের একখানি বিশেষ গ্রন্থ। ভক্ত ও জনসমাজে এই গ্রন্থ আজও সাদরে পূজিত হইতেছেন।

শ্রীলোচন দাসের ‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’ বাংলা-সাহিত্যভাণ্ডারে সুযোগ্যস্থান লাভ করিয়াছে। চুড়ামণি দাসের ‘গৌরাঙ্গবিজয়’ গ্রন্থখানিও উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক মাহাত্ম্য ফুটাইয়া তোলা হয় নাই—শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বর্ণনায় কবি সহজ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

পরিশেষে শ্রীচৈতন্য-চরিত সম্বন্ধে যে পুস্তক রচিত হয়, তাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের “শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত”। দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ যে-সমস্ত বাংলা জীবনীগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এই গ্রন্থে কবির সাহিত্যিক প্রতিভা বাংলা-সাহিত্যে নবদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব ভক্তিভাব দর্শনে আজও শিক্ষিত-সমাজ চমৎকৃত হন। কোথাও কোথাও কবি-প্রতিভার যে-বিকাশ ঘটিয়াছে তাহা যেমন সুখপাঠ্য, তেমনিই সুমধুর, যথা—

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল

যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল

সেই প্রেম অমৃতের সিদ্ধ।

নির্মল সে অনুরাগে

না লুকাই অন্য দাগে

শুদ্ধ বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥

উক্ত গ্রন্থে বৈষ্ণব-ধর্মের নিগূঢ় রহস্য শ্রীমন্নুহাপ্রভুর উপদেশাবলীর যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব-ধর্মের দর্পণ-স্বরূপ। চিরকুমার পরম কৃষ্ণভক্ত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ তাঁহার জীবন-সাম্রাজ্যে যে-মহাগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগোবিন্দদাসের ‘করচা’ গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য। ইহাতে প্রকৃতির বর্ণনা সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যের প্রগতির গতিতে এই গ্রন্থ স্বাতন্ত্র্য দাবী করিতে পারে। একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, বিশ্বের সমস্ত তাপ ও আলোকশক্তির উৎস যেমন সূর্য্য, ঠিক তেমনিই এই সাহিত্যের মূলে রয়েছেন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা-সাহিত্যে নবজাগরণ দেখা দিয়াছিল বৈষ্ণব-কবিতা রচনার মাধ্যমে। চরিত ও পদাবলী-শাখা রচনার ফলে বাংলা-সাহিত্যে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে তাহা একমাত্র শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই সম্ভবপর হইয়াছে। তাঁহার অলৌকিক ভাবধারা পদাবলী-সাহিত্যকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত করিয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি বাংলা-সাহিত্যে একছত্রও লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, অথচ তিনিই ঐ সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক। বৈষ্ণব-তত্ত্বকে উপাদান-স্বরূপ লইয়া অসংখ্য কাব্য-গ্রন্থ রচিত হওয়ার মূলেও ছিলেন তিনি। শ্রীমন্নুহাপ্রভু ভক্ত-কবি ও সাধকগণকে স্বীয় শক্তিদ্বারা প্রভাবান্বিত করায় বাংলা-সাহিত্যের কাব্য-জগতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তিনি যে শুধু যুগ-ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন তাহাই নহে, অধিকন্তু বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদানের নিমিত্ত প্রত্যেক বাঙ্গালীই তাঁহার নিকট চির ঋণী।

—শ্রীবিভাষচন্দ্র চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি)

গ্রাহক নং—৫১৩৫

শ্রীশ্রী গুরুগোরাবদৌ করতঃ

দর্শনঃ পুংসাং বিষয়সেন-কথাঃ যঃ	<p style="text-align: center;">ল নৈ পুংসাং পরো দর্শো যতো ভক্তিরদোক্ষজে ।</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্ষা তুপ্রসাদতি ॥</p>	কোংগামেরদুর্ঘমি রাতিং আমএব হি হেবলম্ ॥
সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ বাস্তে আশ্র-পরসম্ । অদোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরম্ভ ॥	অহ ধর্ম অহরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় বক্তি নৈলে গও সেই শ্রম ॥	

১৬শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ১৩ শ্রীধর, ৪৮৮ গোরাব্দ } ৫ম সংখ্য
বুধবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৮১; ইং ১৭৭৭/১৯৭৪

সান্নিধানং

শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদ-বিরচিতম্]

নিজপতিভূজদণ্ডছত্রভাবং প্রপত্ত

প্রতিহতমদধুষ্টোদগুদেবেন্দগবর্ব ।

অতুলপুথুল-শৈলশ্রেণীভূপ প্রিয়ং মে

নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥১॥

হে গোবর্দ্ধন ! আমাকে অতিশয় প্রিয় ও অভীষ্ট (শ্রীরাধাকুণ্ডতে) তোমার নিকট বাস দান কর (বেহেতু তোমার মাহাত্ম্য ও অতুলনীয়) । তুমি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ দণ্ডের ছত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া মদমত্ত ও উদ্ধত দেবরাজ ইন্দ্রের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছ এবং রহং গিরিসমূহের রাজা হইয়াছ ॥১॥

প্রমদ-মদন-লীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে

রচয়তি নবযূনোহ'ন্দমস্মিন্নমন্দম ।

ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকন্তদ্বয়োর্মৈ

নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥২॥

হে গোবর্দ্ধন ! রাধাকৃষ্ণযুগল তোমার প্রতিকন্দরে-কন্দরে আফ্লাদের সহিত উৎকটরূপে রতিক্রীড়া করিতেছেন, এই নিমিত্ত আমিও সেই শ্রীরাধা-কৃষ্ণযুগল-দর্শনার্থ উৎসুক হইয়াছি, অতএব আমাকে তোমার নিকট বাস দান কর ॥২॥

অনুপম-মণিবেদী রত্নসিংহাসনোর্বী-

রুহবার দরসানুদ্রোণি সংঘেষু রঞ্জেঃ ।

সহবল-সখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে

নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৩॥

হে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমাকে আমার নিতান্ত প্রীতিকর তোমার নিকট বাস প্রদান কর (তুমিও নিরুপম সুখ অমুভব করিতেছ), যেহেতু উৎকট মণিময় বেদীরূপ সিংহাসনে এবং বৃক্ষের ঝরে, গর্তে, সমানদেশে ও কাষ্ঠাশু-বাহিনীসমূহে শ্রীকৃষ্ণকে সখীগণের অথবা বলদেব ও শ্রীদামাদি সখাগণের সহিত রঞ্জে ক্রীড়া করাইতেছ ॥৩॥

রসনিধিনবযূনোঃ সাক্ষিণীং দানকেলে-

তু'তি পরিমল বিদ্ধাং শ্যামবেদীং প্রকাশ্য ।

রসিকবরকুলানাং মোদমাফ্ফলয়ন্মে

নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৪॥

হে গোবর্দ্ধন ! তোমার নিকট বাস আমাকে দাও । (তুমিও অনেকের হর্ষোৎপাদন করিতেছ), যেহেতু রসিকশ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণের দান-ক্রীড়ার সাক্ষী-রূপ এবং কাস্তিমতী ও সুগন্ধি শ্যামবেদী প্রকাশ করিয়া রসিক কৃষ্ণভক্ত-গণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছ ॥৪॥

হরিদয়িতমপূর্বং রাধিকা-কুণ্ডমাজ্জ-

প্রিয়সখমিহ কণ্ঠে নর্শ্মণালিঙ্গ্য গুপ্তঃ ।

নবযুবযুগ-খেলান্তত্র পশ্যন্ রহো মে

নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৫॥

হে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমাকে তোমার নিকট ভাদৃশ স্থান দান কর, যে-স্থানে তুমি নিজের অতীবপ্রিয় রাধাকুণ্ডকে কৌতুকবশতঃ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক গুপ্তভাবে থাকিয়া নির্জনে নূতন যুবযুগলের লীলা দেখিতেছ ॥৫॥

স্থল-জল-তল শপৈভূরুহচ্ছায়য়া চ
প্রতিপদমনুকালং হন্ত সস্বর্দ্ধয়ন্ গাঃ ।
ত্রিজগতি নিজগোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৬॥

হে গোবর্দ্ধন ! তুমি স্থল, জল, তল, ঘাস এবং বৃক্ষচ্ছায়া এই সকলের দ্বারা গো-সকলকে সংবর্দ্ধনা করতঃ ত্রিভুবনে নিজের নাম খ্যাপন করিতেছ, অতএব আমাকে তোমার নিকটে বাস প্রদান কর, তাহা হইলে গোচারণ-পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোন না কোন সময়ে দেখা হইবেই হইবে ॥৬॥

সুরপতিকৃত-দীর্ঘদ্রোহতো গোষ্ঠরক্ষাং
ভব নব-গৃহরূপস্তাত্তরে কুব্ধতৈব ।
অঘ-বক-রিপুণোচ্চৈর্দত্তমান দ্রুতং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৭॥

হে গোবর্দ্ধন, অঘাসুর ও বকাসুর-শত্রু শ্রীকৃষ্ণ নবগৃহরূপ তোমার মধ্য-স্থানে স্বকীয় ইন্দ্র-দ্রোহ হইতে রক্ষা করতঃ তোমার মান সংবর্দ্ধন করিয়াছেন, অতএব আমাকে তোমার নিকট নিবাস প্রদান কর ॥৭॥

গিরিনৃপ ! হরিদাসশ্রেণিবর্ষ্যেতি-নামা-
মৃতামদমুদিতং শ্রীরাধিকাবক্ত্রুচন্দ্রাৎ ।
ব্রজনব-তিলকত্বে রুপবেদৈঃ স্মৃটং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৮॥

হে গিরিরাজ ! যখন শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে “হস্তায়-মদ্রিবল। হরিদাসবর্ষাঃ” অর্থাৎ “হে অবলাগণ ! এই পর্ব্বত হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ”, এই ভাগবতীয় পদ্যে তোমার নামরূপ অমৃত প্রকাশ পাইয়াছে, তখন তুমি বেদাদিসমূহ শাস্ত্রকর্ত্ত্বক ব্রজের নূতন তিলকধরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অতএব আমার এই প্রার্থনা যে, তুমি আমাকে তোমার নিজনিকটে বাস প্রদান কর ॥৮॥

নিজ-জনযুত-রাধাকৃষ্ণমৈত্রীরসাত্ত্ব
 ব্রজনর-পশু-পক্ষি-ব্রাত-সৌখ্যৈকদাতঃ ।
 অগণিত-করুণত্বান্মামুরীকৃত্য ভাস্ত্বং
 নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৯॥

হে গোবর্দ্ধন ! তুমি সখীগণবেষ্টিত রাধাকৃষ্ণের মিত্রতারূপ রসযুক্ত যে-
 সমস্ত ব্রজস্থিত নর, পশু, পক্ষিসমূহ, তাহাদিগের একমাত্র সুখদাতা, অতএব
 প্রদূশ দয়ালু স্বভাববশতঃ অতিশয় দীন আমাকেও অঙ্গীকার করিয়া তোমার
 নিজনিকটে নিবাস প্রদান কর ॥৯॥

নিরুপধি-করুণেন শ্রীশচীনন্দনেন ত্বয়ি
 কপটি-শঠোহপি ত্বং প্রিয়েণাপিতোহস্মি ।
 ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং ভামগৃহুন্
 নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥১০॥

হে গোবর্দ্ধন ! যত্বপি তোমার যোগ্যাযোগ্য পাত্রভেদে নিজনিকটে বাস-
 দানে আপত্তি থাকে, তবে সে-অশঙ্ক্যও নাই, যেহেতু কপটী এবং শঠ হইয়াও
 আমি পরমদয়াল তোমার অতিশয় প্রিয় শ্রীশচীনন্দনকর্তৃক তোমাতে সমর্পিত
 হইয়াছি, সুতরাং আমার যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু বিচার না করিয়া
 নিজনিকটে নিবাস প্রদান কর ॥১০॥

রসদ-দশকমস্ত্র শ্রীল গোবর্দ্ধনস্ত
 ক্ষিতিধর কুলভর্তৃর্যঃ প্রযত্নাদধীতে ।
 স সপদি মুখদেহস্মিন বাসমাসাচ্চসাম্ভা-
 চ্ছুভদ যুগলনৈবারত্নমাপ্নোতি তূর্ণম্ ॥১১॥

॥ ইতি শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকং সম্পূর্ণম্ ॥

যে-ব্যক্তি মহীধর পতি গোবর্দ্ধনের রসপ্রদ এই দশটি শ্লোক যত্নপূর্বক
 অধ্যয়ন করেন, তিনি শীঘ্রই সুখপ্রদ এই গোবর্দ্ধনে বাস লাভ করিয়া
 শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদসেবারূপ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন ॥১১॥

॥ শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশক সমাপ্ত ॥

পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ

ঐচ্ছৈতন্যদেব সাধারণ লোকের ধারণায় জাতিভেদ মানা বা না মানা ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, বরং অভক্ত কৰ্ম্মজড় সমাজে যাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত না হয় এবং অজ্ঞান কৰ্ম্মসঙ্গিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মিলে পাছে জগতে আরও অধিকতর উৎপাত উপস্থিত হয়, তজ্জন্য তিনি বঞ্চিত অভক্তকুলকে বিমোহিত করিয়া তাহাদের দৃষ্টিতে বাহ্যে লোক-ব্যবহার স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তগণে তিনি কোনদিন জাতিবুদ্ধি করেন নাই। তিনি অভক্ত ব্রাহ্মণব্রহ্মবের অন্ত গ্রহণ করেন নাই; তিনি বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ, লক্ষ হরিণাম গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ, এমন কি অস্পৃশ্যতোয় দানোড়িয়ার হস্তে পর্যন্ত তাঁহাদের হরিভক্তি দর্শনে উঁহাদিগকে ভোজ্য ব্রাহ্মণবিচারে তাঁহাদের হস্তে অন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আবার তিনি দাস-গোছামীর নিকট হইতে মহাপ্রসাদ কাড়িয়া লইয়া খাইয়াছেন। তাঁহার অভিন্নস্বরূপ জগদগুরু নিত্যানন্দদ্বারা তিনি যে-কোন কুলব্রহ্ম ভক্তগণের পাচিত অন্ত গ্রহণ করাইয়া বৈষ্ণবে ও মহাপ্রসাদে জাতিবুদ্ধি বা ভাত-ডাল-বুদ্ধি করা অত্যন্ত অপরাধের কথা এই উপদেশই জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। বর্তমান অদৈব কৰ্ম্মজড় স্মার্ত-সমাজ প্রচলিত জাতিভেদ-প্রথা এবং ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্তিত উচ্ছৃঙ্খলতা উভয়ই মৎসরতায়ুক্ত। কৰ্ম্মজড়স্মার্তগণ ও তথাকথিত ব্রাহ্মণ উভয়েই পরস্পর মৎসরতা ও প্রতিহিংসামূলে একে অন্যের প্রতি বিরোধ পোষণ করেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ নিঃসৎসর, তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্য কৃষ্ণসেবানুকূলপর পূর্বোক্ত পরস্পর বিরোধী সমাজের ন্যায় স্ব-স্ব ভোগপর নহে। বৈষ্ণবের বিচারে যে কার্য্যে কৃষ্ণসেবাগন্ধ নাই, সে-কার্য্য জাগতিক বিচারে পরম শ্লাঘ্য হইলেও অত্যন্ত ঘণ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈব-বিষ্ণুভক্তিপর বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া হরিভক্তনের আদেশ করিয়াছেন। বর্তমানে ধর্ম্ম-বিকৃত সমাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—সমাজ চিরকালই বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের অধীন থাকিবে, তবেই হরিসেবানুকূল বলিয়া সমাজের মূল্য, নতুবা উহা অদৈব বা আসুর-সমাজ।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আরও বলিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ কখনও স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে বহু দেবতার উপাসনা করেন না বা কাঠের পুতুল, মাটির পুতুল পূজা করেন না—তাঁহারা পৌত্তলিক নহেন। [এই কথা শ্রবণ করিয়া উক্ত * * * মহোদয় অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন—‘মহাশয়, তবে যে আমাদের গ্রামে ‘বৈষ্ণবগণকে’ (?) নানা দেবদেবীর পূজা করিতে আমরা দেখিতে পাই! শ্রীল পরমহংস ঠাকুর

বলিলেন,] ঐ সকল ব্যক্তি বৈষ্ণব-নামধারী হইলৈও বিস্তৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রানু-
 গত বৈষ্ণব নহে। যাঁহাদের হৃদয় মহাবদান্ত শ্রীচৈতন্যদেবের পরমোদার
 আত্মধর্মের মহত্ত্ব এবং শ্রীকৃপানুগ-ভজনের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরম মাধুর্য্যের একটু
 আভাসালোক স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহারা কখনও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য উপাসনা
 ব্যতীত সকাম নানাদেবসেবী হইয়া কৈতবযুক্ত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের প্রার্থী
 হইতে পারেন না। দৈবকর্তৃকই যাঁহাদের অদৃষ্ট খারাপ, সেইরূপ দুষ্কৃত
 ব্যক্তিগণ এই কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। বৈষ্ণবের
 শ্রীবিগ্রহ অর্চন ও অবৈষ্ণবের পুতুল পূজা এক নহে। বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহ
 অনিত্য বা জড়বস্তু নহেন। ভগবান্কে নিরাকার আখ্যা প্রদান করিলে
 তাঁহার নিত্য সচ্চিদানন্দ-রূপ ও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিত্বের অর্থাৎ সর্ব্বশক্তি-
 মত্তার অভাব কল্পিত হয়। ভগবানের জড়ীয় রূপ নাই বটে, কিন্তু তিনি
 নিরাকার নন। অতাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ ভগবৎস্বরূপ-জ্ঞান-লাভে অসমর্থ হইয়া
 ভক্তগণ সেবিত অবিমিশ্র চিহ্নিলাস-প্রকৃতি শ্রীবিগ্রহ-সেবাকে পৌত্তলিকতা
 বলিয়া নিন্দা করেন। পাশ্চাত্ত্যাদেশীয়গণের অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম খ্রীষ্টীয়ান্গণের
 অক্ষজবিচার ও তদুভয়ের অনুগত ব্রাহ্মধর্ম্ম অক্ষজ জ্ঞানোন্মত্ত হইয়া শ্রীবিগ্রহের
 অপ্রাকৃত সেবা-প্রথার নিন্দা করিয়া থাকেন। অবশ্য যাঁহারা মনে করেন,
 ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্বিশেষ, তাঁহার স্বরূপ বা বিগ্রহ নাই, কিন্তু সেই
 নিরাকারতত্ত্ব উপলব্ধির উদ্দেশ্যে কিছু সময়ের জন্য কল্পিত ও অনিত্য আকৃতি
 সৃষ্টি করিয়া তাঁহার উপাসনা করা কর্তব্য - এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ
 পৌত্তলিক। ভক্তের নিকট শ্রীবিগ্রহ নিত্য চিন্ময় স্বরূপ-বিগ্রহের অর্চ্যবতী।
 শ্রীবিগ্রহ নিত্য চিন্ময় ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন, তাহা অন্য বস্তু নহে।
 শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ষষ্ঠ পঃ)—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ডী।

অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ডী ॥ (৬।১৬৭-১৬৮)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আরও বলিলেন যে, তথাকথিত কন্মজড় স্মার্ত্ত-
 সমাজ ও তদ্-বিরোধী ইংরেজ চালচলন-অনুকরণকারী সমাজ উভয়েই গৃহ-
 ব্রতধর্ম্ম ও যোষিৎসেবার পক্ষপাতী। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, গৃহব্রত ও যোষিৎসঙ্গী
 বা যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গিগণের ক্রোধে মতি হইতে পারে না। ইঁহারা যদি নিজ নিজ
 মনোধর্ম্মের কথা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হরিজনের উপদেশ গ্রহণ করেন
 এবং তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করেন, তবেই ইঁহাদের মঙ্গল হইতে পারে।

বৌদ্ধধর্ম

শ্রীবুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার । আমাদের শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ১।৩।২৫) গ্রন্থ বলেন—

ততঃ কলৌ সংপ্রদত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্ ।

বুদ্ধো নাম্না জিনসূতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥

একবিংশাবতারে কলিযুগ সমাগত হইলে দেববিদেষী তামসিক লোক-সমূহের সমোহনের জন্য বিষ্ণু 'বুদ্ধ' এই নামে জিন-পুত্ররূপে কীকট প্রদেশে অবতীর্ণ হইবেন । সুতরাং বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার ও বৈষ্ণবের মান্য, কিন্তু অসুর-মোহনের জন্য যে-মত প্রচার করিবেন তাহা বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিবেন না । যেমন শ্রীমদ্বাংমহাপ্রভু শঙ্করাচার্য্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন (চৈ চঃ মধ্য ৬)—

আচার্য্যোর দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল ।

অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল ॥

শঙ্করকে মহাপ্রভু 'আচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিলেন ; কিন্তু আচার্য্যের নাস্তিক মত অসুর-বিমোহনের জন্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনপর । সুতরাং নিত্যধর্ম্মযাজী বৈষ্ণবের গ্রহণীয় নহে । বৈষ্ণবগণ বুদ্ধ-শ্রীমূর্ত্তি বা শঙ্করের প্রতি-মূর্ত্তি দর্শন করিলে প্রথমোক্ত শ্রীমূর্ত্তিকে দ্বিমুখ ও শেষোক্ত প্রতিমূর্ত্তিকে বৈষ্ণবজ্ঞানে প্রণামাদি করিবেন ; কিন্তু তাঁহাদের অসুর-বিমোহনপর বৌদ্ধ-বাদ বা মায়াবাদ গ্রহণ করিবেন না । শ্রীগীতগোবিন্দ-লেখক শ্রীজয়দেব গোস্বামী বৈষ্ণব ছিলেন ; তিনি স্তবে লিখিয়াছেন—

“নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্

সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ।

কেশবধ্বতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥”

সুতরাং বৈষ্ণবগণ যে-চক্ষে বুদ্ধদেব দর্শন ও শ্রদ্ধা করেন, তাহা হইতে বৌদ্ধগণের দর্শন পৃথক্ । বৈষ্ণবগণ আস্তিক । তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কায়-মনোবাক্যে অহিংসা যাজন করেন । বৌদ্ধগণ মুখে 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' বলিয়াও ভাগবতীয় “নিরন্তরৈরুপগীয়মানাং” এই দর্শম স্কন্ধের শ্লোকানুসারে পশুঘাতী বা আত্মঘাতী । এমন কি, তাঁহাদের প্রাথমিক সদাচার পর্য্যন্ত নাই, উঁহারা কেহ কেহ মৃতপ্রাণীর মাংস-ভোজনাদি কার্য্যে ব্যস্ত । সুতরাং বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্ত্তি বৈষ্ণবের দ্বারা পূজিত হইলেই তাঁহার যথার্থ পূজা হয় ।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর বলিলেন যে, বুদ্ধদেবের মন্দির সদাচারী হিন্দুর হস্তেই থাকি যুক্তিযুক্ত; তবে সেই স্থানে যাহাতে ছাগবলি প্রভৃতি না হয় এবং যাহাতে নাস্তিক বিযুক্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রীবুদ্ধদেবের অর্চনা-বিগ্রহের পূজা হয়, তৎসম্বন্ধে হিন্দুপক্ষ হইতে যত্ন করা কর্তব্য। তৎপরে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর বৌদ্ধছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্তিকে বুদ্ধদেবের বাস্তবসত্তা (Personality) হইতে পৃথক্ মনে করেন অথবা এক ভাবেন? তাঁহারা বলিলেন যে, বুদ্ধদেবের মূর্তিকে তাঁহারা বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্ন—Emblem মাত্র মনে করেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন যে, বৈষ্ণবগণ শ্রীমূর্তিকে মূর্তিবিগ্রহের বাস্তব স্বরূপসত্তা হইতে সর্বতোভাবে অভিন্ন জ্ঞান করেন। বৌদ্ধবাদ অচিন্মাত্রবাদ ও শাক্য-মতবাদ চিন্মাত্রবাদ—প্রাকৃত চিন্তা-স্রোত হইতে পরিপুষ্ট—উহা আরোহ-বাদীর অক্ষজ জ্ঞানোথ চেষ্টা। শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয় মতকেই নাস্তিকমত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত মতটি বেদবিরোধী নাস্তিক্যবাদ; দ্বিতীয় মতটি মুখে বেদ স্বীকার করিলেও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৩।১৬৮) —

“বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত’ নাস্তিক।

বেদাশ্রয়া নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥”

সুতরাং অচিন্মাত্রবাদ যেমন নাস্তিক্যবাদ, চিন্মাত্রবাদও তদ্রূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত জনৈক মহা-পণ্ডিত বৌদ্ধাচার্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত বৌদ্ধা-চার্যের নাস্তিক্যবাদপূর্ণ পাণ্ডিত্যকে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা খণ্ডিত করিয়া দেন।

“যদ্যপি অসম্ভাস্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।

তথাপি বলিল প্রভু গর্ব খণ্ডাইতে ॥

বৌদ্ধাচার্য্য ‘নবপ্রশ্ন’ সব উঠাইল।

দৃঢ় যুক্তিতর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥

দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়।

লোকে হাস্য করে বৌদ্ধ পাইল লজ্জা ভয় ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম)

— জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

অশোভন

(স্বরূপসিদ্ধি-বস্তুসিদ্ধি)

১। ভক্তগণের মুক্তি কয়প্রকার ও তাহাদের স্বরূপ কি ?

“ভক্তদিগের মুক্তি দুই প্রকার—অর্থাৎ ‘স্বরূপ-মুক্তি’ ও ‘বস্তুমুক্তি’। যাহারা ভজন-বলে এই জড়জগতেই স্বরূপ-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাহাদের দেহান্ত পর্যান্ত অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তি তাহাদিগের দেবা আরম্ভ করেন। তাহাদের এই অবস্থায় স্বরূপমুক্তি হইয়াছে, আবার দেহত্যাগ হইলেই কৃষ্ণকৃপায় তাহাদের বস্তুমুক্তি হইবে।”

—শ্রীমঃ শিঃ ৮ম পঃ

২। আপন-দশা ও স্বরূপসিদ্ধি কখন হয় ?

“নামস্মরণ, রূপস্মরণ, গুণধারণা, লীলার ধুবানুস্মৃতি এবং লীলাপ্রবেশে কৃষ্ণরসে মগ্ন হওয়া-রূপ সমাধি—এই সমস্ত ক্রমে হইলে আপন-দশা উপস্থিত হয়। স্মরণ ও আপনে অষ্টকাল কৃষ্ণ-নিতালীলা-সাধন হয় এবং তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ হইলে স্বরূপসিদ্ধি হয়।”

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩। শ্রীরাধাকৃষ্ণের দেবাজনিত সুখ ও চিহ্নিলাসগত-লীলার স্মৃতি কখন হয় ?

“তখন (ভাবাপন-দশায়) স্ব স্বরূপে ক্ষণে-ক্ষণে ব্রজবাস হয়। স্ব-স্বরূপ-গত রাধাকৃষ্ণ-সেবায় বড় সুখোদয় হয়। এমত কি, অনেকক্ষণ ব্রজধাম-দর্শন ও তথায় স্বরূপাভিমাণে অবস্থিতি এবং চিহ্নিলাসগত-লীলার স্মৃতি হয়।”

—‘ভজনপ্রণালী’, হঃ চিঃ

৪। আসক্তির অবস্থা অতীত হইলেও কখন জীবের স্বরূপসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ?

“আসক্তি গত হইলেও লিঙ্গদেহ থাকা পর্যান্ত জড়-সান্নিধ্য থাকে। কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে তাহা অতি শীঘ্রই সমাপ্ত হইয়া থাকে। এ জড়-সান্নিধ্যের নাম বিপ্র। যতদিন বিপ্র আছে, ততদিন জীব বস্তু-সিদ্ধ হয় না। কিন্তু প্রেম-দশা-প্রাপ্ত রতি হইলেই রস-লাভের যোগ্য হন এবং তাহাতে স্বরূপসিদ্ধি উদিত হয়।”

—চৈঃ শিঃ ৭।১

৫। স্বরূপসিদ্ধি কি ? তাহার সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কি সম্বন্ধ ?

“অপ্রাকৃত-তত্ত্বের স্বরূপবোধই—“স্বরূপসিদ্ধি”। ইহার নামই প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে প্রেম-অনুশীলনরূপ অভিধেয় ও প্রেম-প্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন লাভ হয়।”

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৬। দ্বিবিধ ভক্তিসিদ্ধিতে কি অবস্থা লাভ হয় ?

“ভক্তিসিদ্ধি দুইপ্রকার—অর্থাৎ স্বরূপ-সিদ্ধি ও বস্তু-সিদ্ধি। স্বরূপ-সিদ্ধির সময়ে গোকুলে গোলোক-দর্শন এবং বস্তুসিদ্ধির সময়ে গোলোকে গোকুলদর্শন হয়।”

—ব্রঃ সং ৫২

৭। কর্মের চরম ফল কি ?

“নৈষ্কর্ম্যাসিদ্ধিই কর্মের বাস্তবিক ফল ; অন্য যে ফলশ্রুতি, তাহা কেবল নৈষ্কর্ম্য-কর্মে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে।”

—‘প্রমাণনির্দেশঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১২৪

৮। ‘বস্তুসিদ্ধি’ কাহাকে বলে ?

“কৃষ্ণকৃপা হইলে দেহবিগম-সময়ে বস্তুতঃ সিদ্ধদেহে ব্রজলীলার পরিকর হওয়ার নাম বস্তুসিদ্ধি। ইহাই নামভজনের চরম ফল।” —চৈঃ শিঃ ৬৪

৯। নিত্যলীলায় প্রবেশটি কি ?

“এই অবস্থায় ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতি অবশ্য হইবে এবং হঠাৎ তদীচ্ছাক্রমে স্থলদেহাপগমে লিঙ্গদেহ নষ্ট হইয়া পড়িবে। পাক্‌ভৌতিক দেহের পতন হইতে হইতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত মনোবুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ লিঙ্গ-দেহ খসিয়া পড়ে। তখন শুদ্ধ চিদেহ স্পষ্ট অনাবৃতভাবে উদিত হইয়া চিহ্নামে যুগলসেবা করিতে থাকে।”

—‘ভজনপ্রণালী’, হঃ চিঃ

১০। বস্তুসিদ্ধি-লাভে কি প্রপঞ্চে অবস্থান সম্ভব ?

“বস্তুসিদ্ধি হইলে প্রাকৃত জগতে আর থাকা যায় না ; ভক্ত তখন অপ্রাকৃত জগতে অবস্থান করেন।”

—‘প্রয়োজনবিচারঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৭২৪

১১। সিদ্ধিতে মহাভাগবতের দর্শন কি ?

“(কবে) স্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাইব,

পিব সরস্বতী-জল।

পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,

করি’ কৃষ্ণকোলাহল ॥”

—‘সিদ্ধিলালসা’-১, গীঃ মাঃ

১২। শ্রীরাধাগতপ্রাণ প্রেমিক ভক্তের কিরূপ বিপ্রলম্ব হয় ?

“রাধিকাচরণ, ত্যজিয়া আমার
ক্ষণেকে প্রলয় হয়।
রাধিকার তরে, শতবার মরি,
সে দুঃখ আমার নয় ॥”

—‘সিদ্ধিলালসা’-১০, গীঃ মাঃ

১৩। আশ্রয়তত্ত্বানুগ সেবকের চিত্তবৃত্তি কি ?

“শ্রীকৃষ্ণবিরহে, রাধিকার দশা,
আমি ত’ সহিতে নারি।
যুগল-মিলন সুখের কারণ,
জীবন ছাড়িতে পারি ॥”

—‘সিদ্ধিলালসা’-১০, গীঃ মাঃ

১৪। আশ্রয়তত্ত্বের পক্ষপাতিত্ব-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদের বিচার কি ?

“রাধা-পক্ষ ছাড়ি, যে জন সে জন,
যে ভাবে সে ভাবে থাকে।
আমিত রাধিকা- পক্ষপাতী সদা
কহু নাহি হেরি তা’কে ॥”

—‘সিদ্ধিলালসা’-৯, গীঃ মাঃ

১৫। দ্বারসিকী সিদ্ধির স্বরূপ কি ?

“দ্বারসিকী সিদ্ধি ব্রজগোপী-ধন,
পরমচঞ্চলা সতী।
যোগীর ধ্যান, নির্বিশেষ-জ্ঞান,
মা পায় এখানে স্থিতি ॥
সাক্ষাৎ দর্শন, মধ্যাহ্ন-লীলায়,
রাধাপদ-সেবার্থিনী।
খন যে-সেবা, করহ যতনে,
শ্রীরাধাচরণে ধনি ॥”

—‘সিদ্ধিলালসা’-৬, গীঃ মাঃ

১৬। শ্রীকৃপানুগের সংসিদ্ধি-লালসা কিরূপ ?

“কবে.বা এ-দাসী, সংসিদ্ধি লভিবে,
রাধাকুণ্ডে বাস করি’।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা, সতত করিবে,
পূর্ব স্মৃতি পরিহরি’ ॥”

—‘সিদ্ধিলালসা’-৮, গীঃ মাঃ

১৭। শ্রীরাধানুগার সেবার স্বরূপ কি ?

“তুমি রাধিকার দাসী, রাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণসেবা স্বতন্ত্রা হইয়া করিবে না। রাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ রাখিয়াও কৃষ্ণের দাস্য-প্রেম অপেক্ষা রাধিকার দাস্য-প্রেমে অধিকতর আগ্রহ করিবে। ইহারই নাম ‘সেবা’। শ্রীরাধার অষ্টকালীন সেবাই তোমার সেবা।” —জৈঃ ধঃ, ৩৯তম অঃ

১৮। ব্রজে গোপগৃহে জন্মটী কি ? এ বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সামঞ্জস্য ও বৈশিষ্ট্য কি ?

“কোন কোন ভক্তলেখক স্বরূপসিদ্ধিকে সাধকের সাধন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই গোপগৃহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; তাহাও মিথ্যা নয়। ইহাই ভক্তবৈষ্ণবের বস্তুসিদ্ধির পূর্বে দ্বিজত্বলাভ বলিয়া জানিতে হইবে ; ভক্তের গোপীদেহ-প্রাপ্তিই সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ দ্বিজত্বপ্রাপ্তি বা আপন দশা। যখন সেই অবস্থায় গুণময় দেহ বিগত হয়, তখনই সাধকের ‘স্বরূপ-সিদ্ধি’ হইতে ‘বস্তুসিদ্ধি’ হয়।” —চৈঃ শিঃ ৬।৫

১৯। শুদ্ধভক্তের শ্রীধামপ্রীতি ও ভক্তসেবা-লালসা কিরূপ ?

“(কবে) ধামবাদী জনে প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব চরণ- রেণু গায় মাখি
ধরি অবধূত বেশ ॥”

—‘সিদ্ধিলালসা’ ১, গীঃ মাঃ

২০। শুদ্ধভক্ত কি গোড়বন ও ব্রজবনে ভেদ দেখেন ? শ্রীরাধাদাস্য কখন লাভ হয় ?

“(কবে) গোড় ব্রজবনে ভেদ না দেখিব
হইব বরজ-বাসী।

(তখন) ধামের স্বরূপ স্মুরিবে নয়নে
হইব রাধার দাসী ॥”

—‘সিদ্ধিলালসা’-১, গীঃ মাঃ

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

চাতুর্ন্যাস-ব্রত *

এই বৎসর বর্তমান আষাঢ় মাসের ২৬শে তারিখ রবিবার হইতে কার্তিক মাসের ১৯শে তারিখ পর্যন্ত চাতুর্ন্যাস-ব্রতের কাল নিরূপিত হইয়াছে। চন্দ্রের গতিবিধি অনুসারে গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণ যে মাসের বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে ২৬শে আষাঢ় পূর্ণিমা হইতে কার্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্যন্ত উক্ত ব্রত শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি পালন করিবেন। শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত সেবকগণ ও অনুগত ভক্ত-মহিলাবৃন্দ সকলেই ঐ দিবস হইতে চাতুর্ন্যাস ব্রত পালন করিবেন। এই চাতুর্ন্যাস-ব্রত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকলেরই পালনীয়। এই ব্রত বৈধী-ভক্তির অন্তর্গত। শাস্ত্রে ভক্তির বিধি শত-সহস্র প্রকার থাকিলেও চৌষটি প্রকার ভক্ত্যঙ্গই শ্রীকৃপানুগ গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আদরণীয়। সাধন-ভক্তি বাদ দিয়া হঠাৎ ইহার উলঙ্ঘন করিলে উচ্ছ্রান্ততাই প্রকাশ পাইবে। যদিও উক্ত চাতুর্ন্যাস-ব্রত-উদ্‌যাপন উক্ত চৌষটি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি শ্রীমন্নৃসিংহ চাতুর্ন্যাস-ব্রত-পালন শিক্ষা দিবার জন্য পুরী ও দক্ষিণ-দেশ প্রভৃতি স্থানে অবস্থানকালে নিজে স্বয়ং ইহা পালন করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং এই ব্রত পালন অবশ্য কর্তব্য। চাতুর্ন্যাস-ব্রত কেবল গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণেরই কৃত্য এমন নহে। ইহা কন্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি যাবতীয় স্মার্ত-বিধানানুগামী সকলেরই অবশ্য পালনীয়। সুতরাং আমাদের বিশেষ অনুরোধ পাঠক-পাঠিকাবর্গ সকলেই বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই ব্রত পালনে কৃতসঙ্কল্প হইবেন।

* সর্বশাশ্ত্রেই চাতুর্ন্যাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। চারি আশ্রমের হিন্দুমাত্রেরই এই ব্রত পালন করা অবশ্য কর্তব্য। বর্তমান বর্ষে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত চারি আশ্রমের বৈষ্ণবগণ আষাঢ়ী পূর্ণিমা (১৯শে আষাঢ়, ইং ৪।৭।৭৪ বৃহস্পতিবার) হইতে কার্তিক পূর্ণিমা (১৩ই অগ্রহায়ণ, ইং ২৯।১১।৭৪ শুক্রবার) পর্যন্ত (মধ্যে পূর্ণবোন্তম মাস সহযোগে) পাঁচ মাসকাল এই ব্রত পালন করিবেন। তার মধ্যে প্রথম শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্তিকে আমিষ জাতীয় দ্রব্যসমূহ বর্জন করিবেন। পূর্ণবোন্তম মাসব্রত কার্তিক মাসের নিয়মসেবা ব্রতের ন্যায়ই পালন করিতে হইবে। বিস্তারিত বিবরণের জগু শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকার ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'চাতুর্ন্যাস' এবং পূর্ণবোন্তম মাসকৃত্য' নামক প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য। আমরা এই বিষয়ে পরমাধ্যাতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদ-পদ্মের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু উপদেশমূলক পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠকগণের অবগতির জন্য এখানে প্রকাশিত করিতেছি।

— সম্পাদক

বিধি উল্জন করিলে সাধক-জীবন রক্ষিত হয় না। বৈধ-শক্তি অপেক্ষা রাগানুগা-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সর্বশাস্ত্রেই পরিগীত হইয়া থাকে। তজ্জন্য রাগের ভাগ দেখাইয়া আমাদের বিধির আবশ্যিকতা নাই; আমরা ‘উন্নতমার্গে পহুঁছিয়া পরমহংস হইয়াছি’ এইরূপ অকাল-পক্বতা লাভ করিলে সমূহ অমঙ্গল জানিতে হইবে। “দলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্তা চরেদবিধিগোচরঃ”—শাস্ত্রের এই বাক্য পরমহংস মহাভাগবতগণের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের আচরণ অনুকরণ করিলে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িব। রাগমার্গে প্রবেশ করিতে হইলে বিধি উল্জন করা চলিবে না। “বিধিমার্গ রত জনে, স্বাধীনতা-রত্ব দানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ।”—মহাভনগণের এই বাক্য সর্বদা হৃদয়ে অবরুদ্ধ রাখিতে হইবে। সুতরাং অনুরাগের সহিত বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া এই চাতুর্মাস্য-ব্রতের যাবতীয় বিধিসমূহ পালন করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য।

“যো বিনা নিয়মং মৰ্ত্তো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।

চাতুর্মাস্যং নয়েন্মূৰ্খো জীবনপি মৃতো হি সঃ ॥” (হঃ বিলাস-১৫।৬০)

অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত কিংবা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্মাস্যাদি যাপন করে, সে মূৰ্খ এবং জীবিত অবস্থাই মৃততুল্য। সুতরাং বিনা নিয়মে জীবন-যাপনকারীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে শাস্ত্রকারগণ মঙ্গলের পথ বলিয়া অনুমোদন করেন নাই।

কেহ কেহ ক্রমপথ উল্জন করিয়া অনধিকার-চর্চার মেয়েলী ধারণার বশবর্তী হইয়া পড়েন। আজকাল উচ্ছৃঙ্খল-সমাজ স্ত্রীজাতির পূজায় আত্ম-নিয়োগ করিতে গিয়া যে অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছেন, তাহার ফল সকলেই অনুভব করিতেছেন ও করিবেন। অধোক্ষজ-ভক্তির উল্জন করিয়া কাহারও অপ্রাকৃত হইবার বাসনাকে আমরা উচ্ছৃঙ্খলতা-স্বৈৰবুদ্ধি বলিয়া মনে করি। শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে অপ্রাকৃত তত্ত্বের অনধিকারী বিচার করিয়াছেন। অপ্রাকৃত বস্তুই অধোক্ষজ। আবার অধোক্ষজ বস্তুই অপ্রাকৃত। সুতরাং আমরা সকলেই কাঞ্চ হইলেও বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণব-সংজ্ঞাই আমাদের মাধুর্যের উন্নততম স্থানে স্থাপন করিয়া থাকেন। সুতরাং আমরা বৈষ্ণব নহি—এইরূপ বিচার মেয়েলী-বিচার। জীব মাত্রই স্বরূপতঃ প্রকৃতি হইলেও শ্রীমদ্বাহুপ্রভুর ঔদার্যালীলায় আমরা তাহা হইতে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য

করিয়া থাকি। রূপানুগ ধারার যাহারা দ্বাত তাঁহারা বিষ্ণুপ্রিয়া অপেক্ষা কৃষ্ণপ্রিয়ারই আদর করিয়া থাকেন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতৃদেব শ্রীজগন্নাথ মিশ্রবরের সেবিত 'অধোক্ষজ' বস্তুর সেবকসূত্রে আমরা বলিতে চাহি,—

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।

সুতরাং আমরা গুরুপাদপদ্ম-গুদ্বা-সরস্বতী-স্বরূপিনী কৃষ্ণপ্রিয়ারই আনুগত্য করিব। বিষ্ণুপ্রিয়া আমাদের মস্তকে থাকেন থাকুন।

গুদ্বা-সরস্বতীর নির্দেশমত আমরা চাতুর্মাস্য-ব্রতাদি পালন করিব। অনধিকার-চর্চায় প্রবেশ করিব না। শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে আমিষ (মাষকলাই) ভোজন সম্পূর্ণ-রূপে নিষিদ্ধ। “শ্রাবণে বর্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।

দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ ॥”

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস-১৫।৬১)

এতদ্ব্যতীত চারি মাসের জন্য শিম, বরবটি, পটোল, পুঁইশাক, কলংসী-শাক, লাউ, বেগুন প্রভৃতি সর্বোতোভাবে পরিত্যজ্য। গৃহস্থগণের পক্ষে চারিমাণ ক্ষৌর-কর্মাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে ত্যাগী সন্ন্যাসিগণের পক্ষে ভাদ্র-পূর্ণিমায় বিশ্বরূপ-ক্ষৌর অবলম্বন করা চলিতে পারে। এই ব্রত পালনকালে যাবতীয় বিলাস-সস্তার সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়।

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩৮)

ভগবৎ-প্রীতি কিরূপে রসরূপতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই দেখান হইতেছে। রসশাস্ত্রমতে স্থায়িভাব বিভাবাদির যোগে রসরূপে পরিণত হয়।

প্রীতিমাত্রই ভাববিশেষ; ভগবৎ-প্রীতিও প্রীতিবিশেষ বলিয়া তাহার ভাবত্ব সম্ভব। আর রসশাস্ত্রে স্থায়ীর যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, ভগবৎ-প্রীতিতে তাহা আছে বলিয়া তাহার স্থায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তাহা ছাড়া ভগবৎ-প্রীতি যে স্থায়িভাব, তাহা যুক্তিদ্বারাও নির্ণয় করা যায়—ভগবৎ-প্রীতির বিভাবনা দ্বারা আলম্বন ও উদ্দীপন বস্তুর বিভাবত্ব অনুভাবনা দ্বারা

নৃত্যাদির অনুভাবত্ব এবং তাহার সঞ্চারণদ্বারা নির্বেদাদির ব্যভিচারত্ব । যদি প্রীতি না থাকে, তবে বিভাবাদি কোন রসোপকরণই থাকিতে পারে না ; প্রীতিকে অবলম্বন করিয়াই অন্যান্য রসোপকরণের রসোপকরণতা, এই কারণেও ভগবৎ-প্রীতিকে স্থায়ীভাব বলা যায় ।

কারণাদির স্ফুর্তিবিশেষ দ্বারা স্ফুর্তিপ্রাপ্ত ভগবৎ-প্রীতি উক্ত কারণাদির সহিত মিলিত হইয়া তদীয় প্রীতিরসময় বলিয়া কথিত হয় । ইহা ভক্তিময় রস :

রসশাস্ত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে—রসরূপতা প্রাপ্তির যোগাতাপ্রাপ্ত ভাব-সকল রসরূপে পরিণত হয় । প্রাকৃত রসিকগণ রস-সামগ্রীর অভাবহেতু ভক্তিতে যে রসত্ব অভিলাষ করেন না, তাহা প্রাকৃত দেবাদি-বিষয়েই সম্ভব-পর হইতে পারে । রসত্ব-প্রাপ্তিতে সামগ্রী তিন প্রকার—স্বরূপ-যোগাতা, পরিকর-যোগাতা ও পুরুষ-যোগাতা ।

ভগবৎ-প্রীতিতে স্থায়ীভাবত্ব এবং সেই প্রকার অশেষ সুখতরঙ্গের সমুদ্র-স্বরূপ ব্রহ্ম-সুখ হইতে অধিকতমত্বই প্রতিপাদিত হইতেছে । লৌকিক প্রীতিতে কারণাদি-রসপরিকর লৌকিক বলিয়া বিভাবনাদিতে অক্ষম, কিন্তু সং কবির গ্রন্থন-চাতুর্য্যে অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিভাবনাদির যোগা-হয় ; আর ভগবৎ-প্রীতিতে কারণাদি-পরিকরসকল স্বভাবতঃই অলৌকিক অদ্ভুतरূপ । পুরুষ-যোগাতা শ্রীপ্রহ্লাদাদির মত প্রবল প্রীতিবাসনা । তদ্ব্যতীত লৌকিক কাব্যও রস-নিষ্পত্তি মনে করে না ।

ভক্তযোগিগণের মতে পুণ্যবন্ত ব্যক্তিগণ রসাস্বাদন করেন । রত্যাদি-বাসনা ব্যতীত রস আস্বাদন হয় না । সাহিত্যদর্পণ (৩৪১) লৌকিক রসের উৎপত্তি, স্বরূপ ও আস্বাদনের প্রকার এইরূপ—সত্ত্বের উদ্রেক হেতু কোন কোন প্রমাতা (সামাজিক) ভ্রন্যতা-প্রযুক্ত মূর্ত্তিমান বস্তুর ন্যায় রস আস্বাদন করেন ; সেই রস অখণ্ড-প্রকাশানন্দ-চিন্ময়, বেদ্যাত্তর-স্পর্শ-শূন্য, ব্রহ্মা-স্বাদ সহোদর এবং লোকোত্তর চমৎকারিতাই তাহার প্রাণ ।

লৌকিক রসে প্রাকৃত সত্ত্বই হেতু, আর অলৌকিক (ভগবৎ-প্রীতিময়) রসে অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বই হেতু । তাহা বসুদেব-শব্দে অভিহিত—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং

যদীয়তে তত্র পুমানপার্বতঃ ।

সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো

হৃদোক্ষজে মে (মনসা বা) নমসা বিধীয়তে ॥ (ভাঃ ৪।৩।২৩)

স্বরূপশক্তি-বৃত্তিহেতু জাড্যাংশ-রহিত বৃত্তিই বিস্তৃত সত্ত্ব । তাহাই বসু-
দেব, (যাঁহা হইতে ভগবান্ বাসুদেব প্রকাশিত হন) ।

প্রাচীন অলৌকিক ও লৌকিক রসজ্ঞগণের মতেও এই রস সিদ্ধ হয় ।
তন্মধ্যে অলৌকিক রসজ্ঞ নামকৌমুদীকার সাধারণভাবে রসবস্তু দেখাইয়াছেন
আর শ্ৰীধরস্বামিপাদ বিশেষভাবে রসের পরিচয় দিয়াছেন— তিনি “মল্লা-
নামশনি” শ্লোকের (ভাঃ ১০।১৩।১৭।) টাকায় পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটী রস
দেখাইয়াছেন ।

রৌদ্রোহন্তুতশ্চ শৃঙ্গারো হাসো বীরোদয়া তথা ।

ভয়ানকশ্চ বীভৎসঃ শান্তঃ স প্রেমভক্তিকঃ ॥

রৌদ্র, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, দয়া, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত ও ভক্তি
(দাস্য) এই রসসকলের মধ্যে শৃঙ্গার, হাস্য-শব্দ সূচিত সখ্য, দয়া-শব্দসূচিত
বাৎসল্য, শান্ত এবং ভক্তিশব্দ-সূচিত দাস্য—এই পঞ্চ মূখ্য রস এস্থলে শ্রীমজ্জীব
গোস্বামী প্রভু প্রদর্শন করিয়াছেন ।

মূল শ্লোকে যে গোপগণের কথা আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে হাস্যের উল্লেখ
থাকায় সখ্যগণকে বুঝাইতেছে । শ্লোকে যে নরগণের কথা আছে, তাঁহারা
রসস্থলের সাধারণ দর্শক । তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে কোন রসের উদয় হয়
নাই, তবে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সামান্য প্ৰীতির উদয়
হইয়াছিল । তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিল বলিয়া অদ্ভুত রস
বালয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । সুন্দর গুণবান্ বালককে দেখিলে প্ৰীতির উদয় হয় ।
তাহাতে মদীয়তা বোধ থাকে না ; তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছিল বলিয়া অদ্ভুত
রসের উদয় হইয়াছিল । মল্লাদির রৌদ্ররস উদিত হইয়াছিল । তাঁহারা
জিঘাংসাবৃত্তি লইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিল । উহা প্ৰীতি-বিরোধী ।
লৌকিক-রত্যাতির সুখরূপতা যৎসামান্য । বস্তুবিচারে লৌকিক-রত্যাতি-
দুঃখেই পর্য্যবসিত হয় । স্বয়ং ভগবান্ একাদশশব্দকে বলিয়াছেন—

শমো মনিষ্ঠতাবুদ্ধেঃ (১১।১৯।৩৬)

প্রাকৃত সুখ-দুঃখের ধ্বংসের নাম সুখ । বিষয়-ভোগ এবং সেই সুখের
অপেক্ষাই দুঃখ । আমাতে বুদ্ধির নিষ্ঠতাই শম । এস্থলে লৌকিক শমের
(শান্তির) অনাদর করা হইয়াছে ।

লৌকিকরসজ্ঞগণও জুগুপ্সাদিভাবে নিন্দা করেন । শ্রীনারদ-বাক্যে
লৌকিক-রসের নিন্দা এবং ভাগবত-রসের প্রশংসা দেখা যায়—

ন যদ্যচশ্চিত্রপদং হরেযশো
 জগৎপবিত্রং প্রগুণীত কহিচিৎ ।
 তদ্বায়সং ভীর্থমুশস্তি মানসা
 ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিকৃক্ষয়াঃ ॥
 তদ্বাণিসর্গো জনতাষবিপ্লবো
 যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ববতাপি ।
 নামান্যনন্তস্য যশোহুহিতানি যং

শৃণুস্তি গায়ন্তি গুণস্তি সাধবঃ ॥ (ভাঃ ১।৫।১০-১১)

যে বাক্য বিচিত্র পদে (অলঙ্কারাদিযুক্ত) রচিত হইয়াও জগৎপবিত্র-কারী হরির যশ প্রকাশ করে না, জ্ঞানিগণ সেই গ্রন্থকে কাকতীর্থ কাক-তুলা কন্দিগণের রতিস্থান মনে করেন। সত্বপ্রধান-চিত্ত পরমহংসগণ তাহাতে কখনও রমণ করেন না; আর যাহাতে অসম্পূর্ণ অর্থবোধক শব্দসকল বিন্যস্ত থাকিলেও প্রতিশ্লোকে অনন্ত ভগবানের যশ-প্রকাশক নাম যোজিত থাকে, সাধুগণ সেইসকলই শ্রবণ, কীর্তন ও গান করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণিনী দেবীও শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

ত্বক্শ্মশ্রুরোমনথকেশপিনকমন্ত-
 মাংসাস্তিরক্তকুমিবিটকফপিত্তবাতম্ ।
 জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতিবিমূঢ়া

যা তে পদাক্রমকবন্দমজিহ্বতী স্ত্রী ॥ (ভাঃ ১০।৬০।৪৫)

যে স্ত্রীলোক আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ আচ্ছাদন করে নাই, সেই মূঢ়-মতি স্ত্রী বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নথ ও কেশদ্বারা আচ্ছাদিত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কুমি, বিষ্ঠা, বাত-পিত্ত, কফ-পূরিত জীবিত শবকে কান্তজ্ঞানে ভজন করে।

শ্রীকৃষ্ণিনী দেবী যদিও কেবল কান্ত্যভাব সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু নরনারী সকলের সম্বন্ধেই ঐ কথা—সকলেই বিষ্ঠা-কুমি-ক্লেশপূর্ণ চন্দ্রাদিদেহ-বিশিষ্ট। সেই দেহের কথা মনে হইলে ঘৃণা ব্যতীত অন্য বৃত্তির উদয় হয় না। ইহা সংসামাজিকের রুচিকর নহে। সে সকল কথাকে তাঁহারা ঘৃণা করেন। এইজন্য লৌকিক প্রীতির বিভাবাদি রস-যোগ্যতা না থাকায় তাহাতে রস নিস্পত্তি হয় না।

শান্তরসে স্থায়ীভাব ‘শম’। শ্রীভগবানের বুদ্ধি-নিষ্ঠাই শম। বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহত করা মাত্র নহে।

আশ্রয় ও বিষয় অবলম্বনের—নর-নারীর কথা মনে করিলে দেহের স্বরূপের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া কেবল ঘণার উদ্রেক হয়। কিন্তু বিষয়ী হইতে মুক্তবাস্তি পর্য্যন্ত সর্বজনে শ্রীভাগবতরস বিকারের কারণ হয়। শ্রীপরীক্ষিতের উক্তি—

নিবৃত্ততর্কৈরুপগীয়মানাদ্-

ভবৌষধাচ্ছোত্রমনোহভিরামাৎ ।

ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ

পুমান্ বিরজ্যোত বিনাপশুঘ্নাৎ ॥ (ভাঃ ১০।১।৪)

উত্তম-শ্লোক শ্রীহরির গুণানুবাদে পশুঘাতী ব্যাধ ছাড়া মুক্ত, মুমুক্শু বিষয়ী কেহই বিরত হয় না। মুক্তগণ অধিক বা সর্বোত্তম মনে করিয়া, মুমুক্শুগণ ভবরোগের ঔষধ মনে করিয়া আর বিষয়িগণ কর্ণ ও মনের আনন্দদায়ক মনে করিয়া শ্রীহরির গুণানুবাদ শ্রবণাদি করেন; পশুঘাতী ব্যাধের বুদ্ধি হিংসাদিক্ষা বলিয়া তাহাদের হৃদয় নীরস, এজন্য তাহাঁরাই কেবল উহাতে বিরত হয়।

—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিধামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতি মহারাজ

উপনিষৎ-সার

(৩) কঠোপনিষৎ

এই উপনিষৎখানি কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠ-শাখার অন্তর্ভুক্ত। যদিও কঠ-ঋষির নামে জগতে প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি ইহা তাঁহা কর্তৃক বিরচিত নহে। ইহা অপৌরুষেয়। সম্প্রদায়-প্রবর্তক কঠ-ঋষি তৎশাখায় শিষ্য-বর্গকে উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই কঠোপনিষৎ নামে খ্যাত হইয়াছে।

কঠোপনিষদে যম নচিকেতা-সংবাদ নামক প্রসিদ্ধ উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। উহাতে দৃষ্ট হয়,—বাজশ্রবার পৌত্র উদালকের পুত্র ঔদালকি (আরুণি) নামক রাজা স্বর্গকাম হইয়া বিশ্বজিৎ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন। উহাতে প্রভূত দান করিলেও বাস্তবিকতা কম ছিল এবং লোক-দেখান ভাব অধিক ছিল। পিতা যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে বহু বৃদ্ধা ও বেকার গাভী দান করায় নচিকেতা বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা

করিলেন যে, যে যজ্ঞানুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণকে জরাজীর্ণ গাভী দান করে, সে অনন্দা নামক নিরানন্দ লোকে গমন করে। অতএব পিতার এই অশুভা গতি হইতে উদ্ধার করিবার মনস্থ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা এই যে, যাহা করা যায় এবং যাহা দেওয়া যায়, তাহা উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। উৎকৃষ্টতার মধ্যে মানুষের গৌরব অন্তর্নিহিত থাকে। কার্য ক্ষুদ্র বা সামান্যই হউক, কিন্তু উৎকৃষ্ট আদর্শযুক্ত হওয়া চাই। ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান ও আদর্শবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ও নিরানন্দ লোকে গতি রুদ্ধ করিবার মানসে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে পিতঃ! আপনি যখন সর্বস্ব দান করিতে বসিয়াছেন, তখন আমাকে কাহারও নিকট অর্পণ করুন। আমিও তো সর্বস্বের মধ্যে অন্যতম। পর পর তিনবার জিজ্ঞাসার উত্তরে অতিশয় বিরক্তিভরে বলিলেন,— “যমের দক্ষিণাধরূপ তাহাকে তোমায় দিলাম।” এই কথা শুনিয়া নচিকেতা চিন্তা করিতে লাগিলেন, “আমি যমের কোন্ কার্যের উপযোগী হইব এবং পিতারই বা আমাকর্তৃক কি মঙ্গল সাধিত হইবে?”

পিতৃসত্য-পালনের জন্য তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যমপুরী-গমনের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। পিতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তথায় যাইবার অনুমতি দিলেন।

অতঃপর তিনি যমালয়ে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, শ্রীযমরাজ কোন কার্যব্যাপদেশে গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছেন। যমভার্য্যা তাঁহাকে আতিথ্যসংকারে উৎসুক্য প্রকাশ করিলেও তিনি উহা স্বীকার না করিয়া তিন দিন যাবৎ শ্রীযমরাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীযমরাজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলে স্বীয় ভার্য্যার নিকট নবাগতের সংকার-শূন্যতার কথা-শ্রবণে বাথিত হইয়া অপরাধক্ষালনার্থ তিন দিনের জন্য তিনটি বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

নচিকেতা প্রথম বরে পিতার ক্রোধের উপশম যাহাতে হয়, গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে চিনিতে পারিয়া পিতা যেন তাঁহাকে সাদর সন্তোষ ও পূর্বের ন্যায় স্নেহ করেন। আর্য্যসংস্কৃতির অনুকূল পিতার সন্তোষবিধান পুত্রের একমাত্র কর্তব্যবোধে এই বর প্রার্থনা করিলেন। শ্রীযমরাজও ‘তথাস্তু’ বলিয়া বর প্রদান করিলেন। দ্বিতীয় বরে জরা-শোকশূন্য স্বর্গশ্রান্তির উপায়-ধরূপ অগ্নিবিদ্যা জানিতে চাহিলেন।

শ্রীযমার্চা বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তির সাধনাদ্বয়রূপ অগ্নির বিষয় উপদেশ করিলেন। অগ্নিই চরাচর বিশ্বের একমাত্র আশ্রয় ইহাও বলিলেন। আচার্যের উক্তির প্রত্যুচ্চারণে শিষ্যের যোগ্যতায় সন্দেহ হইয়া তাহাকে অতিরিক্ত আর একটি বর দিলেন যে, এই অগ্নি তোমারই নামে অর্থাৎ নচিকেতা-অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ হইবে।

অতঃপর নচিকেতা তৃতীয় বরে পরলোকের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে বর প্রার্থনা করিলেন। পরীক্ষাচ্ছলে শ্রীযমরাজ তাহাকে সাংসারিক সুখভোগের বিচিত্র প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন এবং এই আত্মতত্ত্ব-বর গ্রহণের পরিবর্তে অন্য যে কোন বর প্রার্থনার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নচিকেতা বিন্দুমাত্র সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। প্রত্যুত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা মনন-যোগ্য। তিনি বলিলেন,—“ভোগ ক্ষণভঙ্গুর, উহা মনুষ্যের তেজ হরণ করে। ধন দ্বারা কখনও কাহারও তৃপ্তি সাধন হয় না। মনুষ্যদেহ শাস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরণ বরণ করে। আমাকে কৃপাপূর্বক আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান উপদেশ করুন, যাহাতে আত্মা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে।

নচিকেতার এতাদৃশী বাকুলতা দর্শন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীযমরাজ তাহাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করেন।

শ্রীযমরাজ বলিলেন,—“হে নচিকেতা! জগতে দুইটি মার্গ বা পথ আছে—একটি শ্রেয়ঃ, অপরটি প্রেয়ঃ। মনুষ্য জীবনে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ-ভেদে দুই প্রকার ফল লাভ হইতে পারে। শ্রেয়ঃ অর্থাৎ কল্যাণের পথ। যিনি স্রীয় কল্যাণ কামনা করেন, তিনি পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের উপাসনায় মনোনিবেশ করেন এবং সিদ্ধি লাভের পর শ্রীহরিপাদপদ্ম-সেবা প্রাপ্ত হন। আর যিনি প্রেয়ঃ পথ অনুসরণ করেন, তিনি স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিতে আসক্ত হইয়া পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন।”

পূর্বের উক্ত হইয়াছে যে, শ্রেয়োমার্গাবলম্বীর নিত্য কল্যাণ বা শুভ ও প্রেয়োমার্গানুসরণকারীর বিষয়াসক্তিরূপ বন্ধন বা অশুভ। এই শ্রেয় ও প্রেয়ের একমাত্র কারণ বিদ্যা ও অবিদ্যা। যাহা মোক্ষসাধনরূপা অর্থাৎ যাহা দ্বারা শ্রীভগবানে মতি উৎপাদিত হয়, তাহার নাম ‘বিদ্যা’ আর যাহা কল্মস-কাণ্ডে বিহিত ঐহিক সুখসাধনরূপা অর্থাৎ ভগবদ্-বিস্মৃতি, তাহাকে অবিদ্যা বলা যায়।

নচিকেতা যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারিণী-মতি লাভ করিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ তর্ক-দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না বা শুদ্ধ তর্কদ্বারা দূরীকরণীয়ও নহে। যাহারা

শুদ্ধভক্ত অর্থাৎ শ্রীভগবান্ ও জীবের মধ্যে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহাদের উপদেশদ্বারাই সম্যকরূপে আত্মজ্ঞান-প্রাপ্তি সম্ভব।

শ্রীযমরাজ পরব্রহ্মের মহিমা-বর্ণন মুখে বলিলেন যে, যাহার স্বরূপ নিখিল বেদশাস্ত্র প্রধানরূপে কীর্তন করিয়া থাকেন, যাহার প্রীতার্থে তপস্যা ও অগ্নিষ্টোমাদি কর্মের বিধান, যাহার প্রীতির জন্য ব্রহ্মচারিগণের বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্যাди ব্রতপালন, তিনিই পরব্রহ্ম পরমাত্মা। তাঁহাকেই ওঁকার-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে।

এই অক্ষর পরব্রহ্মই সকলের পরম আশ্রয়। ইঁহাকে অবগত হইয়া যিনি যাহা বাসনা করেন, তাহাই লাভ করিয়া থাকেন। এই প্রণবের উপাসক ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ ভগবল্লোকে বৈকুণ্ঠধামে গিয়া পূজিত হন। উপরন্তু তাঁহারা জন্ম-মৃত্যু হীন।

আত্মতত্ত্ব যাহারা, তাঁহারা জানেন যে, জীবাত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না, বা কাহারও দ্বারা নিহত হন না। পরমাত্মতত্ত্ব বিষয়েও তাঁহারা জানেন যে, পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতেও মহত্তর। তিনি জীবহৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে নিত্য বিরাজমান। তাঁহার কৃপায় জীব তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ ও শোকাভীত হন। সেই পরমাত্মা একস্থানে বিদ্যমান থাকিয়া দূরে গমন ও শয়ান অবস্থায় থাকিয়াও সর্বত্র বিচরণে সমর্থ হন। সুখ ও দুঃখের কারণস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি বিশেষরূপে জানি। প্রাকৃত-দেহহীন, জীবশরীরস্থ নির্বিকার, মহৎ ও বিভূ আত্মাকে বিবেকী ব্যক্তিগণ জানিয়া মুক্ত হন।

এই পরমাত্মাকে প্রবচন অর্থাৎ নানাপ্রকার বেদাদিশাস্ত্রব্যাখ্যা-চাতুর্যের দ্বারা, দ্বীয় মেধা বা ধারণাশক্তিদ্বারা অথবা বহু শাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারা লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র প্রভুজ্ঞানে তাঁহার ভজন করেন, কেবল তাঁহাকেই দ্বীয়ত্বে বরণ করেন অর্থাৎ কৃপাপূর্বক দর্শন দিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার চিন্ময়ী তনু (অপ্রাকৃতস্বরূপ) তাহার নিকট প্রকাশিত করেন। সুতরাং সেই ভক্তই তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হন।

দুরাচারী, অশান্ত চিত্ত, ভগবান্নিষ্ঠারহিত ব্যক্তি ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে কখনও সক্ষম হয় না।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয়ই ভগবানের অন্নস্বরূপ অর্থাৎ বিনাশ্য এবং প্রাণিগণের সংহারক যম ও ভগবানের বাজনস্বরূপ অর্থাৎ বিনাশ্য। অতএব

মহাশক্তিশালী সর্বসংহারকর্তা ভগবানের স্বরূপ তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহই জানিতে সমর্থ নহে।

এক্ষণে শ্রীযমরাজ নচিকেতাকে ভগবদ্ব্যানের অধিষ্ঠানক্ষেত্র সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেন। শুভকর্মনির্মিত শরীরস্থ ‘হৃদয়গুহায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা অবস্থান করেন। তন্মধ্যে ভগবদ্বহির্মুখতাহেতু জীবাত্মা কর্মফলের ভোক্তা এবং পরমাত্মা জীবকে ফলভোগ করাইয়া নিজে দ্রষ্টা বা সাক্ষী-রূপে বিরাজ করেন।

হে নচিকেতঃ ! তুমি শরীরকে রথ, জীবকে রথী, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে অশ্বরূপী ইন্দ্রিয়গণের বন্ধনরজ্জু অর্থাৎ ‘লাগাম’ স্বরূপ জানিবে।

জ্ঞানিগণ শব্দাদি-বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের বিচরণ-স্থান বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন।

যে-ব্যক্তি বিবেকাখ্য বুদ্ধিরূপ সারথিবিহীন, তাহার মন বশীভূত হয় না, বিষয়-লাম্পট্যাহেতু পুনঃ পুনঃ সংসার প্রাপ্ত হয় ; আর যিনি বুদ্ধিরূপ-সারথিযুক্ত, তাঁহার মন বশীভূত, তিনি সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন।

ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা, জীবাত্মা হইতে মায়া, ক্রীভগবান্ সেই মায়া হইতেও শ্রেষ্ঠ ; তাঁহা অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নাই। তিনি একমাত্র পরাগতি।

বিবেকবান্ ব্যক্তি ব্যাক্যকে মনে, মনকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে জীবাত্মায় এবং জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংহত অর্থাৎ তদধীন করেন।

এইরূপে শ্রীযম-নচিকেতা-সংবাদমাধ্যমে শ্রুতি এক্ষণে সজ্জনসম্বন্ধে উপদেশ দান করিতেছেন। হে সাধুগণ ! বিষয়চিন্তা ও মোহনিদ্রা দুইই ত্যাগ কর। আত্মজ্ঞানাভিমুখ হও। তত্ত্ববেত্তা গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির সন্ধান জানিয়া লও। ক্ষুরধারের ন্যায় সংসার বড়ই দুঃখ-দায়ক ; ঈশ্বররূপা ব্যতীত এই সংসার-উত্তরণ বা মায়াকে জয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে শ্রীহরি-গুরু-বৈকবের কৃপা হইলে অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হয়।

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত উদ্ধমন্তী মহারাজ

নিত্যশান্তি-লাভের উপায়

বিশ্বের প্রতিটি জীবই সুখশান্তি লাভের জন্য বিপুলভাবে প্রয়াস করিতেছে। কিন্তু ফলতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে যে, শান্তির পরিবর্তে বরং অশান্তির দাবানলেই তাহারা অহরহঃ দগ্ধীভূত হইয়া কেবল হায় হায়ই করিতেছে। আমরা প্রত্যেকেই দুঃখবিনাশের জন্য বহু চেষ্টা করিতেছি বটে, কিন্তু বস্তুতঃ যে-পথ অবলম্বন করিলে আমাদের দুঃখবিনাশ ও নিত্য সুখপ্রাপ্তি হইবে, তাহার সন্ধান আমরা আদৌ করিতেছি না। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বে কেহ ভাবিতেছেন, স্থূল-সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি-বিধান, কেহ বা জড়বিজ্ঞানের উন্নতি-বিধানের দ্বারা নিত্য সুখ-শান্তি আনয়ন করিব; আবার বিশ্বের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনৈতিকগণ U. N. O. নামক একটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিত্য শান্তি আনয়নের প্রয়াসী হইয়াছেন। আর কেহ কেহ কন্ঠের মাধ্যমে, কেহ কেহ জ্ঞানমার্গে আবার কেহ বা যোগপন্থা অবলম্বন করিয়া নিত্যসুখের স্বপ্ন দেখিতেছেন।

কিন্তু যে-পন্থা অবলম্বন করিলে বস্তুতঃ জীব নিত্য সুখশান্তির অধিকারী হইতে পারে, সেই পন্থা হইল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে একান্ত ভক্তিযোগ। অথচ উহার সাধনা কদাচিৎ কেহ কেহ করিয়া থাকেন।

প্রথমে দেখা যাউক, স্থূল-সূক্ষ্মশরীরের উন্নতিতে আমাদের নিত্য সুখ ও শান্তি পাওয়া যাইবে কি? এই স্থূলশরীর ছয়টি দোষে দুষ্ট যথা—জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা ও ব্যাধি। “শরীরং ব্যাদিমন্দিরম্” অর্থাৎ এই শরীর ব্যাধির আগার। একটি রোগ দূর হইলে দেহ-ধর্মবশতঃ অন্য আর একটি রোগের সূচনা হয়। সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত তদনুরূপ পরিবর্তনশীল ও বিকারগ্রস্ত। শ্রীশঙ্করাচার্যের একটি উক্তি, যথা—

যাবজ্জননং তাবন্মরগং

তাবজ্জননী-জঠরেশয়নম্।

ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ

কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥

সুতরাং জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধিযুক্ত স্থূল-সূক্ষ্মশরীরের দ্বারা নিত্য সুখ-শান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, জড়বিজ্ঞানের উন্নতি কালপ্রভাবে পরিণামে উহা ধ্বংস হইয়া থাকে, সুতরাং জড়বিজ্ঞানের যতই সমৃদ্ধি হউক না কেন নিত্য স্থায়িত্বের অভাব বশতঃ তদ্বারা নিত্য সুখ লাভ করা জীবের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। এক সময়ে স্বর্ণপুরী লঙ্কার, অন্য সময়ে রোমের সমৃদ্ধি আবার ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের বিকাশও কালান্তরে ধ্বংস ও কোথাও ক্ষীয়মান হইয়াছে। আর কেই বা না জানে প্রতীচোর শিল্পসমৃদ্ধ জাপানের হিরোশিমা-নাগাশাকি শহরের দুঃখময় চরম পরিণতির কথা! তাহা ছাড়া ভূমিকম্প অগ্নেদ্বীপ-পাতাদির ভয়াবহ ধ্বংসলীলায় জড়বিজ্ঞান রেহাই পায় না পরন্তু তদ্বারা জড়-বিজ্ঞানের উন্নতি সর্বোতোভাবে ধ্বংস হইয়া থাকে। সুতরাং জড়বিজ্ঞানের উন্নতিতে নিত্য সুখ হইবে কি না তাহা বুদ্ধিমানগণ বিচার করিবেন।

বিশ্বে U. N. O. অর্থাৎ ইউনাইটেড্ নেশানস্ অর্গানাইজেশন্স্ স্থাপিত হইয়াও অশান্তির দাবানল শান্ত করিতে সমর্থ হইতেছে না। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লাগিয়াই রহিয়াছে। U. N. O. অফিস আমেরিকায় স্থাপিত হইয়াছে। অথচ সেই আমেরিকাই উত্তর ভিয়েৎনামে শান্তির নামে অশান্তির তাণ্ডবলীলা করিয়াছিল। কিছুদিন আগেও ভারত-পাকিস্তান এবং ইজ্রায়েল-আরব দেশগুলির মধ্যে সংঘাত হইয়া গিয়াছে; তাহার জের এখনও চলিতেছে। সুতরাং U. N. O. নামে শান্তির সংস্থা করিয়াও বিশ্বে শান্তি আনয়ন করা সম্ভব হইতেছে না।

তৃতীয়তঃ কৰ্মমার্গের দ্বারা অনেকে সুখ-শান্তি বিধানে প্রয়াসী হন। নিজ-সুখবিধানের নিমিত্ত যাহা কৃত হইয়া থাকে শাস্ত্রবিদগণ তাহাকেই কৰ্মসংজ্ঞা দিয়াছেন। আমরা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভেদে দুই প্রকার সুখ ভোগের জন্য কৰ্মের আহ্বান করিয়া থাকি। কিন্তু বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য পুরাণ-সম্রাট শ্রীমদ্ভগবত বলেন—

কৰ্মান্যারভমানানং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।

পশ্চেৎ পাকবিপর্য্যানং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্ ॥

ইহ জগতে মানব দুঃখবিনাশ এবং সুখপ্রাপ্তির জন্য কৰ্মের সূচনা করিয়া থাকে কিন্তু ফল বিপরীতই হইয়া থাকে। আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কৰ্মনোহন্যত্র লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ। (গীঃ ৩।৯)

অর্থাৎ, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত ব্যতীত নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য যাহা করা যাইবে তদ্বারা জীবের বন্ধন ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইবে না। আবার পারলৌকিক কর্মফল সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

এবং লোকং পরং বিদ্যানশ্বরং কর্ম নিম্নিতম্ ।

সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্তিনাম্ ॥

অর্থাৎ, খণ্ড খণ্ড রাজ্যসমূহের অধিপতিগণের মধ্যে যেরূপ পরস্পর স্পর্ধা প্রভৃতি দেখা যায়, সেইরূপ কর্মফলজনিত স্বর্গাদি পরলোকের অধিবাসীগণের মধ্যেও তুল্য ব্যক্তির প্রতি স্পর্ধা, উচ্চপদস্থিত ভক্তিপ্রতি অসূয়া বর্তমান রহিয়াছে এবং কর্মার্জিত ঐহিক ভোগ্যবস্তুর ন্যায় কর্মার্জিত পারলৌকিক ভোগ্যবস্তুও ভোগের দ্বারা ক্ষীয়মান বলিয়া উহাকে বিনশ্বর জানিবে। তাহা ছাড়া শ্রীগীতাতেও বলিয়াছেন,—

তে ত্বং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুনো মর্ত্যালোকং বিশন্তি ।

কন্নিগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মফলে স্বর্গলাভ করে, তথায় প্রভূত-সুখ-ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

তাবৎ সমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে ।

ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্কবাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥ (ভাঃ ১১।১০।২৬)

যে-পর্যন্ত জীবের পুণ্যক্ষয় না হয়, সে-পর্যন্ত তিনি স্বর্গে আনন্দলাভ করেন। কিন্তু পুণ্য শেষ হইলে তাঁহার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কালপ্রেরিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন।

কর্মের হেয়ত্ব সম্বন্ধে মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—

প্লেবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম ।

এতচ্ছ্রয়ো যেষ্ভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্লেব (তরল) ভবসমুদ্র উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে। কেন না, ঐ সকল যজ্ঞমধ্যে অষ্টাদশপুরুষোক্ত কর্ম ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে-সকল অবিবেকী-ব্যক্তি উহাকেই চরমকল্যাণ লাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ঐহিক ও পারত্রিক সুখবিধানের নিমিত্ত জীব-সমূহ যে পাপপুণ্যজনক কর্মসমূহ করিয়া থাকে তদ্বারা জীবের বন্ধন, দুঃখ এবং চরমে অধোগতিই লাভ হইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ অনেকে নির্ভেদ জ্ঞানপর বিচার লইয়া নিত্যসুখ-লাভের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। ইহাদিগকে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানী বা মায়াবাদী বলা হয়। ইহাদের উদ্দেশ্য শ্রীভগবানের সিংহাসন দখল করা অর্থাৎ নিজেরা ব্রহ্ম-পদবাচ্য হইতে চায়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এবম্প্রকার জ্ঞানবাদের অবরতা স্থাপনকল্পে বলিয়াছেন,—

শ্রেয়সৃতিং ভক্তিসমুদয়া তে বিভো

ক্লিশান্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে ।

তেষামসৌ ক্লেশল-এব শিষ্যতে

নান্যদৃ যথা স্তূলভুষা-বঘাতিনাম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৪)

হে বিভো ! চরমকল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে একমাত্র ভক্তিই শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্যাসসমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতে মোক্ষাদি চতুর্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলে জ্ঞান আপনা হইতে হইয়া থাকে ; তাহার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্তূল ধান্যভাস ভুষ (আগড়া) হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয় ; তেমনি ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ক্লেশ মাত্রই হইয়া থাকে।

যেহন্যেহরবিন্দাঙ্গ বিমুক্তমানিন-

স্ত্বয়াস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।

আক্লহ কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ

পতন্ত্যধোহনাদৃতযুগ্মদজ্জুয়ঃ ॥ (ভাঃ ১০।২।৩২)

হে পদুলোচন ! আপনার ভক্তব্যতীত অন্যে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে জীবনুজ্জবোধ করিয়াও অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিহামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যাটক মহারাজ

নিরাকার ব্রহ্মবাদ—ভক্তিবিরোধী

ব্রহ্ম নিরাকার-তত্ত্ব ঈশ্বর সাকার ।
ইহা নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীর বিচার ॥
করিয়া সাকার-পূজা চিত্তশুদ্ধি হ'লে ।
নিরাকার ধারণার যোগ্যতা মিলে ॥
থাকে না তখন আর মায়া-অন্ধকার ।
“আমি ব্রহ্ম” বলি জীবের করে অহঙ্কার ॥
তুই গতে হয় এক নির্বাক-মুক্তি ।
কদাপি না মানে ভক্ত এহিমত যুক্তি ॥
ভক্তে, ঈশ্বর নিত্য নিগুণ সাকার ।
বেদে ব্রহ্ম বলি তাঁহাকে করেন প্রচার ॥
নির্বাক-মুক্তি মিথ্যা, সত্য বিমুক্তকতি ।
জীব নিত্য কৃষ্ণ-দাস ভক্তি তাঁ'র বৃত্তি ॥
যাহা বৃত্তি তাহা ধর্ম সেই সিদ্ধ-ভাব ।
বিমুক্তভক্তি হয় মুক্তজীবের স্বভাব ॥
ভক্তির প্রতিকূল হয় নির্বাকমুক্তি ।
ভক্তের না হয় কথ'ন তাহাতে রতি ॥
আমি ব্রহ্ম ইহাই সোহংবাদী হন ।
ছঃসঙ্গ বলিয়া তাহা করিবে বর্জন ॥
শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
বিষ্ণু অবতার সব অংশ আখ্যান ॥
কৃষ্ণের রূপ নিত্য চিন্ময়-সাকার ।
কথ'ন না হয় সত্ত্বগুণের বিকার ॥
বৃন্দাবনবিহারী-কৃষ্ণ বংশীবদন ।
মাধুর্য্যে জ্ঞানীর চিত্ত করে আকর্ষণ ॥
তর্কের অগম্য কৃষ্ণ স্বয়ং-প্রকাশ ।
ভক্তের হৃদয়-মাঝে তাঁহার বিলাস ॥

কৃষ্ণ-তত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি কেহ না'জানে ।

কৃপা বিনা নিষ্ফল অনুমান-প্রমাণে ॥

শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্র সবে করয়ে ব্যাখ্যান ।

সাকার সবিশেষ-তত্ত্ব শ্রীভগবান্ ॥

* নিরাকার-ব্রহ্মবাদ করিয়া বর্জন ।

শুদ্ধভাবে কর সদা নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন ॥

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্ত-সুহৃদ

গোয়ালপাড়া (আসাম)

উৎসব-সমীক্ষা

শ্রীস্নানযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলমঠ ও অন্যান্য শাখামঠ-সমূহে বিগত ২১শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ৪৬৭৪) মঙ্গলবার পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে ।

সমিতির মূলমঠ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উক্ত দিবস মঙ্গলারত্রিক, কীর্ত্তন ও পাঠান্তে পূর্বাহ্নকালে তুমুল শ্রীহরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন, জয়ধ্বনি, হলুধ্বনি সহযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীপুরুষোক্তাদি মন্ত্রে ভগবৎপূজা-বিধি-অনুসারে গঙ্গাজল, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, মধু এবং শর্করা—পঞ্চ-গব্যদ্বারা অষ্টোত্তরশত কলসে স্নান এবং অভিষেক করা হয় । মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে কীর্ত্তনসহযোগে বিশেষ ভোগরাগ নিবেদিত হইলে উপস্থিত আহুত-অনাহুত সকল শ্রদ্ধালু জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় । এতদ্ব্যতীত চুচুঁড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, কোরটস্থ শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচার-কেন্দ্র, আসামস্থ শ্রীগোলোকগঙ্গা গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি শাখা-মঠসমূহেও সমারোহের সহিত উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে ।

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীস্নানযাত্রা ও বার্ষিক-মহোৎসব

শ্রীস্নানযাত্রা-মহোৎসব শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে একটি বিশেষ মহোৎসব। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ঐদিনই এখানকার বার্ষিক-মহোৎসব উদযাপিত হয়। এই বৎসরও স্নানযাত্রা-উপলক্ষ্যে সমিতির মূলমঠ ও অনেক শাখামঠসমূহ এবং বিভিন্ন স্থান হইতে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ-ভক্তগণ যোগদান করেন।

স্নানযাত্রা-দিবসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে অষ্টোত্তরশত কলসের পবিত্র জলে এবং পঞ্চামৃত সহযোগে বিরাট শ্রীহরি-সঙ্কীৰ্ত্তন, জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি-মাধ্যমে অভিষেক এবং পূজার্চনাদি করা হইয়াছে। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগবাগ সম্পন্ন হইলে উপস্থিত সহস্রাধিক সজ্জন জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসবে ত্রিদণ্ডিয়ারী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ গোরাচাঁদদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ রমানাথদাস ব্রজবাসী, শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযশোদানন্দনদাস ব্রজবাসী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

জগদগুরু সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব

আধুনিক শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের যুগান্তর আনয়নকারী নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-এর তিরোভাব-উৎসব শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরেও অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান বিগত ৫ই আষাঢ় (ইং ২০।৬।৭৪) বৃহস্পতিবার উদযাপিত হইয়াছে। আরও একটি জ্ঞাতব্য বিষয় যে, এই দিনই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার প্রাক্‌দিবস-উপলক্ষ্যে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জনানুষ্ঠান হইয়াছে।

উক্ত শ্রীমঠে, অবিদ্যাহরণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-সদনে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের তৈল-চিত্র তাঁহার তিরোভাব-তিথি-উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে সুসজ্জিত করতঃ ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয় এবং সন্ধ্যায় এক মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল। এই সভায় পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিয়ারী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীল ঠাকুরের দিব্যজীবন সম্পর্কে অনেকে অভিভাষণ দিলে পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল নারায়ণ মহারাজ উক্ত মহাপুরুষের জীবন-দর্শনের নিগূঢ় তথ্যাবলী পরিবেশন করেন।

শ্রী রথযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব মূলমঠ এবং শাখামঠ-সমূহে বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গীয় বহুল প্রচারিত বিভিন্ন পঞ্জিকাগুলির মতানুসারে রথযাত্রা পরদিবস অর্থাৎ ৭ই আষাঢ় (ইং ২২।৬।৭৪) ব্যবস্থীত হইলেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত মঠসমূহে পুরীধামের ব্যবস্থানুসারে ৬ই আষাঢ় শুক্রবারে এবং ১৪ই আষাঢ় (ইং ২৯।৬।৭৪) শনিবারে পূর্নযাত্রা উদ্ঘাপিত হইয়াছে।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে সমিতির উক্ত কেন্দ্রীয় মঠে বিপুল উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। নবদ্বীপস্থ ফাঁসীতলা ঘাটনিবাসী শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহারই নবগৃহে এই বৎসর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-মন্দিরের স্থান নিয়োজিত হয়। গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জনোপলক্ষ্যে ৫ই আষাঢ় (ইং ২০।৬।৭৪) বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্নে কীর্তন-সহযোগে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে বহু ভক্তবৃন্দ যাত্রা করিয়া উক্ত স্থানে উপনীত হন। তথায় কীর্তনান্তে প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিহামী শ্রীমন্তজিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের তাৎপর্য সরল ও সহজ ভাষায় বিশদভাবে বর্ণন করেন। তাঁহার সরল-স্বভাব সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ও বাগ্মিতায় শোভাবর্ণ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার গভীর ভাবব্যঞ্জক ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে উপস্থিত সকল বৈষ্ণব ও ভক্তগণ শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন করেন ও গঙ্গায় স্নানান্তে কীর্তন সহযোগে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

তৎপর দিবস (৬ই আষাঢ়), প্রাতঃ হইতেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথ বিভিন্ন সাজে সুসজ্জিত করা হয় এবং অপরাহ্নে অসংখ্য জনগণের জয় জগন্নাথ-ধ্বনি ও আনন্দকোলাহলে মুখরিত নগরীর যাবো উল্লসিত জনশ্রোতের আকুল আহ্বানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব উপবিষ্ট রথে আকর্ষিত হইতে লাগিলেন। মন্ডর গতিতে শ্রীরথখানি যখন গুণ্ডিচাবাড়ী অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে তখন সুপ্তা নগরীর প্রাণে যেন সাড়া জাগাইয়া অনাবিল আনন্দপ্রাবনের সৃষ্টি করিয়াছিল।

গুণ্ডিচা-ভবনে অষ্টদিবস অবস্থান করার পর নবম দিবসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সুন্দরাচল হইতে নীলাচল অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন—এই দিনই পূর্নযাত্রা। এই পূর্নযাত্রা-উপলক্ষ্যে ১৪ই আষাঢ় (ইং ২৯।৬।৭৪) শ্রীশ্রীজগন্নাথ-

দেবের শ্রীরথ পুনঃ টানা হয়। উক্ত কয়েক দিবস গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীমদ্ ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, কীর্তন, ছায়াচিত্রে শ্রীগৌর-কৃষ্ণলীলাদি দর্শন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ বিভিন্ন দিবসে পাঠ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ছায়াচিত্র প্রদর্শন করান। শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ীর সেবাপূজা সম্পর্কে আনন্দের বিষয় এই যে, ঐ কয়েক দিবসের যাবতীয় খরচের প্রায় অধিকাংশই গৃহস্থামী মাননীয় শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয় বায়ভার স্বেচ্ছায় বহন করিয়া মহৎ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা-দিবস সন্ধ্যায় শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদে বপ্রত্যাবর্তন করিলে আরতি অন্তে উপস্থিত বিপুল ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আরও সংবাদ এই যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত মঠসমূহের অন্যতম চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ও শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা বিপুলভাবে উদ্ঘাপিত হইয়াছিল। স্থান্যভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইতেছে যে, ঐ দুই মঠেও যথারীতি উক্ত অনুষ্ঠান বিপুলভাবে উদ্ঘাপিত হইয়াছে। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে যাবতীয় পরিচালনের পুরোভাগে ছিলেন প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ। তাঁহার সৃষ্টি পরিচালনায় তথাকার উক্ত মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীরথযাত্রার সমাপ্তি-দিবসে আহুত প্রায় সহস্র ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদ পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠেও বিপুলভাবে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথখানি নবনির্মাণ-কার্য্যে এবং উৎসব-অনুষ্ঠানে বিশেষ সহায়-সহানুভূতি যাহারা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রীযুত কৃষ্ণকান্ত নন্দীচৌধুরী ও শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ নন্দীচৌধুরী মহাশয়দ্বয় অন্যতম। তাঁহাদের সেবা-প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। সেখানকার উৎসব-সম্পাদনায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। এই উৎসবে সহস্রাধিক ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গে জয়তঃ

সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল ও দ্বারকাধাম

দর্শনের সুবর্ণ-সুযোগ

“গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে ।

সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি ভকত সঙ্গে ॥

শুদ্ধভক্তির অঙ্গরূপে তীর্থদর্শন বিশেষ আবশ্যক, তত্পরি সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ । ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে— ইহা সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । তীর্থভ্রমণহলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান প্রকৃত তীর্থযাত্রার ফল নহে । সাধুসঙ্গই তীর্থযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য । শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে দৃষ্ট হয়—“যে তীর্থেতে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই, কি কাজ হাঁটিয়া দূরদেশে ।”

আজকাল বহু তীর্থভ্রমণ কোম্পানী নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া তীর্থভ্রমণ করাইয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তসঙ্গাভীত তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল লাভ হয় না ।

আমাদের এই তীর্থভ্রমণের সুদূর্লভ বৈশিষ্ট্য :-

- ১ । মঠবাসী ভক্ত-সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের মুখে সর্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও সঙ্কীর্্তন ।
- ২ । সাধুগণ দর্শনীয় তীর্থের মাহাত্ম্য যাত্রীদিগকে বুঝাইয়া দেন ।
- ৩ । চলন্ত ট্রেনে থাকাকালেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের অর্চন-পূজন, আরতি ও ভোগরাগাদি দর্শন ।
- ৪ । প্রত্যহ দুই বেলাতেই শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা ।
- ৫ । সঙ্কীর্্তনমুখে যাবতীয় তীর্থ পরিদর্শন ও পরিক্রমা ।
- ৬ । রিজার্ভ টুরিষ্টকার-যোগে আরামপ্রদ রেলযাত্রা ।

সর্বোপরি এই পরিক্রমায় সমিতির সভাপতি-আচার্য মহারাজ কৃপাপূর্বক সঙ্গে থাকিয়া ভক্তগণের মঙ্গল বিধান করিবেন এবং পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও সন্ন্যাসিগণ যাবতীয় পরিচালনার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করিবেন ।

অল্পসংখ্যক সংরক্ষিত আসন, সুতরাং যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বরেই আসন সংরক্ষণ না করিলে বিলম্বে হতাশ হইবেন ।

দর্শনীয় স্থানসমূহ :-

- ১। বিষ্ণুপুর (মদনমোহন), ২। গয়া, ৩। কাশী, ৪। প্রয়াগ,
- ৫। মথুরা, ৬। শ্রীরামাবন, ৭। গোকুল, ৮। নন্দগ্রাম,
- ৯। বর্ষাণা, ১০। গোবর্দ্ধন, ১১। রাধাকুণ্ড, ১২। শ্যামকুণ্ড,
- ১৩। জয়পুর, ১৪। পুষ্কর, ১৫। সাবিত্রী, ১৬। নাথদ্বার,
- ১৭। প্রভাস, ১৮। সোমনাথ, ১৯। পোরবন্দর (সুদামাপুরী),
- ২০। দ্বারকা (গোমতী), ২১। বেটদ্বারকা, ২২। আগ্রা।

—ঃ নিয়মাবলী :—

আগামী ২৬শে ভাদ্র (ইং ১২।৯।৭৪) বৃহস্পতিবার, রাত্র ৮ টার সময়ে হাওড়া ষ্টেশনের ১৩ নং প্ল্যাটফর্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। অতএব যাত্রীগণ ঐ দিন সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে উক্ত প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হইবেন। পরিক্রমায় আনুমানিক ২৪ দিন সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্তী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া ও দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতি যাত্রীকে ৬৫১'০০ ছয়শত একান্ন টাকা ভিক্ষাহরূপে প্রদান করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের কম) জন্য ৪৫১'০০ চারশত একান্ন টাকা দিতে হইবে এবং ১২ বৎসরের উর্দ্ধে হইলে পুরা টাকা লাগিবে। ২৫শে শ্রাবণ (ইং ১১।৮।৭৪) মধ্যে অগ্রিম ৩০০'০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা যাত্রার ১০দিন পূর্বে অর্থাৎ ১৫ই ভাদ্র, ১২।৯।৭৪ ইং মধ্যে সম্পূর্ণ জমা দিতে হইবে। যাত্রীগণ একটি করিয়া হালকা খালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-পত্র ১০/১২ কিলোর অধিক হইলে ভাড়া লাগিবে, বড় সুটকেশ ও ট্রান্সসঙ্গে লইবেন না। শীতোপযোগী বিছানার প্রয়োজন নাই। গরম চাদর লইলেই চলিবে।

ত্রিদিগ্দিগামী শ্রীমন্তুতিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবরূপ (নদীয়া) - ঠিকানায় অর্থাৎ জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ ও পত্রালাপ করিবেন। ইতি - ২২শে আষাঢ়, ইং ৭।৭।৭৪।

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :- অনিবার্য কারণ ও দৈব-দুর্ভাগ্যকে পরিক্রমা-পঞ্জী পরিবর্তিত বা বিঘ্নিত হইলে কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবে না। স্বল্পদূরস্থিত দর্শনীয় স্থানে পদব্রজে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

●

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।

●

● ধর্মঃ সমুচ্চিহ্নিতঃ পুংসাং বিশ্বকর্মেণ-কথাস্থ যঃ ।



● নোংপাদমেরদ্যদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

●

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যন্মাক্ষা স্তপ্রসীদতি ॥

●

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।

অন্ত ধর্ম মুহূরুপে পালে যেই জন ।

অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরহিত ।

হরি-কথার বতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

২৬শ বর্ষ

{ কীরোদশায়ী, ১৪ ছষীকেশ, ৪৮৮ গোবিন্দ
শনিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৮১ ; ইং ১৭৮৮/১৯৭৪ }

৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্থামিপাদ-বিরচিতম্]

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-

ছাতিনীরাজিতপাদপঙ্কজাস্তু ।

অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্তমানং

পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥১॥

হে হরিনাম ! আমি আপনাতে সর্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ।
কেননা—আপনার মহিমা বিচিত্র । সমস্ত শ্রুতিগণের মুকুটমণিস্বরূপ উপনিষদ-
রূপ রত্নমালার ছাতি অথবা কান্তিদ্বারা আপনার চরণকমলের অগ্রভাগ
অর্থাৎ নামের আরতি হইতেছে এবং মহাবন্দ্য মুক্তমুনিগণও আপনার
উপাসনা করিতেছেন ॥১॥

জয় নামধেয় ! মুনিবৃন্দগেয় !

জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে ।

ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং

নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিনুম্পসি ॥২॥

হে মুনিগণগীত ! ভক্তদের অনুরক্তনের জন্য অক্ষরাকৃতি ধারণকারী হরিনাম ! আপনার জয় হউক, অর্থাৎ আপনার উৎকর্ষ সदैব বিদ্যমান থাকুক, অথবা আপনি আপনার উৎকর্ষ সর্বদাই প্রকট করিতে থাকুন, হে প্রভো ! সেই উৎকর্ষ এই যে, অনাদরপূর্বক উচ্চারিত হইলেও অর্থাৎ সাক্ষ্যে, পরিহাসাদিরূপেও কিঞ্চিৎ উচ্চারিত হইলেও লিঙ্গদেহ পর্যন্তা সমস্ত ভয়ঙ্কর পাপসমূহ সমূলে বিনষ্ট করিয়া দেন, সেইজন্য আমাকেও নিজ-শরণাগতি অবশ্যই প্রদান করুন এবং নিজ-প্রভাব স্মরণ করাইয়া আমাকেও পবিত্র করিয়া দিন ; কেননা আমি আপনার যশের প্রচারক ॥২॥

যদাভাসোহপ্যুত্ন কবলিত-ভবধ্বাস্ত্রবিভবো

দৃশং তত্ত্বাস্ত্রানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্ ।

জনস্তম্ভোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম-তরণে

কৃতীতে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥৩॥

হে ভগবন্নামরূপ সূর্য ! এই সংসারে কোন্ প্রবীণ ব্যক্তি আপনার অসমোদ্ধি মহিমা যথার্থরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ ? অর্থাৎ কেহই না ; কেননা আপনার আভাসমাত্রও প্রকটিত হইয়া সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের বৈভবকে গ্রাস করিয়া লয় এবং তত্ত্বদৃষ্টি বিহীনজনগণের জন্য শ্রীহরি-ভক্তি-প্রদায়িনী দৃষ্টি প্রদান করে ॥৩॥

যদ্বাস্ত্রাসাক্ষাৎ-কৃষ্ণিনিষ্ঠয়াপি

বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ ।

অপৈতি নাম ক্ষুরণেন তন্তে

প্রারন্ধ-কর্ম্মেতি বিরোতি বেদঃ ॥৪॥

হে নামরূপী ভগবান্ ! যে প্রারন্ধ কর্ম্ম, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার নিষ্ঠাদ্বারাও ভোগ না করিয়া বিনষ্ট হয় না, সেই প্রারন্ধ কর্ম্ম, আপনার ক্ষুণ্ণিতমাত্রে অর্থাৎ ভক্তিজিহ্বায় স্মরণ হইবামাত্র দূরে পলায়ন করে, ইহা বেদ উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করেন ॥৪॥

অঘদমন-যশোদানন্দনৌনন্দস্বনো

কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ ।

প্রণতকরণাকৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে

ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বন্ধিতাং নামধেয় ॥৫॥

হে নামরূপী ভগবান্ ! পূর্বোক্তরূপে অতর্ক্য মহিমাযুক্ত আপনাতে আমার প্রীতি দিনে দিনে বন্ধিত হউক । আপনার অনেক স্বরূপ এই প্রকারের—
“হে অঘদমন ! হে যশোদানন্দন ! হে প্রণতকরণ ! হে কৃষ্ণ ! ইত্যাদি ॥৫॥

বাচ্যং বাচকমিত্যাদেতি ভবতোনামস্বরূপদ্বয়ং

পূর্বস্মাৎ পরমেব হস্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে ।

যন্তাপ্সম্ বিহিতাপরাধানিবহঃ প্রাণীসমস্তান্তবে

দাস্তেনেদমুপাস্ত্য সোহপি হি সদানন্দাশুধৌ মজ্জতি ॥৬॥

হে নাম ! আপনার বাচ্য এবং বাচক দুইটি স্বরূপ এই সংসারে প্রকটিত আছে, অর্থাৎ ‘বাচ্য’ শব্দদ্বারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমাত্মা এবং ‘বাচক’ শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণসমূহ-রূপ নাম—এই দুইটির মধ্যে প্রথম ‘বাচ্য’ অপেক্ষা দ্বিতীয় ‘বাচক’ শ্রীকৃষ্ণ আদি নামস্বরূপ-সম্পন্ন আপনাকে আমরা অধিক দয়ালু জানি, কারণ যে-প্রাণী আপনার বাচ্য স্বরূপের প্রতি অপরাধ করিয়াছে, সেও বাচক-স্বরূপ আপনার নাম জিহ্বায় স্পর্শমাত্রেই উপাসনা করিয়া সর্বদা আনন্দ-সমুদ্রে স্নান করিতে থাকে ॥৬॥

সুদিতান্ত্রিতজনান্তিরাশয়ে রম্যচিদ্বন-সুখস্বরূপিণে ।

নাম গোকুল মহোৎসবায়তে কৃষ্ণ-পূর্ণবপুষে নমো নমঃ ॥৭॥

হে আশ্রিতজনের পীড়াসমূহের অপনোদনকারী রমণীয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ-সম্পন্ন গোকুলের মহোৎসবস্বরূপ এবং ব্যাপক স্বরূপসম্পন্ন হে কৃষ্ণনাম ! পূর্বোক্ত গুণবিধিষ্ট আপনার প্রতি আমার বারংবার নমস্কার ॥৭॥

নারদবীণোজ্জীবন সুধোন্মি-নির্য্যাস-মাধুরীপুর ।

ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্মর মে রসনে রসেন সদা ॥৮॥

সে নারদের বীণার সচেতনকারী, হে অমৃত-তরঙ্গোখিত মাধুর্য্যসারস্বরূপ কৃষ্ণনাম ! আপনি আমার জিহ্বায় সেছাপূর্বক রসযুক্ত হইয়া সদা সর্বদা স্মৃতি পাইতে থাকুন ॥৮॥

ମତ୍ରାବଳୀ *

All Glory to Sree Sree Guru & Gouranga

Shri Devananda Goudiya Math,

P.O.—Nabadwip (Nadia).

Dated—23. 4. 65

My dear * * * *

It is a pretty long time passed away, I venture to write to you. I received your letter dated 25. 3. 65. But I was awaiting your second letter to test your sincerity of purpose but you fail. It is a matter of great joy that you consider yourself that you will lead a life of an ascetic. I most cordially invite you to come and join whenever you like. My advice—man like you should not waste your old age in worldly affairs. I invite you to recollect our views of our early life.

I think, your sons have been well developed in keeping your family in good and proper condition. They should be taught to seek after the grace of God when they will feel any difficulty in the sojourn of worldly life.

I do not like to snatch away your time any more. I stop here with the expectation of your arrival here.

I am returning to Assam for a period of one month or so within a week let me know your decision.

In the Service of the Supreme Lord.

Swami B. P. Neshab.

* ପରମାରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଳ ଗୁରୁପାଦପଦ୍ମ-କର୍ତ୍ତୃକ ତଦୀୟ ଅନୁକମ୍ପିତ ଏକ ଅବଜ୍ଞଭାଷୀ ଯୁବକେର ପ୍ରତି ଲିଖିତ ପତ୍ର ।

—ଜନ୍ମପାଦକ

চাতুৰ্মাস্ত্র

সৰ্ব-শাস্ত্রেই চাতুৰ্মাস্ত্রের উল্লেখ

বেদ-শাস্ত্রে অনেক স্থলে চাতুৰ্মাস্ত্র-যাজির কথা এবং চাতুৰ্মাস্ত্রের কৰ্ম্মাঙ্গত্ব উল্লিখিত আছে। ধৰ্ম্ম-শাস্ত্রেও সংকৰ্ম্মীর চাতুৰ্মাস্ত্র-ব্যবস্থার অভাব নাই। পুরাণের মধ্যেও নানা স্থলে চাতুৰ্মাস্ত্র ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক স্মৃতি-নিবন্ধেও চাতুৰ্মাস্ত্র-বিধান, পরমার্থী ও স্মার্তগণের অপরিচিত নহে। পরমার্থস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস অথবা রঘুনন্দনের কৃত্য-তত্ত্বেও আমরা চাতুৰ্মাস্ত্র-ব্রতের কথা দেখিতে পাই।

কৰ্ম্মী, জ্ঞানী-একদণ্ডী ও ভক্ত-ত্রিদণ্ডী সকলের জন্যই চাতুৰ্মাস্ত্র-ব্রত।

কৰ্ম্মকাণ্ডীয় বিচারেই যে কেবল চাতুৰ্মাস্ত্র-যাজির ফল কথিত হইয়াছে, একরূপ নহে। কাঠক গৃহসূত্রেও আমরা যতিধৰ্ম্ম নিরূপণে পাঠ করি যে—

“একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্।

বর্ষাভ্যাহন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশচ চতুরো বসেৎ ॥”

একদণ্ডী জ্ঞানীগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুৰ্মাস্ত্র ব্রত ধারণ করেন। শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মধ্যে চাতুৰ্মাস্ত্র ব্রতের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীগৌরমুন্দরের চাতুৰ্মাস্ত্র

শ্রীভগবান্ গৌরমুন্দরও চাতুৰ্মাস্ত্র উপস্থিত হইলে কাবেরিতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস কাল বাস করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ চারিমাস কাল শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরেই গমন করিতেন ও তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

চারি আশ্রমের হিন্দুমাত্রেই চাতুৰ্মাস্ত্র-ব্রত

চারি প্রকার আশ্রমেরই চাতুৰ্মাস্ত্র ব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্টসাধ্য বলিয়া ঐসকল প্রাচীন-রীতি ক্রমশঃ সমাজ-বন্ধ হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। ফলকামী কৰ্ম্মিগণে অথবা নিষ্কাম ভক্ত-সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান হিন্দুমাত্রেই সকলেই করিয়া থাকেন।

চাতুর্মাস্যে ভোগ-পরিত্যাগের আদর্শ

ইহাতে ভোগ ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিযুক্ত হইয়াছে। ভোগ-ত্যাগ-বিধান—কন্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ত্রিবিধ সমাজেই সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বি আধ্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্মাস্যের সন্মান করেন। যাহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐসকল ব্রতাদিতে শিথিল-ভাব প্রদর্শন করিতেছেন।

গৃহস্থের ভোগ, — ত্যাগেরই উদ্দেশ্যে

আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটি আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগ-মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্তব্য-পালন-বিষয়ে যে নির্দিষ্ট ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগ ত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাহারা আটমাস কালের মধ্যে গৃহধর্ম পালন করিবার মধ্যে মধ্যে অধিকার পান, তাহারাও বৎসরে বর্ষাকাল চারিমাস ভোগ ত্যাগ-বিধি পালন করিয়া অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহ ত্যক্তভোগ হইয়া বাস করেন।

অসমর্থ-পক্ষে কাণ্ডিক অর্থাৎ উর্জা-পালন কর্তব্য

যিনি চারিমাস কাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাহারাও কেবল উর্জাবিধি বা কাণ্ডিক মাসে বিশেষভাবে নিয়ম-সেবা পালন করাই বিধি। ভক্তগণ কেহ কেহ চাতুর্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর-ব্রত গ্রহণ করেন, তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্তগণের চাতুর্মাস্য-বিধানের আবশ্যিকতা নাই। উহা অসমর্থের অনুকল্প বিধিমাত্র। চারিমাস কাল নিয়মাদীন হইয়া হরিসেবা করিলে নিসর্গতঃ মনের ধর্ম হরিসেবন-প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জীব নৈসর্গিক হরি-পরায়ণতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

চাতুর্মাস্যের কাল নিরূপণ

চাতুর্মাস্যের কাল বরাহ-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“আষাঢ়-শুক্লাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।

চাতুর্মাস্য-ব্রতানন্তং কুর্ধ্যাৎ কৰ্কট সংক্রমে ॥

অভাবে তু তুলার্কৈঃপি মন্ত্ৰেণ নিয়মং ব্রতী ।

কার্ত্তিকে শুক্লাদশ্যাং বিধিবত্তং সমাপয়েৎ ॥”

আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বাদশী তিথি হইতে কার্ত্তিকের শুক্লাদশী পর্য্যন্ত চারিটি চান্দ্রমাসে এই ব্রত-নিয়ম পালন করিবে । অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটি চান্দ্রমাস কাল এই ব্রতের সময় । অথবা কৰ্কট-সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক শেষ পর্য্যন্ত শ্রীচাতুর্মাস্য ব্রতের কাল । যাহারা চারিমাস কাল উপরিলিখিত তিন প্রকার বিচার অবলম্বনে চাতুর্মাস্য-ব্রতে অসমর্থ, তাহারা নিয়ম-সেবা-পালনপর হইয়া কার্ত্তিক মাসে স্বীয় মন্ত্র জপাদি দ্বারা বিধিপূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন । উজ্জ্বলব্রত বিশেষতঃ কর্তব্য, ইহা চতুষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্ত্যতম বলিয়াও উল্লিখিত আছে । কার্ত্তিক-শুক্লা দ্বাদশী হইতে ব্রত পরিহার করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চবিংশ দিবস অবশ্যই ব্রত পালন করিবেন ।

হরি-শয়নে চাতুর্মাস্য-ব্রতের অকরণে প্রত্যবায়

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাস কাল শয়ন করেন । সেই শয়নকালে কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্মাস্য-ব্রত গ্রহণ কর্তব্য । ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে । শাস্ত্রে বলেন,—

ইত্যাশ্বাস্য প্রভোরগ্রে গৃহীয়ান্নিয়মং ব্রতী ।

চতুর্মােসেযু কর্তব্যং কৃষ্ণভক্তিবিবুদ্ধয়ে ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৫৯)

অর্থাৎ—ব্রতী ব্যক্তি “হে জগন্নাথ ! আপনি শয়ন করিলে এই জগৎ সুপ্ত হয় এবং আপনার জাগরণে জগৎ জাগরিত হয় । হে অচ্যুত ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন”—এইরূপ আশ্বাস করিয়া প্রভুর অগ্রে কৃষ্ণ-ভক্তি-বৃদ্ধির নিমিত্ত চারিমাসে কর্তব্য-কার্যের নিয়ম গ্রহণ করিবেন ।

যো বিনা নিয়মং মর্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা ।

চাতুর্মাস্যং নয়েন্নুর্থো জীবন্নপি মৃতো হিঃ সং ॥

-(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬০ সংখ্যা-ধৃত ভবিষ্যপুরাণ-বচন)

অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত কিংবা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্মাস্যাদি যাপন করে, সে মূর্থ এবং জীবিত অবস্থায় মৃততুল্য ।

ব্রতে গ্রহণীয় ও বর্জ্যনীয়

ব্রতের গ্রহণীয় বিধিতে—ভগবানের নিয়ম, সেবা ও জপ-সঙ্কীৰ্ত্তনাদি ।
হৃদপুরাণ ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে,—

জপ-হোমাদ্যনুষ্ঠানং নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনস্তথা ।

স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬৫)

অর্থাৎ নিয়মধারী পণ্ডিত ব্যক্তি জপ, হোমাদির অনুষ্ঠান এবং নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন স্বীকার করিয়া ভগবানের নিকট “হে দেব ! আপনার অগ্রে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, হে কেশব ! আপনার অনুগ্রহে ইহা নির্বিঘ্নে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হউক”— এইরূপ প্রার্থনা করিবেন ।

চাতুর্মাস্য-ব্রতের বর্জ্যনীয়-বিচারে লিখিয়াছেন,—

শ্রাবণে বর্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা ।

দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬১ সংখ্যা-স্বত হৃদপুরাণ-বচন)

চাতুর্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ, কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্যন করিবে । শাক বলিতে কেহ কেহ পল্ল বাজনকে বুঝিয়া থাকেন । ভোগত্যাগ করিয়া হরি-সঙ্কীৰ্ত্তনই উদ্দিষ্ট ।

“কৃত্যং তত্তৎকাল-লভাং ফল-মূলাদি বর্জয়েৎ ।”

কালোচিত ফলমূল যাহার আছাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরি-বিস্মৃতি ঘটে, তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড়বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয় ; সুতরাং তাহা চাতুর্মাস্যে বর্জ্যন করিয়া সংযত হইয়া হরি-কীৰ্ত্তন করিবে ।

হরি-শয়নে নিষ্পাব বা শিম, রাজমাষ বা বরবটি, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটোল, বেগুন এবং পুয়ুষিত বা বাসি দ্রব্য গ্রহণ করিবে না । সাদা বেগুন বা সাহেব-বেগুন অশুদ্ধ, তাহাই সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য । সমর্থপক্ষে পটোল, বেগুন প্রভৃতি সুখময় খাদ্যও ত্যাগ করিবে ।

অসমর্থ-পক্ষে রুচির অনুকূল বিষয়-সঙ্কোচনই

হরিসেবায় উৎসাহ-বর্ধক

নানাপ্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে ; তজ্জন্য সমর্থপক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে । কন্মিগণ ভোগপর

তজ্জন্য ত্যাগের ফল প্রভৃতি বোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর, ত্যাগ-দ্বারা অভিনিবেশ ক্লথ হইলে ভগবদ্ব্যুত্থতার সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মধর্ম বা নিত্য হরিসেবন-ধর্ম প্রস্ফুটিত করিতে হইলে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

সমর্থ-পক্ষে ব্রত-পালনের বিধিসমূহ

চাতুর্মাস্য-কালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইবেন ও চারিমাস হরির অর্চন করিবেন। হরিশয়ন-কালে বিলাস-শয্যাাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

ব্রতী যোগাভ্যাস করিবেন। সকল যোগের মধ্যে ভক্তিযোগই প্রশস্ত, যেহেতু উহাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। রাজযোগ বা জ্ঞানযোগ—মনের অনিত্য-বৃত্তি এবং কর্মযোগ বা হঠযোগ—দেহ ও কিঞ্চিৎমানস বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

চারিমাস কাল মৌনব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরি-সঙ্কীর্ণনের সুযোগ পাওয়া যায়। পাত্র-রহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরি-সেবোচিত দৈন্য উপস্থিত হয়। ভজনের সূচুতায় ব্যাঘাত হয় না। অনুকূল-জ্ঞান ভক্তের চাতুর্মাস্য বিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে। হরিশয়ন-কালে নিয়মে অবস্থান করা—বিধিশাস্ত্রের আদেশ।

তস্মিন্ কালে চ মন্তুকো যো মাসাং চতুরঃ ক্ষিপেৎ।

ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠমানবঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৭৩)

হে পাণ্ডব ! ঐকালে (শ্রীভগবানের চারিমাস-কাল শয়ন-সময়ে) আমার যে ভক্ত বহু বহু ব্রত-নিয়মদ্বারা উক্ত চারিমাস-কাল প্রক্ষণ করেন, তাঁহারাই মানবশ্রেষ্ঠ।

এতদ্ব্যতীত নক্তভোজন, পঞ্চগব্যাসন, তীর্থস্নান, অযাচিত ভোজন, হরিমন্দিরে গীতবাচ্য, শাস্ত্রামোদ-দ্বারা লোক-প্রমোদন, অতৈলস্নান প্রভৃতিও চাতুর্মাস্যে নিয়মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সমর্থবান্-পক্ষে ব্রত-পালনের নিষেধসমূহ

সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্পোপভোগ ত্যাগ করিবেন। সকল রস—কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, কষায় বর্জন করিবেন।

চাতুর্মাস্যে তান্বুল-সেবা করা অবিধেয়। সমর্থবান্ পক্‌দ্রব্য গ্রহণ করেন না। দধি-দুগ্ধ-তক্র পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্থালীপাক বর্জন চাতুর্মাস্যে বিধেয়। সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরিবর্জনীয়। সমর্থবান্ একদিবস অন্তর একদিবস উপবাস করিবেন। নখলোমাদির ক্ষৌরকার্য্য হরিশঙ্কনে করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভক্ততা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়।

কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যই চাতুর্মাস্যের ফল

ফলসমূহ কামপর কন্নিগণের জন্য ; জ্ঞানী বা ভক্তগণের লৌকিক ও পারত্রিক ফলের আবশ্যকতা নাই। মৃমুকু জ্ঞানিগণের মুক্তি ফলও ভক্তের বর্জনীয়। ভগবদ্ভক্তি হইলে মোক্ষবাসনা লঘু হইয়া পড়ে। সর্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্য হইতে পারিলেই চাতুর্মাস্যের চরম ফল লাভ হয়।

—জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য *

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা বাল্মীকি-কর্তৃক এইরূপ কীৰ্ত্তিত হইয়াছে—

হবিষ্যান্ন কাহাকে বলে

“হবিষ্যান্নং চ ভুঞ্জীত প্রযতঃ পুরুষোত্তমে ।
গোধূমাঃ শালয়ঃ সর্বাঃ সিতা মুদগা যবাস্তিলাঃ ॥
কলায়-কঙ্কনী-বারা বাস্তকং হিলমোচিকা ।
আদ্রকং কাল-শাকঞ্চ মূলং কন্দঞ্চ কৰ্কটীম্ ॥
রস্তা সৈন্ধব-সামুদ্রে-লবণে দধি-সপিষী ।
পয়োহ্নুদ্রুত-সারঞ্চ পনসাত্ত-হরিতকী ॥
পিপ্পলী-জীরকঞ্চৈব নাগরং চৈব তিস্তিড়ী ।
ক্রমুকং লবলী-ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্ ॥
অতৈল-পঞ্চং মুনয়ো হবিষ্যং প্রবদন্তি চ ।
হবিষ্য-ভোজনং নৃণামুপবাস-সমং বিদুঃ ॥”

* বর্তমান বর্ষের আগামী ১লা ভাদ্র (ইং ১৮৮৭) রবিবার হইতে শ্রীপুরুষোত্তম-মাস আরম্ভ হইয়া ৩০শে ভাদ্র (ইং ১৮৮৭) সোমবার সমাপ্তি ঘটিবে। শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-পালনকারিগণের সুবিধার জন্য উক্ত ‘মাস-কৃত্য’ সকলন করিয়া এস্থলে প্রকাশ করা হইল।

—প্রকাশক

পুরুষোত্তম-ব্রতী হবিষ্যন্ন ভোজন করিবেন। গোধূম, শালি-তণ্ডুল-মুদগ, যব, তিল, মটর, কাঙ্গনী-তণ্ডুল, উড়ী-তণ্ডুল, বাস্তক-শাক, হিলমোচিকা-শাক, আদ্রক, কাল-শাক, মূলক, কন্দমূল কাঁকুড়, রস্তা, সৈন্ধব ও সামুদ্র-লবণ, দধি, ঘৃত, অল্পদ্রুত দুগ্ধসারঃ পনস, আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক, শুঠ, তেঁতুল, ক্রমুক, আতা, আমলকী-ফল, ইক্ষুজাত চিনি, মিথ্রি, অতৈল-পক বাজনা-দি-দ্রব্য,—এই সমস্ত হবিষ্যন্ন। উপবাস ও হবিষ্যানে একই প্রকার ফল।

পরিত্যাজ্য বস্তু ও আচরণ

“সর্বমিষাণি মাংসঞ্চ ক্ষৌদ্রং সৌবীরকং তথা।

রাজমাংসাদিকং চৈব রাজিকা মাদকং তথা ॥

দ্বিদলং তিল-তৈলঞ্চ তথান্নং শালা-দূষিতম্।

ভাব দুষ্টং ক্রিয়া-দুষ্টং শব্দ-দুষ্টঞ্চ বর্জয়েৎ ॥

পরান্নঞ্চ পরদ্রোহং পর-দার-গমং তথা।

তীর্থং বিনা প্রয়াণঞ্চ পরদেশং পরিত্যজেৎ ॥

দেব-বেদ-দ্বিজানাঞ্চ গুরু-গো-ব্রতিনাং তথা।

স্ত্রী-রাজ-মহতাং নিন্দাং বর্জয়েৎ পুরুষোত্তমে ॥”

সর্বপ্রকার মৎস্য ও আমিষ, মাংস, মধু, কুলকর্কটী-ফল, রাই-সর্ষপ এবং সমস্ত মাদক-দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। দ্বিদল অর্থাৎ চনকা-দি-দাল, তিল-তৈল, কাঁকরযুক্ত ann, ভাব-দুষ্ট, ক্রিয়া-দুষ্ট, ও শব্দ-দুষ্ট দ্রব্যসকল বর্জন করিবে। পরান্ন-ভোজন, পরদ্রোহ, পরদার-গমন, তীর্থযাত্রা-বিনা দূরদেশ ও পরদেশ-গমন, পরিত্যাগ করিবে। পুরুষোত্তম-মাসে দেবতা, বেদ, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রীলোক, রাজা ও মহাজনের নিন্দা পরিত্যাগ করিবে।

আমিষ কাহাকে বলে

প্রাণাঙ্গমামিষং চূর্ণং ফলে জম্বীরমামিষম্।

ধান্যে মসুরিকা প্রোক্তা annং পয়ুষিতং তথা ॥

অজা-গো-মহিষী-দুগ্ধাদন্য-দুগ্ধাদি-চামিষং।

দ্বিজ-ক্রীতা বসাঃ সর্বে লবণং ভূমিঞ্চ তথা ॥

তাম্র-পাত্রস্থিতং গব্যং জলং চর্মনি সংস্থিতং।

আত্মার্থং পাচিতং চান্নমামিষং তদ্বুধৈঃ-স্মৃতম্ ॥

জন্তুর অঙ্গোদ্ধৃত চূর্ণ—আমিষ ও ফলের মধ্যে জন্তুর অর্থাৎ গোঁড়ানেবু—
আমিষ । ধান্যের মধ্যে মসুরিকা ও পর্যুষিত অন্ন—আমিষ । অজা, গো,
মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধই আমিষ । ব্রাহ্মণের বিক্রীত সর্বপ্রকার লবণ
ও ভূমিজাত লবণ, তাম্র-পাত্রস্থিত গব্য, চর্মস্থিত জল ও নিজের জন্য পাচিত
অন্ন—আমিষ-मध्ये গণিত ।

বর্জ্যনীয়-দ্রব্যাদি

“রজস্বলাং ত্যজন্ শ্লেচ্ছ-পতিতৈব্রাত্যকৈঃ সহ ।

দ্বিজ-দ্বিট-বাহৈশ্চ-ন বদেৎ পুরুষোত্তমে ॥

এভিঃ দৃষ্টে ন কাকৈশ্চ সূতকান্নং চ যজ্ঞবেৎ ।

দ্বিপাচিতং চ দধ্মান্নং নৈবাত্মাৎ পুরুষোত্তমে ॥

পলাণ্ডুং লশুনং মুস্তাং ছত্রাকং গৃজনং তথা ।

নালিকং মূলকং শীঘ্রং বর্জয়েৎ পুরুষোত্তমে ।

যদ্ যদ্ যো বর্জয়েৎ কিঞ্চিৎ পুরুষোত্তম-তুষ্ঠয়ে ।

তৎপুনব্রাহ্মণে দত্ত্বা ভক্ষয়েৎ সর্বদৈব হি ॥”

রজস্বলা, শ্লেচ্ছ, পতিত, ব্রাত্য-ব্যক্তি, দ্বিজ-দেবী, বেদ-বাহু, এইসকলের
সহিত আলাপ করিবে না । এইসকল ব্যক্তির দৃষ্ট এবং কাক-দৃষ্ট-অন্ন, সূতকান্ন,
দ্বিপাচিত-অন্ন ও দধ্মান্ন থাইবে না । পলাণ্ডু, লসুন, মুস্তা, ছত্রাক, গাজর,
নালিতা, কেমুক-নামক-মূলক, শজিনা—এই সমস্ত বর্জ্যন করিবে ।
পুরুষোত্তম-মাস বিগত হইলে ঐ বর্জিত দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণকে দিয়া ভক্ষণ
করিবে ।

পুরুষোত্তম, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসত্রয়ের

একই কৃত্য ও ত্রিবিধব্রত

“ব্রহ্মচর্য্যামধঃ শয্যাং পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনম্ ।

চতুর্থকালে ভুক্তিং চ প্রকুর্য্যাৎ পুরুষোত্তমে ॥

কুর্য্যাদেভাংশ্চ নিয়মানুব্রতী “কার্ত্তিক-মাঘয়োঃ” ।

পুণ্যোহি প্রাতরুথায় কৃত্বা পৌৰ্ব্বাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥

গৃহীয়ান্নিয়মং ভক্ষ্যা শ্রীকৃষ্ণং হৃদি স্মরন্ ।

উপবাসস্য নক্তস্য চৈকভুক্তস্য ভূপতে ॥

এবঞ্চ নিশ্চয়ং কৃত্বা ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ ॥”

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ অমৈথুন, অধঃশয্যা, পত্রাবলিতে ভোজন, চতুর্থযামে ভোজন পুরুষোত্তম-মাসে প্রশস্ত । কাভিক এবং মাঘেও এইসকল নিয়মে ব্রত করিবে । প্রাতঃকালে উঠিয়া পৌর্বাহ্নিকী-ক্রিয়া সমাপন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি গ্রহণ করিবে । ব্রত তিন প্রকার অর্থাৎ উপবাস, নক্তহবিষ্যাস-গ্রহণ ও একভোজন—ব্রতীর পক্ষে যেটী কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া এই ব্রত আচরণ করিবে ।

পুরুষোত্তম-মাসে শ্রীভাগবত-শ্রবণ ও ব্রতপালনের ফল

শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা শ্রোতব্যং পুরুষোত্তমে ॥
তৎপুণ্যং বচসা বক্তৃং বিধাতা হি ন শক্নুয়াৎ ।
শালগ্রামার্চনং কার্য্যং মাসে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥
এতন্মাসব্রতং রাজন্ শ্রেষ্ঠং ক্রতুশতাদপি ।
ক্রতুং কৃত্বাপ্নুয়াৎ স্বর্গং গোলোকং পুরুষোত্তমে ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ক্ষেত্রানি সর্বদেবতাঃ ।
তদেহে তানি তিষ্ঠন্তি যঃ কুর্যাৎ পুরুষোত্তমম্ ॥

পুরুষোত্তম-মাসে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ শ্রবণ করিবে । ভাগবত-শ্রবণের পুণ্য বিধাতাও বলিতে পারেন না । ভক্তগণ শ্রীশালগ্রামশিলায় অর্চন করিবেন । এই মাসে ব্রত, শত ক্রতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কেননা, ক্রতু করিয়া স্বর্গলাভ হয় ; (কিন্তু) যিনি পুরুষোত্তম-ব্রত করেন তাহার দেহে সকল তীর্থ, ক্ষেত্র ও দেবতাগণ থাকেন ।

দীপ-দান ও তাহার ফল

“কর্তব্যং দীপ-দানঞ্চ পুরুষোত্তম-তুষ্ঠয়ে ।
তিল-তৈলেন কর্তব্যং দগিষা বৈভবে সতি ॥
তয়োর্মধ্যে ন কিঞ্চিভে কাননে বসতোহধুনা ।
ইন্দুদীপেন তৈলেন দীপঃ কার্য্যাস্ত্রয়ানঘ ॥
যোগো জ্ঞানং তথা সাংখ্যং তন্ত্রানি সকলান্যপি ।
পুরুষোত্তম-দীপস্য কলাং নাইত্তি ষোড়শীম্ ॥”

পুরুষোত্তম-তুষ্টির জন্য দীপদান করা কর্তব্য । বৈভব থাকিলে ঘৃত-প্রদীপ নতুবা তিল-তৈল-প্রদীপ দেওয়া বিধেয় । হে মণিগ্রীব ! তোমার বনবাসে

ঘৃত ও তিল-তৈল পাওয়া যাইবে না। তুমি ইঙ্গুদি-তৈলে দীপ দান কর। অষ্টাঙ্গ-যোগ, ব্রহ্মজ্ঞান ও সাংখ্য-জ্ঞান এবং সমস্ত তান্ত্রিক-ক্রিয়া—পুরুষোত্তম-মাসে দীপ-দানের ষোড়শী কলারও তুল্য হয় না।

পুরুষোত্তম-মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, নবমী ও অষ্টমী তিথির বিশেষ ক্রিয়া-প্রকরণ

এই ব্রত-উদ্ঘাপন সম্বন্ধে বাল্মীকি বলিলেন,—হে মহারাজ! কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী, নবমী অথবা অষ্টমী তিথিতে পুরুষোত্তম-মাসে এই ব্রতের উদ্ঘাপন করিতে হয়। বিত্তুক ভক্ত-ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাহিত-মনে উদ্ঘাপন-ক্রিয়া করিবে। পঞ্চ-ধ্যানের দ্বারা অতিসুন্দর সর্বতোভদ্র রচনা করিবে। চারিটী কলস মণ্ডলোপরি স্থাপনপূর্বক চতুর্দিকে চতুর্বাহ-প্রীতি-কামনায় শ্রীফলান্বিত করিবে। সছত্ৰ বেষ্টিত পান-দ্বারা চতুর্বাহ স্থাপন করিবে। শ্রীরাধা-মাধবকে কলসের সহিত স্থাপন করিবে। বেদ-বেদাঙ্গ পারগ বৈষ্ণব-চার্যকে বরণ করিবে। চতুর্বাহ জপ করিয়া—চতুর্দিকে চারিটী দীপ প্রজ্জ্বলিত করিবে।

অর্ঘ্য-মন্ত্র ও নমস্কার-মন্ত্র

ক্রমে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত সপত্নীক নারিকেলাদি অর্ঘ্য দান করিবে।
অর্ঘ্য মন্ত্র,—

“দেব দেব নমস্তভ্যং পুরাণ-পুরুষোত্তম ।
গৃহাণাৰ্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিত হরে ॥”

এই মন্ত্র বলিয়া নমস্কার করিবে,—

“বন্দে নবধন শ্যামং বিভূজং মূরলীধরম্ ।
পীতাম্বরধরং দেবং সরোধং পুরুষোত্তমম্ ॥”

নীরাজন, ধ্যান ও পুষ্পাঞ্জলি-মন্ত্র

তদন্তরে তিল-হোম করিয়া নীরাজন করিবে। নীরাজন-মন্ত্র এই,—

“নিরাজয়ামি দেবেশমিন্দীবর-দলচ্ছবিম্ ।
রাধিকা-রমণং প্রেমণা কোটি-কন্দপ-সুন্দরম্ ॥”

অথ ধ্যান-মন্ত্র,—

“অন্তর্জ্যোতিরনন্ত-রত্ন-রচিতে সিংহাসনে সংস্থিতম্ ।
বংশীনাদ বিমোহিত-ব্রজবধূ বৃন্দাবনে সুন্দরম্ ॥”

ধ্যায়েদ্ রাধিকয়া সকৌস্তভমণি-প্রচোতিতোরস্থলম্ ।

বাজদ্রব-কিরীট-কুণ্ডলধরং প্রতাগ্র-পীতাম্বরম্ ॥”

ধ্যান করিয়া পুষ্পাজলি অর্পণ করিবে ও এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে,—

“নোমি নবধন-শ্যামং পীতবাসসমচ্যুতম্ ।

শ্রীবৎস ভাসিতোরদ্ধং রাধিকা-সহিতং হরিম্ ॥”

ব্রতের শেষ-কৃত্য ও নিয়ম-ভঙ্গের বিধি

পরে ভক্ত-ব্রাহ্মণে পূর্ণপাত্র দান করিয়া আচার্য্যাকে দক্ষিণা দিবে । তৎপরে দান করিবে । এই সময়ে উপযুক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে ভাগবত দান করিবার বিধি করিয়াছেন । ব্রাহ্মণকে সম্পূর্ণ কাস্ত-পাত্র দান করিবে । পরে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত-পায়স ভোজন করাইবে । পরে সকলকে অন্ন বিভাগ করিয়া দিয়া স্বজনের সহিত ভোজন করিবে । উদ্যাপন করিয়া ব্রত-নিয়ম পরিত্যাগ করিবে ।

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিদ্যোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩৯)

ভগবৎ-প্রীতিতে রস নিস্পন্ন হয়, এই অভিপ্রায়ে একমাত্র শ্রীভগবৎ-প্রীতি-বাজক শ্রীমদ্ভাগবতের রসরূপতা শ্রীবেদব্যাস স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন—

নিগমকল্পতরোগলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ ।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং-মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকঃ ॥ (ভাঃ ১।১।৩)

হে ভাবুকগণ ! যাহারা পরম মঙ্গলাশ্রিত রসিক—ভগবৎ-প্রীতিরসজ্ঞ তোমরা, বৈকুণ্ঠ হইতে ক্রমশঃ পৃথিবীতে গলিত অবতীর্ণ, নিগমকল্পতরু—সর্বফলোৎপত্তির কারণস্বরূপ যে-রক্ষ শাখাপ্রশাখাসমূহদ্বারা বৈকুণ্ঠ-মধ্যাক্রুত হইয়া বৈকুণ্ঠব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহার যে রসরূপ ভাগবত-ফল তাহা তোমরা পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াও পান কর—আস্বাদন করিয়া নিজের অন্তর্ভুক্ত কর । অহো ! তোমাদের অলভ্য বস্তু লাভ হইল । ভাগবতশব্দ-দ্বারাই এই রস যে শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্য সম্পর্কীয় নহে, তাহা সূচিত হইয়াছে । ভাগবত-নামক শাস্ত্র কেবল রসময়—ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য

রস-শব্দে তাহার নির্দেশ করিয়াছেন। ভাগবতশব্দ সংযোগদ্বারা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় রস, ইহাও বুঝাইতেছে। সেই রস ভগবৎ-প্ৰীতিময়। “যদ্যং শ্রয়মাণায়াম্” শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণের সেই ফল শুনা যায়। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে “রসো বৈ সঃ রসং হেবাযং লঙ্কানন্দী ভবতি” এই মন্ত্রে তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। জীব এই রস লাভ করিয়া আনন্দী (আনন্দ যাহার আছে) হয়। শ্লোকে যে ‘রসিকা’ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন তদ্বারা প্রাচীন, নবীন সংস্কার যাহাদের আছে, তাহাদেরই রসবিজ্ঞত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ‘গলিত-শব্দ’ প্রয়োগদ্বারা ফলের সুপকতা নিবন্ধন অধিক আশ্বাদনীয়তা উল্লেখপূর্বক শাস্ত্রবাক্যেও শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ সুনিষ্পন্ন—এই সূচনা করিয়া তাহার অধিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। রস-শব্দদ্বারা ত্বক্-অর্চি আদি (খোসা-তাঁটি) রহিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়া শাস্ত্রপক্ষে হেয়াংশরাহিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। অন্য বহু ফল থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবতকে নিগমের পরম ফলরূপে উল্লেখ করিয়া তাহার পরমপুরুষার্থত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে। সেই ফলের স্বরূপতঃ বৈশিষ্ট্য থাকিলেও পরম-উৎকর্ষ জানাইবার জন্য বলিলেন—শুকমুখাদমৃত-দ্রবসংযুতং অর্থাৎ শুকমুখ হইতে অমৃতদ্রবসংযুক্ত। এস্থলে ফলপক্ষে কল্পতরুনিবাসী বলিয়া অলৌকিকত্ব নিবন্ধন সেই শুক অমৃতমুখ—ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। সেই মুখস্পর্শ পাইয়া ফল যেরূপ বিশেষ সুস্বাদু হয়, তদ্রূপ পরম ভাগবতগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেবের মুখবিগলিত ভগবৎ-কথার স্বাচ্ছন্দ্যতার কথা আর কি বলিব? সেই ভাগবত-রসের পরম-স্বাদুপরাকার্য্য-প্রাপ্তিহেতু আপনা হইতে বা অন্য হইতেও তৃপ্তি হইবে না বলিয়া আশ্রয় অর্থাৎ মোক্ষানন্দ পরিব্যাপ্ত করিয়া পান করার কথা বলিলেন।

এই শ্লোকে বেদকে কল্পতরু আর শ্রীমদ্ভাগবতকে তাহার ফলরূপে বর্ণন করিয়াছেন। বৃক্ষের উপাদেয় বস্তু ফলের মত বেদের সার শ্রীমদ্ভাগবত। এই কল্পতরু বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বৈকুণ্ঠ আরোহণ করিয়াছে। বৃক্ষ যেরূপ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া আকাশে উঠে। তদ্রূপ পৃথিবীতে যে বেদের প্রচার আছে, তাহা শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। বেদ-কল্পতরুর অগ্রভাগে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ফলের অবস্থান। সাধারণ বৃক্ষ একরকম ফল ধারণ করে, কিন্তু কল্পতরু সকলের অভীষ্ট পূরণ করে বলিয়া তাহাতে সকল রকমের ফল থাকে। কল্পতরু বলিয়া কন্মী, জ্ঞানী, ভক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন সাধকের

অভীষ্ট নানা ফল ইহাতে বর্তমান । তথাপি শ্রীমদ্ভাগবতই উহার শ্রেষ্ঠ ফল । বৃক্ষের অগ্রভাগে স্থিত ফল মানুষ সহজে পায় না, তাহা যদি ভূপতিত হয়, তবে আশ্বাদন সামর্থ্য ঘটে । বেদকল্পতরুর বৈকুণ্ঠস্থিত ফলের আশ্বাদন পরলোকস্থিত রসিকগণের পক্ষে অসম্ভব ছিল । কিন্তু তাহা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে । সুপক্ক ফল যেমন স্বয়ং ভূপতিত হয়, তদ্রূপ বেদকল্পতরুর সুপক্ক ফল পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া সুপক্কফলের মত সুনিষ্পন্ন অর্থবিশিষ্ট তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে । ফল যেমন আশ্বাদনের বস্তু শ্রীমদ্ভাগবতও তদ্রূপ রসযুক্ত গ্রন্থ । আশ্বাদবিশিষ্ট ফলও সর্বাংশে উপাদেয় হয় না, তাহাতে আঁটি-বাকলাদি থাকায় বিশ্বাদের অংশও থাকে । ভাগবতরূপ ফলে তাদৃশ কিছুই নাই, তাহা সর্বাংশে সুস্বাদু । রসযুক্ত ফল না বলিয়া কেবল রস বলিয়া সর্বাংশে আশ্বাদযোগ্য । শ্রীমদ্ভাগবতে রসিকগণের আশ্বাদনের অযোগ্য কিছুই নাই ।

ভাগবত বলিতে শ্রীমদ্ভাগবত ও এবং ভাগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুকে বুঝায় । সুতরাং এই গ্রন্থ রসময় এবং সেই রস ভগবৎসম্পর্কিত—ইহাও বুঝাইতেছে । যে অলৌকিক রসময় কথা বলা হইতেছে, তাহা ভগবৎপ্রীতিময় রস । ইহার আশ্বাদনের অধিকারী রসিক ভক্তগণ । রসিক বলিতে সংসামাজিক বুঝায় । যাহাদের প্রাচীন এবং নবীন—পূর্বজন্মের ও বর্তমান জন্মের রসবাসনা আছে, তাঁহারা ই রসিক ।

শ্রীমদ্ভাগবত রসাত্মক বলিয়া বেদ ও বেদান্তগোষ্ঠী মধ্যে ইহার বিশেষত্ব, তাহাতে আবার এই গ্রন্থ শুকমুখ হইতে নিঃসৃত অমৃতদ্রবসংযুক্ত বলিয়া সর্বোত্তম শুকপক্ষী বৃক্ষাগ্রে অবস্থান করিয়া ফল পাতিত করে । সাধারণ শুক, সাধারণ বৃক্ষাগ্রে থাকে ; কল্পতরুর অগ্রভাগে স্থিত শুক সাধারণ শুক নহে । কল্পতরু স্বর্গের সম্পদ, তাহার অগ্রভাগস্থিত শুকের মুখে অমৃত থাকে । কল্পতরুর ফল অমৃতমুখ শুকে সংলগ্ন হইলে যেক্রপ সুস্বাদু হয়, শ্রীমদ্ভাগবতও তদ্রূপ পরম ভাগবত শুকদেবের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া অত্যন্ত আশ্বাদনের বস্তু হইয়াছে । পরমভাগবতগণের মধ্যে সর্বোত্তম বলিয়া তাঁহার আশ্বাদ অনির্বচনীয় । এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতেই আশ্বাদনের চরম উৎকর্ষ । অন্য বস্তুর ভোগ হইতে, এমন কি ব্রহ্মানন্দ হইতেও পরমাশ্বাদ পাওয়া যায় না বলিয়া কেবল শ্রীমদ্ভাগবতশ্বাদনেই রসিক ভক্তগণ তৃপ্ত হইতে পারেন । এজন্য বলিলেন, মোক্ষব্যাপিয়া এই রস আশ্বাদন কর । এই মোক্ষ ব্যাপিয়া

আস্বাদনের কথা “পরিনিষ্ঠিতোহপি নৈষ্ঠুগ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া । গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্” (ভাঃ ২।১।৯) অর্থাৎ শ্রীশুকদেব মোক্ষসুখ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এই কথা তিনি পরীক্ষিতের নিকট বলিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীভাগবত-কথায় তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিলোকবিখ্যাত রাজগণের চরিত্র এবং ভক্ত ও ভগবানের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বাংশ রস, তাহাতে হেয়াংশ নাই । এজন্য রাজগণের চরিত্র অপারমার্খিক হইলেও তাহাকে রস বলিতে হইবে । যে ভগবৎ-প্রীতি রসরূপতা প্রাপ্ত হয়, রাজগণের চরিত্রময় ভাগবতাংশে সেই প্রীতির উপযোগিত্ব আছে ; তাহাদের চরিত্রে যে বিজ্ঞান-বৈরাগ্যের বর্ণন আছে, তদ্বারা শ্রোতৃগণের চিত্ত ভগবৎ-প্রীত্যাবির্ভাবের যোগ্য হয় । আর ভক্ত ও ভগবানের চরিত্রশ্রবণে ভগবৎ-প্রীতির আবির্ভাব হয় ।

রসের দ্বৈবিধ্য হেতু ‘রসং’ শব্দ উল্লেখ করিয়া বিশেষভাব বুঝাইতে অমৃতদ্রব-সংযুতং বলা হইয়াছে । অমৃত—ভগবল্লীলারস । দ্বাদশস্কন্ধে ১৩শ অঃ ১১ শ্লোকে বলা হইয়াছে—‘হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসংসুরম্’ । সংসুর—ইথাং সতাং শ্লোকে যে সঙ্গগণের কথা বলা হইয়াছে সেই সং—আত্মারাম-গণকেই সং বলা হইয়াছে । কেবল অমৃত আস্বাদন করেন বলিয়া সেই সঙ্গগণই দেবতা । প্রসিদ্ধ দেবগণের অমৃত আস্বাদনের মত সঙ্গগণ কেবল ভাগবতামৃত আস্বাদন করেন । এজন্য তাঁহাদিগকে দেবতা বলা হইয়াছে ।

রসানুভবী দুই প্রকার—পান কর এইরূপ উপদেশ যাহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে, তাঁহারা একপ্রকার, আর যাহারা আপনা হইতেই লীলা-রসাস্বাদন, করিতেছেন, তাঁহারা দ্বিতীয় প্রকার ।

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে ।

তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ কচিৎ ॥ (ভাঃ ১২।১৩।১৫)

এই শ্লোকে রসামৃততৃপ্তের পদেও ইহার পরমরসত্ব ঘোষিত হইয়াছে । অর্থাৎ এই রস আস্বাদন করিবার পর আর অন্য কোথাও রতি থাকে না বলিয়া ভগবৎ-প্রীতিরসেরই উৎকর্ষ বর্ণিত হইল । এজন্যই শ্রীস্বামিপাদ ভাবুক শব্দের অর্থে বলিয়াছেন রসবিশেষভাবনাচতুর ।

—পরিব্রাজকচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবৃন্দেব শ্রোতী মহারাজ

উপনিষৎ-সার

(৩) কটোপনিষৎ

(পূর্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৭ পৃষ্ঠার পর)

সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীযমরাজ বলিলেন,—“পরব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অনাদি ও অনন্ত।” তিনি প্রাকৃত শব্দের দ্বারা অনির্দেশ্য বলিয়া অশব্দ ; প্রাকৃত ত্বগিন্দিয়ের অগোচরহেতু অস্পর্শ ; প্রাকৃত রূপহীনতানিবন্ধন অরূপ ; অবিনাশী বলিয়া অব্যয় ; আদিহীন ও অন্তরহিতহেতু তিনি অনাদি ও অনন্ত।

স্বতন্ত্রেচ্ছাময় সলীল পরমেশ্বর বিষয়ভোগের উপযোগী করিয়া জীবগণের ইন্দ্রিয়সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কারণে জীব বহির্মুখতাপ্রাপ্ত হইয়া বাহ্যবস্তু দর্শনে অভিনিবিষ্ট হয়, পরমাত্মার কোন সন্ধান করিবার ইচ্ছা করে না।

যে-বহির্মুখ মানব বিষয়মতে মত্ত হইয়া সুদূর্লভ মনুষ্যজীবন ব্যয়িত করে, সে নিতান্ত মূর্থ। মহাজনগণ বলেন,—ভজনহীন মানব বিবেকহীন ও আত্মঘাতী।

শ্রীভগবানের কৃপায় অথবা সাধুশাস্ত্রানুগ্রহে কোন কোন ভাগ্যবান্ মানব বিবেকী হইয়া বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহত করিয়া শ্রীভগবানে ভক্তিয়ুক্ত হইলে পরমাত্মার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন।

মুক্তিকামীগণ কখনও কোনরূপে বিষয়মত্ত হইবেন না, ইহাই শ্রুতি বিশেষভাবে নিষেধ করিতেছেন। বিবেকীগণ নশ্বর বস্তুতে কখনও আসক্ত হন না, কারণ তাঁহারা পরমেশ্বরের অমৃতত্বের আদ্বাদন করিয়াছেন। সুতরাং মনুষ্যজীবনে কৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভই একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত।

নচিকেতার জিজ্ঞাসিত-তত্ত্ব-বর্ণনাভিপ্রায়ে শ্রীযমরাজ বলিতেছেন,—ব্রহ্ম জীব অন্তর্যামীরূপে যে পরমেশ্বর বাসুদেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, মৈথুনাদি মিলনসুখ অনুভব করে, তিনিই সেই মুক্তজীবের প্রেরক অর্থাৎ স্বধামে লইয়া যাইবার সহায়ক।

ব্রহ্মস্বরূপের বিস্তারিত বর্ণনামুখে শ্রীযমরাজ জানাইতেছেন, যাহা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া জীব স্বপ্নে যাবতীয় দৃশ্য পদার্থ দেখেন ও সুষুপ্তিকালে সুখ

অনুভব করেন, বিবেকবান্ ব্যক্তি সেই বিভূকে পরমাত্মা জানিয়া আর কোন শোক প্রাপ্ত হন না। সুতরাং তিনি শ্রীভগবান্কে একমাত্র রক্ষাকর্তা জানিয়া স্বতন্ত্রভাবে নিজের রক্ষার প্রয়াস করেন না।

যিনি কারণবারির উৎপত্তির পূর্বে আবিভূত, সেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিশু প্রকৃতির অন্তর্যামী মহত্ত্বের স্রষ্টা ও আদি পুরুষাবতার; সমষ্টির অন্তর্যামী হিরণ্যগর্ভের স্রষ্টা গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুই দ্বিতীয় পুরুষাবতার এবং যিনি ক্ষীরোদকশায়ী পরমাত্মারূপে ভীষদে বাস করেন, তিনিই তৃতীয় পুরুষাবতার।

গর্ভবতীনারীর ভক্ষিত অন্ন-পানাদির দ্বারা গর্ভে পুষ্ট হইয়া শ্রদ্ধা, প্রীতি ও প্রসবকালীন ক্লেশরূপ মন্বনের দ্বারা শিশু যেরূপ প্রকট হয়, সেই প্রকার অধর ও উত্তর অরণির মধ্যে অগ্নি লুক্কায়িত থাকে এবং উহার উপাসক প্রমাদ-শূন্য হইয়া একাগ্রতা, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত স্তবকরতঃ অরণি-মন্বনের দ্বারা অগ্নিকে প্রকট করিয়া থাকে। তদ্রূপ সদৃশের সেবাফলে অগ্নিরূপী শ্রীহরিকে (পরমাত্মতত্ত্ব) প্রকট করিয়া থাকেন।

যে প্রাণস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, বায়ু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ এবং নিখিল বিশ্ব অধিষ্ঠিত থাকেন, তিনিই পরমেশ্বর।

শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সকলই অভিন্ন। যদিও শ্রীভগবান্ পরব্রহ্মরূপে স্বীয়ধামে এবং সর্বত্র বিরাজিত, তথাপি তিনি মনুষ্যের হৃদয়-মধ্যে অদৃষ্ট পরিমাণ শরীরে অবস্থিত আছেন। তিনি নির্মল, শাস্ত্র, দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষ। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের নিয়ন্তা ও শাসক।

মুক্তজীব ঈশ্বরের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয় না, ভগবৎ-সদৃশ হয়, কিন্তু সাযুজ্য লাভ করে না। অচিন্ত্যভেদাভেদরূপে বর্তমান থাকে। অতএব জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নিত্য—ইহাই শ্রুতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এক্ষণে শ্রুতি আরও স্পষ্টরূপে বুঝাইতেছেন যে, পরমাত্মা জন্মাদি ষড়্‌বিকারশূন্য, নিত্য প্রকাশযুক্ত ও অপরিবর্তনশীল এবং এই মানবশরীর একাদশ দ্বারযুক্ত পুরী সদৃশ। যিনি বিবেক-বুদ্ধিদ্বারা আত্মসহ পরমাত্মার ধ্যান করেন, তিনি আর সংসারদুঃখ ভোগ করেন না, প্রারব্ধ কর্মাবসানে প্রকৃতি-সম্বন্ধচ্যুত হইয়া বিদেহ-মুক্তি লাভ করেন।

জীব কখনও প্রাণ ও অপান-বায়ুদ্বারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এই উভয় বায়ু যাহার আশ্রিত, তিনিই (পরমাত্মাই) জীবনদাতা।

যে ভগবান্ হইতে সুপ্ত জীবগণে কামা স্বাশ্বিকপদার্থজাত বিষয় উৎপত্তি লাভ করে, বেদাদি তাঁহাকে অবিনাশী ব্রহ্ম বলেন।

এক বৈশ্বানর অগ্নি যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্ৰূপে প্রতিবিম্বিত হন, সেইরূপ পরমাত্মাও ভিন্ন ভিন্ন দেহে তদনুরূপ প্রতীত হন, পরন্তু জীব কখনও ভগবান্ হন না।

যেমন একই বায়ু ও একই সূর্য্য বিভিন্ন বস্তু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই বস্তু অনুরূপ গতি ও শক্তি প্রকাশ করেন, সেইরূপ সর্বাস্তুর্য্যামী ভগবান্ এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব ; . বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনস্বরূপ হইয়া বিভিন্নাংশে দেব-তির্য্যাক-মনুষ্যাদি অনেকরূপে অভিযাক্ত হইতেছেন। তিনি নিত্য বস্তুসমূহেরও নিত্য, চেতন-বস্তুসমূহেরও মুখ্যচেতন। যিনি সেই পরমেশ্বরকে ভজন করেন, তিনিই কেবল পরম সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারেন।

সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা ও বিদ্যাৎ কেহই ভগবান্কে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। তিনি স্বয়ং প্রকাশশীল। তিনি কৃপাপূর্ব্বক যাহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন, সেই কৃপাপাত্রের নিকট তিনি প্রকাশিত হন। তিনি অবাঙ্মনসোগোচর অর্থাৎ প্রাকৃত বাক্য ও মনের অতীত।

উপসংহারে এই সার-মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিতেছেন যে, এই সংসার অশ্বখ-বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হয়, উভয়ই অনিত্য, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে তফাৎ এই যে, বৃক্ষের মূল যেমন নিম্নদিকে প্রসারিত থাকে, ইহার (সংসারের) মূল উর্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মই মূল কারণ। নিম্নদেশে চৌদ্দভুবন ইহার শাখা-প্রশাখা-রূপে বিস্তৃত রহিয়াছে। বেদবাক্যরূপ পত্রদ্বারা সুশোভিত আছে। কর্ম্ম-ফলবাধ্য বদ্ধজীবের নিকট ইহা চতুর্লব্ধফলদায়করূপে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ভগবদ্বক্তৃগণ অসঙ্গরূপ শস্ত্রদ্বারা অর্থাৎ বৈরাগ্যদ্বারা এই সংসাররূপ অশ্বখ-বৃক্ষকে ছেদন করিয়া অশোক-অভয়-অমৃতের আধারস্বরূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবালাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ জগতের যাবতীয় বস্তুর প্রাণস্বরূপ রক্ষক এবং বজ্রস্বরূপ নিয়ামক। তাঁহারই ভয়ে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ও যম প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালনে রত।

লোকভেদে পরমাত্ম-দর্শনের ভেদ দৃষ্ট হয়। যেক্রপ স্বচ্ছ দর্পণের সম্মুখে উপনীত বস্তু দর্পণ হইতে বিলক্ষণ ও স্পষ্ট দেখা যায়, সেইক্রপ তত্ত্বজ্ঞানীর বিশুদ্ধান্তঃকরণে জীবাত্মা ও পরমাত্মা পৃথকভাবে পরিলক্ষিত হন। স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন স্বপ্নে কোন বস্তু বাসনানুযায়ী বিশৃঙ্খলরূপে দেখে, সেইক্রপ পিতৃলোকে পরমেশ্বরস্বরূপ স্পষ্ট দেখিতে পায় না। গন্ধর্বলোকে পিতৃলোক অপেক্ষা কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকে উহার অধিবাসীর নিকট ছায়া ও সূর্য্যের ন্যায় জীবাত্মাও পরমাত্মার সুস্পষ্ট অনুভূত হয়।

ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বা শরীর জীবাত্মা নহে। জীবাত্মা চিন্ময়, নিত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা, জীবাত্মা হইতে মায়া উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। আবার মায়া হইতে তাঁহার অধীশ্বর পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কেহই নাই।

জীবের হৃদয়ে একশত একটি নাড়ী আছে, তন্মধ্যে সুষ্মা প্রধানা এবং উহার সাহায্যে ব্রহ্মরক্তভেদ করিয়া জীবাত্মা দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পরমেশ্বরের পরমপদ প্রাপ্ত হয়। সৎগুরুর চরণাশ্রয় করিয়া হরিভজন করিলে শ্রীহরির অনুগ্রহে তাঁহার দর্শন ঘটে। সেই সাধনের দৃষ্টান্তরূপে ক্রতি বলিয়াছেন যে, মুঞ্জ নামক তৃণের মধ্য হইতে যেমন ঈষিকা নামক শীষ বাহির করিতে হয়, সেইক্রপ ভক্তিযোগ-সাধনের সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান-শ্রয়ে নিজ দেহ হইতে জীবাত্মাকে পৃথক জানিতে পারা যায় এবং পরমাত্মাও বিলক্ষণরূপে লক্ষিত হন।

শ্রীযমরাজের তত্ত্ব-বিচার শ্রবণ করিয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন করতঃ নচিকেতা পরব্রহ্মকে লাভ করেন।

অতএব যদি কেহ নচিকেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সৎগুরুচরণাশ্রয়ে বিশুদ্ধভাবে ভজন করেন, তাহা হইলে তিনি এই ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীভগবদ্ধামে পার্শদরূপা গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহাই এই ক্রতির সারমর্ম।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুষ্টিবেদান্ত উদ্ধামন্থী মহারাজ

নিত্যশান্তি-লাভের উপায়

(পূর্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭১ পৃষ্ঠার পর)

এতদ্ব্যতীত শ্রুতিতেও নির্বিশেষজ্ঞানকে ধিক্কারমুখে বলিতেছেন যে,—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেষাং বিদ্যাং পাস্যতে

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ । (ঈশোপনিষৎ-১২)

যিনি অবিদ্যার সেবা করেন তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন । আর যিনি নির্বিশেষ-জ্ঞানরূপা বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন ।

স্মৃতিশাস্ত্র পূর্বোক্ত জ্ঞানিগণকে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন যে,—

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যাক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যাক্তা হি গতিদুঃখং দেহবদ্বিরবাপ্যত । (গীঃ ১২।৫)

নির্বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অধিকতর দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, দেহাভিমানী জীবের বাক্য ও মনের অগোচরে অব্যাক্ততত্ত্বে যে-নিষ্ঠা—তাহাতে দুঃখই মাত্র লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, নির্বিশেষ জ্ঞানমার্গেও নিত্যশান্তিলাভ করা যায় না; বরং জীবের দুঃখই লাভ হইয়া থাকে । জীব কখনই ষড়ৈশ্বর্যশালী পরব্রহ্ম পদবাচ্য হইতে পারে না । কেন না জীব অনুরূপেতন্য । সে কি করিয়া বহুচৈতন্যরূপ শ্রীভগবানের সমকক্ষ হইতে পারে ? ইংরাজীতে একটি কথা আছে—“More than a man you cannot be.” জীব বড়জোর ভজন-প্রভাবে বদ্ধাবস্থা অতিক্রম করিয়া মুক্তাবস্থা লাভ করিতে পারে । কিন্তু তাই বলিয়া জীব ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে না । সুতরাং জ্ঞানীদের ‘ব্রহ্ম’ হইয়া যাওয়ার চিন্তাধারা তাহা আকাশ-কুসুমের-ন্যায়ই অলীক—সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।

এখন দেখা যাউক, যোগমার্গে সুখশান্তি আছে কি না । সাধারণতঃ ‘হঠ’-যোগ ও রাজযোগ-ভেদে যোগপন্থা দ্বিবিধ, হঠযোগ-ফলে জীবের ভুক্তি ও রাজযোগ-ফলে জীবের অষ্টসিদ্ধি ফললাভ হইতে পারে, পরন্তু উভয় ফলই—অনিত্য দেবীধামান্তর্গত । অতএব নিত্যসুখদ নহে বরং চরমে দুঃখ-দায়ক হইয়া থাকে । যোগীগণ তাহাদের “কৈবল্য-প্রাপ্তি” বলিয়া একটি অবস্থার কথা বলিয়া থাকেন উহা জ্ঞানীদের ব্রহ্মত্বলাভের ন্যায়ই মিথ্যা

কল্পনা মাত্র, বস্তুত সত্য নহে। বরং তদ্বারা উহারা উপাস্য-উপাসক-উপাসনারূপ ত্রিপুটী বিনাশ করিয়া নিত্য শান্তির পরিবর্তে আত্মার অধঃপতনই ঘটাইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যোগমার্গাবলম্বনও নিত্য সুখদ নহে।

যদি পূর্বোক্ত পন্থাসমূহের দ্বারা নিত্যসুখ প্রাপ্তি না হয় তাহা হইলে কোন্ উপায়ে জীব শাস্বত শান্তি লাভের অধিকারী হইতে পারে? তদ্বত্তরে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সমস্তের বলিয়াছেন যে, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া ভক্তির অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিলেই জীব নিত্য পরমাশান্তি লাভ করিয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

রসো বৈ সঃ। রসং হেবাযংলঙ্কানন্দী ভবতি। কো

হেবান্য্যং কঃ প্রাণ্য্যং যদেব আকাশ-আনন্দো ন স্যাৎ।

এষ হেবানন্দয়াতি ॥ (তৈত্তিরীয় ২।৭)

সেই পরাংপর-তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ। জীবাত্মা সেই রসস্বরূপ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গ-সমূহ অনুষ্ঠান করিলে পরব্রহ্মকে লাভ ও তৎকুপায় নিত্য আনন্দলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কেই বা শরীর-প্রাণ-চেষ্টা প্রদর্শন করিত, যদি সেই পর-তত্ত্ব আনন্দস্বরূপ না হইতেন, তিনি সকলকে আনন্দ দান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কঠোপনিষৎ বলিতেছেন,—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।

তমাত্মস্থং যেহুপশ্চন্তি ধীরা-

স্তেষাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতরেষাম্ ॥ (কঠোপনিষৎ ২।২।১৩)

যিনি নিত্য বা বাস্তব বস্তুসমূহেরও পরম নিত্য বা পরম সত্য বস্তু, যিনি চেতন জীবসমূহেরও মুখ্য চেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে-সকল বুদ্ধিমানব্যক্তি সেই আত্মস্থ ভগবানকে পরিদর্শন করেন তাঁহারা নিত্য শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাস্বতম্ ॥ (গীঃ ১৮।৬২)

শ্রীভগবানে ঐকান্তিক শরণাগত হইলেই জীব শ্রীভগবৎকৃপায় নিত্য শান্তিলাভ করিতে পারে, এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মোযতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

অহৈতুক্য প্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ (ভাঃ ১।২।৬)

শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তিবলে জীবাত্মা সুপ্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে । ভগবান্ নিত্যবস্তু-সেকারণে তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয়ের দ্বারাই জীব নিত্য-শান্তির অধিকারী হইতে পারে । এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই অনিত্য । অনিত্য বস্তুর দ্বারা নিত্য সুখ প্রাপ্তি কখনই সম্ভব নহে ।

জগজ্জীবকে নিত্যানন্দ প্রদান করিবার নিমিত্ত গোলোকবিহারী শ্রীহরি শ্রীমতী রাধারানীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করতঃ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । তিনি সকলকে জানাইয়াছেন যে,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ ।

পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ ॥

অর্থাৎ জগৎপিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যাহারা আরাধনা করে না, তাহারা জন্মজন্মান্তরে সুখশান্তির পরিবর্তে ত্রিতাপ-জ্বালাই ভোগ করিয়া থাকে । শাস্ত্র বলেন, “শুধত্ত্ব বিশেষে অমৃতস্য পুত্রাঃ” অর্থাৎ সকলেই আমরা এক অমৃতময়, পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আমাদের সুখদানের নিমিত্ত পুনঃপ্রচার করিয়াছেন যে, “জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস ।” জীব যাত্রাই শ্রীভগবৎ-সেবক, শ্রীভগবানে ভক্তিদ্বারা জীব ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে এবং উহাই জীবের পরমধর্ম । শ্রীভগবদ্ভক্তি আচরণের দ্বারাই জীব অনাবিল শান্তি লাভ করিতে পারে । শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন যে,—শ্রীভগবৎ-প্রেমই জীবের একান্ত সাধ্য হওয়া উচিত । এ জগতে ভগবৎ-প্রেমের বড়ই অভাব, সেইজন্য ইতর হিংসা, ঘেঁষ, বিষয়-কামনা জীবসমূহকে এত ক্লেশ প্রদান করিতেছে । জীবাত্মা যদি শ্রীভগবানে প্রেম এবং তদীয় সেবকজ্ঞানে অন্যান্য জীবের প্রতি হিংসা-ঘেঁষ ভুলিয়া মৈত্রী-সম্বন্ধ রাখিতে পারে তাহা হইলে জীবের কোন দুঃখই হইতে পারে না ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীভগবানকে লাভ করিলেই জীবের চরম ও পরম শান্তিলাভ হইয়া থাকে । এখন শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে যে-ভক্তিব্যতীত ভগবানকে লাভ করা যায় না ।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাধ্যং ধর্ম উদ্ধব ।

ন স্বাধ্যায়ন্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব ! প্রদীপ্ত-ভক্তি যেক্রপ আমাকে সাধন করে অর্থাৎ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গযোগ, সাজ্জা-জ্ঞান-স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ-অধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সেক্রপ সাধিতে পারে না ।

শ্রীগীতার উক্ত আছে যে,—যাহারা এই পরধর্ম ভক্তিযোগ শ্রদ্ধার সহিত যাজন করিবেন না তাহাদিগকে শ্রীভগবান্ জন্মমৃত্যু-মালায় ঘূণিত করিয়া নিয়তই দুঃখ দিয়া থাকেন । ভক্তির মহিমা সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

“ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ।” (মাধ্ব-শ্রুতি-বচন)

ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান, সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ । ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা, আবার শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তি-সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলেন যে,—ভক্তাহমেকয়া গ্রাহঃ । অর্থাৎ আমি কেবল ভক্তিদ্বারাই লভ্য । শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিয়াছেন,—

এতাবানেব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।

ভক্তিযোগোভগবতি তন্মাম-গ্রহণাদিভিঃ ॥ (ভাঃ ৬।৩।২২).

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্তন-মূলা-যে-ভক্তিযোগ তাহাই ইহ জগতে পরমধর্মরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । সেইজন্য বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলিয়াছেন,—

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

শ্রীবেদান্ত দর্শনেও বলিয়াছেন,—

“আবৃতিরসকুপদেশাৎ”—অর্থাৎ, বারংবার শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তনদ্বারাই জীব-সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমপ্রেমময়-পরমশান্তিময়-পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্কে লাভ করিতে সমর্থ হয় । স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তদীয় শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে জীবকে জ্ঞাত করাইয়াছেন যে,—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামই জীবকে নিত্যানন্দ দান করিতে পারেন । স্কন্দপুরাণে উল্লেখিত আছে,—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং

সকলনিগমবল্লী-সংফলং চিৎস্বরূপম্ ।

সকুদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলায়া বা

ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১১বিঃ)

এই হরিনাম সর্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ, মধুর হইতেও সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময়-নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ! শ্রদ্ধায় হউক কিম্বা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরাপরাধে কীর্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণনামকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। সেই মহিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র-কীর্তন আমাদের একমাত্র জীবাত্ম হউক।

অতএব শাস্ত্রযুক্তি মতে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তনমূলক ভক্তিই জীবকে চরম ও পরম অর্থাৎ নিত্য শান্তি সুখ-শান্তি ও কল্যাণ প্রদানে সর্বপরি পরম অগ্নি আর কোন পন্থাই জীবের পক্ষে নিত্য শান্তিপ্রদ নহে।

—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পৰ্যটক মহারাজ

নিবেদন

এই 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' ২৬শ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইলেন। বর্তমান বৎসরে কাগজ প্রায় দুপ্রাপ্য ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচপত্র অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পত্রিকা-পরিচালন অত্যন্ত কঠিনব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে। সন্দেহ প্রাহকগণের নিকট পান্থনয় নিবেদন, যাঁহাদের আনুকূল্য এখনও প্রদত্ত হয় নাই, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করেন।

বিনীত নিবেদক—

প্রকাশক,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

কৃষ্ণ-গৌর-প্রসঙ্গে শুক-সারী-বন্দ

(পূর্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় যাহা পরিশিষ্ট ছিল ।

শ্রীগৌর-লীলায় তাহা প্রকট হইল ॥

যেই গৌর সেই কৃষ্ণ, দু'হে নাহি ভেদ ।

গোলোক, ব্রজ-শ্বেতদ্বীপে নাহি তত্ত্ব-ভেদ ॥

শুক বলে মোর কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র স্থানে ।

বিশ্বরূপ দেখাইল ভকত অর্জুনে ॥

সারী বলে অদ্বৈতের প্রার্থনা পূরিতে ।

গৌর সেই বিশ্বরূপ দেখাইলা এ যুগে ॥

সর্বজ্ঞ নিতাই তাহা হৈয়া অবগত ।

তৎকালে আসিয়া তথা দেখে বিশ্বরূপ ॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণ চক্র হাতে নিয়া ।

নিজভক্তে রক্ষা কৈলা দুষ্কৃতে নাশিয়া ॥

সারী বলে গৌর এল জীব-উদ্ধারিতে ।

অস্ত্র না ধরিল তাই দুষ্কৃতে নাশিতে ॥

তবু নিত্যানন্দ-অঙ্গে হেরি' রক্তধারা ।

ক্রোধাস্থিত হয়ে প্রভু চক্রে ডাকে ত্বরা ॥

প্রভু-ডাক শুনি' চক্র আসিল সে'-স্থানে ।

জগাই-মাধাই তাহা হেরিল নয়নে ॥

চক্র দেখি' নিত্যানন্দ কহয়ে প্রভুরে ।

এ' দুই পাপীরে আজি ভিক্ষা দেহ মোরে ॥

পুনঃ মারিবারে যবে মাধাই ধাইল ।

জগাই ধরিল তারে, মারিতে না দিল ॥

জগাই রাখিল শুনি' নিত্যানন্দ-প্রাণ ।

জগাইয়ে দানিলা কোল গৌর-ভগবান্ ॥

প্রেমে গদ-গদ-নেত্রে দেখিল জগাই ।
 চতুর্ভুজ-রূপে রাজে গৌরাজ্জ গোসাঞি ॥
 নিতাইয়ে কলসী-কানা মারিল মাধাই ।
 তবু নিত্যানন্দ তার পরাণ বাঁচায় ॥
 চক্র আসিলেও তাহা কার্য্য না করিল ।
 গৌরাজ্জ-আদেশে পুনঃ চক্র ফিরি' গেল ॥
 মাধাই কাঁদিয়া পড়ে নিতাই-চরণে ।
 কৃপালু নিতাই তারে ক্ষমে সেইক্ষণে ॥
 নিতাই প্রসন্ন হৈলে গৌর তুষ্ট হৈল ।
 দুর্লভ প্রেমভক্তি মাধাইয়ে দানিল ॥
 এমতে তাদের পাপ হৈল বিমোচন ।
 গৌর-কৃপায় তারা পাইল পরিত্রাণ ॥
 ভক্ত-দুঃখ হেরি' গৌর সহিতে না পারে ।
 ভক্তেচ্ছায় শুৎ-দেষীরে তবু কৃপা করে ॥
 গৌর-অবতারে কত পাপী উদ্ধারিল ।
 সংখ্যা বর্ণিবারে তাহা কেহ না পারিল ॥
 কৃষ্ণ-অবতারে আসি' দুষ্কৃতে নাশিল ।
 গৌর-অবতারে কিন্তু দুষ্কৃতে তারিল ॥
 লোকে কহে গৌরহরি পতিত-পাবন ।
 তিনি বিনা দয়াল প্রভু আর নাহি আন ॥
 শুক বলে কৃষ্ণস্পর্শ-মহিমা অপার ।
 কুবের-তনয়দ্বয়ে করিল উদ্ধার ॥
 নারদের শাপে তারা দেব-দেহ ত্যজি' ।
 গোকুল-আগারে ছিল বৃক্ষ-যোনি লভি' ॥
 যমলার্জুন নামে বৃক্ষ অতীব বিশাল ।
 কৃষ্ণ-পরশন-মাত্রে ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥

ধৰ্ম্মান্ধতা

আধুনিক শিক্ষিত-সমাজে ‘ধৰ্ম্মান্ধতা’ বলিয়া নাসিকা-কুঞ্চন করা একটি সংক্রামক ব্যাধির লক্ষণের ন্যায় বালবন্ধ-বনিতা-নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই প্রকাশ পাইতেছে। ধৰ্ম্মান্ধতা বৃত্তিটি প্রশংসনীয় নহে—ইহা সত্য, কিন্তু ভ্রম-প্রমাদাদি—দোষচতুষ্টয়যুক্ত মর্ত্যজীব নিজে বিচারক হইয়া অথবা সমশীল অপর মর্ত্যজীবের প্ররোচনায় অর্থাৎ পরের মুখে বাল খাইয়া যখন ধৰ্ম্মান্ধতার লক্ষণ বা সীমা নির্দেশ করেন, তখন সেটিকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াটাই কি অন্ধ স্বভাবের লক্ষণ নয়?

ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধকে মহাজনগণ তমঃ—কৈতব বলিয়াছেন। তমের স্বভাবই হইতেছে অপরকে অন্ধ করা। আলোর স্বভাব যেরূপ দৃষ্টিশক্তিকে ক্রিয়াবতী করা তেমনই তমের স্বভাব দৃষ্টিশক্তিকে পঙ্গু করা। এই জন্যই তমের অপর নাম অন্ধকার—অর্থাৎ সে অন্ধ করে। ধৰ্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষ ইহারা সকলেই পরস্পর বিবদমান; সুতরাং ধৰ্ম্মনিষ্ঠ যেরূপ অর্থ বা কাম বা মোক্ষনিষ্ঠের নিকট ধৰ্ম্মান্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, সেইরূপ কাম বা অর্থ বা মোক্ষনিষ্ঠও ধৰ্ম্মান্ধ বলিয়া অপরের নিকট বিবেচিত হয়। এইজন্য আত্মধর্ম্মের—চেতনধর্ম্মের বা প্রজ্ঞা-চক্ষুস্থানের বিচারে এই সকলপ্রকার অন্ধকারই একটি ব্যাপক অজ্ঞান নামে কথিত হইয়াছে।

অজ্ঞান-তমের নাম कहिये कৈतव।

धर्म अर्थ काम बाङ्ग आदि এই সব ॥

তার মধ্যে মোক্ষ-বাঙ্গ কৈতব প্রধান।

যাহা হইতে কৃষ্ণ-ভক্তি হয় অন্তর্দান ॥

অজ্ঞানান্ধকারের নাম কৈতব। অন্ধকারই চলনা বা বঞ্চনা করিয়া থাকে, এইজন্যই তাহার নাম চলনা বা কৈতব। মোহের স্বভাব বিপরীত জ্ঞান আনিয়া দেওয়া। অন্ধ যেরূপ নিজে দৃষ্টিহীন বলিয়া রবিকরোজ্জ্বল সমগ্র বিশ্বকেই অন্ধ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখে, মোহান্ধ বা অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিও সেইরূপ মানব-সমাজের পরস্পর সকলকে অন্ধ বলিয়া নিন্দা করে, অর্থাৎ অজ্ঞানাতীত ব্যক্তিকেও অন্ধ বলিয়া ধারণা করে। মোহের এমনই প্রভাব যে, মোহান্ধ ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতার বিষয়ে সম্পূর্ণ ভ্রম। মোহান্ধ ব্যক্তির মোহান্ধতা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, তবে মোহানয়নকারিণী অজ্ঞানতা বা মায়ায় অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তিরই এস্থলে জয়।

ধৰ্ম্ম, অর্থ, কামকে উদ্দেশ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে যাহা কিছু তাহার অন্তরায়স্বরূপ সন্মুখে আসে, তাহার উপরে বীতরাগ বা অসন্তুষ্ট

বৃক্ষরূপী সেই দুই কুবের-নন্দন ।
 কৃষ্ণের কৃপায় পাইল প্রেমভক্তিধন ॥
 সারী বলে তব কৃষ্ণ যে-লীলা করিল ।
 গৌরও ঐছন লীলা এ' যুগে দেখা'ল ॥
 ত্রেতা যুগে মন্ত এক কৃষ্ণবর্ণ ফণী ।
 বালি-শাপে লভে সপ্ততাল বৃক্ষ-যোনি' ॥
 সেই সপ্ততালে যবে গৌর পরশিল ।
 সশরীরে সেই বৃক্ষ অন্তর্দ্বান হৈল ॥
 সপ্ততাল বৃক্ষ ধায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ।
 আশ্চর্য্য হইল লোকে দেখি' শূন্যস্থান ॥

শুক বলে কৃষ্ণ-বেলু শুনিয়া শ্রবণে ।
 পথছাড়ি' উপপথে ধায় গোপীগণে ॥
 তেয়াগিয়া স্বামী, পিতা, ভ্রাতা, পরিজন ।
 কৃষ্ণ-পদে কৈল তারা আত্ম-সমর্পণ ॥
 বেলু-স্বর শ্রুতি' নৃত্য করে ধেনুগণ ।
 আনন্দে মাতিয়া উঠে সারা বৃন্দাবন ॥
 সারী বলে কৃষ্ণ তব হইল নাগর ।
 আমার গৌর কিন্তু যতি-দণ্ড-ধর ॥

সাধু-গুরু-রূপে গৌরা আসি' কলিযুগে ।
 হরিনাম মহামন্ত্র দিল সর্বজীবে ॥
 কৃষ্ণ-লীলা-সঙ্গীগণ গৌর-লীলাকালে ।
 গৌর-লীলা-পুষ্টি লাগি' আসিল ভূতলে ॥
 সংসার তেয়াগি' কত শুদ্ধভক্তগণ ।
 গৌর-পদতলে লৈল একান্তে শরণ ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

হওয়া স্বাভাবিক। অন্ধ প্রগতি বা মোহই যে তাহাদের এই অসঙ্গতির মূল-
 কারণ তাহা তাহাদের কে বুঝাইবে ?

বদ্ধজীবমাত্রই কালের কলনশক্তির ক্রীড়নক মাত্র। কালের গতি
 অপ্রতিহতা। কালের এই গতি কালানুগততার উপর বিকার বা পরিণাম
 আনিতে থাকে। এইজন্য জগতের পরিবর্তনশীলতা সকলেরই সুপরিচিত।
 কাল যখন যেভাবে জগৎকে চালায় জগৎ সেইভাবে কালের অনুসরণ করিতে
 বাধ্য। কালের গতিতে কখনও সত্ত্ব, কখনও রজঃ আবার কখনও তমোগুণের
 প্রাবল্য দেখা যায়। যখন যে-গুণ প্রবল হয় তখন ঐসকল গুণকে অন্ধভাবে
 অনুসরণ করা ভিন্ন বদ্ধজীবের আর কোন গতি থাকে না—কারণ, সে-
 ত'মায়ার ক্রীড়নক মাত্র। সত্ত্বগুণ প্রবল থাকিলে সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তি
 রাজসিক বা তামসিক লোক হইতে অধিক আদর পান, আবার অন্য গুণ
 প্রবল হইলে সেই দ্বিতীয় গুণেরই আদর দেখা যায়। কিন্তু কালের এই
 পরিণাম বা বিকারের সহিত আত্মধর্মের কোন সম্বন্ধই নাই। কালানুগত
 সমাজ তাহা বুঝিতে পারে না। ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষের দ্বারা তাহাদের হৃদয়
 pre-occupied (পূর্বাধিকার) হইয়াই আছে, কাজেই নিরপেক্ষ বিচার ত'
 তাহার দ্বারা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।

বদ্ধজীবের দর্শন দেশকাল-পাত্রকে মধ্যস্থ করিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে।
 কাজেই দেশকাল-পাত্র হইতে নিরপেক্ষ হইয়া কোন বিচারই জীব করিতে
 পারে না। এক সময় ভারতবর্ষে দৈববর্ণাশ্রমের আদর ছিল, তখন অজ্ঞাত-
 গোত্র সত্যকামও ব্রাহ্মণের সংস্কার লাভ করিয়া আচার্য্য-পদবী পাইয়াছিলেন।
 সেই সময় সাধারণ লোক যেমন এটিকে খুবই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিচার করিয়া-
 ছেন, আবার যখন শূদ্রবধ টিকটিকি বধের তুল্য বলিয়া বিচারিত হইল—পঞ্চম-
 বর্ণ কেবল অস্পৃশ্য নহে, অদৃশ্য বলিয়াও বিবেচিত হইল তখনও মোহান্বিত জন-
 সাধারণ এই ব্যবস্থাকে পূর্বের ন্যায় ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই বিচার করিয়াছে।
 জীবের সত্ত্বগুণ প্রবল থাকিলে তবেই অপরের স্বভাবের অর্থাৎ দৃশ্যমান কার্যের
 কারণের প্রতি দৃষ্টি করিবার শক্তি থাকে। সত্ত্বগুণেই জ্ঞানানুশীলন সম্ভব।
 সত্ত্বের স্বভাব বহির্জগৎ বা Phenomenal world-এর দ্বারা চঞ্চল না হইয়া
 অন্তর্মুখী হওয়া, ধীর হওয়া—এইজন্যই জ্ঞানের সাহায্যে চালিত হওয়া সেখানে
 সম্ভব হয়। জ্ঞানই অপরের বৃত্তি বা স্বভাব জানিতে সাহায্য করে।
 রজোগুণ প্রবল হইয়া উঠিলে আর স্বভাব দেখিয়া পরিচয় নির্দেশ সম্ভব হয়

না, কারণ রজোগুণের স্বভাব Phenomenal world-এর দ্বারা চালিত হওয়া ; কাজেই জন্মাদিহারা অর্থাৎ বহির্জগতের কার্যের দ্বারাই (কারণের বিচার ছাড়িয়া) জগতের সহিত তাহার পরিচয় বা সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে । যেখানে রজোগুণ প্রবল সেখানে ভেদজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল, কারণ বহির্জগৎ জড়-বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানের—দ্বৈতে ভ্রান্ত-জ্ঞানের আধারমাত্র । বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান দর্শনে তমোগুণ প্রবল হইলে অজ্ঞানের মোহে বস্তুর পরিচয়-লাভ করিবার ইচ্ছাই লোপ পায় অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক বস্তু বা জীবসমূহ কি বস্তু, এ বিষয় জানিবার স্পৃহা থাকে না—একটা জড়তা বা চেতনহীনতার গুরুত্ব আশ্রিত বিচার-শক্তিকে পশু করিয়া দেয় । তখন অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না বলিয়া যেমন সকলই একাকার বোধ হয়, তেমনিই একটা নির্বিশেষবাদই আদর লাভ করে । সবই ভাল বা সবই মন্দ অর্থাৎ সবই এক, এইরূপ মনে করিয়া চুপ করিয়া থাকিবার ইচ্ছা হয় । Paralysed বিচারশক্তি আর কিছুতেই চলিতে চায় না । কালের কলনশক্তির এমনই প্রভাব যে, এই সকল গুণাক্ত ব্যক্তি কালের এই পরিণামে অন্ধ অনুসরণ করিয়াও নিজেকে চক্ষুস্থান্ মনে করে । সত্ত্বগুণের যুগে রজঃ বা তমোগুণের যে-বিচার তাহার আদর পায় নাই ; আবার তমোগুণের যুগেও সাত্ত্বিক বা রাজসিক বিচারের আদর পায় না ।

এই সকল গুণের সহিত গুণাতীত ধর্ম্মের কোন সংস্রবই নাই । কালের গতি সেখানে প্রতিহত । গুণাক্তের নিকট গুণাতীত ধর্ম্মও অন্ধকার বলিয়া মনে হইতে পারে, তবে এজন্য সে দায়ী নহে । কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সে ত' ক্রীড়নকমাত্র । কালশক্তির পরিণাম বা গুণের প্রাবল্যই দায়ী । ধর্ম্মানুষ্ঠান বিচার করিতে বসিয়া আমার বিচার যুগোচিত আন-হাওয়া বা জড়-গুণের মোহদ্বারা অন্ধতা প্রাপ্ত হইল কি-না, ইহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা দরকার । কিন্তু সে চিন্তা করিবে কে ? মাছ যেমন জলের মধ্যে থাকে, বদ্ধ-জীবকুলও সেইরূপ গুণের মধ্যে—কাল-শ্রোতের মধ্যে—কালশক্তির পরিণামের মধ্যে ডুবিয়া আছে । কাজেই দেশকাল-পাত্রের পরিবর্তন বা সমযোচিত গুণের প্রাবল্য বদ্ধজীবের উপর প্রভাব বিস্তার করিবেই করিবে । সেই গুণের মোহে গুণজাত বিচারের আদর সে করিবে । কিন্তু পিশাচগ্রস্ত লোককে যেমন কিছুতেই বুঝান যায় না—“তোমার স্বভাব পিশাচের স্বভাব নয় এবং পিশাচের

স্বভাবটা হয়।” পিশাচ দূর হইলে তখন সে বুঝিতে পারে যে, পিশাচের মোহই তাহার স্বভাব বা বিচারকে বিকৃত করিয়াছিল এবং সেজন্য সে অপরের সুস্থাবস্থার স্বভাবকে আদর করিতে পারে নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত মোহ দূর করিবার উপায় বলিয়াছেন,—

লোকস্বাজানতো বিদ্বাংশচক্রে সাত্ত্বতসংহিতাম্ ।

যস্যোং বৈ শ্রমমাণায়াং কৃষ্ণেঃ পরমপুরুষে ।

ভক্তিরূপততে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা ॥

সাত্ত্বতসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণফলে ভক্তির উদয় হইলেই মোহ দূর হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয়েও উক্ত হইয়াছে—‘প্রোজ্জ্বিতকৈতব’ অর্থাৎ যাহা হইতে মোহজনক ধর্ম সম্পূর্ণরূপে উন্মিলিত হইয়াছে। ভাগবতবক্তা শোক-মোহভয়াপহা ভক্তিতে সমাহিতচিত্ত বলিয়া চক্ষুস্থান,—তিনি পূর্ণপুরুষ এবং পূর্ণপুরুষের জীবমোহিনী শক্তিকে দর্শন করেন। কোন প্রকার অন্ধতাই সেখানে নাই। ত্রিগুণের মোহে থাকিয়া নিজে ভাগবত পড়িলেই হইবে না, এই জন্যই বলিলেন—ভাগবত শুনিতে হইবে। কিন্তু কাহার নিকট শুনিতে হইবে? “যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।” বৈষ্ণবের কাছেই ভাগবত শুনিতে হইবে। তমোগুণের প্রাবল্য বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচারকে নির্বিশেষবাদে পরিণত করিয়া “আমিও বৈষ্ণবের সমান,” বৈষ্ণবের নিন্দা বা প্রশংসা আমরা করিতে পারি—তাহাদের সমস্তটুকু বুঝিয়া ত’ ফেলিয়াছিই এখন তাহাদের ভাল-মন্দের সমালোচনা করিতে পারি।” এইরূপ অভিমান আনিয়া দেয়। মূলে আছে ঐ একাকার-বিচার বা নির্বিশেষবাদ। সাহিত্যালোচনা হউক, আর দর্শনালোচনাই হউক, ভারতে বিশেষতঃ বাংলায় ত’ মনে হয় বৈষ্ণব এবং শ্রীমদ্ভাগবতের নিন্দা করিলেই উচ্চদের নিরপেক্ষ সমালোচনা-দ্বারা সাহিত্য বা দর্শনচর্চা হইল। সাহিত্য বা দর্শনের বড় উপাধিটি বিশ্ববিদ্যালয় বৈষ্ণবনির্দার জন্যই নির্দিষ্ট করিয়াছেন কিনা, সে বিষয়েও সত্যই প্রশ্ন জাগে। কাজেই এই তমোগুণের যুগে মোহান্ধতার প্রভাব দূর করিবে কে? মূলেই যখন কুঠারাঘাত করা হইতেছে তখন ফলপ্রাপ্তির আশা আর কোথায়? তবে প্রত্যেকেই অপরকে ধর্ম্মান্ধ বলিবার পূর্বে একবার একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে, তাহারাও ধর্ম্মান্ধতার একটা বিচার করিয়া থাকেন। কাজেই প্রকৃত অন্ধতাটা কোথায়? তাহা অনুধাবন করা দরকার।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব

উপলক্ষে সাদর আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ

জেলা—নদীয়া (বঃ বঙ্গ) ।

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ভুবনমঙ্গলময়ী
আবির্ভাবতিথি—শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব-উপলক্ষে
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে সমিতির সভাপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্রক্তবেদান্ত বামন মহারাজের
আনুগত্যে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ২৫শে শ্রাবণ (ইং ১১।৮।৭৪)
ও ২৬শে শ্রাবণ দিবসদ্বয় মঙ্গলারাত্রিক, উষাকীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-
পারায়ণ ও বাখ্যা, শ্রীকৃষ্ণের-মহাভিষেক, ভোগরাগ এবং বিশিষ্ট
ব্যক্তি মহোদয়গণের বক্তৃতা প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ মহাসমারোহে
অনুষ্ঠিত হইবে ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্কবে
যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত
হইবেন । এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি
ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে
ভক্ত্যানুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে । ইতি—৮ই শ্রাবণ, ১৩৮১ ।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে
হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্রক্তবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের নিকট
উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য ।

—ঃ সেবাপঞ্জী :—

২৫ শ্রাবণ, ১১ আগষ্ট, রবিবার—

(অহোরাত্র ব্রতোপবাস)

- ১। ব্রাহ্মমূহূর্ত ৪টা হইতে ৫টা— কীর্তনমুখে মঙ্গলারাত্রিক,
শ্রীমন্দির ও শ্রীতুলসী-পরিক্রমা ।
- ২। প্রাতঃ ৫টা হইতে ৬টা— মহাজন-পদাবলী কীর্তন ।
- ৩। সকাল ৬টা হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত— শ্রীমদ্ভাগবত দশম-
স্কন্ধ পারায়ণ ।
- ৪। মধ্যাহ্নে— কীর্তন-সহযোগে ভোগারাত্রিক ।
- ৫। অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৬টা— মহাজন-পদাবলী কীর্তন ।
- ৬। সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭টা— কীর্তনমুখে আরাত্রিক, শ্রীমন্দির
ও শ্রীতুলসী-পরিক্রমা ।
- ৭। রাত্র ১১টা হইতে ১২টা— শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-স্কন্ধ হইতে
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ
পাঠ ও ব্যাখ্যা ।
- ৮। রাত্র ১২টায়— কীর্তনমুখে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক ও
অর্চনাাদি ।

২৬ শ্রাবণ, ১২ আগষ্ট, সোমবার—

পূর্বাহ্ন ৯।৩২ মধ্যে ব্রতোপবাসের পারণ ।


মঙ্গলারাত্রিক, উষাকীর্তন, পাঠ, অর্চন, ভোগরাগ, মধ্যাহ্ন ও
সন্ধ্যারাত্রিকাদি পূর্বদিনবৎ ।

সন্ধ্যা ৭টা হইতে বিভিন্ন মহোদয়গণের বক্তৃতা ও তদনন্তর ছায়া-
চিত্রযোগে শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন ।

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

• ধর্মঃ বহুপ্রতিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাসু যঃ ।

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্তা সুপ্রসীদতি ॥

• নোংগামসরোবহি রতিং ভ্রমএব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥

অন্য ধর্ম ছুটুকপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই ভ্রম ॥

২৬শ বর্ষ { প্রহ্ম, ১৫ স্বষীকেশ, ৪৮৮ গৌরাক্ষ
মঙ্গলবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৮১ ; ইং ১৭৯৮/১৯৭৪ } ৭ম সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীরাধিকাষ্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

রসবলিত-মৃগাক্ষী-মৌলিমাণিকা-লক্ষ্মীঃ

প্রমুদিতমুরবৈরি-প্রেমবাণীমরালী ।

ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুণ্যগীর্বাণবল্লী

অপয়তি নিজদাস্ত্রে রাধিকা মাং কদা হু ॥১॥

সেই শ্রীমতী রাধিকা আমাকে কবে নিজ-সেবায় স্নান করাইবেন অর্থাৎ নিমগ্ন করিবেন ? যিনি রসিক স্ত্রীগণের মুকুটস্থ মণিগণের শোভাস্বরূপ, যিনি হর্ষিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরূপ সরোবরের হংসীস্বরূপ এবং যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃষভানু গোপরাজ্যের পুণ্যের কল্পলতাস্বরূপা ॥১॥

সুরদরুণ-তুল-ছোতিতোদ্রুণিতম্ব-
 স্থলমভি বরকাঞ্চি-লাস্তমুল্লাসয়ন্তী ।
 কুচ-কলস-বিলাস-স্বীত-যুক্তাসঃ-শ্রীঃ
 অপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা হু ॥২॥

সেই শ্রীমতী রাধিকা আমাকে কবে নিজদাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ?
 যিনি রক্তবর্ণ পটুবস্ত্র-পরিশোভিত নিতম্বোপরি ইতস্ততঃ দোহুলামান,
 ক্ষুদ্র ঘটিকাদ্বারা যিনি নৃত্য প্রকাশ করিতেছেন এবং যাহার কুচকুন্তোপরি
 সুদীর্ঘ মুক্তামালা শোভা বিস্তার করিতেছে ॥২॥

সরসিজবর-গর্ভাখর্ব-কাস্তিঃ সমুদ্র-
 তরুণিম ঘনসারাক্ষিষ্ট-কৈশোর-সীধুঃ ।
 দর-বিকশিত-হাস্য-সুন্দ-বিম্বাধরাগ্রা
 অপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা হু ॥৩॥

সেই শ্রীমতী রাধিকা কবে আমাকে নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ?
 যিনি অত্যাংকুষ্ঠ পদ্ম-কর্ণিকার ন্যায় অতিশয় কাস্তি-বিশিষ্ট, যাহার কৈশোরা-
 মৃত সমুজ্জ্বল নব-যৌবনরূপ কর্পূরে মিলিত হইয়াছে এবং যাহার বিম্বা-
 ধরের অগ্রভাগ ঈষৎ বিকশিত হাস্য-সুখা বিস্তার করিতেছে ॥৩॥

অতি-চটুলতরং তং কাননান্তমিলন্তং
 ব্রজনৃপতিকুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী ।
 মধুর-মুহ-বচোভিঃ সংস্রুতা নেত্রভঙ্গ্যা
 অপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা হু ॥৪॥

সেই শ্রীমতী রাধিকাদেবী কবে আমাকে তদীয় নিজ-দাস্যে নিমগ্ন-
 চিত্ত করিবেন ? বন-প্রত্যাগত অতি চঞ্চল সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে
 দর্শন করিয়া যাহার নেত্রদ্বয় শঙ্কাকুল হইয়াছে এবং যিনি নেত্রভঙ্গী
 বিস্তার করিয়া সুমধুর মুহু বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন ॥৪॥

ব্রজকুল-মহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
 পশুপ-পতি-গৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্ ।
 সুললিত ললিতান্তঃস্নেহ-ফুল্লান্তরাত্মা
 অপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা হু ॥৫॥

সেই শ্রীমতী রাধিকাদেবী কবে আমাকে নিজদাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ?
যিনি নিখিল ব্রজ-ললনাগণের প্রাণ-স্বরূপা, যিনি নন্দরাজগৃহিণী শ্রীমতী
যশোদাদেবীর নিকট কৃষ্ণের তুল্যই স্নেহ-পাত্রী এবং ঝাঁহার চিত্ত শ্রীললিতা
সখীর সুললিত আন্তরিক স্নেহে সদা প্রফুল্লিতা ॥৫॥

নিরবধি সবিশাখা শাখিযুথ-প্রসূনৈঃ
অঙ্কমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে ।
অঘ-বিজয়-রোরঃ-প্রয়সী শ্রেয়সী সা
অপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥৬॥

সেই শ্রীমতী রাধিকা আমাকে কবে নিজদাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ?
এই বৃন্দারণ্য মধ্যে যিনি নিরন্তর বিশাখা-সখীর সহিত নানা বৃক্ষের বিবিধ
পুষ্পদ্বারা বৈজয়ন্তী মালা রচনা করিতেছেন, যিনি পরম-মঙ্গল-রূপিণী এবং
তন্নিমিত্ত যিনি অঘজিৎ শ্রীকৃষ্ণের বিশাল বক্ষঃস্থলে বরিষ্ঠা প্রেয়সীরূপা
হইয়াছেন ॥৬॥

প্রকটিত-নিজবাসং স্নিগ্ধ-বেণু-প্রণাদৈ
দ্রুতগতি-হরিমারাং প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী ।
শ্রবণ-কুহর-কণ্ঠুং তদ্বতী নম্রবক্ত্রা
অপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥৭॥

যে শ্রীরাধিকা নিকুঞ্জনিবাসী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া তৎ-
সমীপে দ্রুতগতিতে আগমনপূর্বক নেত্রদ্বয় দ্বিষৎ উন্মীলন করতঃ নতমুখে
কর্ণকুহরের কণ্ঠ্যন বিস্তার করেন অর্থাৎ তদীয় বচনসুখ পান করিবার
জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন, সেই শ্রীমতী রাধিকাদেবী আমাকে কবে নিজ-
দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ? ॥৭॥

অমল-কমল-রাজি স্পর্শি-বাত-প্রশীতে
নিজসরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ং ।
পরিজনগণ-যুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
অপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥৮॥

সুবিমল পদ্মশ্রেণী-সংস্পর্শী-বায়ু কর্তৃক শীতলীকৃত নিজ-সরোবর শ্রীরাধা-
কুণ্ডে যে-শ্রীরাধিকা গ্রীষ্মকালে সায়ং সময়ে উল্লাসভরে সখীগণ-পরিবৃত্তা

হইয়া বকরিপু শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়া করাইতেছেন, সেই শ্রীমতী রাধিকা কবে আমাকে নিজদাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ? ॥৮॥

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্টরাধাষ্টকং যঃ

পরিহৃত-নিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সনু ।

পশুপ-পতি-কুমারঃ কামমামোদিতস্তং

নিজ-জন-গণমধ্যে রাধিকায়-স্তনোতি । ৯॥

যে-ব্যক্তি অন্য সর্ববিধ আশা পরিত্যাগপূর্বক নির্মল-চিত্ত হইয়া সকাতরে এই সুবিমল শ্রীরাধিকাষ্টক পাঠ করেন, গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাহাকে শ্রীরাধিকার পরিজনগণ-মধ্যে স্থান দান করিয়া থাকেন ॥৯॥

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

(স্থান—শ্রীপুরীধাম, নরেন্দ্র-সরোবর-তীর)

সময়—২২শে আষাঢ়, ১৩৩৩, বুধবার, অপরাহ্ন ।

পথ দ্বিবিধ,—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ । শ্রেয়ঃ কথা অনেক সময়ে প্রেয়ের ন্যায় প্রাকৃত হৃৎকর্ণ-রসায়ন নাও হইতে পারে । কিন্তু প্রেয়ঃ কথা সকল-সময়েই ইন্দ্রিয়ভূষিকর । শ্রোতা অধিকাংশস্থলেই মনে করেন, ‘আমি যাহা ভালবাসি, বক্তার মুখ হইতে তাহাই বহির্গত হউক’ ; কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থী মনে করেন যে, ‘আপাততঃ আমার অরুচিকর হইলেও নিরপেক্ষ সত্যকথাই আমি শ্রবণ করিব ।’ মানুষের রুচি রকম রকম, কতকগুলি ব্যক্তি ভাবুকশ্রেণীর, কতকগুলি বিচারক, কতকগুলি সংশয়াত্মা বা সন্দেহবাদী ইত্যাদি । আমরা যে-রকম সমাজ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বদ্ধিত হইয়াছি, তজ্জাতীয় চিন্তাশ্রোত বা রুচিতেই আমাদের অনেকটা ঝোঁক দেখা যায় । অন্যকথা আমাদের নিকট বড়ই বিরুদ্ধ (revolutionary), অশ্রুতপূর্ব ও আশ্চর্যাজনক বোধ হয় । কিন্তু আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে ধৈর্যের সহিত শ্রবণ করিব এবং শ্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করাই কর্তব্য কিম্বা আপাতরমণীয় প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণই মানব জীবনের কর্তব্য, তাহাও নিরূপকপটভাবে বিচার করিব । যদি শ্রেয়ঃপন্থা চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও ‘শ্রোতবাণীই’ শ্রবণ করিব । শ্রুতি বলেন,—“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছৎ সমিৎপাণিঃ

শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ।” শ্রীমদ্ভাগবতও সেই কথা সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়া বলেন,— “তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।

শব্দে পরে চ নিষ্কাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ।”

আপনি দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন, কিন্তু আপনার দেশের সকল লোকের ত’ এদিকে রুচি উৎপন্ন হয় না । “গুরু” বৈষ্ণবকেও করা যায়, আবার অবৈষ্ণবকেও “গুরু” বলা যায় । কিন্তু—

“অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ।

পুনশ্চ বিধিনা সমাগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ ॥”

আমরা তাদৃশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিব, যিনি শতকরা (১০০%) ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন । নতুবা আমি ত’ তাঁহার আদর্শে শতকরা শতভাগ (১০০%) হরিসেবায় রত হইব না । ঐচরিতামৃতও বলিয়াছেন,—

“আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায় ।

আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায় ॥”

Platform speaker’ or Professional priest’ গুরু হইতে পারেন না । আমি বিজ্ঞাপন পড়িলাম, ঝাড়ুদারের কার্য্যে আমার ভাগবত পাঠ অপেক্ষা বেশী টাকা পাওয়া যায়, অমনি আমি ভাগবত পাঠকের কার্য্য ছাড়িয়া ঝাড়ুদারের কার্য্যের জন্য আবেদন-পত্র পেস করিব । মানুষ সর্ব্বক্ষণ যদি হরিভজন না করেন, তাহা হইলে ত’ তিনি ভগবানের নাম-বলে ইতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার যত্ন করিতেছেন । এই ‘নাম-বলে পাপবুদ্ধি’ একটা মহাপরাধ । তাঁহার যেমন দশটা কাজ আছে, দশ মিনিট বেড়াইতে হয়, পনের মিনিট খাইতে হয়, বিশ মিনিট লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার করিতে হয়, তদ্রূপ ভাগবত পড়াও দশটা কাজের ভিতরে একটা কাজ । ভাগবত-সেবাই যদি তাঁহার কার্য্য হয়, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে প্রত্যেক গ্রাসে প্রত্যেক নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত হরিসেবা করিবেন ।

Stipend-holder or a contractor cannot explain the Bhagabat. First of all refrain from approaching the professional priest. See whether he devotes his time fully to the Bhagabat or not. পরব্রহ্মে নিষ্কাত ব্যক্তির সমস্ত সময় সেবায় ।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

“সজাতীয়শয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে ।

শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাখ্যাদৌ রসিকৈঃ সহ ॥”

পুরাণতীর্থ হইলেই যে ভাগবতের আদর্শ অনুসারে তাঁহার জীবন পরিচালিত করিতে পারিয়াছেন, এমন নহে। স্কুল-কলেজের শিক্ষক বা অধ্যাপকের সঙ্গে যে সম্বন্ধ ভাগবত-ব্যাখ্যাতার সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধ নহে। যে অধ্যাপক ছাত্রদিগকে মনোরমভাবে পড়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, তিনি উত্তম অধ্যাপক বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁহার জীবন বা চরিত্র যাহাই থাকুক না কেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। ভাগবত-ব্যাখ্যাতার প্রতি সেরূপ দৃষ্টান্ত খাটিবে না। যিনি ‘ভাগবত-ব্যাখ্যাতা’ হইবেন, তাঁহার নিজের ‘ভাগবত’ হওয়া চাই। অর্থের লোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ বা কোনরূপ পশ্চাৎটান থাকিলে তিনি লোক-চিত্তরঞ্জক ভাগবত-পাঠক হইয়াও ‘ভাগবত’ হইতে বহু দূরে। তাঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের বাস্তব-সত্যের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

“সতাং প্রসঙ্গান্ম বীর্য্যসংবিদো

ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গত্বানি

শ্রদ্ধা-রতিভক্তিরনুক্রমিযুতি ॥” (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

“সতাং প্রসঙ্গাং”—কথাটি লক্ষ্য করিবেন। ‘হৃৎকর্ণ-রসায়ন’ বলিতে বহির্মুখের ইন্দ্রিয়-তর্পণজনক নহে, পরন্তু সেবোন্মুখের চিদিন্দ্রিয়-রসায়ন বা সেবা-লৌলাপর।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্বের কথা, এই পুরীধামে গোপীনাথ মিশ্র-নামে এক উৎকল পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার নিকট হইতে ভাগবত-পাঠের পাঠী হইয়া জনৈক স্বাভাবিক ভাগবত, ভাগবত পাঠ করিয়া বিদ্বভক্তি-স্রোতের গতি পরিবর্তন করিয়া জগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের আকর স্বরূপ হইয়াছেন। তিনি শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের সন্নিকটে ভক্তি-মণ্ডপের তলদেশে শুদ্ধ ভগবদালোচনার ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্তমান জগতে তাঁহার আনুগত্যেই ভাগবত পাঠ ও হরিকীর্তন সম্ভবপর হইয়াছে। চঙ্গকুল বা কপট-সমাজ স্ব-স্ব অসদ্ভিপ্রায় লইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবের স্থানে পড়িতে হইবে। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—“যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।” যে-ব্যক্তি নিজে

‘শ্রীমদ্ভাগবত’ নয়, তাহার মুখে ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ কীর্তিত হয় না। সেই ব্যক্তি তাহার মুখে ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ কীর্তিত হইতেছে বলিয়া অপর লোকের বিবর্ত উৎপন্ন করে মাত্র। নিজে বঞ্চিত, তাই অপরকেও বঞ্চিত করে। বঙ্গদেশে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাহারা মৎস্য খান, ভাগবত-নিন্দিত স্ত্রীসঙ্গ গৃহত্যাগ ও নানা অসদাচরণ করিয়া থাকেন, অথচ ‘ভাগবত-পাঠী’ বলিয়া মুখে বলেন। তাহাদের জিহ্বায় কি প্রকারে অভিন্ন ভগবদ্বাক্ত ‘ভাগবত’ নৃত্য করিতে পারেন? যাহার চরিত্র খারাপ, কামের চিন্তা যাহার প্রবল, যাহার প্রতিষ্ঠা ও অর্থ আবশ্যক, তিনি কখনও শ্রীমদ্ভাগবত পড়েন না,— শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবার ছলে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করেন মাত্র। অথচ এই শ্রেণীর লোক বলেন,—“যাহারা সর্বক্ষণ ‘ভাগবত’ পড়েন, তাহাদিগের হরিসেবার অর্থ বন্ধ করিয়া দাও, রেলের ভাড়া বন্ধ করিয়া দাও!” পরন্তু ভাগবত-দিগকেই সকলে সেবা করিবেন।

যে গুরুদেব সর্বক্ষণ হরিভজন করেন, আমি সৌভাগ্যবান্ হইলে সেই গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিতাম। পণ্ডিত কে? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—“পণ্ডিতো বন্ধ-মোক্ষবিৎ” (ভাঃ ১১।১৯।৪১)।

আবার আমরা অনেক সময় মনে করি, আমাদের ‘ভাগবত’ পড়িয়া, মন্ত্র দিয়া ঠাকুর দাঁড় করাইয়া পেট-পূজা করাকে যাহারা গর্হণ করেন,— যাহারা সত্য-সত্য ভাগবত পড়েন, ঠাকুর সেবা করেন, জগতের লোককে ‘শুদ্ধ-বৈষ্ণব’ করেন, আমরা কেনই বা না তাহাদের গলা টিপিব, আমাদের গর্হিত কার্য্য সমর্থনের কোন উত্তর দিতে না পারিয়া বলিব, তাহারাও ত’ ভিক্ষা করে তাহাদেরও ত’ অর্থের আবশ্যক হয় !! পরন্তু বিষয় তাহা নহে, যাহারা সত্য-সত্য ‘ভাগবত’ পড়েন, ঠাকুর সেবা করেন, তাহাদিগকেই সমস্ত দিতে হইবে, তাহাদিগেরই সমস্ত বস্তু, তাহারা আমার মত ভোগ করেন না, অথবা ঠাকুর সেবার ছল করিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করেন না। কিম্বা ভগবত-সেবোপকরণকে প্রাপঞ্চিকবোধে ত্যাগ করিয়া ফল্গু-বৈরাগীর জড়-প্রতিষ্ঠাও সংগ্রহ করেন না।

লোকের কাছে ‘নিরপেক্ষ সত্য’ বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়— এই ভয়ে আমি যদি সত্য কথা কীর্ত্তন পরিত্যাগ করি ‘তাহা হইলে ত’ আমি শ্রোতপন্থা পরিত্যাগ করিয়া অশ্রোতপন্থা গ্রহণ করিলাম, আমি অবৈদিক’—‘নাস্তিক’—হইলাম—সত্যস্বরূপ ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখক গ্রন্থের গোড়ায়-ই লিখিয়াছেন,—

“ততো হুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জত বুদ্ধিমান্ ।

সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ” ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

গুরু কখনও ‘প্রেয়ঃ-পস্থা’ স্বীকার করেন না। তিনি—শ্রেয়ঃপন্থী। তাঁহার গুরুর নিকট হইতে তিনি যেক্রপ সত্যপথে বিচরণ করিবার শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাই তিনি অপরকে বলেন। গুরুকে কেহ যদি বলেন,—‘গুরুদেব ! আমি मद খাইতে চাই !’ গুরু যদি শিষ্যকে তাহাতে প্রস্তাব না দেন, তবেই ত’ আমরা ‘আমার মনের রুচির অনুকূল বস্তু দিলেন না’ বলিয়া তাঁহাকে গুরু-পদ হইতে খারিজ করি। আর যিনি আমার ঐক্লপ ইন্দ্রিয়-যজ্ঞে ইন্ধন প্রদান করিতে পারেন, আমরা তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া থাকি। আমরা অনেক সময়ে ‘গুরু’ করি—মঙ্গল বা শ্রেয়ের জন্য নহে, পরন্তু আমাদের প্রয়োলাভের জন্য। গুরুকরণ কার্য্যটা বর্তমানকালে এক শ্রেণী লোকের মধ্যে নাপিত ধোপা রাখার ন্যায় একটা লৌকিক বা কৌলিক ধারা, আর এক শ্রেণীর মধ্যে একটা ‘ফ্যাসন’।

সত্য জানিবামাত্রই আমার তাহাতে নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় যার যতটুকু আছে উহার এক মুহূর্ত্তও বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত। খট্টাঙ্গ রাজা জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্তকাল, অজামিল মাত্র মৃত্যুকালটি হরিভজনে নিযুক্ত করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। আমরা বলিতে পারি, আমাদের কর্তব্য-কার্য্য বাকী আছে, কিন্তু “বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ”। অন্যান্য কর্তব্যগুলি সব জন্মেই করা যাইবে, কিন্তু জীবের একমাত্র কর্তব্য হরিভজন এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া আর অন্য সময়ে সম্পন্ন হইবে না। শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক শক্তি-উপাসক ষাষ্কণ্ডের রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামে একটি পুত্র ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুর্গোৎসব আগতপ্রায় দেখিয়া পুত্র রামকৃষ্ণকে কতকগুলি ছাগ-মহিষাদি শক্তিপূজার আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের ছাগ-মহিষগুলি লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুর মহাশয় রামকৃষ্ণকে ছাগমহিষগুলির বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, রামকৃষ্ণ নিরুপটে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পিত্রাদেশের কথা ব্যক্ত করেন। ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশে রামকৃষ্ণের চিত্ত ফিরিয়া যায়। তিনি ছাগ ও মহিষগুলি ছাড়িয়া দেন এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে কৃপা লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ভট্টাচার্য্য

মহাশয় দ্রব্যসম্ভার বিশেষতঃ পূজার মহিষ ছাগগুলির জন্য পথপানে চাহিয়া রহিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন, আত্মজ এবার মায়ের পূজার জন্য উৎকৃষ্ট ছাগ-মহিষ ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিবে’ ; কিন্তু পুত্রকে রিক্তহস্তে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইলেন । পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রামকৃষ্ণ, তুমি মায়ের পূজার জন্য ছাগ আনিয়াছ কি” ? রামকৃষ্ণ উত্তর করিল “পিতঃ ! আমি ছাগমহিষগুলি ক্রয় করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু পথে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি । আর আমি আজ একজন পরমবৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি । এইরূপ কথায় বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যের কিরূপ ক্রোধের উদয় হইতে পারে, তাহা আপনারা সকলেই অনুমান করিতে পারিতেছেন । ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—“রামকৃষ্ণ, আজ তুমি পিত্রাদেশ লঙ্ঘন করিলে ! মায়ের পূজার বিঘ্ন জন্মাইলে, আবার অর্থ-গুলি পর্য্যন্ত জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিলে ! তারপর তুমি ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া বৈষ্ণবের শিষ্য হইতে গেলে ! আমাদের যে আর সমাজে মুখ দেখাইবার জো থাকিল না । না হয় তুমি কোন শাক্ত-ব্রাহ্মণকে ‘বৈষ্ণব’ বিচার করিয়া তাহার শিষ্য হইতে । তুমি আজ অবিপ্রকে গুরুপদে বরণ করিলে ! ইহা অপেক্ষা অধিক অপমানের কথা আর কি আছে ? আমাদের মুখে তুমি আজ চূণকালী দিতে অগ্রসর হইয়াছ । তুমি কুলের অঙ্গার হইয়াছ । মায়ের কোপে যে সর্বনাশ হইবে ।”

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের সত্যকথা শুনিবার কারণ হইয়াছিল ; তাই তিনি ঠাকুর মহাশয়ের মুখে সত্যকথা শুনিয়া তনুহুর্ভেই জাগতিক কর্তব্যগুলি অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্যজ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র হরিভজনে নিযুক্ত হইলেন ।

আমাদের নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই । আমার মঙ্গল এই দণ্ডেই গ্রহণ করা কর্তব্য । যদি আমি প্রকৃত মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমার মঙ্গলের প্রতিকূলে জগতে কাহারও কথা শুনিবে না—

“গুরুন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ

পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ ।

দৈবং ন তৎস্যান্ন পতিষ্ঠ স স্যাৎ

ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥” (ভাঃ ৫।৫।১৮)

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য

স্মার্ত ও পরমার্থ-ভেদে শাস্ত্র দ্বিবিধ

‘স্মার্ত’, ‘পরমার্থ’-ভেদে বৈদিক আখ্যা-শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। যাহারা স্মার্ত-বিভাগের অধিকারী তাহারা স্বভাবতঃ ‘পরমার্থ’-শাস্ত্রে রুচিপ্রাপ্ত নন। নিজ-নিজ রুচি অনুসারেই মানবের বিচার, সিদ্ধান্ত, ক্রিয়া ও জীবনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্তগণ নিজ-নিজ রুচি-সম্মত শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস করেন। পারমার্থিক-শাস্ত্রে তাহাদের সেরূপ অধিকার না থাকায় সেরূপ আস্থাও প্রকাশ করেন না। এইরূপ বিভাগের কর্তা-বিধাতা। সুতরাং ইহাতে জগৎ-পাতার একটি গুঢ় উদ্দেশ্য আছে, সন্দেহ নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি সে-উদ্দেশ্য এই—দ্বীয় দ্বীয় অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয়। অধিকার-চ্যুত হইলেই পতন হয়। মানবগণ দ্বীয় দ্বীয় কৰ্ম্মানুসারে কৰ্ম্মাধিকার ও ভক্ত্যাধিকার-বশে দ্বিবিধ অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যে-পর্যন্ত মানবের কৰ্ম্মাধিকার থাকে, সে-পর্যন্ত তাহার স্মার্ত-পথই শ্রেয়ঃ। কৰ্ম্মাধিকার অতিক্রম করতঃ যখন ভক্তি-অধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তাহার পারমার্থিক পথে রুচি জন্মে। এতল্লিঙ্গন বিধাতা স্মার্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ শাস্ত্র করিয়াছেন।

স্মার্ত-শাস্ত্রের বিধিবিধান—কৰ্ম্মপর

স্মার্ত-শাস্ত্র মানবগণকে সর্বদা কৰ্ম্মাধিকারে নিষ্ঠা লাভ করাইবার চেষ্টায় অনেক প্রকার বিধি-বিধান করিয়াছেন। এমত কি, সেই সকল বিধি-বিধানে বিশেষ নিষ্ঠা দিবার জন্য পরমার্থ-শাস্ত্রের প্রতি অনেক স্থলে উদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট ইহার দুই প্রকার ভাব। অধিকার-নিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হয় না। তাই শাস্ত্র স্মার্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া প্রতীত।

অধিমাस सङ्कर्म्म-हीन, ईहार नामान्तर मज्जिमास

বৎসরকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া, দ্বাদশ মাসে স্মার্ত-শাস্ত্র সৰ্ব্বসংকৰ্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রম-গত সমস্ত কৰ্ম্মই যখন দ্বাদশ মাসে বিভক্ত হইল, তখন ‘অধিমাस’ কৰ্ম্মহীন হইয়া গেল। অধিমাसे কোন সঙ্কৰ্ম্ম নাই। চান্দ্র-মাস ও সৌর-মাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটি করিয়া

মাস বাদ দিতে হয়। * সেই মাসটীর নাম অধিমাस। স্মার্তগণ অধিমাसকে মলমাস বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। মলিন্মুচ (চোর), মলিন-মাস ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পরমার্থ-শাস্ত্রে অধিমাस শ্রেষ্ঠ ও হরি-ভজনোপযোগী

এদিকে পরমারাধ্য পরমার্থ-শাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থ-কার্যে সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন। জীবন অনিত্য। জীবনের কোন অংশই বৃথা যাপন করা উচিত নয়। সর্বদা সর্বক্ষণ হরিভজনে থাকাই জীবের কর্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাस হয়, তাহাও হরি-ভজনের উপযোগী হউক—ইহাই পরমার্থ-শাস্ত্রের নিগূঢ় চেষ্টা। আবার যখন কন্মিগণ ঐ মাसকে সমস্ত সংকল্পশূন্য বলিয়া জানিলেন, তখন সর্বজীবের উদ্ধারের জন্য পরমার্থ-শাস্ত্র সেই কালকে ভজনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। পরমার্থ-শাস্ত্র বলেন যে, হে জীব! কেন অধিমাसे হরি-ভজনে আলস্য কর? এই মাस শ্রীমদ্ গোলোকনাথ কর্তৃক সর্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। এমত কি কান্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহাপুণ্য মাस অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই মাसे বিশেষ ভজন বিধির সহিত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণার্চন কর। সমস্ত লাভ হইবে।

অধিমাসের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য, এবং ইহার

‘পুরুষোত্তম’ আখ্যা প্রাপ্তি

নারদীয়-পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। দ্বাদশ মাসের আধিপত্য ও আপনার অপমান বিচার করিয়া অধিমাस বহুকষ্টে বৈকুণ্ঠে গমন করতঃ নিজ দুঃখ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠ-পতি কৃপা করিয়া অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মলমাসের আত্মি শ্রবণ করতঃ দয়াদ্র হইয়া বলিলেন—

অহমেতৈৰ্থথা লোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।

তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্বৈ য়ে গুণময়ি সংস্থিতাঃ।

যৎসাদৃশ্যমুপাগম্য মাংসালামধিপো ভবেৎ ॥

জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো মাসোহয়ং তু ভবিষ্যতি।

সর্বৈ মাসাঃ সকামাশ্চ লিঙ্কামোহয়ং ময়া কৃতঃ ॥

* শ্রীমদ্ব্যাস-সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে—ষড়বহি-ত্রিহতাশাঙ্কাতথয়শ্চাধিমাसকাঃ। খচতুস্ক সমুদ্রাষ্ট্র কুপঞ্চ রবিমাसকাঃ। অর্থাৎ এক মহাযুগে অধিমাस ১৫৯৩৩৩৬ ও রবিমাस ৫১৮৪০০০০। অতএব রবিমাণে মাসাদি ৩২১৬৪ অন্তর একটি একটি অধিমাस হয়।

অকামঃ সর্বকামো বা যোহধিমাঃ প্রপূজয়েৎ ।

কর্মাণি ভস্মসাৎ কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যংশয়ম্ ॥

কদাচিন্মম ভক্তানামপরাধেতি গণ্যতে ।

পুরুষোত্তম-ভক্তানাং নাপরাধঃ কদাচন ॥

য এতস্মিন্মহা মূঢ়া জপ-দানাদি-বর্জিতাঃ ।

সংকর্ম-স্নান রহিতা দেব-তীর্থ-দ্বিজ-দ্বিষাঃ ॥

জায়ন্তে দুর্ভগা দুষ্টাঃ পর-ভাগ্যোপজীবিনাঃ ।

ন কদাচিৎ সুখং তেষাং স্বপ্নেহপি শশশৃঙ্গবৎ ॥

যেনাহমর্চিতো ভক্ত্যা মাসেহস্মিন্ পুরুষোত্তমে ।

ধন-পুত্র-সুখং ভুংক্তুং পশ্চাদ্গোলোকবাসভাক্ ॥

ইহার অর্থ এই যে—হে রমাপতি ! আমি যে রূপ এই জগতে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাঃও লোকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত হইবে । আমাতে যে-সমস্ত গুণ আছে, সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হইল । আমার সদৃশ হইয়া এই অধিমাঃ অন্য সকল মাসের অধিপতি হইল । এই মাস জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্দ্য । অন্য সকল মাস সকাম । এই মাসটি নিষ্কাম । যিনি অকাম হইয়া বা সর্বকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম ভস্মসাৎ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন । আমার ভক্তদিগের কদাচিৎ অপরাধ হয়, এই পুরুষোত্তম-মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না । যে-সকল মহা মূঢ় এই অধিমাসে জপ-দানাদি-বর্জিত, সংকর্ম ও স্নানাদি-রহিত এবং দেব-তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই সকল দুষ্কৃত দুর্ভাগা পর-ভাগ্যোপজীবী হইয়া স্বপ্নেও কিছু মাত্র সুখ পায় না । এই পুরুষোত্তম-মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক অর্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি-সুখ-ভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন ।

পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর ইতিহাস বর্ণন

পুরুষোত্তম-মাসের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে অনেকগুলি পৌরাণিক গ্রন্থ কথিত হইয়াছে । দ্রৌপদী পূর্বজন্মে ‘মেধা-ঋষির’ কন্যা ছিলেন । দুর্ভাগ্য-প্রোক্ত ‘পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য’ শুনিয়াও তিনি ঐ মাসকে অবহেলা করেন, তাহাতে সে-জন্মে কষ্ট ও দ্রৌপদী-জন্মে পঞ্চপতির অধীন হন । শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত পুরুষোত্তম-মাস-ব্রত আচরণ করিয়া সমস্ত বনবাস-দুঃখের পার প্রাপ্ত হন । যথা—

এবং সর্বেষু তীর্থেষু ভ্রমন্তঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ ।

পুরুষোত্তম-মাসাত-ব্রতং চেরুর্বিধানতঃ ।

তদন্তে রাজ্যমতুলমবাপুর্গতকণ্টকম্ ।

পূর্ণে চতুর্দশে বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপয়া মুনে ॥

পুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে বাল্মীকি-কথিত

দৃঢ়ধন্বা রাজার বৃত্তান্ত

দৃঢ়ধন্বা রাজার বৃত্তান্তও পূর্বজন্য বৃত্তান্তে পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য বিশেষ-
রূপে কথিত হইয়াছে । বাল্মীকি মুনি দৃঢ়ধন্বার প্রপ্নমতে যে ব্রত-প্রকরণ
বলিয়াছিলেন, তাহা নারদ শ্রীনারায়ণ-ঋষির নিকট বদরিকাশ্রমে শ্রবণ করেন ।
ধর্মশাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মণের আত্মিক-বিধি নিরূপিত আছে, তদ্রূপ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত
হইতে পুরুষোত্তম-সেবকের কর্তব্য বিধান করিয়াছেন ।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নান-বিধি

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নান-বিধানে বলিয়াছেন যে,—

সমুদ্রগা নদী-স্নানমুত্তমং পরিকীৰ্ত্তিতং ।

বাপী কূপ-তড়াগেষু মধ্যমং কথিতং বুধৈঃ ॥

গৃহে স্নানং তু সামান্যং গৃহস্থস্য প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতী স্নান করিয়া—

সপবিব্রেণ হস্তেন কুর্ঘাদাচমন-ক্রিয়াম্ ।

আচম্য তিলকং কুর্ঘাদেগোপী-চন্দন-মৃৎস্রয়া ॥

উর্দ্ধপুণ্ড্রমুজুং সৌম্যং দৃঙাকারং প্রকঙ্কয়েৎ ।

শঙ্খ-চক্রাদিকং ধার্য্যং গোপী-চন্দন-মৃৎস্রয়া ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তমমাস-কৃত্য

শ্রীকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তম-মাসে কর্তব্য, যথা—

পুরুষোত্তম মাসস্য দৈবতং পুরুষোত্তমঃ ।

তস্ম্যাং সম্পূজয়েত্ত্বয়া শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্ ॥

বাল্মীকি কহিলেন—হে দৃঢ়ধন্বা ! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম মাসের
অধিদেবতা । অতএব সেই মাসে প্রতিদিন ভক্তিপ্রদীপপূর্বক পুরুষোত্তম
শ্রীকৃষ্ণকে ষোড়শ উপচারে পূজা করিবে । যথা—

ষোড়শোপচারৈশ্চ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ।

শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণের যুগলোপাসনাই কর্তব্য, যথা—

আগচ্ছ দেব দেবেশ শ্রীকৃষ্ণ-পুরুষোত্তম ।

রাধয়া সহিতশ্চাত্ত গৃহাণ পূজনং মম ॥

পুরুষোত্তমমাসে অকরণীয়

এই শাস্ত্রে পুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে পূর্বে যে-সমস্ত বিধি-নিয়ম লিখিত হইয়াছে, সে-সমস্ত সর্ব বর্ণধর্মপরায়ণ ধার্মিক লোকের পালনীয় । গ্রন্থ-শেষে নৈমিষ-ক্ষেত্রে শ্রীসূত গোদামী ঋষিগণকে এই বলিয়াছেন—

ভারতে জন্মরাসাণ্ড পুরুষোত্তমমুত্তমং ।

ন সেবন্তে ন শৃণ্বন্তি গৃহাসক্তা নরাধমাঃ ॥

গতাগতং ভজন্তেহত্র দুর্ভগা জন্মজন্মনি ।

পুত্র-মিত্র-কলত্রাপ্ত-বিয়োগাদুঃখভাগিনঃ ॥

অগ্নিন্মাসে দ্বিজশ্রেষ্ঠা নাসচ্ছাস্ত্রাণুদাহরেৎ ।

ন স্বপেৎ পর-শয্যায়াং নালপেৎ বিতথং কচিৎ ॥

পর্যাপবাদান্ন ক্রয়ান্ন কথঞ্চিৎ কদাচন ।

পরান্নঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন কুর্বীত পরক্রিয়াম্ ॥

ভারতে জন্ম-লাভ করতঃ গৃহাসক্ত নরাধমগণ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-কথা শ্রবণ এবং ঐ ব্রত পালন করে না । দুর্ভাগাগণ জন্মজন্ম মরণ-ভোগ করে এবং পুত্র-মিত্র-কলত্র ও নিজ-জনের বিয়োগ-জনিত দুঃখভাগী হয় । এই পুরুষোত্তম মাসে হে দ্বিজবরগণ ! যথা কাব্যালঙ্কারাদি অঙ্গ-শাস্ত্র আলোচনা করিবে না । পর-শয্যায়া শয়ন এবং অনিত্য বিষয়লাপ করিবে না । পরনিন্দা বাক্যলাপ করিবে না । পরান্নভোজন ও পরকার্য্য করিবে না ।

পুরুষোত্তমমাসে করণীয়

বিত্তশাঠ্যমকুর্বাণো দানং দত্তাদ্বিজাতয়ে ।

বিদ্যমানে ধনে শাঠ্যং কুর্বাণো রৌরবং ব্রজেৎ ॥

দিনে দিনে দ্বিজেন্দ্রায় দত্তা ভোজনমুত্তমং ।

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে ব্রতী ভোজনমাচরেৎ ॥

ইন্দ্রদ্যুম্নঃ শতদ্যুম্নো যৌবনাস্থো ভগীরথঃ ।

পুরুষোত্তমমারাধ্য যযুর্ভগবদন্তিকম্ ॥

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সংসেব্য পুরুষোত্তমঃ ।

সর্বসাধনতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বার্থফলদায়কঃ ॥

গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপকৃপিণং ।

গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকাপ্রিয়ং ॥

কৌণ্ডিন্যেন পুরা প্রোক্তমিমং মন্ত্রং পুনঃ পুনঃ ।

জপন্যাসং নয়েন্তুভ্য পুরুষোত্তমমাপ্নুয়াৎ ॥

ধ্যায়েন্নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরং ।

লসৎ পীত-পটং রম্যং সরাধং পুরুষোত্তমং ॥

ধ্যায়ং ধ্যায়ং নয়েন্যাসং পূজয়ন্ পুরুষোত্তমং ।

এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা স্বাভীষ্টং সর্বমাপ্নুয়াৎ ॥

বিশ্বশাঠ্য পরিত্যাগপূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ধন থাকিলে শাঠ্য করা রোরব গমনের কারণ হয়। প্রতিদিন বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। ঋতী নিজে দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিবে। ইন্দ্রদ্রায়, শতদ্রায়, যৌবনাস্থ ও ভগীরথ পুরুষোত্তম আরাধনা করিয়া ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্বপ্রকার যত্নের সহিত পুরুষোত্তম-সেবা করিবে। এই পুরুষোত্তম-সেবা সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্বার্থ ফল-দায়ক। ‘গোবর্দ্ধনধরং’ প্রভৃতি মন্ত্রটি পূর্বে কৌণ্ডিন্য মুনি পুনঃ পুনঃ জপ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্র ভক্তিপূর্বক শ্রীপুরুষোত্তম মাসে জপ করিয়া পুরুষোত্তম প্রাপ্ত হইবে। নব-ঘন দ্বিভুজ মুরলীধর পীতাস্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিয়ত ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তম-মাসকে যাপিত করিবে। যিনি ভক্তিপূর্বক একরূপ করেন, সকল অভিষ্ট লাভ করেন।

স্বনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ পরমার্থীর কৃত্য

পরমার্থী তিন প্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্বোক্ত কার্যসকল স্বনিষ্ঠ পরমার্থীর পক্ষে বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দিষ্ট ‘কার্ত্তিক-মাস-ব্রত-পালন’-নিয়মানুসারে ‘পুরুষোত্তম-ব্রত-পালন’ করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তি দ্বারা ‘শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-সেবন’-নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে ‘শ্রীহরি-নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন’-দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাসগুলি যাপন করিয়া থাকেন। যথা শ্রীহরিভক্তিবিনায়ে চরমোপদেশে বিষ্ণুরহস্য-বাক্য,—

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সক্তানাং সদৈব বিমলা মতিঃ ।

পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাস ত্তিতান্ননঃ ॥

ঐহাদের মতি ভক্তিপূত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে অনাসক্ত, তাঁহাদের মতি স্বভাবতঃ বিমলা, সুতরাং তাঁহারা জিতান্না। সর্ব সময়েই স্বাভাবিকী ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করেন। উপবাসাদি তাঁহাদের চিত্ত-শুদ্ধির কারণ হইতে পারে না।

একান্তিদিগের স্বাভাবিক রুচি ও করণীয়

অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী একান্তিদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন—

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্তনং স্মরণং প্রভোঃ।

কুর্বতাং পরম-প্ৰীত্যা কৃত্যমন্ত্ন রোচতে ॥

ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠঃ শ্রীমূর্ত্তেরজ্জি-সেবনে।

স্যাদিচ্ছ্যাষাং স্বতন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তহিধিঃ ॥

বিহিতেষেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হিতে।

ইত্যাঙ্কেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ ॥

একান্ত শ্রীকৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনই অত্যন্ত প্রিয়। প্রায় তাঁহারা এই দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে বাস্ত হন না। পরম প্ৰীতির সহিত উক্ত অঙ্গদ্বয় পালন-করণে এতদূর আগ্রহ যে, অন্যকৃত্যসকল তাঁহাদের রুচি সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অজ্জি-সেবা কোন বিশেষ ভাবের সহিত তাঁহাদের ইচ্ছা প্রবলা হয়; সুতরাং কিছু স্বতন্ত্রতার সহিত এবং স্বীয় রসের অনুকূলভাবে কৃষ্ণাজ্জি-সেবাই তাঁহাদের বিধি হয়। ঋষিগণ যে-সকল বিধি-বিধান করিয়াছেন, তাহাতে একান্তী ভক্তদিগের বিধিবাধ্য ভাব নাই। স্বয়ং প্রবৃত্তি-ভাবই স্বভাবতঃ বর্ত্তমান হয়। ইহাই একান্ত ভক্তদিগের মাহাত্ম্য।

কর্মকাণ্ডের পীড়ন না থাকায় অধিমাস ভক্তের প্রিয়

ভক্তগণ স্থনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠিত ও একান্ত ভাবভেদে যথাধিকার শ্রীপুরুষোত্তম-মাস পালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগবান্ ব্রহ্মনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং অধিমাস ভক্ত-মাত্রেরই প্রিয়মাস, যেহেতু ঘটনাক্রমে ঐ মাসে কোন কর্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৪০)

দৃশ্যকাব্যে রসভাবনা

কাব্য দুই প্রকার—দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্য। যে কাব্য রঙ্গভূমিতে নট-নটী-দ্বারা অভিনীত হয়, তাহা দৃশ্যকাব্য। আর যে কাব্য শ্রবণ করা যায়, তাহার নাম শ্রব্য-কাব্য। যাত্রা বা থিয়েটার অভিনয় দর্শন করিয়া কোন্ কোন্ ব্যক্তিতে রসোদয় হইতে পারে, তাহাই অবলোচিত হইতেছে। সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রসঙ্গ লইয়া যে-নাট্য রচিত হয়, সেই নাট্যরস-বিচারে যাহারা বিজ্ঞ, তাহারা লৌকিক নাট্যরসবিৎ। তাহাদের মতে চতুর্বিধ ব্যক্তির পক্ষে রসাস্বাদন সম্ভব। এজন্য তাহাদের পক্ষ চতুষ্টয় আছে— ১) অনুকার্য্য, ২) অনুকর্তা, ৩) সামাজিক এবং ৪) সহৃদয় অনুকর্তা। অভিনেতা যাহার চরিত্র অভিনয় করে, সেই নায়ক অনুকার্য্য। নট (অভিনয়-কারী) অনুকর্তা। নাট্য কাব্য দর্শন ও শ্রবণকারী স্বচ্ছচিত্ত সভ্য সামাজিক। অভিনেতা নট স্বচ্ছচিত্ত হইলে সহৃদয় হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণের আধিক্যই স্বচ্ছচিত্তের হেতু। তাহা প্রকাশাত্মক। সত্ত্বগুণপ্রকৃতি ব্যক্তির চিত্তে কাব্য-নাটক প্রতিফলিত হইয়া তন্ময়তা উপস্থিত করিলে রসাস্বাদন সম্ভব হয়।

প্রাচীন নায়কে (অনুকার্য্য) — যাহার চরিত্র অবলম্বন করিয়া কাব্য বা নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার প্রীতির সহিত আশ্রয়ালম্বন, উদ্দীপন বিভাব-অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী ভাবসকল সন্মিলিত হয়। এজন্য প্রাচীন নায়কে মুখ্যভাবে রসের প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। আর যে-নট তাহার চরিত্র অভিনয় করে, তাহার সহিত বিভাবাদির সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকে না। অভিনেত্রীর অভিনয়-কৌশলে তাহাতে নায়িকার আরোপ হওয়ায় বিষয় বা আশ্রয়ালম্বনাদি ভাবসকল ব্যক্ত হয়। এজন্য তাহাতে গৌণভাবে রসের প্রবৃত্তি সম্ভব। প্রাচীন নায়কে মুখ্য এবং নটে গৌণভাবে রসের প্রবৃত্তি।

লৌকিক রসবিদগণ প্রথম পক্ষকে তাদৃশ যুক্তিসহ বলেন না। কারণ প্রাচীন নায়ক-নায়িকা মর্ত্য জগতের লোক, তাহাদের জীবনের অনিশ্চয়তা আছে। তাহাতে লৌকিক প্রীতির ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী। আর জাগতিক বিঘ্নদ্বারা নায়ক-নায়িকার চিত্তে চঞ্চলতা হওয়াও সম্ভব। সুতরাং তাদৃশ মনোবৃত্তিযুক্ত নায়কে রসের নিষ্পত্তি অসম্ভব। নট যদি নায়কের ভাবে বিভাবিত হইয়া বিশ্ব ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে রসের নিষ্পত্তি সম্ভব হইতে পারে।

লৌকিক রসবিদগণ দ্বিতীয় পক্ষেরও সারবত্তা উপলব্ধি করেন না। কারণ নট শিক্ষাদ্বারাই নায়কের চরিত্র অভিনয় করে, তাহাতে সহৃদয়তার কোন প্রয়োজন থাকে না, এজন্য নটের রসোদ্বোধ হইতে পারে না। একমাত্র সামাজিকে রসোদ্বোধ সম্ভব। দৃশ্য ও শ্রবাকাব্য দেখিয়া শুনিয়া অনেকে জগৎ বিস্মৃত হয়। তাহাদেরই রসোদ্বোধ হইবার সম্ভাবনা।

ভগবদ্ রসবিদগণের অনুকাৰ্য্য, অনুকর্তা ও সামাজিক সর্বত্র রস স্বীকৃত হইতে পারে। কারণ তাহাতে লৌকিকত্বাদি হেতুর অভাব আছে।

অলৌকিক ভগবৎ-প্রীতিরসে শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পরিকরণ অনুকাৰ্য্য। লৌকিক অনুকাৰ্য্যে লৌকিকত্ব, পরিমিতত্ব ও ভয়াদি দোষ থাকায় তাহাতে রসোদয় হওয়া অসম্ভব। শ্রীভগবান্ ও ভক্ত অলৌকিক অনুকাৰ্য্য হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে ঐ তিনটি দোষ থাকে না। তাঁহাদের হৃদয়স্থিত নিত্য প্রবহমান রস অনুকর্তা প্রভৃতিতে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়কে রসময় করিয়া তোলে।

এইরূপে অনুকাৰ্য্যে রস স্বীকার করিলেও অনুকর্তায় রসোদয় স্বীকারে আপত্তি হইতে পারে, সাধারণ নট অনুকর্তা হইতে পারে না। ভক্তই অনুকর্তা হওয়া চাই। তাহা হইলেও তাহার অনুকরণ শিক্ষামাত্র হইলে তাহাতে রসোদয় সম্ভব হয় না।

লৌকিক অনুকাৰ্য্যে লৌকিকত্ব, পরিমিতত্ব ও সান্ত্বনায়ত্ব আছে বলিয়া তাহাদের মধ্যে রসোদ্বোধ স্বীকার করা যায় না। লৌকিক নায়ক-নায়িকার ভয়াদি উপস্থিত হইলে প্রীতিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মহাভয়, অন্য উপদ্রব অথবা সুখাতিশয্য ভক্তগণের প্রীতিভঙ্গ করিতে পারে না। নির্দয় দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর উদ্ভাবিত অশেষ ভয় বা ত্রিভুবনের সাম্রাজ্য-প্রলোভন প্রহ্লাদের প্রীতিভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় নাই। লোকভয়, ধর্মভয় বা গুরুগুণনাদি ব্রজদেবীগণের প্রীতি হাস করিতে পারে নাই। জন্মান্তর প্রাপ্তিরূপ ব্যবধান গজেন্দ্র বা বৃত্রাসুর প্রভৃতির প্রীতিভঙ্গ করিতে পারে নাই। বৃত্রাসুর পূর্বজন্মে শ্রীচিত্রকেতু নামক রাজা ছিলেন, তিনি দেবর্ষি নারদের কৃপায় ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরে পার্বতীর শাপে অসুরকূলে জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও তাঁহার ভগবৎ-প্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। গজেন্দ্র পূর্বজন্মে ইন্দ্রহ্যায় নরপতি ছিলেন। সেইজন্মে তিনি ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন। পরে অগস্ত্য ঋষির শাপে হস্তীজন্ম লাভ করিলেও তাঁহার ভগবৎ-প্রীতি নষ্ট হয় নাই। রাজর্ষি ভারতের ভগবৎ-প্রীতি পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর

লাভেও নষ্ট হয় নাই। যে ব্রহ্মানন্দ সকল ভুলাইয়া দেয়, শ্রীশুকদেব সেই ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইলেও তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া প্রীতিরসে মগ্ন হইয়াছিলেন।

রতির আত্মদানের কারণকে বিভাব বলে। সেই বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। রতির বিষয়ালম্বন শ্রীভগবান্, আর আশ্রয়ালম্বন ভক্তগণ।

উদ্দীপন বিভাব—শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, হাস্য, অঙ্গগন্ধ, বংশী, শিঙ্গা, শঙ্খ, পদচিহ্ন, লীলাভূমি, তুলসী, ভক্ত ও হরিবাসরাদি।

উদ্দীপন বিভাবের অলৌকিকত্ব বিচারে দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক—তাহার সম্পর্কে লৌকিক বস্তুসকলের অলৌকিকত্ব এবং নর-লীলায়ও তাহার গুণচেষ্টাদির অলৌকিকত্ব। বংশী-শৃঙ্গাদি লৌকিকবস্তু, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐসকল অলৌকিক। শ্রীহরির চরণাঙ্গিত তুলসীর গন্ধে ব্রহ্মানন্দসেবী সনকাদির চিত্ততত্ত্ব ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। জগতের অন্য কোন বস্তু তাহাদের চিত্তক্ষোভ জন্মাইতে পারে নাই। কিন্তু শ্রীহরির চরণে অঙ্গিত তুলসীর গন্ধে ক্ষোভের উদয় হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনিতে ইন্দ্রাদিদেব-গণের মোহ জন্মিয়াছিল। তদ্বারা বেণুর অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হইল। কারণ-রূপ বিভাবসকল যেমন অলৌকিক, কার্যরূপ অনুভাবও তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি-শ্রবণে জঙ্গম প্রাণীসমূহের স্তম্ভভাব—বৃক্ষসকলের পুলকোদগম হইয়াছিল। ইন্দ্রিয়শূন্য বৃক্ষাদির যাহাতে পুলক হয়, ইন্দ্রিয়-শক্তিসম্পন্ন মানবে তাহার অনুভাব যে কতটা অদ্ভুত, তাহা বর্ণনাশীত। অন্যান্য অনুভাবও এই প্রকার। যথা—বংশীধ্বনি-শ্রবণে ময়ূরের নৃত্য, যমুনা-জল স্তম্ভন, প্রস্তরের দ্রবীভাব ইত্যাদি।

ভগবদ্বিষয়ক দৃশ্যকাব্যে অনুকর্তাও ভক্ত হওয়া আবশ্যক। অন্য জন তাহার অনুকরণ করিতে পারে না, অনুকর্তা ভক্ত হইলে তাহার ভক্ত-বিষয়ক রসের উদয় হয়। তবে ভগবচ্চরিত্র অনুকরণ কর্তার ভগবদ্বিষয়ক রসের উদয় হইলে তাহা ভক্তিবিরোধী। এজন্য ভগবদ্রসের অনুকরণ হয় না।

ভগবলীলাবিষয়ক দৃশ্যকাব্যে শ্রীভগবান্ ও ভক্ত—উভয়ের চরিত্রই অভিনীত হয়। অনুকর্তা উভয়ের ভূমিকাই গ্রহণ করেন। শ্রীরামচন্দ্রের লীলাবিষয়ক দৃশ্যকাব্যে বিভিন্ন অভিনেতাকে শ্রীরাম ও হনুমানের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। হনুমানের ভূমিকা গ্রহণকারীর দাস্য-রসোদয় হইতে পারে, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের ভূমিকা গ্রহণকারীর হনুমান বিষয়ে বাৎসল্যরসের উদয় সম্ভব

হয় না। এজন্য শ্রীরামচন্দ্রের অভিনয়কারী ব্যক্তি রসোদয়ের অনুকরণ করেন না। ভগবল্লীলাবিষয়ক অভিনয়ে ভক্তিই ভক্তের হৃদয়ে রসের আবির্ভাব করান। নিজাশ্রয় ভক্তে সেবকভাব রক্ষাকরাই ভক্তির স্বভাব। অনুকর্তা ভক্তে ভক্তরস উদ্ভূত হয়। এ রসের বিষয়াবলম্বন শ্রীভগবান্। অনুকর্তা ভক্তে ভগবদ্ভস উদ্ভূত হইলে “আমি ভগবান্” একপ অভিমান হওয়া প্রয়োজন হয় তাহা ভক্তিবিরোধী ভাব। এজন্য অনুকর্তা ভক্তে ভগবদ্ভস প্রায়ই উদ্ভূত হয় না। যে ভক্ত নট ভগবচ্ছবিত্র অভিনয় করেন, তিনি ভগবান্ অনুকাণ্ড ভক্তের প্রীতি যেমন আশ্বাদন করেন, তাহাই অনুভব করেন, নিজের আশ্বাদ্য ভাবিয়া অনুভব করেন না।

ভক্তিদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তি বাতীত অন্যের হৃদয়ে ভক্তিরসের উদয় হয় না, এজন্য অলৌকিক রস বা ভক্তিরসে অনুকর্তার মত সামাজিকও (শ্রোতা) ভক্ত হওয়া আবশ্যিক। অভক্ত সামাজিক রসাশ্বাদনের অধিকারী হইতে পারে না।

—পরিব্রাজাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

উপনিষৎ-সার

(৪) প্রশ্নোপনিষৎ

প্রশ্নোপনিষৎখানি অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত। মুণ্ডকোপনিষদের সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও পৃথক্ গ্রন্থরূপে গণ্য হয়। বস্তুতঃ ইহা যে অথর্ববেদীয় উপনিষৎ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইহাকে ষষ্ঠ-প্রশ্নী উপনিষৎও বলিয়া থাকে।

কোন সময়ে ভরদ্বাজমুনিতনয় সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, গর্গবংশ-সম্ভূত সৌর্য্যায়নী, অশ্বলসুত কৌসলা, ভৃগুবংশীয় ভার্গব এবং কত্যা মুনির প্রপৌত্র কবন্ধী—এই ছয়জন মুনি মহর্ষি পিঙ্গলাদের সমীপে সমিৎপাণি হইয়া উপনীত হইলেন এবং পরব্রহ্মের উদ্ভূক্তজ্ঞানলাভার্থ তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উত্তরে মহর্ষি প্রশ্ন-কর্তৃগণকে বলিলেন,—“আপনারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য-পালন করতঃ তপস্যা-নিবন্ধন এক বৎসর এখানে অবস্থান করুন। ইহার পর আপনারা যেমন প্রশ্ন করিবেন, আমার জানা থাকিলে আপনাদিগকে বলিয়া দিব।”

জ্ঞান অনেক লোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু হীন-মনোবৃত্তির কারণ উহার মহত্ত্ব বুঝিতে বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। একরূপ জ্ঞান নিষ্ফল হইয়া থাকে। অনেক সময় জ্ঞান অহঙ্কারকে বৃদ্ধি করে। এজন্য প্রাচীন রীতি এই ছিল যে, সৎপাত্রকে উচ্চকোটি জ্ঞান দান করিতে হইবে। তাহা হইলে দুরূপ-যোগের কোন আশঙ্কা থাকে না। এতৎ সম্পর্কে উপযুক্ত-পাত্রতার পরীক্ষা চারি প্রকার ছিল যথা,—১) শ্রদ্ধা, ২) ব্রহ্মচর্যা, ৩) তপঃ, ৪) ধৈর্য্য। প্রথমে এই গুণের বিকাশ-সাধন করিতে হইবে, পরে শিক্ষাদান করিতে হইবে—প্রাচীন গুরুকুলের ইহাই প্রথা ছিল। উহার দিগ্‌দর্শন এই প্রশ্নোপনিষদে বর্তমান রহিয়াছে।

তপস্যাচরণ, শ্রদ্ধা (গুরুসেবা) ও ব্রহ্মচর্য্যপালনপূর্ব্বক একবৎসর গুরু-গৃহে অবস্থানের পর মহর্ষি পিপ্পলাদের নিকট ছয়জন মুনি ক্রমান্বয়ে পৃথক-ভাবে ছয়টি প্রশ্ন করিলেন এবং মহর্ষিও তাহার যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। ইহাই প্রশ্নোপনিষদের সারকথা।

অতঃপর উত্তরসম্বলিত প্রশ্নগুলি যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

প্রথম প্রশ্ন—কবক্ষী মুনি প্রশ্ন করিলেন,—হে ভগবন্ ! (হে মহা-প্রভাবশালিন্ !) এই পরিদৃশ্যমান দেবতা ও মনুষ্যাदि-লোকসকল কোথা হইতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে ?

উত্তর—মহর্ষি পিপ্পলাদ বলিলেন,—হে মুনে! বেদে প্রসিদ্ধি আছে যে, সমস্ত প্রাণীর অধীশ্বর প্রজাপতি পরমাত্মা প্রজাসৃষ্টিহেতু সঙ্কল্পরূপ তপস্যা অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ের আলোচনা করিলেন। তৎফলে রয়ি নামে চন্দ্র ও প্রাণ নামে সূর্য্য এই স্ত্রী-পুরুষরূপ যুগল উৎপন্ন হইল। আদিত্য অদনকর্ত্তা বা ভোক্তা (আত্মা) বলিয়া প্রাণশব্দ উক্ত এবং ভোগ্যবস্তু প্রাণের মনোরঞ্জনকারিণী বা আনন্দদায়িনী বলিয়া রয়ি (অন্ন) শব্দবাচ্য হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর উক্ত দম্পতিদ্বয়কে নিমিত্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ‘প্রাণ’ ও ‘রয়ি’ হইতে প্রজাগণের সৃষ্টি। এখন সেই প্রাণের জীবদেহে ভোক্তৃত্ব-নিশ্চয়হেতু দ্বিতীয় প্রশ্নের সূচনা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—ভার্গব মুনি মহর্ষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহর্ষে! (হে পূজ্যপাদ গুরুদেব !) ১) কতগুলি দেবতা এ জীবশরীরকে ধারণ করিতেছে ? ২) সেই দেহধারণগণের মধ্যে কোন্ কোন্ দেবতা এই

শরীর ও তাহার কার্য প্রকাশ করিতেছে? ৩) কোন্ দেবতাই বা তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ?

উত্তর—মহর্ষি বলিলেন, হে ভার্গব! আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন—এই ষোড়শ দেবতাই দেহের ধারক ও বিষয়ের প্রকাশক। উক্ত অভিমানী দেবগণ কোন্ এক সময়ে ধারণ ও প্রকাশন বিষয়ে পরস্পর স্পর্ধাপূর্বক স্ব-স্ব শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেন। কিন্তু মুখ্য প্রাণ জীবদেহে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান—এই পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরকে অবলম্বন করিয়া ধারক ও প্রকাশক হইয়া থাকে। ইহা সর্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইলে কোন্ ইন্দ্রিয়েরই কার্যক্ষমতা থাকে না, অতএব মুখ্যপ্রাণই শ্রেষ্ঠ দেবতা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তৃতীয় প্রশ্ন—কৌসল্য মুনি মহর্ষি পিঙ্গলাদিকে প্রশ্ন করিলেন,—হে ভগবন্! ১) কোন্ পুরুষ হইতে প্রাণের জন্ম হয়? ২) কিরূপে প্রাণ শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হন? ৩) কি প্রকারেই বা পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরে অবস্থান করেন? ৪) কোন্ রূপেই বা দেহ হইতে নির্গত হন? ৫) কিরূপভাবে অধিভূত এবং অধ্যাত্ম বিষয় ধারণ করিয়া থাকেন?

উত্তর—মহর্ষি বলিলেন,—হে কৌসল্য! এই প্রাণ পরমাত্মা হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। কায়ার কার্য যেমন ছায়া, সেইরূপ পরমাত্মা কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিবিম্বই প্রাণ। —প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

জীব পূর্বজন্মের কর্মফলজাত দেহ প্রাপ্ত হয় এবং এই দেহে সেই প্রাণ পরমাত্মার প্রেরণাবশতঃ ছায়ার মত প্রবিষ্ট হয়। —দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

জীবদেহে প্রবেশের পর প্রাণ কিভাবে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ কার্য সম্পাদন করেন, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া বলিতেছেন—যেমন সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি স্বীয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, সেইরূপ এই মুখ্যপ্রাণ নিজ অংশভূত পঞ্চ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে যথাস্থানে নিযুক্ত করেন। প্রাণ-অপানাদির কার্যনির্দেশ, যথা—মল-মূত্র-নিঃসারণহেতু অপান বায়ু যথাক্রমে পায়ু ও উপস্থ প্রদেশে নিযুক্ত হন এবং মুখ্যপ্রাণ স্বয়ং চক্ষুঃ, কর্ণ, মুখ ও নাসিকাদেশে অবস্থিত হন। এই প্রাণ সমান বায়ুতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণ ও অপানের মধ্যস্থানে অর্থাৎ নাভিদেশে অবস্থান করেন। উদরের ভুক্ত অন্নকে জাঠরাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া

সারবস্তুর শরীরের সর্বত্র সঞ্চালন করেন বলিয়া ইনি ‘সমান’ নামে প্রসিদ্ধ। সেই জাঠরাগ্নি হইতে সাতটি শিখা বহির্গত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপ-রসাদি বিষয় প্রকাশ ও শ্রবণ-দর্শনাদি হইয়া থাকে। এই সমান বায়ুর অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র—হৃদয়। জীবাত্মা অত্র হৃদয়ে বাস করেন।

এই দেহে একশত একটি প্রধান শিরা বা নাড়ী আছে। প্রত্যেকটির আবার প্রতিশাখা নাড়ী আছে। এইরূপ প্রত্যেক দেহে ৭২ হাজার প্রতি-শাখা নাড়ী আছে। বানবায়ু নানাভাবে এই নাড়ীসমূহে বিচরণ করে। বস্তুতঃ প্রাণই সেই বায়ুতে অবস্থিত থাকিয়া নাড়ীকে চালিত করে। পূর্বোক্ত নাড়ী সকলের মধ্যে একটি উর্দ্ধগামিনী নাড়ী আছে, তাহার নাম সুষুমা। উদানবায়ু সুষুমার মাধ্যমে পুণ্যবান্কে স্বর্গে, পাপীকে নরকে এবং পাপ-পুণ্য মিশ্রিত ব্যক্তিকে নরলোকে লইয়া যায়। —তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।

অতঃপর প্রাণকে আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিকরূপে বর্ণন করিতেছেন—
বাহু জগতে সূর্য্যই অধিদেবত প্রাণ, কারণ সূর্য্যের প্রকাশিকা-শক্তিবলে জীব চক্ষুদ্বারা দর্শন করে। ঐ প্রাণই অধিষ্ঠানভূত সূর্য্যের সহিত চক্ষুতে বিদ্যমান থাকিয়া চক্ষু ও তদভিমানী প্রাণবায়ুকে ধারণ করিয়া অধ্যাত্ম হন। কর্ণ প্রভৃতিরও এইরূপ আধ্যাত্মিক বিভাগ রহিয়াছে। পৃথিবীতে যে অপানাত্ম্য দেবতা, তিনিই অধ্যাত্ম অর্থাৎ জীবদেহে অপান বায়ুর ধারক। স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যে ধারক সমানবায়ু আছে, তিনিই অধ্যাত্ম-সমানবায়ু। যিনি বহির্কায়ুধারক ব্যান, তিনিই শরীরস্থ ব্যানবায়ু। বাহিরে যে প্রকাশ-মান অগ্নি আছে, তাহাই জীবদেহস্থ উদানবায়ু। মন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত উদানবায়ুর সাহায্যে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেহান্তর গ্রহণ করে।

মৃত্যুকালে স্বীয় কামনায়ুক্ত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত জীব মুখ্যপ্রাণে মিলিত হয়, পরে উদানবায়ুর সহায়তায় সেই প্রাণ জীবের কৰ্ম্মানুযায়ী প্রাপ্যলোকে জীবকে লইয়া যায়। —পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর।

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এই মুখ্যপ্রাণকে পরমাত্মস্বরূপজ্ঞানে উহার আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহার কখনও সন্তানবর্গের বিচ্ছেদ হয় না অর্থাৎ শোক-প্রাপ্তি হয় না। পরন্তু পরমাত্মার উপাসনার ফলস্বরূপ তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন অর্থাৎ মুক্তির অধিকারী হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্ত্রী মহারাজ

কৃষ্ণ-গৌর-প্রসঙ্গে শুক-সারী-দ্বন্দ্ব

(পূর্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৮ পৃষ্ঠার পর)

যে-সকল শুদ্ধভক্ত রহিল সংসারে ।

সমর্পিত আত্মা তাঁরা নদীয়া-সুন্দরে ॥

আসক্তি-রহিত আর সম্বন্ধ-সহিত :

তাঁদের সংসারে রয়ে হেন যুক্তভাব ॥

শ্রীগৌরান্ধ-মুখে শুদ্ধ হরিনাম শুনি' ।

‘হরে কৃষ্ণ কহি নাচে যত বন্যপ্রাণী ॥

শিবানন্দের কুকুর গৌর-আজ্ঞা পেয়ে ।

প্রেমে মত্ত হৈয়া নাচে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে ॥

কৃষ্ণ নাম জপি' তা'র হিয়া শুদ্ধ হৈল ।

গৌর-আজ্ঞায় সিদ্ধ দেহে বৈকুণ্ঠে গেল ॥

গৌর যবে যথা তথা করেন ভ্রমণ ।

যে তাঁরে নেহারে সেই কহে কৃষ্ণনাম ॥

কৃষ্ণের মতই লীলা করে গোরারায় ।

তবু যেন গৌর-লীলায় বৈশিষ্ট্য ভায় ॥

শুক বলে কৃষ্ণ করে কালিয় দমন ।

খলের নিগ্রহ লাগি' তাঁর হেন কাম ॥

সারী বলে গৌর মোর খলে দিল কোল ।

ক্রুরতা ভুলিয়া খল কহে হরিবোল ॥

নদীয়ার টাঁদকাজী হিন্দুদেষী ছিল ।

হিন্দুদের ঘরে ঢুকি' খোল ভাঙ্গি দিল ॥

নৃসিংহমূর্তিতে গৌর গিয়া তা'র ঘরে ।

তা'র বক্ষ'পরে বসি' নখাঘাত করে ॥

গর্জন করিয়া কহে,— শুন ওরে কাজী ।

সবংশে মারিব তোমা' খোল ভাঙ্গ যদি ॥

হেরি' সে' নৃসিংহমূর্তি কাজী হৈল ভীত ।

কাতরে কাঁদিয়া বলে ক্ষম অপরাধ ॥

দয়াল গৌরাঙ্গ তবে তারে ছাড়ি দিল ।
 সেই নখচিহ্ন কাজীর বক্ষেতে বিধিল ॥
 বসিয়া বিরলে কাজী ভাবে মনে মনে ।
 বাধা নাহি দিব আর হিন্দুর কীর্তনে ॥
 হেনকালে কাজী-দ্বারে আসে গৌরহরি ।
 সঙ্গে তাঁর লক্ষ লোক গাহে হরি হরি ॥
 কাদিতে কাদিতে কাজী কহে, 'বাবা গৌর ।
 এই নখ-চিহ্ন মোর ত্রুরতা করে দূর ॥
 মোর বংশে কেহ বাধা দিবে না কীর্তনে ।
 কৃষ্ণনাম ল'ব মুই তোমাদের সনে ॥
 কাজীরে গৌর তবে দিলা আশিঙ্গন ।
 খল-শিরোমণি—হৈল সাধুর ভূষণ ॥
 ফণীগণ হয় সদা ত্রুর স্বভাব ।
 তথাপি খলের রহে আরো ত্রুর-ভাব ॥
 কাজীসম আরো খল ছিল শত শত ।
 তাদেরও গৌরাঙ্গ প্রভু দিল ভক্তিযোগ ॥
 কালিয়-মস্তকে রাজে কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন ।
 কাজী-বক্ষে রহে নৃসিংহের নখ-চিহ্ন ॥
 শুক বলে কৃষ্ণ মোর জগৎ-মোহন ।
 কৃষ্ণকে মোহিতে কেহ পারেনি কখন ॥
 গো-বৎস ও গোপবালে লুকাইয়া রাখি' ।
 কৃষ্ণেরে মোহিতে চেষ্টা করিল বিরিকি ॥
 পরমাত্মা কৃষ্ণ তবে সারা ব্রজপুরে ।
 গো-বৎস ও গোপশিশুরূপে খেলা করে ॥
 ব্রহ্মা নেহারি তাহা ফাঁপরে পড়িল ।
 কৃষ্ণেরে মোহিতে গিয়া নিজেই মোহিল ॥
 কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধরি ব্রহ্মা ক্ষমা চায় ।
 ব্রহ্মার সকল দোষ ক্ষমে শ্যামরায় ॥

সারী বলে গৌর স্বয়ং ব্রজের কানাই ।
 গৌরে মোহিতে পারে হেন কেহ নাই ॥
 গৌর-ভক্ত হরিদাসে পরীক্ষার লাগি ।
 আসিল একদা তথা স্বয়ং মায়াদেবী ॥
 দেবীর অপূর্বরূপ দিব্য জ্যোতি ভরা ।
 দেখিলে চমক্ লাগে এত মনোহরা ॥
 যুবা- হরিদাস-সঙ্গ করিয়া কামনা ।
 সেই দেবী তিন রাত্রি করে আনা-গোনা ॥ (ক্রমশঃ)
 — শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য

বহু প্রাচীনকালে যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক বেদজ্ঞ ঋষি ছিলেন । মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন । একদিন মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য জানাইলেন যে, তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন । অতএব তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীকে ধনসম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া যাইতে চান । ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ভগবন্ ! এই ধনধান্যপূর্ণা বসুন্ধরা যদি আমার হয় তাহা হইলে আমি কি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব ?” যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—“না, ইহাদ্বারা তুমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে না । তবে ধনসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জীবন যেক্রপ অলৌকিক সুখভোগে যাপিত হয়, তোমার জীবনও সেইরূপ সুখভোগে অতিবাহিত করিতে পারিবে ; কিন্তু ‘বিত্তের দ্বারা অমৃত-লাভের কোন আশা নাই’ জানিবে ।”

মৈত্রেয়ী বলিলেন,—“যে ধন বা ধনসাধ্য কর্মের দ্বারা আমি অমৃত লাভ করিতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব ? অতএব হে ভগবন্ ! আপনি যাহা অমৃতের সাধন বলিয়া জানেন, তাহাই আমাকে বলুন ।”

যাজ্ঞবল্ক্য আনন্দের সহিত মৈত্রেয়ীকে বলিলেন,—“মৈত্রেয়ী ! তুমি আমার প্রিয় ছিলে, বর্ত্তমানেও তুমি আমার চিত্তের অনুকূল প্রিয়বাক্যই বলিতেছ । তুমি আমার নিকট উপবেশন কর । আমি তোমার নিকট

আত্মতত্ত্বের কথা কীৰ্ত্তন করিতেছি ; খুব মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া আমার কথাগুলি শুনিও । মৈত্রেয়ী ! পতির প্রয়োজনের জন্য কোন পত্নী পতির প্রিয়া হন না ; কিন্তু নিজের সুখের জন্য পতির প্রিয়া হইয়া থাকেন । এইরূপ পত্নীর প্রয়োজনের জন্য পত্নী কখনও পতির প্রিয়া হন না । কিন্তু নিজের সুখের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই পত্নী পতির প্রিয়া হইয়া থাকেন । পিতা যে পুত্রকে ভালবাসেন, তাহা পুত্রের সুখের জন্য নহে, আত্মসুখের জন্যই তাহাকে ভালবাসিয়া থাকেন । যেমন ধনের প্রয়োজন-সিদ্ধি হউক বা ধনের সুখ হউক, এজন্য লোকে ধনকে ভালবাসে না ; পরন্তু নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই ধন লোকের প্রিয় হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণের সুখের জন্য লোকে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করেন না, নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন । রাজার প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত রাজা প্রজার প্রিয় হন না ; কিন্তু স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই রাজা প্রজার প্রিয় হইয়া থাকেন । স্বর্গের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য লোকে স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করে না ; কিন্তু নিজের সুখভোগের জন্যই স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে । দেবতাগণের প্রীতির জন্য লোকে দেবতাগণকে ভক্তি করেন না ; কিন্তু নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই দেবতাগণকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন । প্রাণিগণের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রাণিগণ লোকের প্রিয় হন না ; বরঞ্চ স্ব-স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্যই লোকের প্রিয় হইয়া থাকেন । দুগ্ধ-লাভের জন্য গাভীকে যত্ন করিলে গাভীর প্রতি প্রীতি প্রমাণিত হয় না, উহা নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই প্রমাণিত হইয়া থাকে । মাতা স্নেহভরে সন্তানকে যখন চুম্বন করে, তখন সন্তান ক্রন্দন করিলেও সে তাহাতে বিরত হয় না, কেন না, মাতা নিজের সুখের জন্যই ঐরূপ করিয়া থাকে,— সন্তানের সুখের জন্য নহে । হে মৈত্রেয়ী ! অধিক কি বলিব ? লোকে স্ব-স্ব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে । অতএব পতি, পুত্র বা ধনাদির প্রতি যে প্রীতি, তাহা কেবল কপটতা । সেই কপটতা পরিত্যাগ করিয়া যিনি সকলের নিতাপ্রিয়, একমাত্র তাঁহারই প্রীতির জন্য তাঁহার আরাধনা কর । তাঁহাকেই দর্শন কর, তাঁহারই কথা শ্রবণ কর, তাঁহারই কথা মনন কর, তাঁহাকেই ধ্যান কর । তাঁহাকে জানিলে সমস্তই জানা হইবে, তাঁহাকেই ভালবাসিলে সকলকেই ভালবাসা হইবে ।

—শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী

দেহারামতা

সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ লোকে 'কামে'র যে সন্ধীর্ণ অর্থ করিয়া থাকে তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষাভিমাত্রী ভোগা-ভোক্ত-সম্বন্ধগত সম্ভোগ-প্রযুক্তি উদ্দিষ্ট হয় ; কিন্তু কামে'র রাজত্ব আরও অনেক ব্যাপক। সেই ব্যাপক অর্থে কৃষ্ণেতর কামনা বা অন্যাভিলাষকেই 'কাম' বলা যায়। কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কামনা বদ্ধজীবমাত্রের নৈসর্গিক ধর্ম। এই নিসর্গ বহুরূপে তাহার বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। দেহারামতা সেই কামের প্রকারভেদ। কৃষ্ণ-সেবা বিস্মৃত হইয়া আমরা বিভিন্ন যোনি-ভ্রমণ-কালে দেহারামী কামী হইয়া পড়িয়াছি। মাতৃগর্ভে থাকা-কালেও অজ্ঞানাবস্থায় দেহের আরাম অনুসন্ধান করি, ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্র সর্বক্ষণ দেহের আরামেরই অন্বেষণ করিয়া থাকি। বাল্যে, কৈশরে, যৌবনে, প্রৌঢ়কালে ও বৃদ্ধকালে, সুস্থ ও অসুস্থাবস্থায়, জাগরণে ও নিদ্রায়, অজ্ঞানাবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় সকল সময়ই দেহের আরাম খুঁজিয়া বেড়াই। এই দেহারামতার জন্যই গৃহারামতার আবশ্যক হয়। জাড়া, আলস্য, উদাসীন্য, নির্জ্ঞনপ্রিয়তা, স্বজন বা জনপ্রিয়তা, বদ্ধজীবের সকল ধর্মই দেহারামতারূপ কাম হইতে প্রসারিত হয়। দেহারামতা হইতে মনের নানাপ্রকার খেয়ালেরও উৎপত্তি হয়। 'এই জিনিষটি আমার ভাল লাগে, ইহা ভাল লাগে না, এই স্থানে ভাল লাগে, সেই স্থান ভাল লাগে না',—এইরূপ লক্ষ লক্ষ 'ভাল-লাগালাগি' বা 'ভাল-না-লাগালাগি' দেহারামপ্রিয়তারূপ কাম হইতে উদ্ভূত হয়। দেহারামতা এইরূপ জাড়া আনিয়া দেয় যে, কিছুতেই তাহা একঘেয়ে জীবনের গতিকে, গৃহারামতাকে ভাঙিতে দেয় না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের মঙ্গলময় উপদেশ তিক্ত বোধ হয়। তাঁহাদিগকে বন্ধুর পরিবর্তে 'শত্রু' মনে হয় ; তাঁহাদের বিচারকে ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া কল্পিত হয়।

দেহারামতা চেতন-রাজ্যের উপদেশ-সমূহকে কিছুতেই কর্ণে প্রবেশ করিতে দেয় না, ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করে। দেহারামতা জীবকে চেতনা-বিজলি-সঞ্চারের বা শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বর্গের শক্তি-সঞ্চারের পক্ষে নিজের দেহকে একটি non-conductor প্রস্তরের মত stumbling block করিয়া রাখে। কিছুতেই, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শক্তি-সঞ্চার বরণ করিব না, কিছুতেই আমায় তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিতে দিব না,—এইরূপ এক

ভীষণ জড়তা, দেহারামপ্রিয়তারূপ কাম বদ্ধজীবের হৃদয়ে আনিয়া দেয়। যে গুরু-বৈষ্ণবের বাণী পালন করিলে মুহূর্ত্ত অপেক্ষাও অনেক অল্প সময়ের মধ্যে অনর্থনির্মুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণপ্রীতি লাভ হইতে পারে সেইরূপ পরমপ্রয়োজন-প্রাপ্তিকেও দেহারামতার জাড্য নির্বাসিত করিতে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয় না।

গৃহত্যাগের মূল কারণই—‘দেহারামপ্রিয়তা’। দেহের আরামের জন্যই আমরা গৃহ-রচনা করিয়া থাকি, দেহের আরামের জন্যই আমরা মাতা, পিতা, স্ত্রী-পুত্রাদির আশ্রয় অনুসন্ধান করি; দেহের আরামের জন্যই আমরা ‘আমি না দেখিলে তাহাদিগকে কে দেখিবে?’ ‘আমি রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে’,—এইরূপ শত শত কল্পনা করিয়া থাকি। দেহারামতার জন্যই আমরা ‘রক্ষিস্থতীতি বিশ্বাসঃ’ কৃষ্ণই রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস করিতে পারি না; কৃষ্ণকে পালনকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না; দেহারামতার জন্যই অনুকূল-বিষয়ে সঙ্কল্প করিতে পারি না, প্রতিকূল বিষয় বর্জন করিতে পারি না। অনুকূল-বিষয়ে সঙ্কল্প করিলে পাছে দেহারামতার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, ‘গৌরাঙ্গবিরোধীজনের মুখ না হেরিব’; ‘গৌরাঙ্গ-বিরোধী নিজ-জনে জানি পর’; “ন মে পত্নী-কন্যা-তনয়-জননী-বন্ধু-নিচয়া, হরৌ ভক্রে ভক্তৌ ন খলু যদি তেষাং সুমমতা। অভজানামন্নগ্রহণমপি দোষো বিষয়িণাং কথং তেষাংসঙ্গাং হরিভজনসিদ্ধির্ভবতি মে”। প্রতিকূল-বর্জনের জন্য ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের এই সকল বাণী দেহারামতা ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়েই পালন করিতে পারি না। দেহারামতার জন্যই কপট হইয়া পড়ি, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চাহি, সমন্বয়বাদী হইয়াও নিবিশেষবাদী হইয়া পড়ি। দেহারামতার বৃদ্ধির জন্যই কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার ভিখারী হই।

কনকের কি প্রয়োজন? তাহা আমার দেহকে রক্ষা করিবে—দেহের আরাম দান করিবে। কামিনীর কি প্রয়োজন? তাহা আমার দেহের আরাম-প্রিয়তার প্রশ্রয় প্রদান করিবে। প্রতিষ্ঠারই বা কি প্রয়োজন? তাহা আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের আরামের পরিপোষকতা করিবে। লোকে আমাকে প্রশংসা করিলে আমার মন প্রফুল্ল হয়। এই যে সূক্ষ্মদেহের আরামপ্রিয়তা—ইহাই প্রতিষ্ঠাশার জননী। দেহারামতা আমাকে সাধুসঙ্গে গুরুগৃহে থাকিতে দেয় না; দেহারামতা আমাকে ঘড়ি ধরিয়া সাধুর কথা

শুনিবার (?) দুর্বুদ্ধি প্রদান করে। শুনা যায়, পাশ্চাত্যদেশে খুব বেশী হইলে ৪৫ মিনিটের অধিক সময় কেহ ধর্মের কথা শুনিতে পারে না ; তাহাও এক বক্তার মুখে নহে, যদি ভিন্ন ভিন্ন বক্তার মুখ হইতে চাটনি পাওয়া যায়, তবে সেইরূপ ধর্মোপদেশ (?) শ্রবণ করিবার ধৈর্য্য অবলম্বন করা যায়। এই সকলই দেহারামপ্রিয়তার নিদর্শন। গুরুগৃহে বাস বা মঠবাস করিলে, কিম্বা কোন দায়িত্বপূর্ণ সেবা-কার্য্য স্বক্কে গ্রহণ করিলে দেহারামতাক্রপ কামের ব্যাঘাত হয়। এজন্যই আমরা সাধুসঙ্গে বাস ও দায়িত্বপূর্ণ সেবা গ্রহণ করিতে পারি না। নিত্যলীলাপ্রবিন্ধ শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু এই প্রকার দেহারামী ও গৃহারামী গৃহব্রতগণ যখন তাঁহাদের অবসর ও সুযোগ মত মঠের সেবা (?) বা হরিকথা শুনিবার (?) বাপদেশে মঠে বেড়াইতে আসিতেন, তখন তাঁহাদিগকে মঠের guest বা 'অতিথি' বলিয়া আখ্যা দিতেন অর্থাৎ ইঁহারা মঠের নিত্য-সেবক নহেন, মঠকে 'গৃহ' করেন নাই। শ্রীসঙ্কর্য্যণাভিন্ন শ্রী গুরুপাদপদ্মের কর্ষণ কার্য্যের জোয়ালটী ঘাড়ে গ্রহণ করেন নাই, মঠ বা গুরুসেবার সহিত নিজের সত্তাকে ঐক্যতানে গ্রথিত করেন নাই ; গৃহই ইঁহাদের নিত্য কেন্দ্র, মঠ একটি বেড়াইবার স্থান—আরাম-ভবন বা শান্তি-ভবন। ইঁহারা বাহিরের লোকের মত মঠে আসেন ও কিছু 'কর্ম্ম' করিয়া যান, সেবার জন্ত সেবা করেন না। আমাদের এতগুলি মঠ-মন্দির আছে, এতগুলি ধর্ম্মশালা আছে, এতগুলি তীর্থস্থান ও স্বাস্থ্য-নিবাসে গৃহ-অট্টালিকা-মন্দিরাদি আছে, —এইরূপ গর্ব করিবার জন্য ও প্রয়োজনানুসারে তাহা হইতে স্ব স্ব সুখ-সুবিধা লাভ-পূজা আহরণ করিবার জন্য কেহ কেহ মঠের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন, মঠে বেড়াইতে আসেন, দুই চারিটি কাণ্ড করিয়া দিয়া কিংবা মাসিক বা বাৎসরিক কিছু টাঁদা বা এককালীন কিছু দান কিংবা কিছু সময়ের জন্য কিছুটা কার্য্য-তৎপরতা দেখাইয়া return-ticket-এ গৃহলক্ষ্মীর অঞ্চলে নিত্য-আবদ্ধ চিত্ত ও দেহকে লইয়া পুনরায় স্ব স্থানে (?) প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীল নরহরি প্রভু বলিতেন যে, এই সকল ব্যক্তি গুরুসেবার জন্য কখনও আত্মবলিদান করিবেন না ; কারণ, তাহারা দেহারামতার নিকট নিজ-সত্তাকে বলিদান করিয়াছেন। আমি শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর এই সকল কথা শুনিয়া চটিয়া যাইতাম,—ইহাও আমার দেহারামতারই আর একটি লক্ষণ। সর্বকালিক শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবক না হইতে পারিবার জন্য অন্য কোন কৈফিয়ৎ থাকিতে পারে না।—

একমাত্র দেহারামপ্রিয়তা ছাড়া। আমরা অনেকেই অনেক কৈফিয়ৎ দিয়া থাকি বটে। কেহ বলি, যদি আমার কিছু অর্থের সংস্থান থাকিত, যদি আমি পেঙ্গন্ পাইতাম, যদি আমার পত্নীবিয়োগ হইত, কিংবা যদি আমার পুত্রাদি না থাকিত, অথবা যদি আমার সংসার দেখিবার মত অন্য লোক থাকিত, আমার দেহটি সুস্থ থাকিত, যদি আমার যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকিত, তাহা হইলে আমি সার্বকালিক গুরুসেবক হইতাম। এই সকল কৈফিয়তের মূলে দেহারামতা ছাড়া আর কিছুই নাই। এই কৈফিয়ৎগুলিকে যতই প্রত্যক্ষ সত্য মনে করি বা অপরকে বিশ্বাস করাইতে চাই, ইহাদের মূলে আছে একমাত্র সত্য—দেহারামপ্রিয়তা; আর বাদবাকী সকলই আব্রবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা। কোন কোন সময় বলিয়া থাকি ও চিন্তা করি,—যাহারা সার্বকালিক সেবকের অভিনয় করিয়াছিল, যাহারা সর্বস্ব-সমর্পণকারী সেবক বলিয়া গণিত হইয়াছিল, তাহারা যে এখন সার্বকালিক শ্রী হরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্যেষী হইয়া পড়িয়াছে, কেহ বা গুরুসেবার দীক্ষা পরিত্যাগ করিয়া “পুনর্মুখিক ভব” মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সার্বকালিক প্রকৃত-সহজিয়া বা নাস্তিক পাষণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। আমার এই সকল দর্শন, বিচার ও ভাবনার মূলেও আছে,—দেহারামপ্রিয়তা। আমি দেহের আরাম অনুসন্ধান করি বলিয়াই বিভীষিকা দেখিয়া ভয় করি, আমাকেও অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে পাতিত করিতে চাহি। শ্রীল নরহরি ঐভু এইরূপ আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। যেখানে যত জাগতিক অসম্ভব, সেখানে আরও ততটা তথা-কথিত অসম্ভবের মাত্রা বাড়াইয়া ধীর উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন, জীবের দেহারামতাকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীভাগবতধর্ম-যাজন-কালে পতনের ভয়ে বিভীষিকা দেখিয়া বৈকুণ্ঠের পথের যাত্রা স্থগিত করিবার কোন কারণ নাই। কর্ম ও জ্ঞানের পথের যাত্রা যেকোন মুহূর্ত্তে স্থগিত করিলে তদ্বারা অসুবিধা না হইতে পারে; কিন্তু ভাগবতধর্মপথের যাত্রা চক্ষু মেলিয়াই হউক, আর, বুজিয়াই হউক, একবার আরম্ভ করিয়া দিলে কোন দিনই তাহার বিনাশ নাই। অপরের পতনের ইতিহাস আমার দেহারামতাকে ভাঙ্গিয়া দিলেই মঙ্গল, আমার দেহারামতা ও গৃহারামতাকে বাড়াইয়া দিলে মঙ্গলকর নহে। অপরের পতন দেখিয়া আমরা সতর্ক হইব, যাহাতে গুরু-বৈষ্ণববিদ্যেষী না হই, নিক্রিশেষবাদী পাষণ্ডী না হই; কিন্তু অপরের পতন দেখিয়া ‘আমি দেহারামী, গৃহারামী হইব’—

এইরূপ বিচার সর্বাপেক্ষা অধিক আত্ম-হত্যা কারক। সার্বকালিক হরিসেবকাভিমাত্রী ব্যক্তিগণ মঠবাসের অভিনয় করিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্যেয়ী হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তাহার প্রতিষেধকল্পে আমি সর্বক্ষণ গৃহারামী হইব,—এইরূপ বিচার-যুক্তি ও বাস্তবতা কোনটির দ্বারাই সমর্থিত হয় না। কেবল ইহা আমার গৃহারামপ্রিয়তার অত্যাংকট পিপাসাকে সমর্থন করিবার প্রচুর চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ট্রেনে বা মোটরে চড়িলে যে-কোনও মুহূর্ত্তে সংঘর্ষ বা নানা বিপদ হইতে পারে, রাজপথ দিয়া চলিলে প্রায়ই মোটর-চাপা বা নানা বিপদের মধ্যে পতিত হইবার দৃষ্টান্ত অনুক্ষণ দৃষ্ট হয়, এইরূপ শত শত উদাহরণ দেখিয়াও কি আমরা ট্রেন বা মোটরে চড়িতে কিংবা অর্থাৎ অর্জনের জন্য নানা স্থানে চলাফেরা করিতে ক্ষান্ত হই? ক্ষান্ত না হইবার কারণ ;—তাহাতে ইন্দ্রিয়ভৃষ্টিরূপ দেহারামতা আছে ; কিন্তু হরিসেবাতে দেহারামতার কোন সুযোগ নাই বলিয়া আমরা অপরের পতনের ইতিহাস বা বিপদের বিভীষিকার নজির দেখাইয়া গৃহারামতাকেই সারাংশের করিবার জন্য উদ্বৃত্ত হই।

অনেক সময় যে আমাদের মুখে গৃহারামতার নিন্দা শ্রুত হয়, তাহাও গৃহারামতার বিদ্বেষমূহের তাপে তপ্ত হৃদয়ের শ্মশান-বৈরাগ্যের ন্যায় মনো-ধর্ম্মবিশেষ। আমরা নিকিড়ে গৃহারামতা ভোগ করিতে পারিতেছি না,—এই আক্ষেপ করিয়াই গৃহারামতার নিন্দা করিয়া থাকি এবং এইরূপ নিন্দা বা বৈরাগ্যের মধ্যে যে কপটতা আছে, তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ধরা পড়িয়া যায়, অর্থাৎ আমরা পরমুহূর্ত্তেই দেহারামতাকে নানা আকারে অনুসন্ধান করিয়া থাকি।

অনেক সময় অনেক কথাই বিচার-যুক্তি দ্বারা বুঝি এবং বিচারের কক্ষায় ও ভাষার আল্পনায়ই মাত্র ঐগুলিকে সাজাইয়া রাখিতে চাই ; সেখানেও গৃহারামতাই আমাতে আমার মঙ্গলকর বিষয়গুলিকে কার্যে অর্থাৎ আচরণে পরিণত করিতে দেয় না।

টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া দুই চারিটি কথা বলিয়া যাওয়া বা দুই দশ পাতা লিখিয়া যাওয়া, বিচার-যুক্তির দ্বারা মাত্র কোন বিষয় স্থাপন করা কিংবা লোক সভায় বা সম্মুখে বৈষ্ণব-সাজা অথচ কার্যে নিজ-আচরণের মধ্যে তাহা প্রতিপালন না করা বা করিতে না পারা, গৃহারামতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাকৃত সহজিয়ামাত্রেরই এইরূপ গৃহারামী। তাহার লম্বা-চওড়া

কথা বলে, ভাগ্যত পাঠের (৭) অভিনয় করিয়া লোক ভুলাইতে পারে, কিন্তু গৃহারামতা ছাড়িতে বলিলেই আকুপাঁকু ভাব দেখাইয়া বলিয়া থাকে — ‘আমার কি সেই ভাগ্য হইবে?’ অর্থাৎ অন্তরে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছে — দেহারামতা ও গৃহারামতাকে কিছুতেই ছাড়িব না। ঐক্লপ উক্তি কেবল কোনরূপে বৈষ্ণবগণের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য একটি ‘বুলি’ বা কৌশল-বিশেষ।

একথা সত্য যে, গায়ের জোরে কেহ দেহারামতা ও গৃহারামতা পরিত্যাগ করিতে পারে না, গায়ের জোরেও কেহ শরণাগত হইতে পারে না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত অন্য উপায় কিছুই নাই। সেই কৃপা তাঁহাদের প্রতি নিষ্কপট সেবানুখতার দ্বারাই লাভ হয়। ‘কৃপা’ শব্দ কেবল মুখে আবৃত্তি করিয়া কার্যাতঃ দেহারামী হইয়া বসিয়া থাকিবার সঙ্কল্পও আর একপ্রকার প্রচ্ছন্ন দেহারামপ্রিয়তার প্রতীকবিশেষ। নিষ্কপটে হৃদয়ের সমগ্র দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কাদিয়া কাদিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নিজের হৃৎকথার কথা জানাইতে হইবে। দেহারামতারূপ কাম বা বিষয় হইতে পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই উদ্ধার করিয়া শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন; তিনি — বলদেব। তাঁহার বল না পাইলে অতি ক্ষুদ্র জীবের আর কোনই বল, ভরসা নাই, পঞ্চতত্ত্বের কৃপা প্রাপ্ত হইলে পঞ্চভূতের নির্ম্মিত দেহের আরামপ্রিয়তা মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইলে স্ফাদিনীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা হয়। তখনই “কৃষ্ণসেবা কামার্পণে,” বা ‘কামক্স দাস্যে নতু কামকামায়া’ এই বৃত্তিটি স্বাভাবিক হয়। কপটতা করিয়া, কিংবা লোক দেখাইবার অন্য অভিনয় করিয়া দেহারামতা পরিত্যাগ করিবার প্রতিষ্ঠা অর্জনের চেষ্টা করিলে, অথবা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে অন্তরে দেহারামী থাকিবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া হিমালয়ের ন্যায় নিথর ও স্থবির হইয়া বসিয়া থাকিলে কোনদিনই মঙ্গল হইবে না। অকপট আৰ্ত্তি হইতে উথিত অশ্রু ধারায় গৃহারাম-প্রিয়তার পক্ষকে বিধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় একমুহূর্ত্তে ভক্তের পথের এই প্রবল প্রতিবন্ধক বিদূরিত হইতে পারে।

উৎসব-সমীক্ষা

শ্রী শ্রীবুলনযাত্রা-মহা-মহোৎসব

অষ্টাশ্র বৎসরের শ্রায় এই বৎসরেও শ্রীশ্রীবুলনযাত্রা-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ সমিতির মূলমঠ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এবং তদধীনস্থ অন্যান্য শাখা-মঠসমূহে শ্রীশ্রীরাধা-ধিনোদ-বিহারী জীউর হিন্দোল-উৎসব যথারীতি প্রতিপালন করিয়াছেন। বিগত ২৫শে শ্রীধর, ১২ই শ্রাবণ রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহদিবস-ব্যাপী মহাসমারোহের সহিত উক্ত অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়।

স্থানান্তাবে এস্থলে শুধু আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ ও উড়িষ্যার অন্তর্গত শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রের বাৎসরিক মহোৎসব অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা হইতেছে, যথা—

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে

শ্রী শ্রীবুলনযাত্রা উপলক্ষে সমিতির সভাপতিপ্রবর পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ত্রিবেদান্ত বামন মহারাজ উক্ত মঠের সেবকবর্গ তথা স্থানীয় ভক্তবৃন্দের বিশেষ প্রার্থনায় প্রায় এক সপ্তাহকাল পূর্বে ৬/৭ জন ব্রহ্মচারীসহ উত্তরবঙ্গের কতিপয় স্থানে শ্রীগৌরবানী প্রচারান্তে সদলবলে উল্লিখিত শ্রীমঠে গুণবিজয় করেন। তদুপরি সমিতির কেন্দ্রীয়মঠ ও কতিপয় শাখামঠ হইতে কয়েকমূর্ত্তি সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী উৎসবের ২/১ দিন পূর্বেই ঐ মঠে উপস্থিত হন।

এই বৎসর আসামে প্রচুর বৃষ্টি তথা প্রবল বন্যায় প্রকৃতিদেবী ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করার উৎসব সম্পূর্ণ আনন্দমুখর না হইলেও দুর্যোগপূর্ণ অবস্থাতেও জীবের শাস্তত মঙ্গলের জন্য শ্রীহরিনাম অমৃতধারা পান করাই যে শ্রেষ্ঠ কৃত্য—ইহা বিঘোষিত করার জন্য মায়া-তমসচ্ছন্ন জীবকুলকে কুণ্ঠাবিহীন নিজ-গৃহাতিমুখে প্রত্যাবর্তনের উদাত্ত আহ্বান জানাইবার জন্যই উক্ত মহতী অনুষ্ঠানের প্রয়াস। বর্তমানের তথাকথিত সভ্যসমাজে ইন্দ্রিয়-তর্পণপর যেক্রপ অনর্থ আনয়ন করিতেছে, তাহাতে শ্রীহরিকথাকীর্তন-ছুভিক্ষ পৃথিবীর বুকে শুদ্ধভক্তিকথা আলাপ পরিবার জন্য খুব কমই লোক

পাওয়া যায়। তবুও অনাদি-বহির্নুখ-সমাজে আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য কল্যাণময়ী বাণী পরিবেশনে কালজয়ী ক্রিয়া-কলাপের যে পরিশ্ফুটন তাহা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠধ্বনি-সজ্জাত সুমহান প্রয়াস। -শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ না করাতে বর্তমান সমাজ বহু বাহ্য বিষয়ে অভি-নিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। অবশ্যে তথাকথিত অনেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ধর্মের মুখোস প্রলেপিত করিয়া জৈবধর্মের নীতি-বিগর্হিত কার্য পরিচালনা করিতেছেন, - তাহা নিতান্ত শোচ্য। জীবজগতের পরস্পর প্রকৃত সহন কি, তাহা ঠিকভাবে অনুধাবন না হওয়ায় আজ সমাজের বুকে যেক্রপ আত্মকেন্দ্রিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বা হইতেছে ইহাতে দিন দিন মানবিকতা লোপের পথে। মানবিক-কস্মিৎ রোগক্রান্ত যে-সমাজ তাহাকে শুধু উদর-পূতির খোরাক দিলেই সমাজের মেরুদণ্ড সঞ্জীবিত হইতে পারে না—তাই সমাজকে দিতে হবে নীতিবোধ। আবার এই নীতিবোধ যেন জড়কেন্দ্রীক না হইয়া পরে তাহাও লক্ষিতব্যের বিষয়। কারণ জড়কেন্দ্রীক সমাজ কখনই নিত্য শাস্ত্রত কুণ্ঠাবিহীন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে না—নিত্য আনন্দ-পীযুষধারাও দান করিবার শক্তি পায় না। যে-সমাজ শুধু খাওয়া-পরা-আবাস নিয়াই ব্যস্ত সে সমাজ মনুষ্য সমাজ পদবাচ্য হইতে পারে না। কারণ খাওয়া-আবাসের প্রচেষ্টায় আরও অনেক সমাজ আছে—যারা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখিতে পারে নাই। মানব-সমাজ স্বরূপ-সম্বন্ধে ওয়াকিধহাল হইতে পারেন—তাই তাঁহারা প্রকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। এইরূপ বিচক্ষণ সমাজ গড়ে তোলার জন্যই ভগবদ্ভক্তগণ জগতে বিচরণ করেন। তাঁহারাই জগতের নিত্যকল্যাণকামী অনন্য অগ্রদূত।

শ্রীকুলনবাত্মার প্রাক্দিবস অর্থাৎ অধিবাস-দিবসে বিবিধ পত্র, পুষ্প, কদলীবৃক্ষ প্রভৃতিদ্বারা শ্রীমঠের তোরণ তথা শ্রীবিগ্রহের হিন্দোল-দোলা সুসজ্জিত করা হয়। উক্ত দিনের সন্ধ্যায় বিশেষ কীর্ত্তনাদি হইলে পরে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠমুখে শ্রীকুলনবাত্মা বলিতে কি বুঝায় এবং এই অনুষ্ঠান উদ্ঘাপন করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রাজ্ঞলভাষায় শোভ-মণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করেন।

উক্ত উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল এবং ঐ সভায় সমিতির সভাপতি-আচার্য্য মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিহামী শ্রীমদ্ভক্তিবদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিহামী

শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারজ, শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠরক্ষক, শ্রীপাদ বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ. ও শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী এবং আরও বিশিষ্ট বিশিষ্ট বক্তাগণ বিভিন্ন দিনের সভায় মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সম্পর্কে তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করিয়াছেন। তত্পরি যথাক্রমে শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র, শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা প্রভৃতি ছায়াচিত্রে প্রদর্শন ও সেই সেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাষণ হইয়াছিল। বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন বক্তাগণ প্রচুর হরিকথা কীর্ত্তন করায় উপস্থিত সজ্জনগণ পরম প্রীতিলভ করিয়াছেন। তত্পরি শ্রীশ্রীবলদেব-পূর্ণিমার পারণ ও উৎসব-সমাপ্তি উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত ও আগন্তুক জন সাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে

উক্ত মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিহামৌ শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত হরিজন মহারাজের বিশেষ উৎসাহে সেখানেও শ্রীশ্রীবলদেব-মহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীপুরীধামস্থ সমিতির অন্যতম শাখামঠ হইতে শ্রীপাদ যুক্লগোপাল ব্রহ্মচারী ও আরও কতিপয় সেবক আসিয়া এই মঠের উৎসবকে সঞ্জীবিত করেন। শ্রীল মহারাজ উড়িয়া ভাষায় প্রাঞ্জলভাবে হিন্দোল-লীলা সম্পর্কে উপস্থিত সজ্জনগণকে অবগত করান। এই উপলক্ষ্যে প্রত্যহ যথারীতি পাঠ, কীর্ত্তন এবং পাঠমুখে বক্তৃতা প্রভৃতি ও আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রী শ্রীবলদেব-পূর্ণিমার পারণ ও উৎসব-সমাপ্তি উপলক্ষ্যে ১ ঘণ্টাকেশ, ১৮ শ্রাবণ সূর্যোদয়ের পর হইতে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। নিমন্ত্রিত ও আগত উপস্থিত জনসাধারণকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

উক্ত উৎসব-সম্পাদনায় শ্রীপাদ সনৎকুমার ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃদ্বয়ের অক্লান্ত সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

বলা বাহুল্য সমিতির সমস্ত শাখামঠসমূহে এই অনুষ্ঠান যথারীতি উদ্ঘাপিত হয় এবং উৎসব সমাপ্তি-দিবসে আগন্তুক মাত্রকেই মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

—বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্না সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ।

অন্য ধর্ম সূত্রেপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার বতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

১৩৮ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ১৭ পদুনাভ, ৪৮৮ গোরাঙ্গ
শুক্রবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৮১ ; ইং ১৮১০।১৯৭৪ } ৮ম সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীষড়্গোঙ্গাম্যষ্টকম্

[শ্রীল-শ্রীনিবাসাচার্যপ্রভু-বিরচিতম্]

কৃষ্ণোৎকীর্তন-গান-নর্তনপরো প্রেমামৃতান্তোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ো প্রিয়করো নিম্মৎসরো পূজিতো ॥
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরো ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকো
বন্দে রূপ-সনাতনো রঘুযুগো শ্রীজীব-গোপালকো ॥১॥

আমি সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব এবং গোপাল ভট্ট-নামক ষড়্গোঙ্গামিদিগের বন্দনা করি, —যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্তন, গান এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলারসে নৃত্যপরায়ণ থাকিতেন, প্রেমামৃতের সমুদ্রস্বরূপ ছিলেন ; বিদ্বান্-অবিদ্বান্ জনগণের প্রিয় ছিলেন, এবং প্রত্যেকের প্রিয়কার্য্য করিতেন, যাঁহারা মাৎস্যরহিত সর্বলোক পূজিত ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অতিশয় কৃপাপাত্র ছিলেন এবং ভূতলে ভক্তিরস-বিস্তারপূর্বক পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন ॥১॥

নানাশাস্ত্র-বিচারনৈক-নিপুণো সদ্ধর্ম-সংস্থাপকো

লোকানাং হিতকারিণো ত্রিভুবনে মাংস্তো শরণ্যাকরো ।

রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকো

বন্দে রূপ-সনাতনো রঘুযুগো শ্রীজীব-গোপালকো ॥২॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্-গোষ্ঠামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাহারা বহুবিধ শাস্ত্রের গুঢ় তাৎপর্য্য বিচার করিতে সুনিপুণ ছিলেন, শুদ্ধভক্তিরূপ পরমধর্মের সংস্থাপক, সর্বজনের মঙ্গলসাধক পরমহিতৈষী, ত্রিভুবনে বন্দ্যমান, শরণাগতবৎসল এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চরণারবিন্দের ভজনরূপ আনন্দরসে মত্ত মধুকরম্বরূপ ॥২॥

শ্রীগৌরঙ্গ-গুণানুবর্ণনবিধো শ্রদ্ধাসমৃদ্ধ্যবিতো

পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনো তনুভূতাং গোবিন্দগানামৃতৈঃ ।

আনন্দানুধি-বর্দ্ধনৈকনিপুণো কৈবল্য-নিস্তারকো

বন্দে রূপ-সনাতনো রঘুযুগো শ্রীজীব-গোপালকো ॥৩॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্-গোষ্ঠামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাহারা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের বিবিধ গুণানুবর্ণনে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণগানরূপ অমৃতবৃষ্টিদ্বারা প্রাণীমাত্রের পাপ-তাপ দূর করিয়াছিলেন, প্রতি পদে পদে আনন্দানুধি-বর্দ্ধন করিতে করিতে জগন্মঙ্গলবিধান করিয়াছিলেন এবং ভক্তিরস-সিঞ্চন করিয়া নির্বাণমুক্তি হইতে উদ্ধারপরায়ণ ছিলেন ॥৩॥

ত্যাক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ

ভূত্বা দীনগণেশকো করুণয়া কোপীন-কন্থাশ্রিতো ।

গোপীভাব-রসামৃতাক্ষি-লহরী-কল্লোল-মগ্নো মুহু-

বন্দে রূপ-সনাতনো রঘুযুগো শ্রীজীব-গোপালকো ॥৪॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্-গোষ্ঠামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাহারা সমস্ত মণ্ডলাধিপতিকে লোকোত্তর বৈরাগ্যের দ্বারা অতি তুচ্ছজ্ঞানে চিরতরে ত্যাগ করিয়া রূপাপূর্ব্বক দীনভাব ধারণ করতঃ কোপীন-কন্থাশ্রিত হইয়া হার্দ ও মধুরিমাযুক্ত গোপীভাবরূপ রসামৃত-সমুদ্রের আনন্দতরঙ্গ-কল্লোলে নিবিড়ভাবে মগ্ন থাকিতেন ॥৪॥

কূজৎ-কোকিল-হংস-সারস-গণাকীর্ণে ময়ুরাকুলে

নানারত্ন-নিবন্ধ-মূলবিটপ-শ্রীযুক্ত-বৃন্দাবনে ।

রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতো জীবার্থদো যৌ মুদা

বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৫॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্-গোষামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাহারা কলরব-মুখরিত কোকিল-হংস-সারসাদি-পক্ষিশ্রেণীদ্বারা পরিবৃত হইয়া ময়ূরের কেকারবে আকুল ও বহুরত্ন-নিবন্ধমূল বৃক্ষরাজিদ্বারা শোভিত শ্রীবৃন্দাবনে দিবারাত্রি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করিতেন এবং জীবমাত্রের আনন্দপ্রদানকারী ভক্তিরূপ পরম পুরুষার্থ-প্রদাতা ছিলেন ॥৫॥

সংখ্যাপূর্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ

নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ ।

রাধাকৃষ্ণ-গুণ-স্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ

বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৬॥

আমি সেই রূপ-সনাতনাদি ষড়্-গোষামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাহারা সংখ্যাপূর্বক নাম-জপাদি, নামসঙ্কীর্ণন এবং প্রণামাদিদ্বারা সময় অতিবাহিত করিতেন ; যাহারা নিদ্রা-আহার-বিহারাদিতে বিজিত হইয়াছিলেন এবং যাহারা নিজদিগকে সুদৈন্যবশতঃ অত্যন্ত দীন-হীন মনে করিতেন ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগুণ-স্মৃতিদ্বারা প্রাপ্ত মাধুর্য্যময় আনন্দে বিমুগ্ধ হইয়া থাকিতেন ॥৬॥

রাধাকুণ্ডতটে কলিন্দ-তনয়া-তীরে চ বংশীবটে

প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষ-দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা ।

গায়ন্তৌ চ কদা হরেণ্ডণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা

বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৭॥

আমি সেই রূপ-সনাতনাদি ষড়্-গোষামিদিগের চরণ বন্দনা করিতেছি, যাহারা প্রেমোন্মাদের দ্বারা বশীভূত হইয়া, বিরহোথ সমস্ত দশাদি-গ্রস্ত হইয়া, প্রমত্তের ন্যায় কখনও কখনও রাধাকুণ্ডের তটে, কখনও যমুনার তটে, কখনও বা বংশীবটে সর্বদাই ভ্রমণ করিতেন এবং শ্রীহরির শ্রেষ্ঠ গুণগাথা হর্ষভরে গান করিতে করিতে ভাব-বিভোর হইয়া থাকিতেন ॥৭॥

হে রাধে ব্রজদেবিকে ! চ ললিতে হে নন্দসুনো ! কুতঃ

শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপতলে কালিন্দীবনে কুতঃ ।

যোষন্তাবিতি সর্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলো

বন্দে রূপ-সনাতনো রঘুযুগো শ্রীজীব-গোপালকো ॥৮॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্-গোস্থামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাহারা “হে ব্রজের পূজনীয়ে দেবি ! রাধিকে ! আপনি কোথায় ? হে ললিতে, আপনি কোথায় ? হে ব্রজরাজকুমার, আপনি কোথায় ? শ্রীগোবর্দ্ধনের কল্পরক্ষতলে অথবা কালিন্দীর কমনীয় কূলে অবস্থিত বন-সমূহে ভ্রমণ করিতেছেন কি ?” —এইপ্রকার আত্ননাদসহকারে বিরহ-পীড়ায় মহাবিহ্বল হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেন ॥৮॥

উত্তমা ভক্তি

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমদ্বাহাপ্রভুর মনোহরীষ্টসংস্থাপকবর তদীয় প্রিয়-স্বরূপ শ্রীশ্রীলরূপগোস্থামিপ্রভু উত্তমা ভক্তির লক্ষণ বলিতে গিয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

“অন্যাভিলাষিতানু্যং জ্ঞানকর্মাচনাবৃতম্ ।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥”

এই শ্লোকটি শ্রীরূপানুগগণের আনুগত্যে পর্যালোচনা করিলে সাধকের “ভক্তি” সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভূতি নিশ্চয়ই লাভ হইবে । “সম্বন্ধি” তত্ত্ব-বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” বাক্যটি যেরূপ পরিভাষা বাক্যরূপে গৃহীত হইয়াছে, সেইরূপ অভিধেয়তত্ত্ব বিচারে এই শ্লোকটিও পরিভাষারূপে গ্রহণীয় । “সাঁ চানিয়মে নিয়মকারিণী”—ইহাই পরিভাষা অর্থাৎ বহুপ্রকার বিধিবাক্যের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত বাক্যকে উপমর্দন করিয়া যে বাক্যকে সর্বপ্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহাই পরিভাষা । ভক্তির সম্বন্ধে কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, কৰ্ম্মার্পণকারী, বিষয়ী, বিভিন্নমতাবলম্বী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুগামী—সকলের সকল প্রকার ধারণা, জ্ঞান ও অনুভূতিকে উপমর্দন করিয়া অর্থাৎ তত্তদনুভূতিকে খণ্ডিত, দোষদুষ্ট অথবা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করিয়া ভক্তির নিষ্কৃষ্ট লক্ষণরূপে এই শ্লোকটি উক্ত হইয়াছে ।

জ্ঞান ও কর্মদ্বারা অনাবৃত, অন্যাভিলাষিতাশূন্য অনুকূলভাবে যে কৃষ্ণ-
নুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। “আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনম্”—ইহাতে
ভক্তির স্বরূপলক্ষণ, “অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাঘনাবৃতম্”—ইহাতে ভক্তির
তটস্থ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে ক্রিয়াপদের ব্যবহার না থাকিলেও
“অনুশীলন” এই পদের দ্বারা ধাত্বর্থ উক্ত হইয়াছে। অনুপূর্বক শীল্ ধাতু
হইতে অনুশীলন শব্দ উৎপন্ন। চূরাদিগণীয় শীল্ ধাতুর অর্থ অভ্যাস, ইহা
প্রত্যাত্মক, আর ভাদিগণীয় শীল্ ধাতুর অর্থ সমাধি, ইহা নিরত্যাত্মক।
ভক্তি চেষ্টারূপা ও ভাবনারূপা। শীল্ ধাতুর প্রয়োগে উভয়বিধা ভক্তির
সূচনাই করা হইয়াছে। কৃষ্ণার্থে কার্যিক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টারূপা
ভক্তির আবার প্রবৃত্তিরূপা ও নিবৃত্তিরূপাভেদে প্রত্যেকটি দ্বিবিধ। ভক্তির
স্বরূপাকার যে প্রধান নয়টি অঙ্গ, তাহার কার্যিক-বাচিক-মানসিকানুশীলনই
প্রত্যাত্মক-চেষ্টারূপা আর সেবা-নামাপরাধাদি বর্জন প্রভৃতি নিরত্যাত্মক-
চেষ্টারূপা।

অনু উপসর্গ ‘পশ্চাৎ,’ ‘সহ’, পুনঃ পুনঃ, নৈরন্তর্য্য প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত
হইয়া থাকে। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে কৃষ্ণ প্রবচনীয়
(কর্মপ্রবচনীয়) লক্ষণে ‘অনু’ উপসর্গের প্রয়োগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

লক্ষণবীপ্সেখভূতেষুভিভাগে পরিপ্রতী।

‘অনু’রেষু সহার্থে চ হীনে তূপশ্চ কথ্যতে ॥

এখানে শীল্ ধাতুর পূর্বে ‘অনু’ উপসর্গটি ‘নৈরন্তর্য্য’ অর্থেও ব্যবহৃত
হইয়াছে। অর্থাৎ সেই অনুশীলন অন্তর রহিত—বাধা রহিত। এই অনুশীলন
কৃষ্ণার্থেই করিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে চেষ্টারূপা ও ভাবনারূপা উভয়বিধ
অনুশীলনই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তিই ভক্তি। যাহার উদ্দেশ্যে
অনুশীলন করিতে হইবে, তাঁহার সেই অনুশীলন রুচিকর বা সুখকর হওয়া
চাই। সুতরাং কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি—এই পর্য্যন্ত ভক্তির লক্ষণ পাওয়া গেল।
কিন্তু তাহাতেও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যে লক্ষণে অব্যাপ্তি,
অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষ থাকিবে না তাহাই নিষ্কলুষ লক্ষণ। কৃষ্ণানুশীলন
বা কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার নামই ভক্তি, ইহা বলিলে চানুর-মুষ্টি প্রভৃতি
কৃষ্ণবিরোধী অসুরগণও ভক্ত, ইহা প্রমাণিত হইয়া যায়। তাহাতে লক্ষণে
অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। কারণ কৃষ্ণ যখন কংসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে
ছিলেন, তখন চানুর মুষ্টিকের মল্ল-ক্রীড়ার জন্য আহ্বান শ্রবণ করিয়া তাঁহার
বীর-রসের উদয় হইয়াছিল। কোন বীরের অঙ্গে অন্য বীর আঘাত দিলে

তাহাতে আহত বীরের সুখ হয়। চানুর-মুষ্টি কখন কৃষ্ণের অঙ্গে মুষ্টিপ্রহার করিয়াছিল, তখন কৃষ্ণের বীররসানুভব-জনিত সুখ হইয়াছিল। সুতরাং চানুর-মুষ্টি কৃষ্ণভক্ত। কিন্তু তাহা বলা যায় না। কারণ তাহারা কৃষ্ণকে মারিবার জন্যই তাঁহার অঙ্গে আঘাত করিয়াছিল, কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে করে নাই; আবার কৃষ্ণকে সুখী করার নামই ভক্তি—এই কথা বলিলে কোন প্রকারে কৃষ্ণকে দুঃখ দেওয়া অভক্তি এবং তদ্রূপ দুঃখপ্রদানকারী কৃষ্ণের অভক্ত ইহা প্রমাণিত হয়। কারণ একদা মা যশোদা স্তন্যপানরত কৃষ্ণকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রোড় হইতে নামাইয়া চুল্লীর উপর স্থাপিত দুগ্ধ রক্ষা করিবার জন্য দৌড়াইয়া গেলেন। কৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হইয়া কম্পমান অধর দংশন করিতে করিতে দধিভাণ্ডটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং স্তন্যপানে অতৃপ্ততাহেতু কাঁদিতে লাগিলেন। মা যশোদার স্তন্যপান না করাইয়া দুগ্ধরক্ষার জন্য গমনরূপ অনুশীলন বা কার্য্যটি কৃষ্ণের আদৌ রুচিকর—সুখজনক হয় নাই। সুতরাং এখানে ভক্তির ‘কৃষ্ণানুশীলনম্’ এই লক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটে। কারণ যিনি বিশুদ্ধ বাৎসল্যজাতীয় প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাহার সমগ্র চেষ্টাই কৃষ্ণের জন্য হইয়া থাকে, সেই মা যশোদার—“আমার স্তন্য পান করিয়া কৃষ্ণ রক্ষা পাইবে না, চুল্লীর উপর ঐ দুগ্ধ কৃষ্ণের জীবনস্বরূপ (মা যশোদা রাজরাণী হইয়াও—বহু দাসদাসী-পরিবেষ্টিতা হইয়াও কৃষ্ণের জন্য সুলক্ষণযুক্তা গাভীর দুগ্ধ স্বয়ং দোহন করিতেন এবং ঐ দুগ্ধ নিজে জ্বাল দিয়া কৃষ্ণের জন্য প্রস্তুত করিতেন, তাহা হইতে নিজেই মাখন প্রস্তুত করিতেন), সুতরাং সাময়িকভাবে কৃষ্ণকে দুঃখ দিয়াও তাহারই জন্য দুগ্ধ রক্ষা করিতে হইবে”—ইত্যাদি চিন্তাজনিত যে প্রেমভক্তিবিশেষময় অনুশীলন, তাহা কখনও “অভক্তি” হইতে পারে না। লক্ষণে এই উভয়বিধ দোষ পরিহারের জন্য “আনুকূল্যেন” এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। “আনুকূল্যেন”—এখানে বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি। যিনি কৃষ্ণানুশীলন করিবেন, তিনি প্রথমেই অনুকূল হইবেন অর্থাৎ ‘কৃষ্ণকে সুখ দিব’—এইরূপ ইচ্ছাবিশিষ্ট হইবেন। তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ প্রতিকূলতানু্য হইবে। আপাততঃ অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সেরূপ অনুশীলন যদি বাস্তবিকপক্ষে প্রতিকূলতানু্য না হয়—নিজসুখ-বাঞ্ছা ব্যতীত যদি নিজের কোন সুখানুসন্ধান থাকে, সেরূপ অনুশীলন অভীষ্ট-দেবের সাময়িক সুখকর হইলেও তদ্রূপ অনুশীলনকারী ভক্তির ফল যে প্রেম, তাহা লাভ করিতে পারিবেন

না। তিনি নিজের বানসানুরূপ ফলই লাভ করিবেন। জগদগুরু পরমা-
 রাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেবকে বহু ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে ও অর্থাদির দ্বারা
 তাঁহার মনোহভীষ্ট পূরণের সহায়তা করিয়াছেন, শ্রীল গুরুদেবও তাহাদের
 সেই অনুশীলন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু বহুবর্ষ ঐরূপ সেবা করিয়াও
 অধুনা কাহারও গুরুত্যাগ করা প্রবৃত্তি, কাহারও বা গুরুভোগ করার প্রবৃত্তি
 অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের নিরন্তর ভজনময় ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ না করিয়া কেবল
 তাঁহার বাহ্য-ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া গুরু সাজিবার ধৃষ্টতা দেখা যাইতেছে—
 ভক্তির আবির্ভাবের প্রথম স্তরটীও তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে না।
 ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহারা “শ্রীল গুরুদেব আমার
 সেবা অঙ্গীকার করিয়া সুখী হইবেন, তাঁহার সুখ-সম্পাদনই আমার একমাত্র
 জীবাত্ম” এইরূপ ইচ্ছা লইয়া শ্রীগুরুদেবের সেবা করে নাই, কিন্তু তাঁহার
 একমাত্র সুখকামনা ব্যতীত অন্য কামনা লইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে।
 ফলে সাধুসেবার মুখ্য ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজ নিজ অভীষ্ট বস্তু লাভ
 করিয়াছে। কারণ উদ্দেশ্য সাধু হইলে ভক্তির আবির্ভাবের ফলে চিত্তে
 শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসমূহ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে, ভক্তিবিরোধী কামনাবাসনা
 ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

এখন “আনুকূল্য” এই বিশেষণকেই ভক্তি বলা যাইতে পারে না, কারণ
 “অনুশীলনম্” এই বিশেষ্য পদপ্রয়োগ যে নিরর্থক নহে তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত
 হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতান্ব্য না হয়, তবে
 তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে না। আবার অরুচিকর প্রবৃত্তি যদি প্রতিকূলতান্ব্য
 হয়, তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে। সুতরাং কেবল রুচিকর অনুশীলনই
 ভক্তি নহে, পরন্তু প্রতিকূলতান্ব্য কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। আবার অনুশীলন
 শব্দের চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অর্থকে প্রকাশ না করিয়া কেবল প্রতিকূলতার
 অভাবও ভক্তি হইবে না। কারণ ঘটাদি জড় অচেতন বস্তুতেও প্রতিকূলশূন্যতা
 আছে, কিন্তু তাহা অচেতন হওয়াতে তাহাতে চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অনুশীলন
 নাই। সুতরাং “আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্” ইহাই ভক্তির চরম স্বরূপলক্ষণ।
 “তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং স্বরূপলক্ষণম্।” অর্থাৎ যাহা বস্তু হইতে অভিন্ন
 থাকিয়া বস্তুকে বুঝাইয়া দেয়, তাহা স্বরূপলক্ষণ; যেমন আনুকূল্যেন কৃষ্ণানু-
 শীলনম্—এখানে আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনরূপ অসাধারণ ধর্ম কৃষ্ণ-
 ভক্তি হইতে অভিন্ন থাকিয়া কৃষ্ণভক্তিকে বুঝাইতেছে, এজন্য ইহা
 “স্বরূপ-লক্ষণ”।

এখন তটস্থ-লক্ষণ দুইটির বিচার হইতেছে। “তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং তটস্থ লক্ষণম্।” অর্থাৎ যাহা বস্তু হইতে ভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝায়, তাহাই তটস্থ-লক্ষণ। “অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাচ্যনার্থতম্”—এই অংশে অন্যভিলাষিতা ও জ্ঞানকর্মাচ্যাদি উত্তমা ভক্তি হইতে ভিন্ন বস্তু হইয়া উত্তমা ভক্তিকে লক্ষ্য করাইতেছে। এজন্য ইহা তটস্থ-লক্ষণ। অন্যভিলাষিতা অর্থাৎ ভক্তিভিন্ন স্বর্গসুখ বা দেহসুখ প্রভৃতি অন্য কোনও অভিলাষ না রাখিয়া নিরন্তর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানতৎপর হইতে হইবে। অন্যভিলাষশূন্য না বলিয়া অন্যভিলাষিতাশূন্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কোনও কোনও ভক্তের প্রার্থনার মধ্যে অন্যভিলাষের আকার দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অন্যভিলাষ পোষণ করার চিন্তা নাই অর্থাৎ অন্যভিলাষ নাই। যেমন শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ রাজ-চক্রবর্তী হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাজসূয় যজ্ঞ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজচক্রবর্তী হওয়ার অভিলাষটি অন্যভিলাষের আকারমাত্র, বস্তুতঃ ঐ অভিলাষের মধ্যে অন্যভিলাষিতা নাই। কারণ তিনি কৃষ্ণের মত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। নিজে বড় হওয়ার জন্য রাজচক্রবর্তিত্ব আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। অন্যভিলাষ শব্দের উত্তর শীলার্থে গিন্ প্রত্যয় করিয়া অন্যভিলাষিতা। অন্যভিলাষ পোষণ করার স্বভাব বা প্রবৃত্তিই অন্যভিলাষিতা। আরও কোনও শুদ্ধভক্ত অকস্মাৎ কোনও বিপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, তাহাও বাহিরে অন্যভিলাষের মত দেখা গেলেও তাহাতে তাঁহার ভক্তির কোন ব্যাঘাত হয় না।

জ্ঞানকর্মাচ্যনার্থতম্—জ্ঞান ও কর্ম আৱত করে না, একরূপ যে আনুকূল্য-বিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। ‘জ্ঞান’ বলিতে নির্ভেদব্রহ্মানু-সন্ধান, ‘কর্ম’ বলিতে স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম এবং ‘আদি’ পদে ফল্গুবৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অভ্যাসযোগাদি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ এগুলি সাধকের ভক্তিকে আবরণ করে ও ইহাতে ভগবৎসুখতাৎপর্য্য আদৌ নাই। ঐ সকল অনুষ্ঠানে সাধকের কিছু বিভূতি প্রভৃতি লাভ হয় এবং সেই বিভূতি ভগবৎসুখানুসন্ধান স্পৃহার একান্ত পরিপন্থী। এই সব কারণে ভক্তিকে আৱত করে এমন জ্ঞান বা কর্মানুষ্ঠান নিষেধ করিয়াছেন, তজ্জন্য ‘জ্ঞানকর্মাচ্যনার্থতম্’ বলিয়াছেন, “জ্ঞান-কর্মাচ্যাদিশূন্য” শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কারণ ভক্তিতে ভজনীয়রূপে অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞান ও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি ভক্তির অন্তর্গত বিশুদ্ধজ্ঞান এবং শ্রীমন্দিরমার্জ্জন-ভোগ-

রক্তনাদি ভগবৎপরিচর্যা কন্মের আকার নবধা ভক্তির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কন্ম নহে। জ্ঞান-কন্মাদিশূন্য বলিলে বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান ও ভগবৎপরিচর্যাাদিও নিষিদ্ধ হইয়া যাইত। এই জ্ঞান ও কন্ম ভক্তির আবরণ নহে বরং ভক্তির একান্ত অপরিহার্য্য পরিপোষক।

কৃষ্ণানুশীলন বলিতে কৃষ্ণ ও রাম-নৃসিংহাদি তদীয় অবতার সকলের অনুশীলন বুঝিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণানুশীলন বলিতে যদি সকল অবতারের অনুশীলন বুঝায়, তাহা হইলে গোড়ীয়গণের মূলগুরু-পাদপদ্ম শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভুকৃত উত্তমা ভক্তির এই চরম নিষ্কণ্ট লক্ষণে গোড়ীয়গণের চরম ভজনের উত্তমা ভক্তির পরাকাষ্ঠার ইঙ্গিত থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। তাই শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভুর একান্ত মর্ম্মী অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ শ্রীল কবিরাজগোস্বামীপ্রভু উক্ত শ্লোকের নিজকৃত অম্ববাদ ‘আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন’ এই বাক্যে “সর্ব্বেন্দ্রিয়ে” পদটির দ্বারা ভক্তির সর্ব্বোত্তম অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন একমাত্র মধুররসে ব্রজগোপী-গণের পক্ষেই সম্ভব। বাৎসল্য রসেও সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনের সর্ব্বোত্তমতা সম্ভব নয়।

শ্রবণ-কীৰ্ত্তন-স্মরণাদি এই উত্তমা ভক্তির আকার। এই সাধনভক্তি একমাত্র ভগবৎসুখানুসন্ধানতৎপর হইয়া যাজন করিলে সাধক অনায়াসে শীঘ্র সাধনের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারেন এবং প্রেমপ্রাপ্তির পর উত্তরোত্তর প্রেমের পরবর্ত্তী অবস্থা লাভ করিতে পারেন। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ভক্তিযোগো ভগবতি তন্মামগ্রহণাদিভিঃ।

এখানে “ভক্তিযোগো” বলিলেই হয়। “ভগবতি” বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নামগ্রহণ-স্মরণাদি ভক্তির যে সব আকার সেইগুলি যখন একমাত্র ভগবৎসুখের জন্য হয়, তখনই তাহা “ভক্তিযোগ” আখ্যাপ্রাপ্ত হয় এবং এই ভক্তিযোগই প্রেম দিতে সমর্থ হয়। ভগবৎসুখবিধান ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে নাম-গ্রহণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইলেও তাহাকে ভক্তিযোগ বলা যাইবে না এবং তাহার ফলে প্রেম লাভ হইবে না।

—ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

বিশ্বে গোলোকদর্শনাদি-প্রসঙ্গ

(কলিকাতা ১ নং উল্টাডিল্লি জংশন রোডস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে ১৩৩২
বঙ্গাব্দে ৫ই আশ্বিন তারিখে কীর্তিত)

“ত্বয়োযুক্তশ্রগ্গন্ধবাসোহলঙ্কারচচ্চিতাঃ ।

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥”

আপনারা এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করুন । এই জগতের যাবতীয় বস্তুই কৃষ্ণ-সেবার সামগ্রী । যেদিন আপনারা দ্বিতীয়াভিনিবেশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন, বাসু-দেবময় জগৎ দর্শন করিতে পারিবেন, সেইদিন আপনাদের এই বিশ্বস্বরূপেই গোলোক দর্শন হইবে । আপনারা সমগ্র নারীজাতিকেই কৃষ্ণকান্তারূপে দর্শন করুন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করুন, তাঁহাদের উপর কোন প্রকার ভোগবুদ্ধি করিবেন না । তাঁহারা কৃষ্ণভোগ্যা, জীবের কখনও ভোগ্যা নহেন । আপনারা পিতামাতাকে নিজের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীরূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণের পিতৃমাতৃরূপে দর্শন করুন, আপনার পুত্রকে নিজ-ইন্দ্রিয়তর্পণের সামগ্রী না ভাবিয়া শ্রীবালগোপালের সেবকের গণরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা করুন, কদম্ব দর্শন করুন, যমুনা ও যামুন-সৈকত দর্শন করুন, চন্দ্রিকা দর্শন করুন, আপনাদের বিশ্বানুভূতি থাকিবে না, গোলোক-দর্শন হইবে, গৃহে গোলোকের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে, তখন আর মায়িক গৃহবুদ্ধি থাকিবে না, গৃহব্রত ধর্ম্মের হাত হইতে ছুটি পাইবেন ।

* * * * *

আদর্শ বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্নী

আমাদের বহুস্থানে মঠ হইতেছে এবং তাহাতে বহু সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারিগণ বাস করিয়া সদাচার শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইতেছেন ; কিন্তু মাতৃগণের হরিভক্তনের সুযোগ প্রদানের জন্যও আমরা বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছি । অবশ্য যাহারা গৃহে থাকিয়া হরিভক্তনের সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিতে পারেন, সেইসকল মাতৃগণের পৃথক আবাসের দরকার নাই । কিন্তু আমরা অনেক সময় তাঁহাদের অনেকের অসংসঙ্গ জনিত হরিভক্তনের বাধাতের কথা শুনিতে পাই । তাঁহাদের জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর

গৃহের নিকট শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্নী নির্মাণের চেষ্টা করিলে তাঁহারা সেই স্থানে পৃথক্ পৃথক্ভাবে অবস্থান করিয়া যদি হরিভজন করেন, তবে তাঁহাদেরও মঙ্গল হইতে পারে। তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর গণ, সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহে থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করাই তাঁহাদের পক্ষে সমীচীন। সেখানে কোনপ্রকার অন্য লোকের সংস্রব থাকিবে না, কেবল কয়েকজন ঈশান (যেমন বৃদ্ধ ঈশান শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার পর শচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন) দূরে থাকিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। মাতৃগণ পরস্পর কলহাদি না করিয়া যদি হরিভজন করিবার জন্য অবস্থান করেন, প্রত্যহ শ্রীগ্রন্থপাঠ, পরস্পর সদালোচনা, প্রজন্মাদি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তিবিশয়ক ইচ্ছাগোষ্ঠি, সর্বতোভাবে বিলাসাদি বর্জন, কেবলমাত্র হরিভজন করিবার জন্য জীবনধারণার্থ মহাপ্রসাদ সন্মান, আদর্শ জীবন যাপন, নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্বতোভাবে তাঁহার সেবা করিয়া কালযাপন করেন, তাহা হইলে এইরূপ একটি আদর্শ বিষ্ণুপ্রিয়া-খর্বট হওয়া আবশ্যক। কুলিয়া সহরে যে-প্রকার ধর্মের আধরণে ঘৃণা ব্যাভিচার চলিতেছে, মাতৃগণকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণ ধর্মের মুখোদ দিয়া হরিভজন দূরে থাকুক, সামান্য নীতি বিগর্হিত কার্যে পরিচালিত করিতেছেন, তাহা নিতান্ত শোচ্য। একটু নীতিপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই এইজন্য কুলিয়া সহরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন।

* * * * *

শ্রীচৈতন্যের বাণী সেবার প্রভাব

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরম পরিপূর্ণ চেতন বস্তু। যিনি এই চৈতন্যচন্দ্রকে ভজনা না করিবেন, তাঁহার উপদেশ যাহার কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট না হইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু। বর্তমান সমাজ শ্রীচৈতন্যের চেতন বাণী শ্রবণ না করাতে বহু বাহ্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের দয়া যিনি বিচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিরন্তর চৈতন্য-চরণ-কমল-সেবা ব্যতীত অন্য কোনও অভিলাষ মুহূর্তের জন্তও হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

“চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।

বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥”

*

*

*

*

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা-কথা যে পরিমাণে ঠাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লুপ্ত হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চৈতন্য বিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোল কলা বিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু, সুতরাং তাঁহার চৈতন্যময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোল আনা তাঁহার পাদপদ্ম আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত জীব দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র, কায়মনোবাক্য যথাসর্বস্বদ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্ত হইয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ষোল আনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই জানিতে হইবে।

“যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ

সর্বান্ননাশ্রিপদো যদি নির্ব্যালৌকম্।

তে দ্বস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং

নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শৃঙ্গালভক্ষ্যো ॥”

শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ আশ্রয় ব্যতীত

শ্রীগৌরান্দের কৃপালাভ অসম্ভব

নিত্যানন্দের পদকমল আশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ হয় না। নিত্যানন্দের পদাশ্রয় হইলে জীবের বিবর্তবুদ্ধি দূর হয়। তখন জীব আর অসত্যকে সত্য বলিয়া বহুমানন করে না। (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন) —

“নিতাই-পদ কমল,

কোটিচন্দ্র-সুশীতল,

যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।

হেন নিতাই বিনে ভাই,

রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,

দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় ॥

সে-সম্বন্ধ নাহি যা'র,

বৃথা জন্ম গেল তা'র,

সেই পশু বড় দুরাচার।

* * * * *

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার ।

নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥”

অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্তিত হন না । অপরাধময় কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ আমাদিগকে কোটিজন্ম কীর্তন করিলেও কৃষ্ণপদে প্রেম দান করে না । কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই । অনর্থ-যুক্তাবস্থায় জীব যদি নিষ্কপট ভগবদ্বুদ্ধিতে গৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অনর্থ দূরীভূত হয় । কিন্তু যদি গৌর-নিত্যানন্দে ভোগ-বুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ ‘গৌর-নিত্যানন্দ আমার উদরভরণ, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ বা আমার মনোধর্মের হাঁচে গড়া আমার ইন্দ্রিয়ভোগ্য কোন বস্তু’ এই জ্ঞানে মুখে “গৌর গৌর” করি, তাহা হইলে আমাদের গৌর-নাম-কীর্তন হইবে না, ভোগের ইন্ধনস্বরূপ মায়ার নাম কীর্তন হইবে মাত্র । ‘গৌর’ নাম কীর্তিত হইলেই নাম হইতে প্রেমের উদয় হইবে, সর্ব অনর্থ দূরীভূত হইয়া যাইবে । কলিকাতা হইতে হাওড়া দুই মাইল পশ্চিমে । কেহ যদি দুই মাইল পূর্বদিকে হাঁটিয়া আসিয়া বলেন যে, যখন আমি কলিকাতা হইতে দুই মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন নিশ্চয়ই হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি । সেই ব্যক্তির এইরূপ কল্পনা করিবার অধিকার আছে । কিন্তু তাহার কল্পিত হাওড়ায় আসিয়া সে ব্যক্তি ট্রেন ধরিতে পারিবে না । সুতরাং তাহার গন্তব্যস্থানে যাওয়াও হইবে না । একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, বরিশালে এক সম্প্রদায় এক সময়ে ‘প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ, প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ’ বলিতে বলিতে ডাঙাতি করিয়াছিল । ঐরূপ ডাকাতির দলের গৌর-নিত্যানন্দ-নামাক্ষর গৌরনিত্যানন্দের নাম নহে ।

* * * * *

শ্রীগৌরতত্ত্ব

বাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের মঙ্গলাচরণে যে শ্রীমদ্রূপায় প্রণাম করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

“নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ ।

সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥”

শ্রীগৌরসুন্দর ত্রিকাল সত্যবস্তু । অক্ষয় দ্রষ্টা, যে প্রকার গৌরসুন্দরকে মর্ত্য জীবের ন্যায় কোন এক সময়ে প্রকট এবং কিছুকাল পরে অপ্রকট দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ‘মহাপুরুষ’ বা কিছুকালের জন্য উদিত একটি ‘ধর্ম-প্রচারক’ মাত্র মনে করেন এবং তাঁহার ধর্মপ্রচারের তাৎকালিক উপযোগিতা প্রভৃতি কল্পনা করিয়া তাঁহার সর্ব-শ্রেষ্ঠতা-দান এবং নিত্যচরমপ্রয়োজনলাভ হইতে বঞ্চিত হন, শ্রীগৌরসুন্দর সেইরূপ বস্তু নহেন । তিনি ত্রিকাল সত্য বাস্তব বস্তু । তিনি শ্রীগঙ্গনাথমিশ্রের নন্দন অর্থাৎ আনন্দবর্দ্ধক । জগন্নাথ মিশ্র পিতৃরূপে তাঁহার সেবক । তিনি বিষ্ণুপর-তত্ত্ব ; আর কেহ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় নহেন, পিতামাতা গুরুবর্গও গুরুরূপে সেই অসমোদ্ধ পরতত্ত্বেরই সেবক (চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ)—

পিতা-মাতা-গুরু সখা-ভাবে কেনে নয় ।

কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব দাস্যভাব সে করয় ॥

প্রভুবংশের তথ্য

সেই গৌরসুন্দর ভূত্যবর্গের সহিত, নিজ পাল্যবর্গের সহিত এবং শক্তিবর্গের সহিত অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বরূপে নিত্য বিরাজিত । তিনি নিত্যবস্তু, ত্রিকাল-সত্যবস্তু, সুতরাং তাঁহার ভূত্যবর্গ, পাল্যবর্গ ও শক্তিবর্গও নিত্য । ‘ভূত্য’-শব্দের দ্বারা তাঁহার সেবকগণকে বুঝাইতেছে । আর যাহারা তাঁহার সেবার দ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ পাল্যবর্গ-মধ্যে গণিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার পুত্র । “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ”—শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পাল্যবর্গের পিতা । তিনি তাঁহার পাল্যবর্গের বিশুদ্ধাচিত্তে উদিত হইয়া শ্রীনামপ্রেম প্রচার করিতেছেন । ইহারাই তাঁহার পুত্র । ইহারাই শ্রীগৌরান্দের নিজ বংশ । শ্রীভগবানের এই অচ্যুত-গোত্রীয় বংশগণই জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-প্রেম-প্রচার-ধারা রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন । আর যাহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিয়া চ্যুত গোত্রের পরিচয়ে নিত্যানন্দাদ্বৈতকুলের কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ হইয়া জগতের মহা অমঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাঁহারা ‘নিত্যানন্দাদ্বৈতের বংশ’ বলিয়া যাহা হয়, তাহা নহেন । যাহারা গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতের অন্তরঙ্গ সেবাধিকার লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহাদের মনোহরী প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা শ্রীমন্নহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের পাল্য অর্থাৎ পুত্র । শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাঁহাদের নির্মল আত্মায় উদিত হইয়া সুকৃতিমান্ জীবগণের নিকট জগতে বিস্তার লাভ করিতেছেন ।

পুত্র পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া ‘পুত্র’ নামে সংজ্ঞিত হন। যে-পুত্র হরিভজন না করিয়া ইতর কার্যে ব্যস্ত, সে ‘পুত্র’ নামের কলঙ্ক। পিতারও সেই কুলাঙ্গার পুত্রকে পুত্রত্বে স্বীকার বা গ্রহণ করিলে পুন্নামক-নরক হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে না। তাঁহার পুত্রোৎপাদন-কার্য্যটি জীবহিংসাপূর্ণ একটি পাপ-কার্য্য মাত্র হইয়া পড়ে। আর যে পুত্র হরিভজন করেন এবং যে-পিতা পুত্রকে হরিভজনে নিয়োগ করেন, সেই পুত্রের পিতার পুত্রোৎপাদনরূপ কার্য্যটিও হরিভজনের অনুকূল ও অন্তর্গত হয়। বৈষ্ণব-পুত্রে ও অবৈষ্ণব পুত্রে, বৈষ্ণব পিতায় ও অবৈষ্ণব পিতায় এই ভেদ।

শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। বৈধ-বিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার কলত্র আর প্রকৃত প্রস্তাবে ভজন-বিচারে, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীনরহরি ঠাকুর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার উজ্জ্বল মধুর রসাস্রিত ত্রিকাল সত্য কলত্র। শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও বিপ্রলভ্যবতার। শ্রীকৃষ্ণ—সন্তোগ-ময় বিগ্রহ আর গৌরসুন্দর বিপ্রলভ্যময় বিগ্রহ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী। শাক্তেয় বাদী, মনোধর্ম্মী কতিপয় ব্যক্তি নিজ ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে গৌরসুন্দরকে মাপিয়া লইবার চেষ্টায় গৌরনাগরারূপ পাষণ্ড মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের উজ্জ্বল মধুর রসাস্রিত ভক্তগণের সুনির্ম্মল-ভজন-প্রণালী বুঝিতে না পারিয়া সন্তোগবাদী হইয়া এইরূপ অনর্থ জগতে প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদিগকে গৌরভক্ত না বলিয়া ‘গৌরভোগী’ বলা ন্যায় সঙ্গত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলা বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ স্তব করিয়াছেন, আবার সন্ন্যাস-লীলা-বর্ণনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও—

“বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।

তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥”

—শ্লোকে তদ্রূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

—জগদগুরু ঋপরমহংস শ্রীল প্রভুপাদ

প্রশ্নোত্তর

(বিশ্বমঙ্গল)

১। জগতের প্রকৃত মঙ্গল কিরূপে হইবে? শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আন্তরিক বিশ্বমঙ্গল কামনা কি ধারণাতীত নহে?

“সংসারের স্থূল উন্নতি বা অবনতির বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু সংসারগত জীবানুনিচয়ের পরমার্থতত্ত্বে উন্নতি-সম্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃ ব্যস্ত; এমত কি, সমস্ত জীবনসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতৃগণের আত্মোন্নতি-সম্বন্ধে আমরা সর্বদা চেষ্টান্বিত থাকি। পতিত ভ্রাতাদিগকে সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করা বৈষ্ণবদিগের প্রধান কর্ম। বৈষ্ণব-সংসার যত প্রবল হইবে, ক্ষুদ্রাশয়গ্রস্ত পাষণ্ড-সংসার ততই হ্রাস পাইবে,—ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের নৈসর্গিকী গতি। সেই অনন্তরূপি-পরমেশ্বরের প্রতি সর্বজীবের প্রীতিশ্রোতঃ প্রবাহিত হউক, পরমানন্দস্বরূপ বৈষ্ণবধর্ম ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হউক, ঈশ্বর-ভিষুখ লোকদিগের চিত্ত পরমতত্ত্বে দ্রবীভূত হউক, কোমলশ্রদ্ধা মহোদয়েরা ভগবৎকৃপাবলে সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ও ভক্তিতত্ত্ব-প্রভাবে উত্তমাধিকারী হইয়া বিশুদ্ধ প্রীতিকে আশ্রয় করুন, উত্তমাধিকারী মহাত্মগণ সংশয় পরিত্যাগপূর্বক জ্ঞানালোচনা সমাপ্ত করিয়া প্রীতিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হউন, সমস্ত জগৎ হরিসঙ্কীর্ণনে প্রতিধ্বনিত হউক।”

—‘উপক্রমণিকা’ কৃঃ সং

২। বিশ্বের সর্বত্র হরিসঙ্কীর্ণন-প্রচার ও শ্রীচৈতন্যমনোহরীষ্ট-পূরণে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল না কি?

“আহা! যেদিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তদেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান ডঙ্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহূর্মুহুঃ নিজ-নিজ-নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম উল্লেখপূর্বক হরিনামকীর্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সেদিন কবে হইবে! আহা! যেদিন একদিক্ হইতে বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল ‘জয় শ্রীশচীনন্দন কী জয়’ এইরূপ ধ্বনি করতঃ প্রসারিত-বাহু হইয়া অপরদিকে অস্মদেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গনপূর্বক ভ্রাতৃ-ভাব করিবেন, সেদিন কবে হইবে! যেদিন তাঁহারা বলিবেন, হে আর্ঘ্য-

ভ্রাতৃগণ ! আমরা প্রেমসমুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদেরকে আলিঙ্গন দাও, সেদিন কবে হইবে ! যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণবপ্রেমই সর্বজীবের একমাত্র ধর্ম হইবে এবং সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সেদিন কবে হইবে ! —‘নিত্যধর্ম-সূর্যোদয়,’ সঃ তোঃ ৪।৩

৩। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি সমগ্র বৈষ্ণবজগৎ ও সজ্জনবৃন্দকে বিশ্বের সর্বত্র মহাপ্রভুর সঙ্কীর্্তন-ধর্ম প্রচারে আহ্বান করেন নাই ?

“হে শুদ্ধভক্তবৃন্দ ! শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম জগজ্জীবের পরম ধন । যে-সকল ধর্ম আজকাল ধুমধামের সহিত দেশে-দেশে প্রচারিত হইতেছে, সে-সমস্তই সদোষ ও অসম্পূর্ণ । যখন সেই-সমস্ত ধর্ম কুঠিত হইয়া নিজ-নিজ-দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত হইবে এবং পরমধর্ম অগ্রসর হইয়া সকল দেশে ব্যাপ্ত হইবে, সেই সুখজনক সময় আমাদের আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । এখন সকলে বদ্ধপারিকর হইয়া শ্রীনামহট্টের পুষ্টি করুন । ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে শ্রীমদ্গৌরাঙ্গভক্ত-ব্রাজকবিপণী মহোদয়গণ শুদ্ধ-নামের পসরা মস্তকে করিয়া আমাদের হৃদয়নাথ শ্রীগৌরাঙ্গকে ও তাঁহার জগৎপাবন হরিনামকে প্রচার করুন ।” —‘শ্রীশ্রীনামহট্ট,’ বিঃ পঃ

৪। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনামহট্টের কার্য কি ভাবে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন এবং উহার কিরূপ ভবিষ্যৎসাফল্য কামনা করিয়াছিলেন ?

শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে । শ্রীমন্নবদ্বীপ-ধামান্তর্গত গোদ্রুমক্ষেত্রই ঐ হাটের মূল স্থান । তথায় কতিপয় শুদ্ধহরিনাম-পরায়ণ বৈষ্ণব নামহট্টের কার্যের ব্যবস্থা করিতেছেন । * * * যাহারা কোন গণ্ডগ্রামে বা নগরে এক একটি প্রপন্নাশ্রম স্থাপন করতঃ নাম প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই নামের ‘দোকানদার’ বা ‘বিপণিপতি’ । যাহারা নামের পসরা লইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের নামই ‘পসারী’ বা ‘ব্রাজকবিপণী’ । গোদ্রুমকল্লাটবীতে কতকগুলি কর্মচারীর নাম প্রকাশিত হইয়াছে । * * * জগজ্জনতারণ শ্রীমদ্গৌরাঙ্গপ্রভু বোধ হয়, পুনরায় স্বীয় প্রচারিত শুদ্ধনাম জগৎকে দিবার জন্ত ইচ্ছা করিয়াছেন । আমাদের একরূপ আশা হইতেছে যে, অতিঅল্প কালের মধ্যেই শ্রীমন্নহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম আশ্বেচ্ছ পৃথিবীকে পবিত্র করিবে ।” —‘শ্রীশ্রীনামহট্ট,’ বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৫। বিশ্বের সর্বত্র যে হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তনই জয়যুক্ত হইবেন, তৎসম্বন্ধে মহাজনের ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ ?

“নিঃস্বার্থভাবে যাঁহারা নাম-প্রচার করিবেন, তাঁহারা সর্বত্র পূজনীয় হইবেন এবং বিশুদ্ধনামের চিৎফলকই কুতর্করূপ অন্ধকারকে অতি শীঘ্র নাশ করিবে, সন্দেহ নাই। * * * আমরা আশা করিতেছি যে, নামের হাটের পর্বটি অতি অল্প দিনের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার হইবে। শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উপাধি প্রবেশ করিতেছে, তাহা ক্রমশঃ দূর হইবে এবং অবশেষে শুদ্ধনামের জয়পতাকা দেশ-বিদেশে উড্ডীয়মান হইতে থাকিবে।” —‘শ্রী শ্রী নামহট’, বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৬। অদূরভবিষ্যতে শ্রীচৈতন্যধর্মই যে জগদ্ব্যাপী হইবে, তাহার লক্ষণ কি ?

“বৈষ্ণব মহোদয়গণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, নোয়াখালি জেলায় একজন মুসলমান বিচারপূর্বক বৈষ্ণবধর্মকে সর্বোত্তম জানিয়া ঐ ধর্ম আশ্রয় করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা-ব্যক্তি অনেক সুকৃতির বলে এরূপ সদগতি লাভ করিলেন। আশা করি, শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর কৃপায় সমস্ত যবন ও ম্লেচ্ছ-মণ্ডলী ক্রমশঃ এই পবিত্র ধর্ম শীঘ্রই অঙ্গীকার করিবেন। খোল-করতাল ও কীৰ্ত্তনের সুর যেরূপ প্রবলতা-সহকারে অন্যান্যধর্মে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে অতিশীঘ্র চৈতন্যধর্ম জগদ্ব্যাপী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।” —সঃ তোঃ ২।৯ বাং ১২৯৩ ‘বৈষ্ণবধর্মের প্রচার’

৭। অচিরে শ্রীমহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার সুলক্ষণ সূচিত হইতেছে কি ?

“অদ্বিতীয় শ্রীহরিনামসঙ্কীৰ্ত্তনরূপ পরমধর্ম অবিলম্বেই জগতে যে প্রচারিত হইবে, তাহার লক্ষণ সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টিয়ানগণ খোলকরতাল লইয়া নামরস আশ্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ান পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যদেবের খোল-করতাল অতি সত্বরেই ইংলণ্ডাদি দেশে লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তমত্ব, নামের অপার মহিমা, বৈষ্ণবকৃপায়ই যে সকল চিৎসমৃদ্ধি হইয়া থাকে, এরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বক্তৃতার পর “যা’দের দেখলে নয়ন বুঝে তারা দু-ভাই এসেছে”—এই সঙ্গীতে খোল-করতাল সহকারে নৃত্য করিতেছেন। আবার মুক্তিফৌজীয় খৃষ্টানগণ প্রকারান্তরে সঙ্কীৰ্ত্তন স্থাপন করিতেছেন। এইসকল দেখিয়া আমাদের মনে আশা হয় যে, প্রাপ্ত শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা সর্বত্র প্রতিপালিত

হইবার সময় আসিয়াছে। যদিও কীর্তনঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্মল হইয়া বৈষ্ণবেতর সম্প্রদায়ে প্রকাশ পায় নাই, তথাপি শ্রীমন্নহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাক্য কিছুদিনের মধ্যেই সত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না, কেন না কোন ঘটনাই একেবারে বিস্তৃত হয় না। প্রথমে সমলরূপে প্রকাশ হইতে হইতে নির্মল হইয়া পড়ে।”

—‘নিত্যধর্মসূর্য্যোদয়,’ সঃ তোঃ ৪।৩

৮। কোন্ ধর্মের পরস্পর বিস্তৃত ভ্রাতৃত্ব সম্ভবপর ?

“পরমেশ্বরের বিস্তৃতগুণগণের কীর্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিস্তৃত ধর্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্মসকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল বর্ণ, সকল জাতি, সর্বদেশের মনুষ্য একত্র হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম সঙ্কীর্তন সহজেই করিয়া থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিमानে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহে সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণরেণু সর্বাস্থে মাখিয়া ‘হা চৈতন্য ! হা নিত্যানন্দ !’ বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।”

—‘নিত্যধর্ম-সূর্য্যোদয়,’ সঃ তোঃ ৪।৩

৯। শ্রীভক্তিবিনোদ বিশ্বমঙ্গলের জন্য পরমেশ্বরের নিকট কি আবেদন জানাইয়াছেন ?

“Oh God ! Reveal Thy most valuable truths to all so that your own may not be numbered with the fanatics and the crazed and that the whole of mankind may be admitted as ‘your own’.”

—“To Love God”, (Journal of Tajpur 25th Aug, 1871)

১০। পরমেশ্বর প্রাপ্তপ্রেমজীবন ভক্তকে কি ভাবে আহ্বান করেন ?

“এই (রস-)ভাণ্ডার আমি যত্ন করিয়া তোমার জন্যই রাখিয়াছি ; তুমিই ইহার একমাত্র অধিকারী। * * * তোমার ভয় নাই, শোক নাই, ছুমি অমৃত লাভ করিয়াছ। তুমি আমার জন্য সমস্ত শৃঙ্খল ছেদন করিলে। আমি তোমার প্রীতি-ঋণ শোধ করিতে পারিব না।”

—চৈঃ শিঃ, উপসংহার

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৪১)

শ্রব্যাকাব্যের রসভাবনাবিধি—শ্রব্যাকাব্যেও বর্ণনীয় বিষয় বর্ণক (কথক)
ও শ্রোতা যথাযোগ্য হইলে রসোদয় হইবার সম্ভাবনা। যাঁহাদের রতির
উদয়াবস্থা তাঁহারা ভাল কথকের মুখে চমৎকারজনক ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ
করিলে তাঁহাদের রসোদয় হইতে পারে। আর যাঁহাদের রতির উচ্চাবস্থা
প্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহাদের যে-কোন প্রকারে ভগবৎ-স্মৃতি হইলে রসাস্বাদন
হইতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত দেবর্ষি নারদ। তিনি স্বরব্রহ্মে সাক্ষাৎকৃত
সর্বেন্দ্রিয়চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমলে সম্যকরূপে আবিষ্ট করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন—ভাঃ ৬।৫।২২ স্বরব্রহ্মণি নির্ভাতহ্রষীকেশপদান্বুজে ।
অখণ্ডং চিত্তমাবেশ্য লোকাননুচরনুনিঃ ॥

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবযোগেই প্রীতি-রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়।
যাঁহাদের ভগবৎস্মৃতি-মাত্রে বা সপ্তস্বর আলাপমাত্রে রসোদয় হয়, তাঁহাদের
স্থায়িভাব (প্রেমাди-ভাবই) সমস্ত সামগ্রী উদ্ভাবিত করে। শ্রীপ্রহ্লাদে
তাদৃশ ভাব ছিল। তাঁহার উদ্দেশে শ্রীশুকোক্তি—

কচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ ।

কচিক্সতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদগায়তি কচিং ॥

নদতি কচিছুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি কচিং ।

কচিং তদ্ভাবনায়ুক্তস্তনুয়োহনুচকার হ ॥

কচিছুৎপুলকস্তুষণীমান্তে সংস্পর্শনিবৃত্তঃ ।

অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ ॥ (ভাঃ ৭।৪।৩৯-৪১)

মাতা শিশুকে যেমন সর্বদা ক্রোড়ে রাখেন, শ্রীপ্রহ্লাদও তেমন শয়ন-
ভোজনাদি সকলসময় শ্রীগোবিন্দকর্তৃক আলিঙ্গিত আছেন—এই প্রকার
অনুভব করিতেন। কখন তাঁহার সেই স্মৃতি তিরোহিত হইলে মাতা
বালককে ক্রোড় হইতে নামাইয়া স্থানান্তরে গেলে যেমন বালক রোদন
করে, প্রহ্লাদও তদ্রূপ বিহ্বল হইয়া রোদন করিতেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ
প্রহ্লাদের নিকট আসিয়াছেন—এরূপ অনুভব করিয়া হাস্য করিতেন। প্রভু
তাঁহাকে দর্শন দিয়া সুখী করিতেছেন এরূপ চিন্তা করিয়া আহ্লাদিত হইতেন ;
তখন মনের আনন্দে হরি-গুণগান করিতেন। আবার হরিকে দূরে দর্শন
করিয়া আনন্দে লজ্জাশৃঙ্খল হইয়া নৃত্য করিতেন। কখনও উন্মাদসঞ্চারিভাবের
প্রাবল্যে তন্ময় হইয়া শ্রীহরির লীলানুকরণ করিতেন। কখনও আনন্দে
পুলকিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিতেন।

ভগবৎ-প্রীতিরসিক দ্বিবিধ—লীলান্তঃপাতী ও লীলান্তঃপাতিতাভিমানী। প্রথমোক্ত রসিকদের প্রেমাদির উদ্ভাবিত বিভাবাদি-যোগে আপনা হইতেই রস সিদ্ধ হয়। শেষোক্ত রসিকগণের প্রথমোক্ত পরিকরগণের নিকট ভগবচ্ছরিত্র শ্রবণদ্বারা রসোদয় হয়, আর শ্রীভগবানের মাধুর্য্যশ্রবণেও এক প্রকার রসিকের রসোদয় হয়।

লীলাশ্রবণে যাঁহাদের রসোদয় হয়, তাঁহারা ত্রিবিধ পরিকরগণের সহিত লীলাশ্রবণ করিতে পারেন। সমানবাসনাবিশিষ্ট পরিকর, বিভিন্ন বাসনাবিশিষ্ট পরিকর এবং বিরুদ্ধ-বাসনাবিশিষ্ট পরিকর—এই ত্রিবিধ পরিকর। শান্তদাসাদি মুখ্য পঞ্চবিধ স্থায়িত্বের মধ্যে লীলাপরিকরের যাহা স্থায়িত্ব, শ্রোতারসজ্ঞের স্থায়িত্ব তাদৃশ হইলে উভয়ে সমান বাসনাবিশিষ্ট, সুতরাং উভয়ের স্থায়িত্ব অবিরুদ্ধ। বিভিন্ন প্রকার হইলে উভয় বিভিন্নবাসনাবিশিষ্ট এবং রসশাস্ত্রে যে-সকল বৈরীভাব বলা হইয়াছে উভয়ের ভাবাদি তাদৃশ হইলে উভয় বিরুদ্ধ-বাসনাবিশিষ্ট। বিভিন্ন বাসনাবিশিষ্ট হইলে রসোদয় হয় না।

বিভাবাদি রসোপকরণ দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। যাহাতে এবং যাহাদ্বারা রতি বিভাবিত হয়, তাহার নাম বিভাব। আলম্বন দ্বিবিধ—বিষয় ও আশ্রয়। বিষয়রূপে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির আধাররূপে তাঁহার প্রিয়বর্গ আলম্বন। যাহাতে প্রীতি তিনি বিষয়, আর যাহাতে থাকে অর্থাৎ যাহার প্রীতি তিনি আশ্রয় আলম্বন।

বিষয়ালম্বনের দৃষ্টান্ত —

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচাকরকর্ণ-

ভ্রাজৎকপোলসুভগং সুবিলাসহাসম্।

নিত্যোৎসবং ন তত্পদুর্শিভিঃ পিবন্ত্যে

নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতাঃ নিমেষচ ॥ (ভাঃ ৯।২৪।৬৫)

যাঁহার বদন মকরকুণ্ডলদ্বারা দীপ্তিমান কর্ণদ্বয়ের সহিত উজ্জ্বল কপোল-যুগলে সুন্দর, হর্ষোৎসুক্য চাপল্যাদিযুক্ত হাস্যের দ্বারা যাহা শোভিত, যাহা নিত্য উৎসবস্বরূপ, সেই বদন-সৌন্দর্য্য নয়নদ্বারা পান করিয়া নর-নারী আনন্দিত হইয়াছিল কিন্তু তৃপ্ত হয় নাই। এজন্য ব্রজধূগণ নিমেষকর্তার প্রতি কুপিত হইয়াছিলেন। এস্থলে অসমোদ্ধরূপ মাধুর্য্যের বিষয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন।

যে ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ভাপবতোক্তি—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ (ভাঃ ৪।৩০।৩৪)

ভগবৎসঙ্গীর লবমাত্র সঙ্গে সহিত স্বর্গ ও মোক্ষের তুলনা করি না, অতএব মানবগণের অন্যান্য সঙ্গদের কথা আর কি বলিব? সে-সকল অতি তুচ্ছ। মোক্ষকেও তুলনা করা যায় না বলায় মোক্ষ হইতেও ভক্তের হৃদয়স্থ আনন্দের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইল। তাঁহাদের এতাদৃশ মহত্ত্ব আছে বলিয়াই তাঁহারা পরমপুরুষার্থ ভগবৎ প্রীতির আশ্রয়ালম্বন হইবার উপযুক্ত। ভক্তগণ যে প্রীতির আধার তাহা কিরূপে বুঝা যায়? তদুত্তর—শ্রীভগবান্ স্মরণাদি-পথে উদিত হইলে ভক্ত হইতে প্রীতি অভিব্যক্ত হয়। তখন বুঝা যায় যে, প্রীতি ভক্তেই আছে—অন্য কোন স্থান হইতে আসে নাই। এজন্য ভক্তই প্রীতির আধার। এস্থলে ‘ভক্ত’ বলিতে জাতরতি ভক্তকে বুঝিতে হইবে। প্রীতি প্রিয়বর্গে থাকিলেও শ্রীভগবান্ তাহার আলম্বন। ভক্তিকল্পলতা ভক্তের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। লতার দৃষ্টান্তে বুঝা যায়—ভূমি লতার আশ্রয় হইলেও বৃক্ষ তাহার আলম্বন। এইরূপ প্রীতির আশ্রয় প্রিয়গণ হইলেও শ্রীভগবান্ তাহার আলম্বন।

প্রীতি উভয়কে অবলম্বন করিয়া থাকায় ভক্ত বা ভগবান্ ইহাদের কাহারও কথা শ্রবণ করিলে শ্রবণকারীর হৃদয়ে উভয়ের সম্বন্ধে প্রীতির আবির্ভাব হইতে পারে; এজন্যই শৌনকাদি ঋষি সূতকে বলিয়াছিলেন—

তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্ ।

অথবাস্য পদান্তোজ মকরন্দলিহাং সতাম্ ॥ (ভাঃ ১।১৬।৬)

হে মহাভাগ! যদি তাহা কৃষ্ণ-কথাশ্রয় হয় অথবা তাঁহার চরণকমলের আশ্বাদনকারী সাধুগণের কথা হয় তবে বলুন।

ভগবৎপ্রিয়বর্গ প্রীতির আধার হইলেও সকলে সর্বপ্রকার প্রীতির আধার হইতে পারেন না। শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চপ্রকার প্রীতির মধ্যে যেকোন প্রকারের প্রীতিকে প্রীতিবিশেষ বলা হয়। প্রিয়বর্গের মধ্যে যাহাকে আশ্রয় করিয়া কোন বিশেষ প্রীতির উদয় হয়, তাহাকেই সেই প্রীতির আলম্বন বলিতে হইবে।

এ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

—পরিব্রাজাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

পত্রোত্তর

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

তাং—১৫/৮/১৯৭৪

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবনতিপূর্ব্বিকেষম্—

নরহরি ! তোমার ৭/৮/৭৪ তারিখের পত্র পাইয়াছি । আশাকরি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেবের কৃপায় তোমরা সকলেই কুশলে আছ । তোমার পত্রের মধ্যে যে-প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা অনেকেরই প্রশ্ন এবং এ-বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে, কিন্তু গভীরভাবে বিবেচনা করিলে ইহার সুন্দর সামঞ্জস্যও পাওয়া যায় । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতানুসারে—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত । যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥
এইমত চৈতন্য-গোসাঞি একলে ঈশ্বর । আর সব পারিষদ, কেহ বা কিস্কর ॥
গুরুবর্গ—নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য । শ্রীবাসাদি আর যত—লঘু, সম, আৰ্য্য ॥
সবে পারিষদ, সবে লীলার সহায় । সবে লঞা নিজকার্য্য সাধে গৌর-রায় ॥

অতএব, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, সর্বাবতারী-সর্বকারণ-কারণ এবং সর্বৈশ্বরেশ্বর—ইহা অবিসন্দ্বাদিত সিদ্ধান্ত ইহাতে কোন প্রকার দুই মত নাই ।

শ্রীবলদেব প্রভু—মূলসঙ্কর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্তি ও দ্বিতীয় দেহ । এহেন বলদেব প্রভুকে অবতারী না অবতার বলা হইবে—এ একটি বিরাট সমস্যা মনে হয় । কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে ভাব-বিশেষে অবতারী বা অবতার দুইই বলা যায়, তাহাতে কোন দোষ নহে । কারণ, নিম্নলিখিত পয়ারে—

আত্মাবতার মহাপুরুষ ভগবান্ । সর্ব অবতার-বীজ, সর্বোদ্রয় ধাম ॥

হেন নারায়ণ যার অংশের অংশ । সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব অবতংশ ॥

অর্থাৎ, যখন কারণাক্ষিপায়ী বিষ্ণুই সমস্ত অবতারের বীজ, তাহা হইতেই যাবতীয় সমস্ত মনন্তরাবতার, যুগাবতারাди অবতারগণ প্রকটিত হন তখন কারণাক্ষিপায়ী বিষ্ণুরও মূল মহাসঙ্কর্ষণ এবং তাঁহারও মূল শ্রীবলদেব প্রভু (মূলসঙ্কর্ষণ) সকল অবতারের যে অবতারী—ইহাতে সন্দেহ কি ? যাবতীয়

অবতারের মূলতত্ত্বই শ্রীবলদেবপ্রভু । শ্রীবলদেবপ্রভু নিজে শ্রীকৃষ্ণের অবতার নহেন কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং সর্ব অবতারী । শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সমস্ত ভগবত্ত্বের ভগবত্বা । শ্রীবলদেব প্রভু অবতারী কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ নহেন । তিনি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবের দ্বিতীয় দেহ নহেন ।

অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীবলদেব—যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, লীলাবতার, গুণাবতারাди সকল অবতারের অবতারী ; সুতরাং তাঁহাকে অবতারী বলা যায়, ইহাতে কোন দোষ নহে । আবার অতবার-লক্ষণে শ্রীলঘু-ভাগবতামৃতে এইরূপ লেখা আছে—যখন স্বয়ংরূপ আদি বিশ্বকার্য্যার্থ স্বয়ং অথবা দ্বারান্তরদ্বারা (ত্বদেকান্ত্যরূপাদি) অপূর্ব্ববৎ আবিভূত হইলে অবতার নামে খ্যাত হন । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এইরূপ দেখা যায়—

মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান । বিশ্বে অবতারি, ধরে অবতার নাম ॥

সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীবলদেব প্রভুকে অবতার বলিলে দোষ হয় না । কবি শ্রীজয়দেব গোস্বামী শ্রীবলদেব প্রভুকে যে অবতারের মধ্যে জয়গান করিয়াছেন তাহা দোষাবহ নহে, কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীবলদেবকে দশাবতারের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহাদি অবতারগণের সমজ্ঞান করিলে মহাদোষ উপস্থিত হইয়া সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হইবে । আবার অবতারী বলিলে তিনি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ নহেন । কারণ, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ।

অতএব অত্যন্ত সাবধানে তাঁহার তত্ত্ব-প্রকাশ করিতে হইবে । ভাবনার উপরেই সবকিছু নির্ভর করে, ভাবনাটি শুদ্ধ চাই ।

আশাকরি তোমার সন্দেহ ইহাতে দূর হইবে । পূজ্যপাদ শ্রীল বামন মহারাজ কয়েকদিনের মধ্যে শিলিগুড়ি আসিবার কথা । তুমি তাঁহার নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া বিস্তৃতভাবে অবগত হইবে ।

এখানে সংস্কৃত টোল ভালভাবে চলিতেছে । তুমি উপাধি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিবে । যথোপযুক্ত সময়ে তোমাকে এখানে ডাকিয়া লইব । মনোযোগের সহিত শ্রীহরিনাম ও মঠের সেবা করিবে । তৎসঙ্গে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত অনুশীলনও করিবে । অধিক আর কি, কুশল সংবাদ দিবে । ইতি—

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ

কৃষ্ণ-গৌর-প্রসঙ্গে শুক-সারী-বন্দ

(পূর্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪০ পৃষ্ঠার পর)

হরিদাস-কাছে কত ভাব দেখাইল ।
কৃষ্ণাবিষ্ট হরিদাস তবু না টলিল ॥
চৌদ্দভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ।
সেই দেবীর শক্তি-দ্বারে সংঘটিত হয় ॥
একদা সে' মায়াদেবী ব্রহ্মারে মোহিল ।
কিন্তু ভক্ত হরিদাসে মোহিতে নারিল ॥
হরিদাস-পাশে নাম শুনিতে শুনিতে ।
সেই দেবীর লোভ হৈল কৃষ্ণনাম নিতে ॥
হরিদাস-পদে দেবী লুটিয়া পড়িল ।
হরিদাস তাঁরে নাম-উপদেশ দিল ॥
গৌরাঙ্গ-ভৃত্যেরে যিনি মোহিতে অক্ষম ।
তিনি কি গৌরাঙ্গে কভু মোহিতে সক্ষম ??
গৌর-প্রেমে লুপ্ত হয়ে ব্রহ্মা-শিব আদি ।
আসিল এ' ভবে গৌর-লীলা-পুষ্টি লাগি' ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণ-প্রেম-দাতা ।
চৌদ্দ ভুবনের যিনি আরাধ্য দেবতা ॥
শুক বলে কৃষ্ণচন্দ্র ইন্দ্র-যজ্ঞ লোপি ।
স্থাপিলা ভূতলে নিজ-সেবা-পূজা-বিধি ॥
দেবপূজা-দ্বারা শুধু দেবলোক মিলে ।
পুণ্যক্ষেত্রে আসিতে হয় পুনঃ ভূমণ্ডলে ॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পেয়ে যত ব্রজবাসীগণ ।
পূজিলেন মনঃসুখে গিরি-গোবর্দ্ধন ॥
ইন্দ্র-কোপ হ'তে যত ব্রজবাসীগণে ।
রক্ষিলেন আমার কৃষ্ণ গিরি-ধারণে ॥
ক্রুদ্ধ ইন্দ্র তাহে কিছু করিতে নারিল ।
শেষে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম বন্দনা করিল ॥

সারী বলে, গৌর মম আসি' কলিযুগে ।
 যুগধর্ম্য নাম-প্রেম বিতরিল জীবে ॥
 মায়াবাদ-কুসিদ্ধান্ত ও ছল-ধর্ম্যমত ।
 গৌর-সিদ্ধান্ত-তেজে হইল ভস্মীভূত ॥
 সর্বযজ্ঞ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ জপ-যজ্ঞ জানি' ।
 মহামন্ত্র জপ-বিধি দিলা গোরামনি ॥
 নাম-নামী অভিন্ন—এই তত্ত্ব জানাতে ।
 স্বয়ং আসিল কৃষ্ণ শচীসুত-রূপে ॥
 শ্রীবরাহ-রূপ ধরি' মুরারির ঘরে ।
 যে' শক্তি দেখা'ল গোরা নরে তা' না পারে ॥
 ভক্তবাঞ্ছা-পূতি লাগি' গৌরলীলা করে ।
 সে' লীলা-মাধুর্য্য সর্ব জন-চিত্ত হরে ॥

শুক বলে কি বিচিত্র গৌরান্দ-চরিত ।
 শুনিতে শুনিতে মোর হৃদি হৈল দ্রব ॥
 গৌরান্দ-লীলার মর্ম্ম বুঝিয়া এখন ।
 শ্রীগৌর-ভজনে ব্যগ্র হৈল মোর মন ॥

সারী বলে গৌর সপ্তপ্রহরীয় ভাবে ।
 কৃষ্ণ-বলরাম-রূপ দেখাইল ভকতে ॥
 সার্বভৌম-ভক্তি দেখি' গৌর প্রীত হৈল ।
 অপূর্ব ষড়ভুজ-মুষ্টি তা'রে দেখাইল ॥
 গৌরান্দ-লীলার কভু পরিশেষ নাই ।
 শত শত মুখে কৈলেও কভু না ফুরায় ॥
 গৌরলীলার কণা মাত্র কৈলু তব ঠাঁই ।
 অনন্ত গৌরান্দ-লীলা গৌরধামে ভায় ॥
 গৌর-আবির্ভাব-স্থল মায়াপুর ধাম ।
 পৃথিবীর মধ্যে জেনো সর্বোত্তম স্থান ॥

সেই স্থানে গিয়া আমি যে' তত্ত্ব শুনিলু ।
তারি কিছু কিছু আজি তোমায়ে কহিলু ॥
শুক বলে, সারী তুমি বড় ভাগ্যবতী ।
শুনেছো গোরাক্স-লীলা মায়াপুরে থাকি' ॥
তোমার সে' মায়াপুরে মোরে নিয়ে চল ।
তবে এ' জনম মোর হইবে সফল ॥

শুক-সারী দৌহে তবে দ্বন্দ্ব ভুলি' গিয়া ।
'হা গোর' বলিয়া কাঁদে নাচিয়া নাচিয়া ॥
নাচিতে নাচিতে দৌহে ত্যজি' বৃন্দাবন ।
মায়াপুর-অভিমুখে করিল গমন ॥

কৃষ্ণ-গোর-প্রসঙ্গে শুক-সারী-দ্বন্দ্ব ।
হেনমতে আপাততঃ হইল সমাপ্ত ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

উপনিষৎ-সার

(৪) প্রশ্নোপনিষৎ

(পূর্বপ্রাণিত ২৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৩৭ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ প্রশ্ন—সূর্য্যের পৌত্র সৌর্য্যায়নী মহর্ষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্ ! (১) জীবের নিদ্রিতাবস্থায় কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় নিদ্রিত থাকে ? (২) কে কে জাগরিত থাকে ? (৩) কে স্বপ্ন দর্শন করে ? (৪) সুষুপ্তি-অবস্থায় কে সুখ অনুভব করে ? (৫) পরাধীন ইন্দ্রিয়গণ কোন্ পুরুষকে বা আশ্রয় করিয়া থাকে ?

উত্তর—মহর্ষি তদুত্তরে বলিলেন,—সুষুপ্তিকালে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিরাম প্রাপ্ত হয় । বাগিন্দ্রিয়াদি জাগরিত মনের সহিত মিলিত হয় ।

—প্রথম প্রশ্নের উত্তর ।

নিদ্রাবস্থায় পঞ্চপ্রাণরূপ অগ্নিই জাগরিত থাকে । নিদ্রাকে যজ্ঞের রূপ দিবার নিমিত্ত পঞ্চপ্রাণকে অগ্নি-আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । যজ্ঞে যেমন অগ্নির প্রাধান্য থাকে, সেজন্য প্রাণমাত্রকে অগ্নি বলিয়া কথিত হইয়াছে । নিদ্রাকালে এই দেহে মুখ্যপ্রাণরূপ অগ্নি ও ঋত্বিক প্রভৃতি জাগ্রত থাকেন

অর্থাৎ শরীর ধারণাদি করিয়া থাকেন। অপানবায়ুকে পশ্চিমাগ্নিসাম্যের জন্য গার্হপত্যাগ্নি কহে। হোমান্ধসাম্যের নিমিত্ত ব্যানবায়ু অনাহার্যাপচন অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি স্বরূপ। গার্হপত্য হইতে যেরূপ আহবনীয়াগ্নি প্রণীত হয়, সেইরূপ অপান হইতে প্রাণ প্রকৃষ্টরূপে নীত হয় ; অতএব প্রণয়নসাম্যাহেতু প্রাণই আহবনীয়। সমানবায়ু অগ্নিরূপী ও হোত্বরূপী উভয় নামেই আখ্যাত হইয়া থাকে। উদানবায়ু ইচ্ছফল স্বরূপ। সুষুপ্তিকালে উদানবায়ু মনরূপ যজমানকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করাইয়া থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে পরমাত্মার বাসস্থান হৃদয়ক্ষেত্রে লইয়া যান। তখন জীব মনদ্বারা বিশ্রাম-সুখ অনুভব করেন, যেহেতু জীবের অধিষ্ঠান হৃদয়গুহায়। — দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

এই নিদ্রাকালে কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত থাকিলেও পঞ্চ-বায়ু দেহধারণের জন্য জাগরিত থাকে, তখন এই মনোহভিমानी জীব জাগ্রদ-বস্থায় পঞ্চ-ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা অনুভব করিয়াছে, স্বপ্নে তাহাই প্রত্যক্ষের ন্যায় বোধ করে। বর্তমান জীবনে যাহা কখনও দর্শন বা শ্রবণ করে নাই, তাহাই দর্শন বা শ্রবণ করে এবং সৎ ও অসৎ সমস্তই দর্শন করে।

— তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

যখন পরমাত্মার তেজোদ্বারা জীব অভিভূত হন, তখন মন হৃদয়গুহায় উপস্থিত হইয়া সুষুপ্তিদশা লাভকরতঃ সুখানুভব করেন। — চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।

সায়ংকালে যেমন পক্ষীসমূহ নিজ বাসাভিমুখে গমন করে এবং আশ্রয় লয়, সেইরূপ সুষুপ্তিকালে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়সমূহ পরমাত্মার আশ্রয় লাভ করে ও তথায় প্রতিষ্ঠিত হয়। — পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর।

অতঃপর দ্রষ্টা, স্পর্শতা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা ও কৰ্ত্তারূপে খ্যাত জীব পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হন। যিনি রজস্তমোগণবর্জিত, শুদ্ধসত্ত্বময়, অক্ষর পরমাত্মাকে জানেন, তিনি তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মবিদ্যা-প্রভাবে সর্বজ্ঞ ও সর্বাত্মা হইয়া থাকেন।

চতুর্থ প্রশ্নে ব্রহ্ম ও বিজ্ঞানাত্মার অচিন্ত্যভেদাভেদজ্ঞান মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে, এখন ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনরূপে ঔকারের উপাসনা প্রক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে।

পঞ্চম প্রশ্ন — শিবিপুত্র সত্যকাম মহর্ষি পিপলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— হে পূজার্ত! হে আচার্য্য! মনুষ্যের মধ্যে যিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য যাবজ্জীবন প্রণবের (ঔকারের) অভিধ্যান অর্থাৎ আরাধনা করেন, কোন্ লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন?

উত্তর—মহর্ষি সত্যকামকে বলিলেন,— ওহে বৎস ! এই ঔকারই (প্রণবই) পর ও অপর ব্রহ্ম । অতএব যিনি প্রণবের আরাধনা করেন, তিনি উভয়ের মধ্যে একজনকে লাভ করিতে পারেন । অ+উ+ম্ এই ত্রিমাত্রায়ুক্ত প্রণব । যিনি অকারের তত্ত্ব বিশেষভাবে অবগত হইয়া এক মাত্রাকেই ব্রহ্মরূপে ধ্যান করেন, ঋগ্বেদস্বরূপ প্রথমমাত্রা তাহাকে (উপাসককে) অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে আনয়ন করেন, শুধু তাহাই নহে, তিনি বিশিষ্ট দ্বিজ হন । এমনকি সেই মনুষ্যজন্মে কৃচ্ছ্র তপস্যা, ব্রহ্মচর্যা ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সর্বোৎকর্ষ অনুভব করেন ।

যিনি অকার ও উকার এই মাত্রাদ্বয়কে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করেন, তিনি যজুর্বেদকর্তৃক অন্তরীক্ষস্থিত সোমলোকে নীত হন । সেখানে নানাবিধ ঐশ্বর্য্যভোগের পর পুনরায় মর্ত্যালোকে প্রেরিত হন । যিনি অকার, উকার ও মকার এই মাত্রাত্রয়কে পরমেশ্বরের প্রতীকস্বরূপ জ্ঞাত হইয়া সূর্য্যামণ্ডল-মধ্যবর্তী পরব্রহ্মকে উপাসনা করেন, তিনি সৌরমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হন । সর্প যেমন তাহার পুরাতন চর্ম্মাবরণ (খোলস) পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে, তদ্রূপ তিনি পাপ-পুণ্যবজ্জিত হইয়া চিন্ময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহণান্তর সামবেদকর্তৃক ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠে নীত হন ।

ঋগ্বেদস্বরূপ ঔকারের (প্রণবের) প্রথমমাত্রার উপাসক মর্ত্যালোকে জন্ম গ্রহণ করেন । প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রাদ্বয়ের উপাসনায় যজুর্মন্ত্রদ্বারা সোমাধিষ্ঠিত—অন্তরীক্ষ—লোক প্রাপ্ত হইয়া উপাসক বিভূতি অনুভব করেন । ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট প্রণবের উপাসক সামবেদকর্তৃক পরব্যোমধামে নীত হন । তত্ত্বজ্ঞ সাধকগণ এই ঔকারকে অবলম্বনকরতঃ সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া সেই ত্রিদশারহিত (শান্ত), জরা-মৃত্যুহীন, অভয় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ।

ষষ্ঠ প্রশ্ন—সুকেশা মুনি মহর্ষি পিঙ্গলাদকে বলিলেন,—হে ভগবন্ ! কোসলদেশীয় রাজপুত্র হিরণ্যনাভ ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষের পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার দরুণ তাহাকে কোন উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম । তৎকর্তৃক পৃষ্ঠ সেই ষোড়শকলা-বিশিষ্ট পুরুষটিকে এবং তিনি কোথায় অবস্থান করেন ? —ইহাই আপনার নিকট জিজ্ঞাস্য ।

উত্তর—মহর্ষি পিঙ্গলাদ তাহাকে বলিলেন,—হে সৌম্য ! (হে প্রিয়-দর্শন !) এই দেহে হৃৎ-পুণ্ডরীকাকাশমধ্যে সেই পুরুষ অন্বেষণীয়, যাহা হইতে প্রাণাদি ষোড়শকলা উৎপন্ন হইতেছে । মহাস্বর্গের আদিতে বিশ্ব-

শ্রুতি পরমেশ্বর বিচার করিলেন যে, শরীরে কোন্ তত্ত্ব বর্তমান থাকিলে আমার অস্তিত্ব থাকে এবং কোন্ তত্ত্বের অবিচ্ছিন্নতায় আমার সত্তা স্পষ্ট-রূপে প্রকাশিত থাকে না। এইরূপ আলোচনার পর তিনি প্রাণ অর্থাৎ সমষ্টিজীবাভিমানী হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিলেন। প্রাণ হইতে অর্থাৎ প্রাণকে নিমিত্ত করিয়া শ্রদ্ধা, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত এবং লিঙ্গদেহকে (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার) উৎপন্ন করিয়া বিষয়ের জ্ঞান ও কর্মহেতু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে জীবের দেহরক্ষার জন্য অন্ন ও অন্নের পরিপাকে বল বা বীৰ্য্য উৎপাদন করিলেন। ইহার পর তপঃ, ঋগাদি মন্ত্র, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম স্বর্গাদি লোকসকল এবং উহাদের নাম সৃষ্টি করিলেন।

প্রবহমানা নদীসমূহ যেমন সমুদ্রকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ এই ষোড়শকলা অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতের (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মনঃ) পরমপুরুষ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। রথচক্রের অরসদৃশ কলাসমূহ ষাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই পরমেশ্বর জীবের একমাত্র বেদ ও উপাস্য। তাঁহাকে জানিলে অবিদ্যা হইতে মুক্তি হইবে এবং সংসারের দুঃখ-ভোগ নিবারিত হইবে।

অবশেষে মহর্ষি বলিলেন,—হে শিষ্যবৃন্দ! সেই পরব্রহ্ম একমাত্র জ্ঞেয় পুরুষ, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই।

অতঃপর শিষ্যগণ পূজাপূর্বক দণ্ডব্রতসহকারে বলিল,—হে গুরো! আপনি আমাদের ব্রহ্মবিদ্যা প্রদাতা পিতা। কারণ আপনিই আমাদের দুস্তর অবিদ্যা সাগরের পরপারে পৌঁছাইয়া দিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রবর্তক মহর্ষিগণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

এই উপনিষদে প্রাণ সম্বন্ধে এক মহত্বপূর্ণ বিবেচন কথিত হইয়াছে। প্রাণশক্তিকে সংসারের প্রধান শক্তিরূপে গণ্য করা হয়। উহা প্রাপ্তির একমাত্র উপায় ‘মানসিক সংকল্প’। সংকল্প-বলদ্বারা প্রাণশক্তি বর্দ্ধিত করা যায়। ইহা এক স্বতন্ত্রবিদ্যা। ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণন সূত্ররূপে ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতের মহান্ জাগরণের নিমিত্ত এই বিস্তৃত বিকাশের অপেক্ষা রহিয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিধামী শ্রীমদ্বক্তাবিদাত্ত উদ্ধমন্তী মহারাজ

শ্রীভগবদ্‌চরণামৃত

শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত সর্বদা সমস্ত তীর্থ অপেক্ষা অধিক পবিত্র। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণামৃত প্রথমতঃ বৈষ্ণবদিগকে দিয়া তৎপর প্রণামপূর্বক পান করিয়া মস্তকে ধারণ করাই বিধি। মানব শ্রীচরণোদক পানে পবিত্র হইয়া পাতক হইতে মুক্ত হয়। বিষ্ণুর চরণামৃত পান করিলে কোটী ব্রহ্মহত্যার পাতক নষ্ট হয়; আবার উহা ভূতলে পতিত করিলে অষ্টগুণ পাতক সমুৎপন্ন হয়। পদ্মপুরাণ বলিতেছেন, — হে অমরীষ! হরির চরণামৃত যাহার উদন্তর হয়, তুমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ কর।

শ্রীশালগ্রাম শিলার জল প্রতিদিন পান করিলে সহস্র কোটী তীর্থে অবগাহন করিবার প্রয়োজন কি? যিনি শ্রীশালগ্রাম-চরণামৃত পান করেন, তাঁহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। শ্রীচরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণ করিলে সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন। কলিকালে শ্রীহরির চরণামৃত সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। শ্রীগঙ্গা—শ্রীহরিচরণোদক। সরস্বতীর জল তিন দিনে, নর্মদার জল সাতদিনে, গঙ্গাজল তৎক্ষণাৎ এবং যমুনার জল দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন। ইহাদিগকে দর্শন, স্নান ও কীর্তন করিলে ইহারা পবিত্র করিয়া থাকেন। প্রতিদিন কোটী শিবলিঙ্গার্চন করিলে যে ফল হয়, শ্রীচরণামৃত পান করিলে তদপেক্ষা শতসহস্রগুণ অধিক ফল হইয়া থাকে। অপবিত্রই হউক, ছুরাচারই হউক অথবা মহাপাতকীই হউক, বিষ্ণুচরণামৃত স্পর্শ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইতে পারে। কোটীপাতকযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুকালে মস্তকে, মুখে ও দেহে যদি বিষ্ণুচরণামৃত স্পর্শ হয়, তাহা হইলে সে যমালয়ে গমন করে না। যাহারা কখনও দান, হোম, বেদপাঠ বা দেবপূজাদি করে নাই, তাহারাও বিষ্ণুর চরণামৃত পান করিয়া উত্তমগতি লাভ করিতে পারে। যিনি প্রত্যহ শ্রীহরিচরণামৃত পান করিতেছেন, তিনি প্রত্যহই যমুনা-স্নান করিতেছেন। যিনি শ্রীচরণামৃত মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার প্রতি ব্রহ্মা, শিব, কেশব—সকলেই প্রসন্ন হন। যিনি শ্রীচরণামৃতের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন, তিনি ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন। চিরদিন আচার-রহিত ব্যক্তিকেও অন্তকালে চরণামৃত পান করাইলে সেও পরমগতি লাভ করিতে পারে। শ্রীচরণামৃত পান করিবামাত্র মহাপাপীও সকলের পূজনীয় হয়। প্রত্যহ শ্রীচরণামৃত পান করিলে জরামৃত্যু ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। শ্রীচরণামৃত মঙ্গলস্বরূপ এবং ব্যাধি ও দুঃখ-নাশক। শ্রীচরণামৃত মস্তকে ধারণ করিলে সকল উৎপাতের শান্তি হয়। বৈষ্ণবরাজ শম্ভু (শিব) এই চরণামৃতের মাহাত্ম্য জানিয়া বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন।

মহাপাপী ও শত শত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও চরণামৃত পানে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করে।

শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণামৃত পান করাই পরম ধর্ম, ইহাই পরম তপস্যা। যিনি চরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণ করেন, তিনি সকল তীর্থে স্নানফল লাভ ও বিষ্ণুর অতি প্রিয় হইতে পারেন। শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত অকালমৃত্যু, সকল ব্যাধি ও সর্বদুঃখ বিনাশ করে। শ্রীচরণামৃত-পানের দ্বারা ভক্তি হয়। ‘লুন্ধ’ নামক ব্যাধি শ্রীহরির চরণামৃত স্পর্শ করিবামাত্র নিস্পাপ হইয়া উত্তম বিমানে আরোহণ-পূর্বক মুনিকে বলিতে লাগিলেন,—হে মূনে! আপনি যে আমার উপর চরণামৃত নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই আমি বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

সপ্তসমুদ্রের জলও ত্রিতাপান্নি নির্বাপিত করিতে পারে না। কিন্তু অল্পমাত্র শ্রীচরণামৃত দ্বারা সেই সংসারান্নি সহজেই নির্বাপিত হয়। এই শ্রীচরণামৃত অমূল্য, ইহার সহিত অন্য কিছুই তুলনা হয় না। সমুদ্রতরঙ্গ গণনা করিতে পারিলেও শ্রীচরণামৃতের অনন্তমহিমা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তের পবিত্র শ্রীচরণামৃত-পানের দ্বারা জীব নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারে। শ্রীচরণামৃতের কথা বিভিন্ন শাস্ত্র প্রচুর কীর্তন করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপা-লাভের জন্য যত্ন করিলাম।

শ্রী শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবক-বৃন্দ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-তিথি উপলক্ষে এক মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন। সমিতির সমস্ত মঠে এই তিথি পালিত হইলেও মূলমঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে একটু বিশেষত্ব ও বিপুল উদ্দীপনার সহিত উক্ত ব্রত প্রতিপালিত হইয়াছেন।

ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে পরব্রহ্ম সনাতন স্বরাট পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব-তিথি এক বিশেষ তাৎপর্যের সূচনা করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অন্তর্মুখী জীবকে বৈকুণ্ঠে আকর্ষণ করিবার জন্য বৈকুণ্ঠ-বিরোধী স্বার্থান্ধ কলহপ্রিয় জীবগণকে ধ্বংস করিয়া ভক্তের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। এই শিক্ষা-প্রচার-মানসেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীগৌর-বাণী জগতে কীর্তন করিতেছেন।

বিগত ৮ই শ্রবণকেশ, ২৫শে শ্রাবণ রবিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-তিথি-উদ্‌যাপন উপলক্ষে তৎপূর্ব দিবস হইতেই শ্রীমন্দির ও তোরণদ্বার বিভিন্ন পত্র, পুষ্প, কদলীরক্ষ, পতাকা প্রভৃতিদ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। ব্রতোপবাস-দিবসের ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীগুরু-বন্দনা, মহাজনগীতি প্রভৃতি কীর্তনান্তে প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী পারায়ণ আরম্ভ হইয়া রাত্র ১০ ঘটিকায় সমাপ্ত হইয়াছিল। বৈকাল ৫ ঘটিকায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-জয়ন্তীর প্রদর্শনী উন্মোচকালে সমিতির সহঃ সভাপতি ও সম্পাদক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভক্ত-বৎসলতার নিদর্শন-স্বরূপ এই জন্ম-লীলার অবতারণা বলিয়া অভিহিত করেন। শ্রীভগবান্ এতই কারুণিক যে, জীবকুল ঐকান্তিক শরণাগতি গ্রহণ করতঃ ক্ষুদ্রতম সেবা করিলেও ভগবান্ তাহা অঙ্গীকার করেন এবং স্বরাট পুরুষ হইলেও ভক্তবশ হইয়া ভক্তপরতন্ত্র হন—ইহাও ভগবানের অচিন্ত্যলীলা-বৈশিষ্ট্য।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা-সম্পর্কে পাঠ করেন। পরে এক মহতী ধর্ম-সভায় তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমস্তী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত দামোদর মহারাজ ও আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব ও তাঁহার জন্মলীলা সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ সরল ভাষায় ‘শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী’ ও তিনি অজ হইয়াও জন্মলীলা করার কারণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দার্শনিক অভিভাষণ প্রদান করেন। রাত্র দ্বিপ্রহর হইলে কীর্তনমুখে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক ও অর্চনান্তে শাস্ত্র-নিয়মানুসারে ফল-মূলাদিদ্বারা অনুকল্পের ব্যবস্থা করা হয়।

অত্যন্ত বেদনার কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-মুহূর্ত অতিক্রান্ত হইলে অন্যত্র কোথাও কোথাও অনুরূপ-প্রসাদাদি গ্রহণ করার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা কি শ্রীকৃষ্ণানুগ-ধারা? আচার্য্যভাস্কর জগদগুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিশুদ্ধধারার বিকৃতরূপ মাত্র। শ্রীল ঠাকুরের আচারিত-প্রচারিত ধারার নির্ভিক পথপ্রদর্শক ও তদীয় পরম প্রিয়-পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের আনুগত্য স্মরণ করতঃ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ আচার্য্য-প্রবর্তিত বিচার সুষ্ঠুরূপে পালন করিতেছেন ও করিবেন—ইহাই সুদৃঢ় আশা।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়ত:

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্যবর্ষ্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
ষষ্ঠ বার্ষিক বিব্রহ-মহোৎসব



নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রীশ্রীমদুক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

৬ই আশ্বিন, ১৩৮১ ; ইং ২৩।৯।৭৪

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্দিত-পূর্ব্বকেষম্—

সাদর সন্তোষণপূর্ব্বকেষম্—

আগামী ৩০শে পদ্বনাভ, ১৩ই কার্তিক (ইং ৩১।১০।৭৪)
বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী
শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী
মহারাজের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষ্যে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং
তচ্ছাখামঠসমূহে ষষ্ঠ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে ।

এতদুপলক্ষ্যে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবা-সূচী অনুসারে
আপনি সবান্নব যোগদান করতঃ আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার
দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা । পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের
ক্রটি মার্জ্জনীয় । ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী :—

১৩ই কার্তিক, ইং ৩১।১০।৭৪ বৃহস্পতিবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের

অতিমর্ত্য চরিত্র আলোচনা ।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ ।

অপরাহ্নে—৪.৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন ।

বিঃ দ্রঃ— পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিষামী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজের নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিরুতা ধর্মাত্মা স্প্রসাদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর । অতু ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ॥ হরি-কথার বতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রব ॥

২৬- বর্ষ { ক্ষীরোদশায়ী, ১৬ দামোদর, ৪৮৮ গৌরাক
শনিবার, ২৯ কার্তিক, ১৩৮১ ; ইং ১৬/১১/১৯৭৪ } ৯ম সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রী শ্রীদামোদরাষ্টকম্

[শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিতম্]

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দ-রূপং লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্ ।

যশোদা-ভিযোলুখলাদ্ধাবমানং পরামৃষ্টমতাং ততোদ্রুত্যা গোপ্যা ॥১॥

যাঁহার গণ্ডরয়ে দোতুলামান কুণ্ডলদ্বয় ক্রীড়া করিতেছে, যিনি গোকুল-
নামক (অপ্রাকৃত চিন্ময়) ধামে শোভমান, যিনি (দধিভাণ্ড ভগ্ন করার
অপরাধ-হেতু) মাতা যশোদার ভয়ে ভীত হইয়া উদুখল হইতে (লক্ষ্য
প্রদানপূর্বক) অতিবেগে ধাবমান, মাতা যশোদাও তদপেক্ষা অধিক বেগে
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া যাঁহার পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সচ্চিদা-
নন্দস্বরূপ (সর্বশক্তিমান) শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥১॥

রুদন্তং মুহূর্নেত্র-যুগ্মং যুজন্তং করাণ্ডোজ-যুগ্মেন সাতঙ্ক-নেত্রম্ ।

মুহুঃ শ্বাস-কম্পত্রিরেখাঙ্ক-কণ্ঠ-স্থিত-ত্রৈব-দামোদরং ভক্তিবন্ধম্ ॥২

(মাতৃ-হস্তস্থিত ষষ্টিদ্বারা প্রহৃত হইবার ভয়ে) যিনি ক্রন্দন করিতে করিতে কর-কমলদ্বারা পুনঃ পুনঃ স্বীয় চক্ষুদ্বয় যুগপৎ মার্জন করিতেছিলেন, যাহার নেত্রযুগল সাতিশয় ভীতিপূর্ণ নিরীক্ষণযুক্ত, যাহার রোদনাবেগে মুহুমুহু শ্বাসের দ্বারা (শঙ্খবৎ) ত্রিরেখাঙ্কিত কণ্ঠ-শোভিত (মুক্তা-হারাদি) গ্রীবা-ভূষণ কম্পমান এবং যাহার উদর (মাতার বাৎসল্যভক্তি-হেতু) রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ (আমি সেই দামোদরকে বন্দনা করি) ॥২॥

ইতীদৃক্ স্ব-লীলাভিরানন্দ-কুণ্ডে স্ব-ঘোষং নিমজ্জন্তুমাখ্যাপয়ন্তুম্ ।

তদীয়েশিতজ্জেষু ভক্তৈজ্জিতত্বং পুনঃ প্রেমতন্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥৩॥

(এই প্রকার দামবন্ধনাদি-রূপ বালা-লীলা-সমূহদ্বারা) যিনি (নিজ-লীলাশক্তি-প্রকটিত) গোকুলবাসিগণকে আনন্দ-কুণ্ডে নিত্যকাল নিমজ্জিত করিয়াছেন, ঐশ্বর্য্য জ্ঞানপর ভক্তগণের নিকট “আমি আমার নিজ (ঐশ্বর্য্য-ভাবহীন) প্রেমিক ভক্তগণের দ্বারা জিত হইয়াছি”—এইরূপ ভাব জ্ঞাপন করিতেছেন, আমি প্রেমভক্তিভরে পুনরায় সেই দামোদর কৃষ্ণের শত-শতবার বন্দনা করি ॥৩॥

বরং দেব ! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা ন চান্যং বৃণেহহং বরেশাদপীহ ।

ইদন্তে বপূর্নাথ ! গোপাল-বালং সদা মে মনস্ত্রাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥৪॥

হে (পরমশ্রোতমান) দেব ! আপনি সর্বপ্রকার বরদানে সমর্থ হইলেও আমি কিন্তু (আপনার নিকট চতুর্থ পুরুষার্থ) মোক্ষ অথবা মোক্ষাবধি (অর্থাৎ ঘনসুখ-বিষেশাত্মক শ্রীবৈকুণ্ঠলোক, এমন কি, শ্রবণ-কীর্তনাদি-ভক্তির প্রকার-রূপ) অন্য কোনও বর প্রার্থনা করি না। হে নাথ ! তোমার এই বাল-গোপাল-রূপই যেন আমার হৃদয়ে প্রকটিত থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুতে আমার প্রয়োজন নাই ॥৪॥

ইদন্তে মুখাণ্ডোজমব্যক্ত-নীলৈবৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রত্নৈশ্চ গোপ্যা ।

মুহুশ্চুস্বিতং বিষ-রক্তাধরং মে মনস্ত্রাবিরাস্তামলং লক্ষ-লাটৈভঃ ॥৫॥

হে দেব ! তোমার মুখপদ্ম, অত্যন্ত শ্যামল ও লোহিত-বর্ণযুক্ত কুটিল কেশ সমূহদ্বারা আচ্ছাদিত এবং মাতা যশোদাকর্তৃক পুনঃ পুনঃ চুস্বিত ;

বিশ্বকলের মত রক্তবর্ণ অধরযুক্ত পরম মনোহর সেই বদনকমল আমার হৃদয়ে
সর্বদা প্রকাশিত থাকুক । অপর লক্ষ-লাভেও আমার প্রয়োজন নাই ॥৫॥

নমো দেব ! দামোদরানন্ত ! বিষ্ণো ! প্রসীদ প্রভো ! দুঃখ-জালান্ধিমগ্নম্
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্টাতিদীনং বতানু-গৃহানেশ ! মামজ্জমেধ্যাক্ষি-দৃশ্যঃ ॥৬॥

হে (দিব্যরূপ-বিশিষ্ট) দেব ! আপনাকে নমস্কার । হে (ভক্তবৎসল)
দামোদর ! হে (অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি যুক্ত) অনন্ত ! হে (সর্বব্যাপক) বিষ্ণো !
হে (মদীয় ঈশ্বর) প্রভো ! হে (পরম-স্বতন্ত্র) ঈশ ! আমার প্রতি প্রসন্ন
হউন, আমার ণায় বহুবিধ সংসার-দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত, অতিদীন, অজ্ঞ
ব্যক্তিকে (অনুগ্রহ করিয়া) উদ্ধার করুন এবং কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া আপনি
আমার নয়নের গোচরীভূত হউন ॥৬॥

কুবেরাত্মজো বন্ধ-মূর্ত্যেব যবং ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তি-ভাজৌ কৃতৌ চ ।
তথা প্রেম-ভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ ন মোক্ষে গ্রহে মেহস্তি দামোদরেহ ॥

হে দামোদর ! আপনি যে-প্রকার (মাতা যশোদা-কর্তৃক রজ্জুদ্বারা
উদ্বৃথলে) শৃঙ্খলিত থাকিয়াও (শ্রীনল-কুবর ও মণিগ্রীব নামক) কুবের
পুত্রদ্বয়কে (নারদ-শাপহেতু যমলার্জুন-রক্ষ-জন্ম হইতে) মুক্তি ও (পরম-
প্রয়োজনরূপ) ভক্তি-ভাজন করিয়াছিলেন, সেইপ্রকার আমাকেও আপনার
নিজস্ব প্রেম-ভক্তি প্রচুর পরিমাণে দান করুন—ইহাতেই আমার (এক-
মাত্র) আগ্রহ । (অন্য কোনও প্রকার) মোক্ষে আগ্রহ নাই ॥৭॥

নমস্তেহস্ত দায়ে সুরদীপ্তি-ধাম্নে ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্ত্র ধাম্নে ।

নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ নমোহনন্ত-লীলায় দেবায় তুভ্যাম্ ॥৮॥

(হে দামোদর !) আপনার উদর-বন্ধন-মহারজ্জুকে নমস্কার ! নিখিল
ব্রহ্মতেজের আশ্রয় ও চরাচর বিশ্বের আধার-স্বরূপ আপনার উদরকে নমস্কার ।
আপনার প্রিয়তমা রাধিকাকে এবং আপনার অলৌকিক লীলা-বिलासকে
নমস্কার ॥৮॥

শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার বৈশিষ্ট্য

জনৈক ভক্ত—প্রভো ! শ্রীমন্মহাপ্রভুই যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভজন করিলেই ত' সব হয়, পৃথক্ কৃষ্ণারাধনার আবশ্যক কি ?

পরমহংস ঠাকুর—এইরূপ বিচার সেবাহীন জনগণের কৃষ্ণ ও গৌরে ভেদ-বুদ্ধি হইতেই উদিত হইয়া থাকে । কতকগুলি লোক গৌরানুগত্যের ছলনা করিয়া যে গৌরভজন কৃষ্ণভজন হইতেও বড় বা কৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা নাই প্রভৃতি প্রলাপ বকিয়া থাকেন, তাহা গৌরভজন নহে ; তাহা কপটতা ও ভণ্ডতা মাত্র ।

শ্রীগৌরপার্ষদ গোস্বামিপাদগণের অনুমোদিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত মতবাদ জড়েন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে পাষণ্ডতা ব্যতীত আর কি ? শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যেমন আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন,—শচীসুহৃৎ নন্দীশ্বর পতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজন্মং ননু মনঃ—হে মন, তুমি শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দের প্রিয়তম স্বরূপে নিরন্তর স্মরণ কর । এই স্থানে শ্রীদাসগোস্বামিপ্রভু শচীনন্দনকে নন্দনন্দন-রূপেই স্মরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু নন্দনন্দনের আরাধনার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন নাই । যদি করিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তি-পদে শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দদয়িতরূপে জ্ঞান করিতে বলিতেন না । শ্রীগুরুদেব—আচার্য্য, তিনি আচরণ করিয়া শিষ্যকে ভজন-শিক্ষা দেন । শ্রীগুরুদেব সর্বদা মুকুন্দের আরাধনা-তৎপর, তিনি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ রাধাপ্রিয়সখী । কৃষ্ণ হইতে বড় বস্তুর কল্পনাই মনোধর্ম বা মায়া । হাঁহারা হরিলীলা মায়াত্তর্গতা, এইরূপ অপরাধময়ী বুদ্ধি পোষণ করিয়া দুরভিসন্ধিমূলে ইন্দ্রিয়তোষণপর ভোগবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সন্তোগবাদি ভোগী । তাঁহারা গৌরে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট । ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বিকৃতমস্তিষ্ক, আর কতকগুলি ভজনহীন নির্যোধ ; সুতরাং বঞ্চিত হইবার জন্মই তাঁহাদের অহুগত । অনর্থ-ময় সাধকের বর্ত্তমান অবস্থারও উপাস্য শ্রীগৌরসুন্দর, আর অনর্থহীন সাধকের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ । সাধকের শ্রীকৃষ্ণোপাসনার পূর্বাভাসই গৌরোপাসনা, আর সিদ্ধের গৌরোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণোপাসনা । অসিদ্ধ অর্থাৎ অনর্থযুক্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারেন না, যাইবার ছল করিলে কৃষ্ণ, বিষুর দ্বারা

অধঃবক পুতনার ন্যায়, অকালে তাঁহার বধ সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু পরমোদার্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ন্যায় বিষয়ীকে, জগাই মাধাইয়ের ন্যায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকেও অনর্থ হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণারাদনায় নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা প্রদান করেন। কতকগুলি শাক্তেয়বাদী ও বঞ্চিত ব্যক্তি বিপ্রলস্তাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এবং রূপানুগ শ্রোতপন্থা পরিত্যাগ করিয়া মাটিয়া-বুদ্ধিবলে জড়ভোগ তৎপর হইয়া ‘গৌরভজা’ বা ‘গৌরবাদী’ হইয়া পড়িয়াছেন। আবার কতকগুলি লোক গৌর বাদ দিয়া গৌর-নাম মন্ত্রে বিরোধ করিয়া ত্রিগুণ-চালিত হইয়া জড়াহঙ্কারে শ্রীগৌরসুন্দরের নিতালীলা-বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিবার দান্তিকতা দেখাইয়া ঘৃণিত প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িয়াছেন। এক সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট, আর এক সম্প্রদায় মুখে ‘গৌর’ মানিয়া অন্তরে গৌরবিরোধী ও কৃষ্ণকে মায়িক ভোগ্য বস্তুমাত্র জ্ঞানে ভোগবুদ্ধি-বিশিষ্ট।

*

*

*

*

আবার, আর এক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা গৌরভজা হইবার পরিবর্তে গুরুভজা বা ‘কর্ত্তাভজা’ নাম ধারণ করিয়াছেন। ইহাদের ধারণা এই যে, গুরুই কৃষ্ণ। সুতরাং কৃষ্ণারাদনার আর আবশ্যকতা নাই। এইসকল স্বতন্ত্র জড়-বুদ্ধিজীবী পাষাণমতবাদী ব্যক্তি অনুগত ব্যক্তিগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রমত্ত জরদগাতুলা গুরুক্ৰবকে কৃষ্ণ সাজাইয়া নিজেরা ইন্দ্রিয়তর্পণে রত হয় এবং বহু মুর্থ ব্যক্তিকে সেই অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত করাইয়া থাকেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ঐ সকল অপরাধি-ব্যক্তিগণের কথা খুব সরল ভাষায় বলিয়াছেন—

কোন পাপিগণ ছাড়ি’ কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।

আপনারে গাওয়ায় বলিয়া ‘নারায়ণ’ ॥

দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।

কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার ॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১।১৪।৮৪-৮৫)

উদর ভরণ লাগি, এবে পাপী সব।

লওয়ায় ঈশ্বর আমি, — মূলে জরদগব ॥

গর্দভ-শৃগাল-তুলা শিষ্যগণ লঞা ।

কেহ বলে,—‘আমি রঘুনাথ ভাব’ গিয়া ॥

কুকুরের ভক্ষ্য দেহ,—ইহায়ে লইয়া ।

বলয়ে ‘ঈশ্বর’ বিষ্ণু মায়া-মুগ্ধ হৈয়া ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩, ৪৮০-৪৮২)

এই সকল ব্যক্তি আত্মতুলা শিষ্যগণের দ্বারা শৃগাল কুকুর-ভক্ষ্য স্বীয় জড় পিণ্ডের পদদেশে তদীয়া তুলসী (?) সমর্পণ করাইবার দুঃসাহস ও পাষণ্ডতা দেখাইয়া অনন্ত রোরবের পথ পরিস্কার করিয়া থাকে। এই সকল পাষণ্ডের কথা বহুলোক আমাদের নিকট জানাইতেছেন, কিন্তু ইহারা নরক গমনের জন্য এতদূর কৃতসঙ্কল্প যে, কোনও ভাল কথা কিম্বা শাস্ত্রীয় কথা ইহাদের কর্ণমূলে প্রবিষ্ট হয় না। এই যে ত্রিগুণা দেবীর যূপকাষ্ঠমুখে পূজা হইতেছে, তাহাতে এইসকল পাষণ্ডবুদ্ধিরূপ মস্তক বিচ্ছিন্ন হইলে আর ভোগ-পরতা বিষ্ণুতে আরোপিত হয় না। এই ‘গুরু-ভজা’ মত জগতে বহু প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মুখ্য লোকই এই সকল মতের আদর করিয়া থাকে।

*

*

*

গোস্বামিপাদগণ ও শ্রীল রূপানুগ ভক্তগণ ভক্তনের প্রণালী কিরূপ সুন্দর-ভাবে কীর্তন করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। শ্রীল কাবরাজ গোস্বামিপ্রভু প্রথমে শ্রীগুরুদেব, তৎপরে শ্রীগৌরানন্দ এবং শেষে শ্রীগান্ধারীকাগিরিধারীর ভজন-কীর্তন করিয়াছেন। তাহার স্তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ইন্দ্রিয়-প্রমত্ত গুরু-ভজাগণের গুরুই ‘গৌরানন্দ’—এইরূপ পাষণ্ডমতবাদ প্রচার করেন নাই। গুরু-ভক্তনের চল দেখাইতে গিয়া গৌরানন্দের ভজন বাদ দেন নাই। আবার গৌরভজা হইয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তনের সহিত বিরোধ করেন নাই।

বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল ।

কৃষ্ণনাম-পরায়ণ, পরম মঙ্গল ॥

যাঁর প্রাণধন—নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য ।

রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অণু ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৫ম ২২৮-২২৯ সংখ্যা)

*

*

*

শ্রীগুরুদেব গৌরাভিন্নবিগ্রহ । তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদ-
তত্ত্ব গৌরাঙ্গের প্রকাশবিগ্রহ । তিনি আশ্রয় জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব । বিষয়-
জাতীয় ভগবত্তত্ত্বের সহিত তাহাকে একীভূত করিয়া বিষয়তত্ত্বের বিলোপ-
সাধন করিবার চেষ্টা অপরাধময় নির্বিশেষবাদীর চেষ্টামাত্র । উহাই
মায়াবাদ বা পাষণ্ডতা । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

“যতপি আমার গুরু চৈতন্তের দাস ।

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥”

অন্যস্থানে আরও বলিয়াছেন—

“তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন ।

মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

তিনি শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে কৃষ্ণভজনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন । শ্রীল
ঠাকুর মহাশয় বহু স্থানে এই সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন—

হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,

দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় ।

*

*

*

নিতাইর করুণা হবে,

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,

ধর নিতাইর চরণ ছু'খানি ।

শ্রীগুরু করুণাসিকো

লোকনাথ দীনবন্ধো

মুঞি দীনে কর অবধান ।

রাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন,

প্রিয়নন্দসখীগণ

নরোত্তম মাগে এই দান ॥

*

*

*

“ধন মোর নিত্যানন্দ,

পতি মোর গৌরচন্দ্র

প্রাণ মোর যুগলকিশোর ।”

*

*

*

“শুনিয়াছি সাধু-মুখে বলে সর্বজন ।

শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল-চরণ ॥”

*

*

*

গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র

পরম আনন্দ কন্দ,

পরিবার গোপ-গোপী সঙ্গে ।

নন্দীশ্বর যা'র ধাম, গিরিধারী যা'র নাম,
সখী সঙ্গে তা'রে ভজ রঙ্গে ॥

প্রেমভক্তি তত্ত্ব এই, তোমা'রে কহিল ভাই
আর দুর্বাসনা পরিহরি ।

শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই, এসব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী অনুচরি ॥

অহঙ্কার অভিমান অসংসঙ্গ, অসংজ্ঞান'
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম ।

কর আত্ম-নিবেদন, দেহ-গেহ পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব, রতি মতি ভাবে সেব,
প্রেমকল্লতরু দাতা ।

ব্রজরাজনন্দন, রাধিকা-জীবন-ধন,
অপরূপ এই সব কথা ।

— শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম

*

*

*

শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভু গুরুদেবকে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের
প্রিয়তমতত্ত্ব বলিয়াছেন । শ্রীল দাস গোস্বামির পরমপ্রিয় শ্রীল কবিরাজ
গোস্বামিপ্রভু তাঁহার ভজন-প্রণালী এই শ্লোকটিতে কীর্তন করিয়াছেন—

বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরুন্ বৈষ্ণবাংশচ

শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।

সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং

শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশচ ॥

সর্বপ্রথমে মল্লদীক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেবের ভজন, তৎপরে পরম, পরাংপর
প্রভৃতি গুরুবর্গ যথা— শ্রীমদানন্দতীর্থ, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রমুখ গুরুবর্গের ভজন,
তৎপরে চতুষ্টয়গোষ্ঠিত ভাগবতবৈষ্ণবগণের ভজন, তৎপরে অভিধেয়াচার্য্য
যুগলচরণ-ভজন-প্রদানের মালিক শ্রীরূপ প্রভুর ভজন, তৎপরে রূপানুগম্য
শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব প্রমুখ গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে অদ্বৈত প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ
প্রভুর সহিত সাবরণ ঈশতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভজন । এই শ্রীকৃষ্ণ-

চৈতন্যদেবই “কৃষ্ণ জানাইয়া বিশ্ব কৈল ধনু”। তিনি অনর্পিতচর উন্নতো-
জ্জলরসপ্রদাতা। শ্রীকৃষ্ণপাদ তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন—

“নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নৈ গোঁরত্বিষে নমঃ ॥”

তিনি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা বলিয়াই মহাবদান্য। তাঁহার উপদেশ—“যা’রে
দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ”। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার রূপ—গৌর, তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান। এই মান,পুরু,গুণ
ও লীলা তাৎকালিক বা কালব্যবধানগত কোন বস্তু নহে, উহা নিত্য।
কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা (গৌরলীলা)—এই উভয় নিত্য লীলার
মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তাহাও নিত্য। এই দুই নিত্যলীলার নিত্য-
বৈশিষ্ট্যের বিলোপসাধন করিবার যথা প্রয়াস করিলে ইন্দ্রিয়-তর্পণোথ
অপরাধময় নির্বিশেষবাদের আবাহন করা হয়। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণের
বিপ্রলম্বুরসময়বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দরের সন্তোগময়বিগ্রহ।
শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত ভজনই গোপীর আনুগত্যে শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজন
আচার্য্য শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়সুদাম্ বৃন্দাবনং
রমা কাচিৎপাসনা ব্রজবধুবর্গেন যা কল্লিতা।

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমলং প্রেমা পুমর্থোমহান্
শ্রীচৈতন্যমহা প্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো ন পরঃ ॥ *

শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিই জীবের সাধ্য

সর্ববেদ-প্রণয়ন, অধ্যয়ন ও বিচার করত ব্রহ্মা শত শত-কল্পেও যে-
তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না, সর্বজ্ঞানসম্পন্ন ও সমস্তযোগ ও বৈরাগ্য-
মার্গের একেশ্বর হইয়াও দেবাধিদেব মহাদেব যাহা সর্বদা অব্বেষণ করেন
এবং মুক্তজীবসকল যে-বস্তুকে স্ব-মহিমা বলিয়া নিত্য আদর করেন, সেই
অখিলসাধন-তত্ত্বের একমাত্র সাধাবস্তু এবং সর্বশাস্ত্রের প্রয়োজনরূপ পরম-
পুরুষার্থ যে প্রেম—তাহাই সম্প্রতি দীনদয়াল মহাপ্রভুর কৃপাকণ অবলম্বন-

* জনৈক ভক্তের প্রণোত্তরকালে উক্ত উপাসনা-বৈশিষ্ট্য-প্রসঙ্গে আচার্য্যকুলতিলক
জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।

—সম্পাদক

পূর্বক বিচারিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণগোষ্ঠামীকে মহাপ্রভু এই বলিয়া প্রেমতত্ত্ব উপদেশ করিলেন ; যথা,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
 গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
 মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ ।
 শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
 উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি যায় ।
 'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি 'পরবোম' পায় ॥
 তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন' ।
 'কৃষ্ণচরণ'-কল্লবক্ষে করে আরোহণ ॥
 তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে 'প্রেমফল' ।
 ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্তনাদি জল ॥
 যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা ।
 উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তা'র শুখি' যায় পাতা ॥
 তা'তে মালী যত্ন করি' করে আবরণ ।
 অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদগম ॥
 কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা' ।
 ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তা'র লেখা ॥
 'নিষিদ্ধাচার', 'কুটিনাটী', 'জীব-হিংসন' ।
 'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি'—যত উপশাখাগণ ॥
 সেক-জল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায় ।
 স্তব্ধ হঞা মূল-শাখা বাড়িতে না পায় ॥
 প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন ।
 তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন ॥
 'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আশ্বাদয় ॥
 লতা অবলম্বি' মালী 'কল্লবক্ষ' পায় ॥
 তাহাঁ সেই কল্লবক্ষের করয়ে সেচন ।
 সুখে প্রেমফল-রস করে আশ্বাদন ॥
 এই ত' পরম ফল—'পরম-পুরুষার্থ' ।
 যা'র আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯১৫-১৬৪)

মহাপ্রভুর এই রূপকে কবিরাজ গোস্বামী কি অপার-পাণ্ডিত্যের সহিত উপরোক্ত পয়ারে বর্ণন করিয়াছেন ! জীব যদি এই পয়ারের অর্থ সম্যক বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে, তাহা হইলে অনায়াসে ধন্য হয় । ভূপাকার শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া যে ফল না মিলে, তাহা এই আটাইশটি পংক্তি ভাল করিয়া বুঝিলে অনায়াসে পাওয়া যায় । কৰ্ম্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে জীবসকল এই ব্রহ্মাণ্ডে অনাদিকাল হইতে যাতায়াত করিতেছে । যেইবার ভক্তি-বাসনারূপ সুকৃতি প্রবল হইয়া উঠে, সেইবার ভক্তিতে জীবের শ্রদ্ধা হয় । শ্রদ্ধা হইলে সাধুগুরুর পদাশ্রয় করেন । সাধুগুরুর নির্দেশমতে জীবের শ্রদ্ধা হইলে সাধুগুরুর পদাশ্রয় করেন । সাধুগুরুর নির্দেশমতে সেই ভক্তিলতার বীজস্বরূপ শ্রদ্ধাকে চিত্তে ভাল করিয়া রোপণ করেন । জীব তখন মালী হইয়া হরি-নামাদি শ্রবণ-কীৰ্ত্তন-জল সেচন করিতে থাকেন । লতা বাড়িতে বাড়িতে জড়ীয় জগৎকে ভেদপূর্বক চিজ্জগতের সীমারূপ বিরজা পার হইয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মধাম অতিক্রম করত চিহ্নিলাসময় পরব্যোমে প্রবেশ করে । ব্রহ্মাণ্ড-ভেদ-কালে আর একটি প্রকরণ লাভ হয় ; তাহার নাম কৃষ্ণকৃপা । জীব স্বীয় চিৎস্বরূপে ক্ষুদ্র ; তাহার আলোচনা করিতে করিতে জড়-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ-ধৰ্ম্ম নিরন্তর হইয়া জীবের সন্তানশের উত্তম হইয়া পড়ে । এই সময় কৃষ্ণভক্তের বিশেষ কৃপাবলে কৃষ্ণকৃপা সহায়তা করেন । সে কৃপা এই,— চিহ্নিগত ছাাদিনীশক্তি অত্যন্ত প্রভাবময়ী । মায়া-নিরসন-সময়ে চিহ্নিশেষ-হানি হইতে জীবকে রক্ষা করিতে তিনি অগ্রসর হইয়া সাধনভক্তিতে ভাবরূপে উদিতা হন । সেই ভাববলে জীব, রতিলভ করত ক্রমশঃ উদ্ধগতি লাভ করেন । ছাাদিনী-শক্তির কৃপাব্যতীত জীব প্রেমরূপ প্রয়োজন-লাভের অধিকারী হন না । ছাাদিনীর বল পাইয়া জীবের চিহ্নি ব্রহ্মধাম ভেদপূর্বক পরব্যোমে যাইতে পারেন । পরব্যোমের উপরিভাগে শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন । তথায় কৃষ্ণচরণ-কল্লবক্ষে ভক্তিলতা বিস্তৃত হইয়া প্রেমফল প্রদান করেন । মালী এদিকে নিরন্তর হরিনামাদি শ্রবণ-কীৰ্ত্তনরূপ জল লতার মূলে সেচন করিতে থাকেন । যে-সময় লতা অক্ষুরিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, সে-সময়ে মালীকে আর কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয় । বৈষ্ণব-অপরাধ অর্থাৎ সাধুভক্তগণের প্রতি সিংসা-দ্বেষ-নিন্দারূপ অপরাধ উন্মত্ত হস্তীর ন্যায় কখন কখন উঠিয়া ভক্তিলতাকে ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহাতে তাহার পত্রাদি শুষ্ক হইয়া যায় । কখন বা লতাকে উৎপাটিত করিয়া ফেলে । এই

সময় মালীকে বিশেষ সাবধানে থাকা উচিত যেন ঐ অপরাধ-হস্তী উঠিতে না পারে। আর এক উপদ্রব এই যে, ভক্তিলতার সঙ্গে সময়ে সময়ে উপশাখা উৎপন্ন হইয়া শ্রবণ-কীর্তন-সেকজল বাড়িয়া বাড়িয়া মূল-শাখাকে বাড়িতে দেয় না। ভোগ, মোক্ষ, সিদ্ধি, কামনা, পাপাচার, কুটিনাটী অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য বিষয়ে মনোনিবেশ, জীবহিংসা, ক্রুরতা, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা, অর্থ-পুণ্যলাভাগ্রহ ইত্যাদি অনেক উপশাখা উৎপন্ন হয়। মালী সতর্ক হইয়া ঐ সকল উপশাখা উঠিতে উঠিতেই ছেদন করিয়া ফেলিবেন। একরূপ করিলে মূলশাখা জড়ীয় জগৎ অতিক্রম করিয়া অশাক্তধাম বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যায়। প্রেমফল পাকিয়া পাকিয়া পড়িতে থাকে এবং মালী পরমানন্দে তাহা সেবন করে। এই প্রেমই পরমপুরুষার্থ। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ইহার নিকট তৃণতুল্য।

এখন প্রেমের স্বরূপ ও প্রকারাদির সংক্ষিপ্ত বিচার করা যাইতেছে।
যথা, —

শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু সাম্যভাক্ ।

রুচিভিশ্চতুর্মাসৃণাকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৩।১)

তথা (প্রেমভক্তি-লহরীতে ১ম শ্লোক)—

সমাক্ মসৃণিতস্বান্তে সমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ ।

ভাবঃ স এব সান্দ্ৰাত্মা বুদ্ধৈঃ প্রেমা নিগততে ॥

কৃষ্ণে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ অতিশয় মমতায় গাঢ় আর্দ্রভাবকে প্রেম বলা যায়। সর্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির সন্ধিৎ-নামা বৃত্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব বলা যায়। মায়াক্রান্তির অন্তর্গত যে সত্ত্ব তাহা শুদ্ধসত্ত্ব নয় অর্থাৎ মিশ্রসত্ত্ব। কৃষ্ণে অতিশয় মমতায় গাঢ় আর্দ্রভাব চিহ্নভিগত হ্লাদিনী-বৃত্তিবিণে। তদুভয় মিলিত হইয়া যে পরমবৃত্তিরূপ চমৎকার ভাব জীব-হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ প্রেম। জড়জগতে মায়ার সন্ধি ও হ্লাদিনী সমবেত হইয়া যে জড়ীয় প্রেম উৎপন্ন করে, তাহা বিশুদ্ধ চিত্তগত প্রেমের হেয় ছায়া মাত্র।

শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপভাব এবং আর্দ্রতারূপ চেষ্টা—উভয়ই প্রেমে লক্ষিত হয়। ভাবই স্থায়ীভাব, তাহার প্রথম উদয়কে বৃত্তি বলে যথা, —

সাধনভক্তি হইতে হয় 'রতি'র উদয় ।

রতি গাঢ় হইতে তা'র 'প্রেম' নাম কয় ॥

প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয় ।

রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৬-১৭৭)

ভাবকে প্রীতির অঙ্কুর বলিয়াছেন ও তাহা উদয় হইলে যে-প্রকার অবস্থা হয়, তাহাও বলিয়াছেন । যথা,—

এই নব প্রীতাকুর যার চিত্তে হয় ।

প্রাকৃত-ক্ষোভে তাঁ'র ক্ষোভ নাহি হয় ॥

কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা বার্থ কাল নাহি যায় ।

ভুক্তি-সিদ্ধি-ইন্দ্রিয়ার্থ তাঁ'রে নাহি ভায় ॥

'সর্বোত্তম' আপনাকে 'হীন' করি' মানেন ।

'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি জানেন ॥

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান ।

নামগানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণনাম ॥

কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে হয় সর্বদা আসক্তি ।

কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্বদা বসতি ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৩, ২০, ৩১)

যথা (ভঃ রঃ সিঃ পৃঃ বিঃ রতিভক্তিলহরীতে ১১ শ্লোক),—

ক্ষান্তিরবার্থকালত্বং বিরক্তিস্থানশূন্যতা ।

আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥

আসক্তিস্তদগুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে ।

ইত্যাদয়োহনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাকুরে জনে ॥

ক্ষান্তি, অবার্থকালত্ব বিরক্তি, যানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নাম-গানে রুচি, কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে আসক্তি, তাঁহার লীলা-সম্বন্ধ-স্থলে বাস ইত্যাদি-অনুভাবসকল ভাবাকুর জন্মিলে মনুষ্যের স্বভাবে লক্ষিত হয় ।

(ক্রমশঃ)

—জাদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৪২)

প্রিয়বর্গের মধ্যে ঐহাকে আশ্রয় করিয়া প্রীতিবিশেষের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকেই প্রীতির আলম্বন মনে করিতে হইবে—একথা পূর্ব প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়। যেমন বাৎসল্য প্রীতি ব্রজরাজ-দম্পতিকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারা সেই প্রীতির আশ্রয়। অন্য প্রিয়বর্গ দাস, সখা প্রভৃতি উদ্দীপন মাত্র। ব্রজের বাৎসল্য-প্রীতি যে সাধক ভক্তের মধ্যে আবির্ভূত হইবে তাঁহার প্রীতির আশ্রয় শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী।

পরিকর বর্গের মধ্যে ঐহা (যে ভক্তের) প্রীতি নিজ প্রীতির অনুরূপ তিনি সম্বাসন। ঐহা প্রীতি অনুরূপ তিনি ভিন্ন-বাসন। এইরূপে প্রীতির আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে প্রিয়বর্গ দ্বিবিধ। উভয়বিধ প্রিয়বর্গের প্রতি ভক্তের যে প্রীতি তাহা তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি আছে বলিয়া। অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রতি ভালবাসা নিজের কোন বাবহারিক সম্পর্কের অনুরোধে নহে। একথা কেবল সাধকগণের সম্বন্ধে নহে, পরিকরবর্গের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তাঁহাদের পরস্পরের সম্পর্ক শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে। যেমন শ্রীরাধার প্রতি শ্রীললিতার যে প্রীতি, তাহা শ্রীরাধাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আছে বলিয়া, নিজ সখী বলিয়া মনে। সুতরাং কৃষ্ণপ্রীতিরই আদর।

এস্থলে বক্তব্য বিষয় তিনটি—নিজ সম্বন্ধাদিহেতুকা প্রীতির নিষেধ, ভগবৎ প্রীতির সমাদর এবং যিনি ভগবৎ প্রীতির আশ্রয়, তাঁহার প্রতি প্রীতি। নিজ সম্বন্ধাদিহেতুকা প্রীতির নিষেধে শ্রীকৃষ্ণদেবীর বাক্য—

অথ বিশেষ বিশ্ণাত্মন বিশ্বমূর্ত্তে স্বকেষু মে।

স্নেহপাশমিমং ছিন্তি দৃঢ়ং পাণ্ডুযু রক্ষিষু ॥ (ভাঃ ১।৮।৪১)

হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্ণাত্মন ! হে বিশ্বমূর্ত্তে ! আমার নিজজন পাণ্ডব ও যাদবগণে যে দৃঢ় স্নেহবন্ধন আছে তাহা ছিন্ন করিয়া দাও।

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির সমাদর —

ত্বয়ি মেহনত্ববিষয়া মতির্মধুপতেহসকলং।

রতিমুদ্রহতাদক্ষা গঙ্গেবৌঘমুদমতি ॥ (ভাঃ ১।৮।৪২)

শ্রীকুন্তীদেবীর পাণ্ডবগণ পুত্র এবং যাদবগণ পিতৃবংশ সম্ভূত । উভয়ই ভগবৎ-পরিকর । তাহা হইলেও নিজস্বকহেতুকা প্রীতির ছেদন জন্য প্রার্থনা করিতেছেন । ইহাতে সম্পর্কিত ব্যক্তি যদি সাধারণ জন হয়, তবে সেই প্রীতি ছেদনের জন্য যে আগ্রহ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র । কুন্তীদেবীর প্রার্থনা—হে মধুপতে ! আমার মতি অণু বিষয় পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর তোমাতে অনবচ্ছিন্ন প্রীতি করুক । সমুদ্রে পতন-সময়ে গঙ্গা যেমন তরীকে বিঘ্ন বলিয়া গণ্য করে না, আমার মতিও তোমাকে প্রীতি করিতে যেন কোন বিঘ্ন গণ্য না করে । অতঃপর ভগবৎপ্রীতির আধারে নিজপ্রীতি অঙ্গীকার হেতু বলিতেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যযভাবনিষ্ক-

গ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীৰ্য্য ।

গোবিন্দ গোদ্বিজসুরাভিহরাবতার

ষোগেশ্বরখিলগুরো ভগবন্ নমস্তে ॥ (ভাঃ ১।৮।৪৩)

হে শ্রীকৃষ্ণ ! শ্রীকৃষ্ণসখ (অর্জুনের সখা) ! হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ ! তুমি অবনীর উপদ্রবকারী ক্ষত্রিয়বংশের নিহন্তা । হে গোবিন্দ ! গো, দ্বিজ ও দেবতাগণের দুঃখবিনাশের জন্ত তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ । হে যোগেশ্বর ! অখিলগুরো ! ভগবন্ ! তোমাকে নমস্কার ।

এই শ্লোকে অর্জুনের সখারূপে শ্রীকৃষ্ণের আদর প্রকাশ করিয়া অর্জুনের প্রতিও প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন । আর বৃষ্ণিবংশের সহিত তাঁহার উল্লেখ করায় বৃষ্ণিগণের প্রতিও কুন্তীদেবীর প্রীতি প্রকাশ পাইতেছে । কিন্তু উহাদের প্রতি নিজ স্নেহানুগামিনী প্রীতি ছেদনের জন্য পূর্বেই প্রার্থনা করিয়াছেন । এখানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের উল্লেখ থাকায় শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিমান্ বলিয়াই তাঁহাদিগকে প্রীতি করেন—ইহাই বুঝিতে হইবে ।

শ্রীউদ্ধবেরও এই প্রকার উক্তি—

বৃক্শ মে সুদৃঢ়ং স্নেহপাশো

দাশার্হবৃক্ষ্যাক্ককসাত্ততেষু ।

প্রসারিতঃ সৃষ্টিবিরুদ্ধয়ে ত্বয়া

স্বমায়য়া হ্যাত্মসুবোধহেতিনা ॥

নমোহস্ত তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্ ।

যথা ত্বচ্চরণান্তোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥

(ভাঃ ১১।২৯।৩২-৪০)

সৃষ্টিবুদ্ধির জন্য তুমি দাশাই, রক্ষিও, অন্ধক ও সাত্ত্বতগণে আমার যে সুদৃঢ় স্নেহপাশ বিস্তার করিয়াছ তাহা আত্মজ্ঞানরূপ শাস্ত্রদ্বারা ছেদন কর।

হে মহাযোগিন্! তোমাকে নমস্কার। যাহাতে তোমার শ্রীচরণকমলে অনপায়িনী রতির উদয় হয়, শরণাগত আমাকে সেই শিক্ষা দান কর। হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার মায়ায় আত্মীয়-কুটুম্বে যে প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহা শুধু বন্ধনের হেতু—দুঃখের হেতু। এজন্য তাহা বিনষ্ট হউক। তোমাতে যে প্রীতি, তাহা সুখরূপা; এজন্য তাহা অক্ষয় হউক। এস্থলে সম্বন্ধহেতুকা প্রীতি উপেক্ষা করিয়া ভগবৎ-প্রীতি প্রার্থনা করিতেছেন।

সাধক-ভক্তগণের প্রথমে আত্মীয়জনে প্রীতি থাকে, পরে শ্রীভগবানে প্রীতি জন্মে। ভগবৎ-প্রীতির আবির্ভাবকালে সম্বন্ধহেতুকা প্রীতির প্রতি বন্ধনবুদ্ধি জন্মে। সিদ্ধভক্তগণের অবস্থা তাদৃশ নহে। তাঁহাদের শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুতে প্রীতি থাকে না। শ্রীউদ্ধব প্রভৃতি সিদ্ধভক্তগণের নিজ সম্বন্ধে এই উক্তি কেবল অন্তর্গত শিক্ষাপ্রদানের উদ্দেশ্যে জানিতে হইবে।

শ্রীকুন্তীদেবীর অভিপ্রায়—শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা হইতে দ্বারকাগমনে পাণ্ডব-গণের অকুশল, আগমনে যাদবগণের অকুশল। উভয় পক্ষের কথা চিন্তা করিয়া কুন্তীদেবী ব্যাকুলচিত্তা হইয়া উভয়ের প্রতি স্নেহবন্ধন ছেদন করার প্রার্থনায়—উভয় পক্ষের সহিত তোমার বিচ্ছেদ যাহাতে না হয়, একরূপ ব্যবহারের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীকুন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন।

যদি দেহসম্বন্ধহেতুকা প্রীতির বিচ্ছেদই ভগবৎ-প্রিয়গণের স্বভাব হয়, তবে দেবকীদেবীর কৃত পুত্র ছয় জনের প্রতি স্নেহ দেখা যায় কেন? তিনি স্নেহবশবর্ত্তিনী হইয়া তাহাদিগকে আনয়নজন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন কেন? তদুত্তর—শ্রীকৃষ্ণেরই পানাবশিষ্ট স্তন্যপান প্রভাবে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার বাসনায় শ্রীকৃষ্ণেরই তাদৃশ লীলাবিস্তার জানিতে হইবে।

—পরিব্রাজকচার্য্য শ্রীমদ্বক্তৃত্বদেব শ্রোতী মহারাজ

ଶ୍ରୀ ଶୁକ-ବନ୍ଦନା

[illegible]

অগতির গতি পতিত ভারণ
আশ্রয়ে ছুরিত হর ॥

রাধানিজন পরম পাবন
এসেছিলে এ-ধরায় ।

শ্রীকৃষ্ণবিমুখে কত যে তারিলে
জাগিছে তা এ-হিয়ায় ॥

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে অতি সুনিপুন
বিচারে অপরাজেয় ।

প্রভুপাদ-শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ
অসজ্জনের অজেয় ॥

ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিত মানব
নাহি পায় সুখলেশ ।

হরিনাম-সুধা জীবে পিয়াইয়া
প্রেমে ভাসাইলে দেশ ॥

দিকে দিকে কত শ্রীমঠ-মন্দির
তুমি যে প্রকট করি ।

শ্রীগোরাঙ্গ-বাণী প্রচার করিলে
কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন
তোমার অক্ষয় কীর্তি।

বেদান্ত দর্শনে ব্যাখ্যা জানাইলে
প্রতিপাদ্য কৃষ্ণভক্তি ॥

ধাম-পরিক্রমা পত্রিকা প্রকাশে
প্রচারিলে শুদ্ধভক্তি ।

কলিহত-জীব তাহা আচরিলে
প্রেমলাভে পাবে শক্তি ॥

প্রভুপাদ-নিষ্ঠা অসীম তোমার
ভুলনা তাহার নাই।

কৃপা কর গুরো ! অনুক্ষণ যেন
তোমার মহিমা গাই ॥

—দাসাধম ভক্তিবେদান্ত পর্যাটক

উপনিষৎ-সার

(১) মুণ্ডকোপনিষৎ

অথর্ববেদের শৌনকীয় অন্তর্ভুক্ত এই মুণ্ডকোপনিষৎ। ২৮ খানি উপনিষদের মধ্যে ইহার শ্রেষ্ঠত্বহেতু মুণ্ড অর্থাৎ শির নামে আখ্যাত হইয়াছে। শরীরের মধ্যে মুণ্ড অর্থাৎ শির যেমন সর্বোত্তমাংশ সেইরূপ সর্বোপনিষদের সারস্বরূপ বলিয়া ইহাকে মুণ্ডকোপনিষদ্ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আবার অবিচার মুণ্ডন অর্থাৎ বিনাশ নিমিত্ত ইহাকে কেহ কেহ মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন। তাহারও অভিमत এই যে, মুণ্ডক নামক কোন ঋষি ইহা উপদেশ বা প্রবর্তন করায় তাহার নামানুসারেই মুণ্ডকোপনিষদ্ নাম জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা অপৌরুষেয়, কোন মনুষ্যকৃত গ্রন্থ নহে।

মুণ্ডকোপনিষদে শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদে পরা ও অপরা বিচার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

আদিগুরু ব্রহ্মা জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বাকে ব্রহ্মবিद्या উপদেশ করেন। অথর্ব তাহাই অঙ্গিনামক ঋষিকে বলিলেন। পরে তিনি ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবহকে এবং সত্যবহ তাহা নিজপুত্র অঙ্গিরসকে উপদেশ করিয়াছিলেন। মহর্ষি অঙ্গিরা শৌনকমুনিকে এই ব্রহ্মবিद्या দান করিলেন।

শৌনক মুনি অঙ্গিরার সমীপে উপস্থিত হইয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, —‘হে ভগবন্ ! কোন্ বস্তুটী বিশেষভাবে অবগত হইলে অখিল বিद्या সুবিদিত হয়?’ অঙ্গিরা ঋষি শৌনককে বলিলেন, বিद्या দ্বিবিধা—পরা ও অপরা। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই সকলই অপরা বিद्या। যে বিद्याদ্বারা সেই অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে পরা বিद्या বলে।

সেই অদৃশ্য (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য), অগ্রাহ্য (রূপহীন), চক্ষুকর্ণহীন, হস্তপদশূন্য, অবিনাশী, বিভূ, সর্বব্যাপী, সুসূক্ষ্ম, ভূতবর্গের কারণ ব্রহ্মকে যে বিচার সাহায্যে বিবেকিগণ সর্বতোভাবে দর্শন করেন, তাহাই বলা হইতেছে—

মাকড়সা যেরূপ সূতা উৎপাদন করে ও আত্মসাথ করে, পৃথিবীতে ব্রীহিষবাদি ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়, সজীব পুরুষ-শরীর হইতে যেরূপ বিজাতীয় (জড়) কেশ ও লোমসমূহ নির্গত হয়, তদ্রূপ অক্ষর হইতে এই সংসারমণ্ডলে নিখিল বস্তু উৎপন্ন হয়।

যখন অক্ষর ব্রহ্ম “বহু হইব” এইরূপ ঈক্ষণবিশিষ্ট হন, তখন তাঁহা হইতে প্রথমে অন্ন, তৎপরে উহা হইতে প্রাণ, মন ও সত্য (আকাশাদি পঞ্চভূত), ভূতসকল, ভূরাদি লোকসমূহ এবং নিমিত্ত-ভূত কৰ্মসকল ও তজ্জনিত কৰ্মফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যিনি সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্ববিৎ এবং সৰ্বজ্ঞত্বই যাহার তপস্যা, সেই ব্রহ্ম হইতে এই হিরণ্যগৰ্ভ (ব্রহ্ম), নাম, রূপ ও ব্রীহি-যবাদি অন্ন জাত হয়। প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের ইহাই মৰ্মার্থ।

প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, যজ্ঞের মহিমার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। আত্মাকে পরমাত্মার নিকট হবন করাই আত্ম-যজ্ঞ কহে। ইহা অগ্নিহোত্রের মহিমা হইতে ন্যূন নহে। বিধিপূৰ্বক কৃত-হবন নিজ সূক্ষ্ম-শক্তিদ্বারা অগ্নিহোত্রীর অন্তঃস্থিত হইয়া শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করায়। কথিত আছে যে, হবনকারী যজ্ঞকর্তার সংকার করিলে উপর হইতে আহ্বান আসে—“এস, এস, তোমার শুভকৰ্মের ফলস্বরূপ এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হও।” এই প্রকার যে অগ্নিহোত্র কৰ্ম না করে বা উপেক্ষা করে, তাহার সপ্ত পুণ্যলোক নষ্ট হইয়া যায়। সেই ব্রহ্ম-বস্তু নিত্য ও সত্যস্বরূপ। সত্যযুগে জীবগণ একমাত্র পরব্রহ্ম-বিষয়ক কৰ্মে রত থাকিত, কিন্তু ত্রেতাযুগে নানা দেবতা-বিষয়ক কৰ্ম করিত। নিস্কামভাবে বৈদিক-কৰ্মসমূহ অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীভগবৎপাদপদে কৰ্মফলার্পণদ্বারা চিত্তশুদ্ধিবশতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ সুগম করে। তন্নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে যে, কালী, করালী প্রভৃতি সপ্তনিধি-অগ্নিতে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এই অষ্টাদশাশ্রয় যজ্ঞরূপ ভেলা অদৃঢ় অর্থাৎ ইহার সাহায্যে ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। যে মূৰ্খগণ শ্রেয়োলাভের উপায় বলিয়া ইহাকে সমাদর করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

অজ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া “আমরা বুদ্ধিমান ও সৰ্ববিষয় জ্ঞাত হইয়াছি” এইরূপে যাহারা আপনাদিগকে সম্মানাই মনে করে, তাহারা অনর্থ-পরম্পরায় পীড়িত হইতে হইতে অন্ধকর্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় এই সংসারে পরিভ্রমণ করিতে থাকে।

বালক সদৃশ অজ্ঞানেরা “আমরাই কৃতার্থ” এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। কন্মিগণ আসক্তিবশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না, সেজন্য কৰ্ম-ফলভোগান্তে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হয়। সংসারে প্রমত্ত মূঢ়গণ ইষ্টাপূর্ত্তকে

প্রধান মনে করিয়া অপর কোনও শ্রেয়োমার্গ জানিতে পারে না। তাহারা ভোগায়তন স্বর্গপৃষ্ঠে কর্মফল ভোগ করিয়া পুনঃ পুনঃ মনুষ্যলোক বা হীনতর লোকে প্রবেশ করে। আর সংযতেন্দ্রিয় জ্ঞানী গৃহস্থগণ এবং বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া অরণ্যে অবস্থানপূর্বক তপস্যা করেন, তাহারা ক্ষীণপাপপুণ্য হইয়া উত্তরায়ণমার্গে সূর্য্যদ্বারা ব্রহ্মলোকে নীত হন।

“নিত্যবস্তু কর্মদ্বারা প্রাপ্ত হয় না”—এইরূপে কর্মলভ্য ফলসমূহের অনিত্যত্ব ও দুঃখজনকত্ব উপলব্ধি করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক সেই নিত্যপদ অবগত হইবার জন্ত যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে গমন করিবেন। যথাবিধি প্রশান্তমনা ও সংযতেন্দ্রিয় শিষ্যকে উক্ত ব্রহ্মজ্ঞ সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথরূপে উপদেশ করিবেন, যে-বিদ্যার সাহায্যে পরমার্থরূপ অক্ষর পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

একণে পরা বিদ্যার বর্ণনোদ্দেশ্যে মহর্ষি অগ্নির শৌনককে বলিলেন যে, সেই অক্ষর ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য। যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে সজাতীয় অসংখ্য অগ্নিকণা নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর হইতে নানাবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়।

সর্বমূর্ত্তিহীন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অন্তর ও বাহিরে বর্ত্তমান বলিয়া তিনি অজ (জন্মরহিত), প্রাণশূন্য ও মনোহীনহেতু তিনি শুদ্ধ এবং অক্ষর জীব হইতে শ্রেষ্ঠ। সৃষ্টির প্রারম্ভে এই পুরুষ হইতে প্রাকৃত প্রাণ, মন, সর্কেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সকলের আশ্রয়ভূতা পৃথিবী উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে বিরাটরূপ সত্ত্বত হইয়াছে। ছালোক (স্বর্গ) সেই বিরাট পুরুষের মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য—তাহার চক্ষু, দিক্‌সমূহ—কর্ণ, প্রকটিত বেদসকল—বাক্য, বায়ু—প্রাণ এবং বিশ্ব—হৃদয়। ইহার পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী জাত হইয়াছে, ইনিই সমুদয় স্তূল মহাভূতের অন্তরাত্মা।

ছালোকসত্ত্বত চন্দ্র হইতে মেঘ এবং মেঘ হইতে (ব্রীহিষবাদি) ওষধি জাত হয়। ওষধি হইতে শক্তিপ্রাপ্ত স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে প্রাণিগণের উৎপত্তি। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত উর্দ্ধমস্তু মহারাজ

আচার্যভাস্কর পরমহংসকুলতিলক
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
ষষ্ঠ-বাষিক বিরহ-বাসন-স্বরূপে

[৯]

নমঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীপ্রেষ্টায় ভূতলে ।

শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥

আজ যে-মহাপুরুষের চরণসরোজে লুক্ক হইয়া আমরা এখানে উপস্থিত
হইয়াছি, তদীয় বিরহকাতর জনগণ অর্দ্ধযুগ কঠোর পরীক্ষায় অতিক্রম
করিলেন । বেদান্ত বলেন,—

“প্রজ্ঞান্তরপৃথক্বদ দৃষ্টিশ্চতদুভয়ম্ ॥” (৩।৩।৫২)

অর্থাৎ উপাসকদিগের বুদ্ধিদৃষ্টির তারতম্যাহেতু প্রজ্ঞান-সমাহরণের বিচারে
বিভিন্নতা থাকিয়া যায় । ষষ্ঠবর্ষান্তে একান্ত শুদ্ধভক্ত যখন ষড়্বেগদমন,
ষড়্দোষশোধন, ষড়্রিপু-চাক্ষুশ্য পরিহারপূর্বক বিজিতষড়্গুণ হইয়া হৃদয়া-
কাশে তাঁহার নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবারতি-চন্দ্রিকার পৌর্ণমাসী
দর্শন করেন, মাদৃশ মূঢ় তখন অনাদি কর্মফলসজ্জাত অপরাধফলে ভবান্নকূপে
নিবিষ্টচিত্ত থাকে ।

“অথানবগতোস্যাৎ”—অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিই গুরু হয়েন—এইরূপ
বিচার গ্রহণ করায় আরোহবাদীরা ‘গুরু’ ও ‘বিরহ’ দুই-এরই তাৎ-
পর্য্যবিমুখ হইয়া পড়ে । স্বয়ং শ্রীগুরুদেবই যখন অতত্ত্বজ্ঞ, তখন তাঁহার
বিরহে আর বাধা কি ? কোনও ক্রন্দনের প্রয়োজন নাই—আরোহবাদীর এই
বিচার সর্বথা আত্মঘাতক । এই অতিমর্ত্য মহাপুরুষ সেইপ্রকার বস্তু নহেন ।
তিনি ভগবজ্জ্ঞানের গভীরতম সমুদ্রের সলিলে লীলায় অবগাহনপূর্বক
লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং তদ্রসালাপনে
মায়ালাঞ্ছিত জনগণের হৃদয়েও পরমতৃপ্তি ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিতেন ।
সেহেতু আজ তাঁহার অদর্শনে দুঃখে বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে । বন্দিতমায়া
বিশ্বে সে-ভাব প্রকাশ করিলে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা উপহাসই অধিক মিলিয়া
থাকে ।

ভক্তিই একমাত্র ‘পূর্ণতম’, একারণ “পূর্ণ”-প্রজ্ঞ-প্রকোষ্ঠের গুহ্য ‘তম’ বস্তু “ভক্তিপ্রজ্ঞান”। আবির্ভাব না হইলে বিরহ আসে না। আমরা পঞ্চদিবস পূর্বে যে-‘পূর্ণপ্রজ্ঞ’-এর আবির্ভাব দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাই এই পঞ্চদিনে তিল তিল বদ্ধিত হইয়া অন্তিম-তিথিতে পঞ্চবিধ রসের পূর্ণতম প্রকাশ মাধুর্যোজ্জ্বল প্রেমাঢ্য “শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞানের” ইঙ্গিতমাত্র দান করিয়া সহসা তাঁহাকে শ্রীশারদীয়া রাসলীলায় অন্তর্ধান ঘটাইলে ভক্তকুল “হা কেশব! হা কেশব!!” বলিয়া উচ্চক্রন্দন করিতে করিতে তদ্বিরহসমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন। ইহা একাধারে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বিজয়-বৈজয়ন্তী। অচ্যুতকার তিথিবরার গম্ভীর তাৎপর্য্য ইহাই।

এই মহাপুরুষের সহিত পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্ মধ্বমুনির একটি সাদৃশ্য আছে। শ্রীমধ্বমুনি ভীমের অবতার। অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের জীবনলীলায় বাল্যকাল হইতেই তাঁহাতে ভীমের ন্যায় তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতা লক্ষিত হইত। তাঁহার বাল্যের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবন্দ তাঁহাকে এই সকল কারণে ‘ভীম’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ভীমসদৃশ অমিত তেজোপুঞ্জের প্রভাব তাঁহাতে দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদের এক প্রিয়তম সেবক তাঁহাকে “পাষণ্ড-গজৈকসিংহ” বলিয়া সম্বোধন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে সুধীরদের এই প্রকার ধারণা সত্য বলিয়াই অনুমিত হয়।

হে পরমারাধ্যতমদেব! আপনার লীলাকথা স্মরণপথে উদিত হইলে স্বতঃই খেদ উঠে। হৃদয়ের ভার লাঘবশায় আপনার দয়িতগণের নিকট তখন আপনার বিরহকাতর জনগণ আগমন করিয়া থাকেন। আমি মর্ত্যাবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইলেও আমার তপ্তহৃদয় শোধন-মানসে আপনার অপ্রাকৃত আচণের ছায়ায় আমাকে সর্বদা শীতল রাখিতেন। আজ কিন্তু আপনি আমাকে নিতান্ত অধম জানিয়া সর্বপ্রকারে আত্মগোপন করিয়াছেন।

হা শ্রীল গুরুদেব! আপনি আপনার একনিষ্ঠ সেবকনিচয়ের সহিত বিন্দুমাত্র পৃথক্ নন, ইহা সত্য। তাঁহারা কৃপাপারাবার। তাঁহাদের শুদ্ধ-হৃদয়ে আপনার চেতনময়ী বৈকুণ্ঠবাণীর ইঙ্গিত প্রদানপূর্ব্বক—যাহা আপনার প্রকটাপ্রকট সর্বপ্রকার অবস্থাতেই সম্ভব, কারণ চেতনবাণী সর্বগা মাদৃশ অধমকে কৃপা করুন! প্রচুর কৃপা করুন!! প্রচুর কৃপা করুন!!! ইহাই আপনার শ্রীচরণসরোজে একান্ত দৈন্যময়ী প্রার্থনা।

কিঙ্করাধম—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী

[২]

বিরহ-তিথির দিনে সতত জাগিছে মনে

শ্রীচরণ পূজিতে তোমার ।

কিন্তু প্রভো !

সম্বল নাহিগো মোর

পতিত অধম এ পামর ॥১॥

ভক্তগণ সবে আজি

লয়ে পুষ্প অর্ঘ্যরাজি

দিতেছেন তব শ্রীচরণে ।

তুমি প্রভু নিজ-জন

আমি দাস অকিঞ্চন

কিছু নাহি মোর, অশ্রু বিনে ॥২॥

অপার করুণাময়

গুরুদেব সদা হয়

সেই গুরু তুমি মোর জানি ।

এ অধমে হয়ে প্রীত

তোমার চরাশ্রিত

করিয়াছ, বহু ভাগ্যে মানি ॥৩॥

বিরহ-তিথিতে আজ

বিরহ-মগ্ন মঠরাজ

বিপ্রলভ ভাব বিরাজিছে ।

(তব) দর্শন স্মরিয়া

প্রেমে মত্ত ভক্ত-হিয়া

অশ্রু-বিন্দু নয়নে ঝরিছে ॥৪॥

সমাধি-মন্দির মাঝে

শ্রীবিগ্রহ সুবিরাজে

ভক্তজনে করে দর্শন ।

শ্রীগুরুকৃপা হ'লে

হৃদি ভক্তিনেত্র-জলে

বিরহ-ব্যথা হইবে স্ফুরণ ॥৫॥

শ্রীকেশব-শুদ্ধবাণী

অমৃতের তরঙ্গিনী

মোর কর্ণে নাহি প্রবেশিল ।

অন্তরঙ্গ নিজজন

শুনিলেন অনুক্ষণ

ব্রজপ্রেম অনায়াসে পেল ॥৬॥

জগমাঝে ভাগ্যহীন

জড়াসক্তে কাটে দিন

জন্ম মোর অকারণ তাই ।

তব সেবা প্রদানিয়া

এবে প্রভু কর দয়া

(যেন) বিরহী জনের কৃপা চাই ॥৭॥

শ্রীচরণ-সেবাভিলাষী

“নিকুঞ্জবিহারী”

[৩]

জয় গুরুদেব আর ভক্তসব
 বন্দো মুখিঃ সবার চরণ ।
 জয় শচীসুত জয় অবধূত
 জয় জয় গৌর-ভক্তগণ ॥
 রূপ-সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ
 শ্রীজীবাদি ভক্তগণ যত ।
 ভূমিও তাঁদের হও একজন
 বিনোদবিহারী অনুগত ॥
 জীবেরে তারিতে গোলোক হইতে
 মর্তে হয়েছিলে অবতার ।
 শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী
 যতিরূপ অতি চমৎকার ॥
 শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর
 গৌর-রাধা-বিনোদবিহারী ।
 কোলদ্বীপ-পতি বরাহ-মুরতি
 স্থাপিলে হেথা সঙ্গতি করি ॥
 গুরুরূপ ধরে জানালে সবারে
 কৃষ্ণভক্তি জ্ঞান সুবৈভব ।
 ষাঁহার কুপায় ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা
 অনায়াসে পায় পরাভব ॥
 দুঃখেতে আমার হৃদয় কাতর
 ওগো গুরুদেব দয়াময় !
 করিতে শোধন মোর ছুষ্ঠমন
 হও তুমি বরদ অভয় ॥
 হরেকৃষ্ণ-দাস সদা করে আশ
 তোমার দাসের দাস হই ।
 আনুগত্যময় জীবন কাটায়
 রাধাকৃষ্ণের প্রেমভক্তি চাই ॥

সেবকাধম—

“হরেকৃষ্ণ”

[৪]

আজি যে শ্যামের শারদীয়া-রাস-পূর্ণিমা-রাকা-রাতি,
 দিকে দিকে তাই জাগিছে যেন গো শ্রীগুরু-বিরহ-স্মৃতি !
 বাতাসের শ্বাসে জাগে অবিরত ব্যথার দীর্ঘশ্বাস,
 চন্দ্রমা যেন মলিন নয়নে চাহিয়া রয়েছে আজ !
 দুদিন-আঁধার ভরে উঠে যেন ধরণীর চারিপাশে,
 গুরু বিনা আজ মোদের হৃদয় কাঁপিছে দারুণ ত্রাসে ।
 পশু-পাখীগণে কাঁদিছে নীরবে,...ডাকা ভুলে গেছে তা'রা,
 পথে মাঠে-ঘাটে, জনতার হাটে শুধু শূন্যতা ভরা ।
 গুরু-বিরহিত আজিকার দিনে সুখ নাহি কা'রো মনে,
 মম অন্তরও গুমরি' গুমরি' কেঁদে উঠে ক্ষণে ক্ষণে ।
 প্রাণের প্রাণেরে ত্যজিয়া কেহ কি কভুও থাকিতে পারে ?
 শ্রীগুরু-বিরহ সহিতে পারি না আজি তাই এ' অন্তরে ।
 হেথায় মোদের হিতার্থে তিনি এসেছিলেন ব্রজ হ'তে,
 'শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান' নামে দেখা দিলা আমাদেরই এজগতে ।
 নর-দেব হয়ে কত লীলা তিনি করিলে এ' ভব-মাঝে,
 তাঁর সে' লীলার মর্ম-মহিমা ভকতেরাই শুধু বুঝে ।
 বরদায়া-পত্নী লক্ষ্মী একদা নিজ গুরু-সেবা লাগি,
 বণিকের কাছে দেহ বিলাইতে হয়েছিল উছোগী !
 রামানুজাচার্য্যের বেশ পরিয়া একদা কুরেশ স্বামী,
 চোলরাজ-কুমিকণ্ঠ-সভাকে পরাস্ত করিল শুনি ।
 চোলরাজ ইথে কুরেশের চোখ করিল উৎপাটন,
 গুরুকে বাঁচাতে কুরেশ সহিল এমনি নির্যাতন !
 মোদের গুরুও শ্রীপ্রভুপাদের পোশাক পরিয়া নিজে,
 প্রভুপাদে নিলা নিরাপদ-স্থানে দারুণ বিপদ-মাঝে ।
 কুচক্রীজনের কুটিল কুৎসা লাঞ্ছনা পীড়ন সহি'
 জানাইলা তিনি সেবকের কভু মরণের ভয় নাহি ।

তিনি না থাকিলে প্রভুপাদে হায় কে সেবিত সেইকালে ?
 তাই তাঁর হেন মহিমা স্মরিয়া ভাসি আজি আঁখি-জলে ।
 সতী লক্ষ্মী তার সতীত্ব ভুলে যে' গুরু-সেবার তরে,—
 শ্রীকুরেশ আর শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান নিজ প্রাণ তুচ্ছ করে ;
 —সে' গুরু-সেবায় নাহি কোন খাদ, তাহা শতকরা খাঁটি,
 সেই গুরু-সেবা শ্রেষ্ঠতম বলি' জগতে লভিল খ্যাতি ।
 মোদের গুরুর সেবা-নিষ্ঠার এহেন প্রকাশ দেখি',
 ভকতেরা তবে বিস্ময়ভরে গাহে তাঁর বহু স্তুতি !
 শ্রীপ্রভুপাদের মতন গুরুর সুযোগ্য সেবকরূপে,
 তৎকালে তিনি আরো বহু লীলা করেছিল ধরা-বুকে ।
 পিতামাতাপেক্ষা শ্রীগুরু-সেবন অতি বড় করি' মানি'
 অস্তিম-শয়নে শায়িতা মাতারে দেখিতে যায়নি তিনি ।
 তাঁহার সেবায় তুষ্ট হইল প্রভুপাদের অন্তর ;
 এমতে জগতে জানাইলা তিনি গুরু-সেবা কত বড় !
 প্রভুপাদ তাঁর চির-পরিচিত,...হুঁহে যে ব্রজের সখী,
 নৃলোকে আসিয়া লীলা করে দৌহে গুরু-শিষ্যরূপে থাকি' ।
 তিনি যে ব্রজের 'বিনোদমঞ্জরী',—শ্রীরাধা-অনুগা-দাসী,
 প্রভুপাদ তাই 'বিনোদ' নামেতে ডাকিত তাঁহারে বুঝি ।
 নিত্য নিয়ত মগ্ন থাকি' তিনি রসরাজ-প্রেমরসে,
 ব্রজের নিগূঢ় তত্ত্ব জানাত রসিক ভকত-পাশে ।
 শ্যামল কৃষ্ণ দেখা দিল তাঁরে রাধা-কান্তি অঙ্গিকারি',
 সেই কৃষ্ণ আজো দেবানন্দ মঠে রাজিছে বিগ্রহ ধরি' ।
 প্রভুপাদ-ইচ্ছা-পূরণে তাঁহার নিষ্ঠা ছিল যে কত,
 'বৈষ্ণব-বিজয়'-গ্রন্থাদি তারই সাক্ষ্য দিতেছে আজো ।
 তাঁর সিদ্ধান্ত-বাতাস-পরশে টুটে মায়াবাদ-মেঘ;
 তাঁর কথা শুনি' মায়াবাদীজনও হয়ে ওঠে বৈষ্ণব ।

“যদা যদাহি ধর্মশ্চ”—শ্লোকের ব্যাখ্যায় কহিল। তিনি,—

শ্রীহরি আসেন দূরিতে কেবল ভাগবত-ধর্ম-গ্লানি !

ভাগবত-ধর্ম বাতীত যে তাই শুদ্ধধর্ম নাহি আর,

ভাগবত-ধর্ম প্রচারেই তিনি রত ছিল। অনিবার ।

অবাঙ্মনসগোচর হয়েও আসি’ তিনি লোক-মাঝে,

বহু বৈভব দেখায়ে মোদেরে টানি’ নিল তাঁর কাছে ।

লোক-গুরুরূপে হেরি’ তাঁরে মোরা লুটিতু তাঁহার পদে

তাঁহার করুণা বাতীত মোদের গতি নাহি কোন মতে ।

বাল-পৌগণ্ড-যৌবন-বার্দ্ধক্যে কত লীলা করি’ হেথা,

ব্রজ-রাসে পশি’ এবে তিনি রয় শ্যামের চরণে বাঁধা !

ব্রজ-রাসে তাঁর প্রবেশের কালে শ্রীমঠে রাধিকা রাণী,

সহচরীরূপে বরিল। তাঁহারে প্রসাদী মালিকা দানি’ ।

রাধার প্রসাদী মালা লয়ে তিনি রহিল না হেথা আর,

তখন তাঁহার সময় হইল ব্রজ-রাসে যাইবার ।

চন্দ্রগ্রহণ ঘটিল সে’ রাতে তাঁহার বিদায়-ক্ষণে,

সারাটি মেদিনী হইল মুখর শ্রীহরির কীর্তনে ।

এমতে তখন হরিনাম-নীরে ভাসিল ধরণী-ভূমি,

শ্রীহরির রাসে পশিলা গুরুজী হয়ে হরি-সঙ্গিনী ।

তাঁর সে-দিনের অন্তর্দ্বান-লীলা দিব্য বৈচিত্র্যে ভরা,

তাই সেই লীলা বুঝা সুকঠিন তাঁহার করুণা ছাড়া !

হেন প্রয়াণেরে কে বলে মরণ ?—ইহা ত’ মরণ নয় !

সূর্যাস্তের মত তিনি মোদের আঁখির আড়ালে রয় ।

সূর্যের অস্ত যাওয়ার মতন গেছে তিনি ধরা ছেড়ে,

ক লকৃত জরা-মরণাদি তাঁরে কভু না গ্রাসিতে পারে !

নয়নে তাঁহারে দেখিতে পাই না, তা’ বলে কি তিনি নাই ?

মোদের হৃদয়ে তাঁর পুণ্যস্মৃতি জাগিছে সর্বদাই !

যদিও তাঁহার সেবা লাগি এবে মোদের আসক্তি বাড়ে,
 তথাপি তাঁহার অদর্শন হেতু কাঁদি মোরা হাহাকারে ।
 এ' বিলাপ কভু নহে শোক-তাপ, এ শুধু বিরহানল,
 বিরহ-তাপিত মোদের হৃদে কি পা'ব না শান্তিজল ?
 সকল ব্যথার থেকেও তীব্র তাঁহার বিরহ-ব্যথা,
 সে' ব্যথা জুড়াতে গাহি তাই আজি তাঁহার মহিমা-গাথা ।
 তাঁর লীলাবলী নিত্যই নূতন, পুরাণ হয় না বুঝি,
 যত স্মরি তাঁর লীলাগুণরাশি তত ভাব-রসে মজি ।
 শতাব্দীর পর শতাব্দী আসিবে, কত যুগ যাবে কেটে ।
 কত ইতিহাস বিলীন হইবে কালের সাগর-স্রোতে ।
 কিন্তু মোদের গুরু-গুণ-গাথা অমর-অক্ষয়রূপে,
 যুগ যুগ ধরি' এই মহীতলে রাজিবে ভকত-হৃদে ।
 যতকাল এ' ভবে চন্দ্র-সূর্য্য উদিবে গগন' পরে,
 তাবৎ নিখিল তাঁর স্তুতি-গান গাহিবে যুক্ত করে ।
 তাঁর লীলাগুণ শ্রবণমাত্রে জীবের হয় বড় হিত,
 তাঁর পবিত্র বিরহ-বাসর মহোৎসব-বিজড়িত ।
 আজি ষষ্ঠ-বার্ষিক বিরহ-দিনে তাঁহার সমাধিতলে,
 প্রাণের আৰ্ত্তি জানাই তাঁহারে তাপিত নয়ন-জলে ।
 পাইয়া যাঁহারে হারাতে হয়েছে, রাখিতে নারি নি কাছে,
 তাঁহারে আবার সেমত পা'বার ভরসা কভু কি আছে ?
 তবু যদি তিনি দেখা দেয় মোরে বারেক করুণা করে,
 সে আশায় তাঁর পূজা সার করি সারাটি জীবন ভরে ।
 বিরহ-ব্যাকুল এ' অন্তরে আজি নমি' তাঁর পদ-পাশে,
 প্রার্থনা করি তাঁরে পাই যেন মোর জীবনের শেষে ।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-দ্বারকা-পরিভ্রমণ-প্রসঙ্গ

জগদগুরু পরমকারুণিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তি জগতে সর্বত্রই প্রচারকল্পে দীর্ঘদিন হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সদস্যবর্গ প্রতিবৎসর ধর্মপ্রাণ সজ্জনবৃন্দকে শ্রীধাম-পরিভ্রমণ ও তীর্থদর্শনের সুযোগ ও অনুপ্রেরণা দান করতঃ ভক্তানুখী সুকৃতি অর্জুনের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। এতদুপলক্ষে এই বৎসরও সমিতির সভাপতি পরিব্রাজক-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত ব্রাহ্মণ মহারাজের অধ্যক্ষতায় ও সমিতির সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় কতিপয় সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী প্রায় অশীতিজন তীর্থ-যাত্রীকে সঙ্গে লইয়া বিগত ২৬শে ভাদ্র (ইং ১২।৯।৭৪) বৃহস্পতিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিজার্ভ টুরিষ্ট কোচ (Reserve Tourist Car)-যোগে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরান্ধ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর কৃপাশীর্ষাদ শিরে ধারণ করতঃ শ্রীদ্বারকা ও শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিভ্রমণ জন্তু যাত্রা করেন।

রাত্রি ৯টা ১৫ মিনিটে আমাদের টুরিষ্টকার-সংযোজিত গাড়ীখানি যখন রাত্রের ঘনাক্ষকারকে ভেদ করিয়া তীব্র গতিতে অগ্রসর হইতেছিল, তখন আমরা মঠবাসী ভক্তগণ বিপুল আনন্দের মধ্যে “গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন”; “বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর”; পরম করুণ পুঁহু দুইজন, ‘নিতাই গৌরচন্দ্র’; ‘গৌর আমার যে-সবস্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে-সবস্থান হেরব আমি প্রণয়ি ভকত-সঙ্গে’।”—প্রভৃতি উচ্ছ্বাসপূর্ণ দৈন্ত্র্যময়ী মহাজন-গীতিসমূহ যথাক্রমে কীর্তন করিতেছিলাম। এই দিন ছিল হরিবাসর-তিথি (শ্রীএকাদশী), গন্তীরময়ী ও স্বাতীষ্ট লালসাত্মক প্রার্থনা আরও যেন আবেগময় হইতেছিল। সেই হৃৎকর্ণরসায়ন আক্ষেপময়ী স্তাব আজও ভুলিতে পারিতেছি না—সে-যে কত মধুর, সে-যে কত হৃদয়-স্পর্শী তাহা একমাত্র অনুভব করাই সম্ভব—ভাষায় ব্যক্ত নহে, তাই অব্যক্ত।

রাত্রি যখন ১১টা, সকলেই নিজের নিজের স্থানে শুয়ে পরিলাম। কারণ ট্রেনে উঠার আগেই ৮।১টার সময় হাওড়া ষ্টেশনেই আমাদের অনুকল্প সমাপ্ত করা হইয়াছে। যখন রাত প্রায় ৩টা তখন আমাদের গাড়ী বিষ্ণুপুর-ষ্টেশনে পৌঁছিল। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া প্লাটফর্মের পার্শ্বে সতরঞ্চ বিছাইয়া কীর্তন আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা করিলাম। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পর্যটক মহারাজ শ্রীগুরুষ্টক ‘সংসার-দাবানল..... প্রার্থনা-কীর্তন করিলেন এবং পরে প্রভাতী কীর্তন শেষ হইলে প্রাতঃ শৌচাদি সমাপনান্তে কীর্তন-সহযোগে পদব্রজে বিষ্ণুপুরস্থ শ্রীশ্রীমদনমোহন দর্শনের জন্তু

যাত্রা করা হয়। আমরা প্রথমে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দলমাদল কামান দর্শনে উপস্থিত হই। সেখানে মদীয় শ্রীগুরুপাদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সংক্ষেপে ইহার ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা করিতে গিয়া জানান যে, “বর্গীর আক্রমণ হইতে ভক্তপ্রবর বীর হাঙ্গীরের বংশধর মল্লরাজ গোপাল সিংহ তথা দেশবাসিগণকে রক্ষা করার জন্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীমদনমোহন এই কামান পরিচালনা করিয়া শত্রুপক্ষকে পরাধীন করিয়া-ছিলেন। শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্জুনকে বলিয়াছেন— “কৌন্তেয় প্রতিজ্ঞানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্চতি ॥”—তুমি ঘোষণা করিয়া বল যে, ‘আমার ভক্তের কখনও বিনাশ নাই।’ তদুপরি তিনি দীপ্তকণ্ঠে জানাইয়াছেন যে,—“অনন্তাশ্চিন্তয়ন্ত্য মাং যে জনাঃ পর্যাপাসিত। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥” অর্থাৎ, অনন্তাতাবযুক্ত আমার চিন্তানিরত যে-সকল ব্যক্তি সর্বতোভাবে একমাত্র আমারই উপাসনা করেন, সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ভক্তগণের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণভার আমিই বহন করিয়া থাকি। সুতরাং তিনি যে, ভক্তরক্ষণের জন্ত কামান-পরিচালনা-লীলা করিবেন—তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। সেই শ্রীমদনমোহন আজও আছেন, কিন্তু বদ্ধজীবের দর্শনে তিনি আজ যেন নীরব দর্শক।

এর পর আমরা শ্রীরাধামাধব-মন্দির, শ্রীশ্যামরায়-মন্দির, শ্রীকৃষ্ণবলরাম-মন্দির প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সমাধি-স্থান দর্শন ও পরিভ্রমণ করি, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যের সমাধিতে দণ্ডাং-প্রণাম ও পরিভ্রমণ হইলে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ এই বৈষ্ণবাচার্য্য সম্পর্কে বলিতে গিয়া শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে বর্ণিত ‘গোস্বামি-গ্রন্থ-সম্পূট’ শ্রীল ভীবগোস্বামিপাদ শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুত্ৰয়কে দিয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোড়দেশে প্রেরণ করেন। এই গ্রন্থরাজি লইয়া গোড়দেশে আসিবার প্রাক্কালে তাহারা শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীপাদপ্রান্তে উপনিত হইয়া কৃপা-ভিক্ষা প্রার্থনা করেছিলেন; তদুপরি শ্রীল রূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ, কানীশ্বর গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীগৌর-নিত্যপার্ষদগণের সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলে দণ্ডবৎপ্রণামপূর্বক বিরহানলে দগ্ধভূত হৃদয়ে নেত্রজলে সিক্ত হইয়া ভূ-লুপ্তি হন। তৎপরে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীল ভূগর্ত গোস্বামী, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি মহাভাগবত-প্রমুখের সমীপে তথা আরও বহু বৈষ্ণববৃন্দের নিকট উপনীত হইয়া কৃপাভিক্ষা প্রার্থনা করেন। বিদায়-চণ্ড যতই ঘনিভূত হইতে-

ছিল ততই শ্রীগুরু-বৈষ্ণববৃন্দ তথা শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদন-মোহন-রাধাদামোদরের বিরহজ্বালা যেন তীব্ররূপ ধারণ করেছিল—সেই বিদায়লগ্নের সন্ধিক্ষণ কত করুণ তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা খুজিয়া পাইতেছি না। তাঁহার যেক্রপ আৰ্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া গিয়াছেন সেই আৰ্ত্তির এক বিন্দুও যদি আমরা হৃদয় ধারণ করিতে পারি তবে জীবন কৃতকৃতার্থ হইবে; সেই নিদর্শন শ্রবণ করতঃ আজ আমরা তাঁহারই (শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য) সমাধিপীঠে উপানিত হইয়া তাঁহার কৃপাকণা প্রার্থনা করিতেছি—তিনি আমাদের গণের হৈতুকী কৃপা করুন, আমরা বিভিন্ন 'তীর্থদর্শন, ধাম-পরিভ্রমণ' করিব প্রভৃতি যে-প্রয়াস লইয়া যাত্রা করিয়াছি তাহা যথার্থই স্বার্থক হইবে—নাগোপপরিভ্রমণের কৃপাকণা কটাক্ষে।"—উহা বলিতে বলিতে ভাবান্তর ভাষায় তিনি আরও বলিতে লাগিলেন,—ঐ প্রভুত্বয়েই ষড়্গোষ্ঠামিবর্গের পর অজ্ঞতারূপ ঘনাকার গোড়ীয়-গগনকে দীপ্তমান আলোকে আলোকিত করেছিলেন।

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর অধ্যক্ষতাক্রমে গ্রন্থরাজি লইয়া গোড়দেশে আসিবার পথে বন-বিষ্ণুপুরের সন্নিকটস্থ তঙ্করগণ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করতঃ প্রচুর ধনভোগে অমূল্য গ্রন্থসম্ভারের কাষ্ঠসম্পূট অপহরণ করিয়া লোভনকারী হান্সীরকে অর্পণ করে। দস্যু-স্বভাব রাজা বীরহান্সীর চিত্তবিনোদ প্রাপ্তিপালক। কিন্তু ঐ গ্রন্থরাজি দর্শনে রাজার হঠাৎ নিঃসন্দেহ ভয় হয় এবং তিনি গ্রন্থাচার্য্যের দর্শন-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। অতঃপর প্রভুত্বয় গ্রন্থাপহরণে প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হয়। কিন্তু অনুসন্ধানে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু জনৈক ব্যক্তির নিকট বিষ্ণুপুর রাজ-সমীপে গ্রন্থসম্পূট প্রাপ্তির সম্ভাবনা অবগত হন। এমতাবস্থায় তিনি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে খেতরীতে ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুকে উৎকলে প্রেরণ করিয়া একাকী বিষ্ণুপুর-রাজসভায় গমনপূর্বক রাজার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তচ্ছরণে পারিষদবৃন্দসহ রাজার চিত্ত বিগলিত হয়। বীরহান্সীর আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া নির্জনে শ্রীল আচার্য্য প্রভুর নিকট ক্ষমা ও কৃপাভিক্ষা করেন। অপরদিকে রাজমহিষী ও শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর কৃপা-লাভের জন্য ব্যাকুলিতা হন। রাজা ও রাণীর ব্যাকুল প্রার্থনায় শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু তাহাদিগকে কৃপাপূর্বক আশ্রিত করেন। পরে গ্রন্থ-প্রাপ্তির ও রাজা-রাণী আশ্রিত হওয়ার সংবাদ শ্রীবৃন্দাবন এবং উড়ে ও খেতরীতে প্রেরণ করেন। এই সংবাদ-শ্রবণে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু

রাজার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করতঃ প্রচুর আশীর্বাদ করেন। সেই পরম দরদী শ্রীল আচার্য্য প্রভুর পীঠস্থানে আজ আমরা উপস্থিত হইবার যে-সুযোগ লাভ করিয়াছি ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

তদনন্তর বিষ্ণুপুর সহরস্থ বাণীপ্রেসের সত্বাধিকারী পরম ভক্তিমান শ্রীযুত রসিকচন্দ্র কর মহাশয়ের সৌজন্যে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের বিশ্রামালয়ে উপস্থিত হই এবং অনেকে স্নানাদি করিলে পর আমরা জলযোগ গ্রহণ করি। শ্রীমদনমোহন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন একটু দেরিতে হয় তাই আমরা পরিশেষে এই মন্দির দর্শনে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও পরিক্রমা করি এবং শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গনে বেশ কিছুক্ষণ দৈন্ত-প্রার্থনাক্রম কীর্ত্তনাদি হয়। শ্রীমদনমোহন তাঁহার ঐকান্তিক ভক্ত-বিরহে আজ যেন তিনি ব্যথিত। জগতে অনাচারক্লিষ্টতার প্রবাহে আজ তিনি যেন মুহমান। ভক্তের করুণ আর্তনাদ যখন দিশকে মুখরিত করে তখন তিনি আর সঙ্গোপন-লীলাভিনয় করিতে পারেন না। আমরা যখন তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করি, তখনই মায়াদেবী ত্রিতাপ-জ্বালার বজ্র আমাদের গলায় পরিয়ে মজা দেখেন। মাযার সেই অমোঘ-বন্ধন এমনি দুর্ব্বার যে, আমরা তাঁহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পন্থাই খুজিয়া পাই না এবং তিলে তিলে দক্ষিভূত হইতে থাকি—ইহাই দৈবী-মাযার করাল-বেষ্টনী—সৃষ্টিরচনায় তাঁহার অলৌকিক কলা কোশল। তাই জগৎপতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন,—‘দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যায়া। মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥’—অর্থাৎ এই অলৌকিক গুণময়ী আমার বহিরঙ্গাশক্তি মায়া নিশ্চয় দুরতিক্রমণীয়া, তথাপি যাহারা একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করেন তাহারা এই দুরত্যায়া মায়া অতিক্রম করিতে পারেন।

অনন্তর আমরা ষ্টেশনে পৌছি। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তথায় প্রসাদাদি পাইয়া একটু বিশ্রাম করা হয়। বিজ্ঞাপিত পরবর্ত্তি দর্শনীয় স্থান ছিল ‘গয়া’। তাই বৈকালে পুনঃ যাত্রা শুরু হয়। বলা বাহুল্য এখানকার দর্শনাদিতে ও অত্যান্ত বহু বিষয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন সজ্জন-সুহৃদ শ্রীরসিকচন্দ্র কর মহাশয়। তাঁহার সৌজন্য ও প্রীতি-মূলক ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ। সমিতির সদস্যবর্গ তজ্জন্ম তাঁহাকে প্রচুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও স্বজনসহ তাঁহার আত্যন্তিক মঙ্গল কামনা করেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী

আচার্য্যসিংহ পরমহংসকুলতিলক
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
ষষ্ঠ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

শ্রী ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্যভাস্কর জগদগুরু
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রী রূপানুগপ্রবর প্রভুপাদ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ পরমপ্রিয়পার্ষদপ্রবর আচার্য্যকেশরী
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী
মহারাজের ষষ্ঠবার্ষিক তিরোভাব-মহোৎসব বিগত ৩০ পদ্যনাভ, ১৩ কার্তিক
(ইং ৩১।১০।৭৪) বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষ সাড়ম্বরের সহিত উদ্ঘাপিত হয়। তদুপরি
সমিতির অন্যান্য সকল শাখামঠসমূহে এবং মঠাশ্রিত কতিপয় গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের
গৃহেও এই অপ্রকট-তিথিপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানাভাবে এস্থলে শুধু
মূলমঠের মহোৎসবের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

ভক্তগণের হৃদয়ে বিরহ-সেবা উদ্দীপ্ত করতঃ এই তিথি সমাগতা হইলে
অনুগৃহীতগণ বিরহ-বেদনায় আক্রান্ত হইলেও সেবোর অহৈতুকী করুণাগাথা
স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণকমলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে সেবকবৃন্দ
তথা গুণমুগ্ধ সজ্জনগণ ভক্ত্যর্ঘ্যসহকারে তদীয় সমাধিপীঠে সমবেত হইতে
আসেন। এই উপলক্ষে বিরহ-বাসরের পূর্বদিবস হইতেই শ্রীসমাধি-মন্দির,
মূলমন্দির, ভজন-কুটীর, অবিচ্ছিন্নহরণ শ্রবণ-সদন এবং শ্রীমঠের তোরণ নানা
বর্ণের বিচিত্র পত্র, পুষ্প, মালা ও বস্ত্রসস্তার এবং কদলীবৃক্ষাদি ও পূর্ণকুম্ভ
স্থাপন প্রভৃতি বিবিধ মাদুলিক দ্রব্যসস্তারদ্বারা ভক্তজন-চিত্তহরণকারী মনোরম
দৃশ্য সমন্বিত করা হয়। কিন্তু সাজ সাজ এই পূর্ণ বাস্ততার মধ্যেও হারিয়ে
ফেলার এক অব্যক্ত বেদনা আমাদের সকলকে তীব্র ব্যথিত করিতে থাকে।
তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত জগদগুরু শ্রী শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রী শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী,
শ্রী শ্রীজগন্নাথ-লক্ষ্মী-বরাহদেবের শ্রীবিগ্রহগণকে বিশেষভাবে সুশোভিত করায়
শ্রী শ্রীগুরুপাদপদের অহৈতুকী করুণাশির অনুপ্রেরণার কথা স্মরণ করতঃ
তাঁহার বিরহ-ব্যথা আরও যেন তীব্ররূপ ধারণ করে। ক্ষুদ্রসেবা প্রদর্শনে
তিনি বহু বলিয়া স্বীকার করতঃ আরও উদ্দীপনা দান করিতেন তাই ভক্তগণ
তাঁহার নিঃসঙ্গতা উপলব্ধি করিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যে-বিরহগীতি কীর্তন
করিলেন তাহা কত করুণ, কত মর্ম্মহৃদ উহা লেখনি প্রকাশে সমর্থ্য নহে।
শ্রী শ্রীরাধা-বিনোদবিহারী তাঁহার নিত্যপার্ষদকে আকর্ষণ করতঃ তাঁহাকে

নিতালীলায় পুনঃ প্রবেশ করাইয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিলেও আজ ভক্ত-গণের বিরহ-দর্শনে, যেন ব্যথিত। একদিকে নিজজনকে কাছে পাইয়া যেমন আনন্দে অভিভূত আর অত্ৰদিকে তাঁহাদেরই নিজজনের আশ্রিতগণের ব্যথার কথা চিন্তা করিয়া যেন ভাবাবেগে উদ্বেলিত। তাই শ্রীমূর্তির স্মিত হাসিমাখা অধরামৃত, আজ যেন এই করুণ-নিনাদে ব্যথিত—তজ্জন্যই বুঝি গলদেশের সুশোভিত বনমালা ক্ষণে ক্ষণে ভূপতিত হইতেছিল। এই তিথির আগমনে, তাঁহার এক অভয়বাণীর কথা বারবারই মনে হইতেছিল; আজ হইতে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত কোনও এক শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রে তিনি হরিকথা বলিতেছিলেন। তাঁহার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের নিধি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের অশেষ গুণ ও করুণারশির কথা বলিতে বলিতে ভাবাবেগে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—“যদি কেহ, ‘আর নারে বাপ’—এই কথা সর্বান্তকরণে স্বীকার করতঃ নিষ্কপটে আমার আদেশ-নির্দেশ পালন করে, তবে আমি তাহার পরপারে যাইবার সমস্ত দায়িত্ব নিলাম; এতে যেখানেই যাইবার প্রয়োজন হইবে আমি সেখানেই যাইতে প্রস্তুত, এমনকি প্রয়োজন হইলে নরকে গিয়াও তাহাকে লইয়া শ্রীভগবদ্পাদপদে পৌঁছে দিবার দায়িত্ব স্বীকার করিতেছি।”

যিনি এত জীব-দরদী, যিনি নিজের সুখ-সাম্পদকে উপেক্ষা করিয়া জীবগণকে নিজের নিত্য গৃহাভিমুখী করিতে প্রয়াসী এবং শুধু তাহাই নহে যে-ভগবদ্প্রেম হৃদয়ের পরম আদরের ও অমূল্য সম্পদ তাহা আকর্ষণ করতঃ জীবকে দিতে চেয়েছেন—সেই যিনি তাঁহারই আজ বিরহ-বাসর উপস্থিত; তাই তাঁহার বিরহে যে-বিচ্ছেদের দংশন-জ্বালা অত্ম সমুপস্থিত তাহা কত অসহনীয়, উহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। তিনি অন্তরাল হইতে আমাদিগকে অহৈতুকী করুণাকণা দান করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণ-কমলে সকাতির প্রার্থনা।

মহোৎসব-দিবসের ব্রাহ্মমূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে কীর্তনমুখে শ্রীমন্দিরাদি-পরিক্রমা করা হয়। উষঃকীর্তনে শ্রীগুরুঈশ্বর, গুরু-পরম্পরা, ‘গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া’ বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর, শ্রীকৃপমঞ্জরীপদ প্রভৃতি আত্ম-বন্দনাদি গুরুমহিমা-সূচক বিভিন্ন পদাবলী-কীর্তন করা হয়। অতঃপর সমিতির সহ-সভাপতি ও সেবা-সচিব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রী গুরুতত্ত্ব ও বিরহ-সম্পর্কে পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন।

পূর্বাহ্ন অতিক্রান্তপ্রায় হইলে আমন্ত্রিত অন্যান্য মঠ হইতে আগত বৈষ্ণব-বৃন্দ ও বিভিন্ন স্থানের সজ্জনমহোদয়গণ উপস্থিত হইলে পরমকারুণিক শ্রী শ্রীল গুরুপাদপদের জীবন-দর্শন ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ও তদীয় নিজজনের আশ্রিত অপ্রাকৃত স্নেহধন্য অনেক বৈষ্ণববর্গ তাঁহার অতিমর্ত্য চরিত্র ও অসীম মহিমাগাথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিকটে অহৈতুকী কৃপাকণা প্রার্থনা করেন। তদনন্তর তাঁহার সমাধিপীঠে উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ ও সজ্জনগণ ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

মধ্যাহ্নকালে বিবিধ অন্ন, ব্যঞ্জন, চর্ব্ব, চোষ্য, লেহু, পেয় প্রভৃতি ভোগরাগ-সম্ভার কীৰ্ত্তনমুখে নিবেদিত হইলে উপস্থিত সকল বৈষ্ণবগণ ও সজ্জনমণ্ডলীকে ঐ মহাপ্রসাদদ্বারা আপায়ন করা হয়। পরিশেষে, আগন্তুক-মাত্রকেই আকর্ষণ মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

উক্তদিবসে সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীহরিসঙ্কীৰ্ত্তন সহযোগে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান করা হয়। এই সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন পরিব্রাজক-আচার্য্য ত্রিদিগ্বিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ। সভার উদ্বোধনিত্তে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদের অমিয় পীযুষধারা বাণীসংরক্ষণ-(Type Recorder) যন্ত্র-সাহায্যে কিছু সময় শ্রবণের ব্যবস্থা করা হয়। পরে বিরহতিথি-উপলক্ষে আত্ম-ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি-নির্ম্মালাস্বরূপ বিভিন্ন ভাষায় রচিত কবিতা-প্রবন্ধাদি আবৃত্তি করা হয়। তদনন্তর শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ রসাল ভাষায় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজের অপ্রাকৃত জীবন-ইতিহাস বর্ণনামুখে সুযুক্তিসম্মিত দার্শনিক দিক্ দর্শন করেন। তদনন্তর শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্ত্রী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত দামোদর মহারাজ ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রহ্মচারী এবং কতিপয় গৃহস্থভক্ত ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তি তাঁহার অলৌকিক জীবন-দর্শন সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব জগতের তথাকথিত হিতকারীর দান ও ভগবদ্ভক্তের দানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ এক গুঢ়তথ্যপূর্ণ ভাষণ দিতে গিয়া পরিশেষে জানান যে, ভগবদ্ভক্তের দানই শ্রেষ্ঠ, কারণ এই দানের যে-বিষয়বস্তু তাহা অবিনশ্বর, নিত্য, শাস্বত, সচ্চিদামন্দময়। ইহা জীব লাভ করিতে পারিলে আর কোন দানেরই অপেক্ষা করিতে হয় না। যেহেতু জীবমাত্রই শান্তি বা আনন্দ কামনা করে, সেইহেতু ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান। কেননা এই দানের লক্ষ্যই অবিচ্ছিন্ন আনন্দ দান করা।

শ্রীরঘুনাথ গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষের

স্বধামে প্রয়াণ

আমরা অত্যন্ত বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, জগদগুরু নিতালীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিসিক্ত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাঙ্গদ্বৈতী মহারাজ বিগত ১৬ই ভাদ্র (ইং ২।৯।৭৪) সোমবার রাত্র প্রায় ১টার সময় তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত হুগলী জেলার অন্তর্গত বাসুদেবপুরস্থ (ত্রিবেণী) শ্রীরঘুনাথ গোড়ীয় মঠে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে স্বধামে গমন করেন।


এই বৈষ্ণবাচার্য্য আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে ‘শ্রীজয়াদ্বৈত ব্রহ্মচারী’ নামে ভূষিত করিয়া ছিলেন। তিনি পুরী, কলিকাতা, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের মঠসমূহে থাকিয়া প্রচুর সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তিনি কিছুদিন ধরিয়া বিভিন্ন তীর্থস্থানাदि ভ্রমণ করিতে ছিলেন ; পরে ১৩৬০ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌর-আবির্ভাব-তিথি-বাসরে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্য মহারাজের নিকটে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তিনি ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত শুদ্ধাঙ্গদ্বৈতী মহারাজ নামে পরিচিত হন।

তাঁহার শ্রীহরিকথা পরিবেশনে যেমন হাস্যরসের উদ্রেক আনিত, তেমনি ছিল সুযুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব ও প্রাজ্ঞল ভাষার সমন্বয়। বর্তমান সমাজে খাচা ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তুতে যেমন ভেজাল দেখা দিয়াছে ; সেইরূপ ধর্মজগতে, সমাজের কাঠামো, শিক্ষা-সংস্কারে, পারিপার্শ্বিক আচার-বিচার—এক কথায় মানব-সমাজ-জীবনের প্রতিক্ষেত্রে রক্তে রক্তে আবিলতা ও দুর্নীতিগ্রস্তরূপ মহাব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করতঃ বহু ধর্মসভায় ভাষণ দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিরীহ, কৃচ্ছ্র সাধক, বিনয়ী। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার একনিষ্ঠা ও সন্ন্যাসগুরু পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিকতা আদর্শস্থানীয়। তাঁহার বিরহে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সদস্যবৃন্দ ব্যথিত। তিনি আমাদের প্রচুর অহৈতুকী কৃপা করুন,—ইহাই প্রার্থনা করি।

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগোৱালো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পৰো ধৰ্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



০ গোষ্ঠীয় পট্টিকা

অহৈতুক্যপ্ৰতিহতা ঋণাত্মা স্পৰ্শসীদতি ॥

সেই ধৰ্ম শ্ৰেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম । অল্প ধৰ্ম হৃদয়ৰূপে পালে সেই জন ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন । হৰি-কথায় বতি নৈলে গুণ সেই জন ॥

২৬শ বর্ষ { সঙ্কৰ্ণ, ১৭ কেশব, ৪৮৮ গৌরাদ্ } ১০ম সংখ্যা
{ সোমবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮১; ইং ১৬/১২/১৯৭৪ }

সান্নিধানং

শ্রীকৃষ্ণ-কৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তুতিঃ

[শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে উনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ]

কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্নাথ জানে ত্বাং পুরুষোত্তমং ।

পরেশং পরমাত্মানমনাদিনিধনং প্রভুম্ ॥ ৫৩ ॥

হে কৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণ ! আমি আপনাকে পুরুষোত্তম পরমেশ্বর পরমাত্মা
আত্মন্তবিহীন এবং প্রভু বলিয়া জানি ॥ ৫৩ ॥

তব বীৰ্য্যং মনুষ্যেষু শরীরগ্রহণাত্মিকা ।

লীলেয়ং তব সর্বশ্চ ভবচেষ্টোপলক্ষণম্ ॥ ৫৪ ॥

শরীরধারণাত্মিকা এই লীলাই আপনার বীৰ্য্যরূপে সমস্ত মানবের মধ্যে
প্রবিষ্ট আছে, আপনি সর্বময় আপনার বীৰ্য্যই সংসারচেষ্টার কারণ ॥ ৫৪ ॥

প্রসীদ মে নমস্তভ্যং প্রসীদ মম শাস্থত ।

প্রসীদ মে জগৎ স্বামিন্ প্রসীদাচ্যুত কেশব ॥ ৫৫ ॥

ত্বমেব জগতাং অষ্টা ধাতা হর্তা জগদগুরুঃ ।

ত্বমেব চিদচিদস্বরূপং ব্রহ্মন্ সুরেশ্বর ॥ ৫৬ ॥

আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি আপনাকে নমস্কার করি ।
হে সনাতন ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । হে জগন্নাথ ! আমার
প্রতি প্রসন্ন হউন । হে অচ্যুত ! হে কেশব ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।
হে ব্রহ্মন্ ! হে সুরেশ্বর ! আপনিই সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালন-
কর্তা এবং সংহারকর্তা ; আপনি জগতের গুরু এবং আপনিই চিৎস্বরূপ ও
অচিৎ (জগৎ) স্বরূপ ॥ ৫৫-৫৬ ॥

ত্বমাদিস্তমনাদিস্তমীশ্বরশ্রেষ্ঠ এব চ ।

ত্বং মহত্ত্বং পরং ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মা ত্বমেব হি ॥ ৫৭ ॥

আপনি আদি এবং আপনিই অনাদি, আপনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, আপনি
মহত্ত্ব, আপনি পরব্রহ্ম এবং প্রত্যেক জীবনিষ্ঠ ব্যক্তি চৈতন্যও আপনি ॥ ৫৭ ॥

সমস্তামরমানুষ্যং শরণ্যস্ত্বং সুরেশ্বর ।

তথাথ্যে ভেদরাহিত্যে পরজীবৌ সনাতনৌ ।

তব বাৎসল্যগৌরবান্ধি সর্বজীবঃ সনাথকঃ ॥ ৫৮ ॥

তবাক্ষরে পরে ধাম্নি ঋচৌ নিত্যং স্বরাশ্রয়ে ।

অধিবিষ্টে নিষেচ্ছ্বাং দাস্ত্যকর্ম্মণি নাশ্রুথা ॥ ৫৯ ॥

যস্ত্বাং ন বেদ লোকেহস্মিন্ সমুচ্চঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৬০ ॥

হে সুরেশ্বর ! আপনি অমরগণের পূজ্য এবং আপনিই শরণাগত বৎসল ।
আপনার ভেদরহিত দুইটি নাম আছে, উভয় নামই সনাতন । একটি পরব্রহ্ম
এবং অন্যটি অপর অর্থাৎ জীব । আপনার পরমধাম অক্ষরস্বরূপ এবং তাহা
নিত্য স্বরবর্ণসমূহের আশ্রয় । এই বিশ্বমধ্যে ঋক্ বা বেদমন্ত্রসকল আপনার
দাসত্ব কার্য্যে অবস্থান করিয়া থাকে, ইহার আর অশ্রুতা নাই । যে ব্যক্তি
এই জগতে আপনাকে জানে না, সে মুঢ় কি করিবে ? ৫৮-৬০ ॥

যে বৈ ত্বং তৎপরং ধাম বিদুর্দ্যাস্তে মনীষিণঃ ।

তবেশ মায়য়া যুক্তা ন পশ্যন্তি পদং তব ॥ ৬১ ॥

যে-সকল মনীষিগণ আপনার দাসত্বে নিযুক্ত তাহারাই আপনার পরম ধাম জানিতে পারে। হে ঈশ্বর ! যাহারা আপনার মায়ায় অভিভূত, তাহারাই আপনার পরমপদ দর্শন করিতে পারে না ॥ ৬১ ॥

ত্বং প্রজ্ঞানং পরং ব্রহ্ম ত্বয়া প্রজ্ঞেন শাস্থত ।

জ্ঞানবন্তো ইমে লোকা পরেণৈবাত্মনা ত্বয়া ॥ ৬২ ॥

হে সনাতন ! আপনি প্রজ্ঞান এবং আপনিই পরব্রহ্ম, আপনি প্রজ্ঞান এবং পরমাত্মা, এই হেতু আপনাকে দ্বারাই এই সকল লোক জ্ঞানবান্ হইয়া থাকেন ॥ ৬২ ॥

তস্মাৎ শরীরাত্মক্ৰম্য কৃপয়া তব কেবলং ।

আমুগ্নিকে পরে স্বর্গে ত্বাদদত্তাসনা নরাঃ ॥ ৬৩ ॥

কেবল আপনারই কৃপাবলে সেই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পারত্রিক পরম স্বর্গে আপনি যখন মানবদিগকে আসন দান করিয়া থাকেন ॥ ৬৩ ॥

সর্বান্ কামান্বাপ্নোতি অমৃতমভবত্তদা ।

এতৎ সংজ্ঞানশয়নং যদেত্তদ্ধদয়ং মনঃ ॥ ৬৪ ॥

প্রজ্ঞানং চৈব বিজ্ঞানং মেধা তুষ্টিধৃতিস্তথা ।

মতির্মনীষা চ রতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্প এব চ ॥ ৬৫ ॥

তপঃ ক্রতুর্জপঃ কামা রস ইত্যাদি তে প্রভো ।

ভবন্তি নামধেয়ানি প্রজ্ঞানস্তু ঘৃণানিধে ॥ ৬৬ ॥

তখন মানবগণ সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তৎকালে তাহারি অমৃত হয়, এইরূপে সংজ্ঞানের শমতা হয়। হে দয়াময় ! এই যে হৃদয়, মন, প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান, মেধা, তুষ্টি, মতি, মনীষা, রতি, স্মৃতি, সঙ্কল্প, তপস্যা, যজ্ঞ, জপ, কাম এবং রস ; হে প্রভো ! প্রজ্ঞানরূপী আপনার এই সকল নাম ॥ ৬৪-৬৬ ॥

এষ ত্বং পরমং ব্রহ্ম এষ ত্বং বৈ প্রজাপতিঃ ।

এষ ত্বমিন্দ্রো রুদ্রশ্চ এষ ত্বং সর্বদেবতা ।

এতানি সর্বভূতানি ত্বমেব পরমেশ্বর ॥ ৬৭ ॥

শক্রমিত্রানি ব্রীড়া চ তথাহ্যানি সনাতন ।

জরায়ুজাতাণ্ডজানি শ্বেদজাত্যুদ্ভিদানি চ ॥ ৬৮ ॥

অশ্বা গাবশ্চ পুরুষা হস্তিনশ্চেতরাণি চ ।

কিঞ্চিদিদং প্রাণিজাতং জঙ্গমঞ্চ পতত্রি চ ।

স্বাবরা যে চ বৈ নাথ তে সর্বৈ তদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

এই আপনিই পরম ব্রহ্ম, এই আপনিই প্রজাপতি, এই আপনিই ইন্দ্র, রুদ্র এবং এই আপনিই সমস্ত দেবতা । হে পরমেশ্বর ! আপনিই এই সমস্ত জীব । হে সনাতন ! শত্রু এবং মিত্র, লজ্জা ও অন্যান্য পদার্থ সকল, জরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ । মানব, হস্তী এবং অশ্ব, তথা অন্যান্য বস্তুসকল, আর এই যাহা কিছু প্রাণীনিচয় আছে, স্বাবর হউক, আর জঙ্গমই হউক, অথবা বিহঙ্গকুলই হউক ; হে নাথ ! সেই সমুদয়ই আপনার বিভূতি ॥ ৬৭-৬৯ ॥

ত্বাং হি সর্বগতং চেতং বদন্তি শ্রুতয়ো হরে ।

ত্ব্যেব প্রেরিতা লোকাচেষ্টন্তে সাধবসাধু বা ॥ ৭০ ॥

হে হরে ! বেদসকল আপনাকে সর্বব্যাপী বলিয়া থাকে, আপনিই সকলকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহাতে লোকসকল সৎ অথবা অসৎ কার্য্য করিতে চেষ্টাশ্রিত হয় ॥ ৭০ ॥

তস্মান্মোহকৃতং যচ্চ অপরাধমিদং প্রভো ।

ক্ষম্যতাং করুণাসিন্ধো গুণৈঃ শুভতমৈস্তব ॥ ৭১ ॥

অতএব হে দয়ার সাগর ! হে প্রভো ! আমি অজ্ঞান বশতঃ যে অপরাধ করিয়াছি, আপনি আপনার পরম মঙ্গলময় গুণদ্বারা সেই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৭১ ॥

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দাচ্যুত মাধব ।

বাসুদেব জগদ্বন্দ্য নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥ ৭২ ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে গোবিন্দ ! হে অচ্যুত ! হে মাধব ! আপনাকে নমস্কার করি । হে বাসুদেব ! হে জগৎপূজ্য ! হে নারায়ণ ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৭২ ॥

নমস্তে জগতাং স্বামিন্ নৃসিংহ করুণাকর ।

শ্রীশ সর্বগত শ্রীমন্ পরমাত্মনমোহস্ত তে ॥ ৭৩ ॥

হে জগতের অধীশ্বর ! হে নৃসিংহ ! হে করুণাময় ! হে শ্রীনাথ ! হে ব্যাপক ! হে শ্রীমন্ ! হে পরমাত্মন ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৭৩ ॥

শ্রীনাম-কীর্তন

[জয়পুরে গিজাগড়ের জায়গীরদার কুশল সিংহীর নিকট হরিকথা]

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তনুসারে **শ্রীনাম-সংকীৰ্তনই** মুখ্য ভজন । শ্রীনাম-সংকীৰ্তনই ভক্তি-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, স্মরণাদিও কীৰ্তন বা শ্রীনাম-সংকীৰ্তনেরই অধীন । শ্রীনাম-কৃপা না হইলে কখনও লীলা-স্ফুৰ্ত্তি হয় না । পরিপূর্ণ অখণ্ড রস শ্রীনাম-কলিকা স্বল্প স্ফুট হইতে হইতেই অপ্রাকৃত শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনস্থ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্যামসুন্দরাদি মনোহররূপ বিকাশিত হয় । কুসুম-সৌরভবৎ স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণ-সৌরভ অনুভূত হয় । শ্রীনাম-কুসুম পূর্ণ বিকচিত হইলে চিল্লীলামিথুনের চিন্ময়ী অষ্টকাল নিতালীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও শ্রীনাম-কীৰ্তনকারীর শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জলীকৃত হৃদয়ে উদিত হয় । কীৰ্তন ছাড়িয়া পৃথকভাবে স্মরণাদি-চেষ্টা জড় প্রতিষ্ঠাসম্ভার মাত্র । সন্দর্ভ, ভাগবতামৃতাদি যাবতীয় সংস্কৃত গোস্বামি-গ্রন্থের পরম নির্যাসস্বরূপ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নামক গোড়ীয়ভাষায় লিখিত গ্রন্থে প্রবেশাধিকার না থাকায় অনেকে গোস্বামিগণ-বিরচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি পড়িয়াও বিদ্বজ্জনানুগত্যাভাবে প্রকৃত গোস্বামি-সিদ্ধান্ত ধরিতে পারে না ।

* * * * *

কল্পিত বা রচিত ছড়া-কীৰ্তন “শ্রীনাম-সংকীৰ্তন” নহে—উহা নামাপরাধ কীৰ্তন, উহা ‘কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৰ্পণ’ বা ‘ভজন’ নহে । ‘আত্মেন্দ্রিয়তৰ্পণ’ অথবা ভজনের নামে ভোগ বা অপরাধমাত্র । শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণ শ্রীনামের সংকীৰ্তনই ভজন ; তাহাই সত্যঃ প্রেমসম্পত্তি উৎপাদনে সমর্থ বা ভজন-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সৰ্বসাধুজন-নির্গীত । সেই স্বয়ংপ্রকাশ নামামৃত সেবোন্মুখ একটি ইন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় মধুররসে সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম প্লাবিত করিয়া থাকে । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এই সিদ্ধান্তই কীৰ্তন করিয়াছেন,—

“ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।

কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তা’র মধ্যে সৰ্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীৰ্তন ।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥”

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, —

কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষাবিভূঁয় তাননায়াসেনৈব তত্তদ-
যুগগত-মহাসাধনানাং সর্বমেব ফলং দদান্না সা কৃতার্থয়তি । যত এব কলৌ
ভগবতোবিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি । অত্র কলিপ্রসঙ্গে কীর্তনস্য গুণোৎকর্ষ
ইতি বক্তব্যম্ । ভক্তিমাত্রে কালদেশাদিনিয়মস্য নিষিদ্ধত্বাৎ । তস্মাৎ সর্বত্রৈব
যুগে শ্রীমৎ-কীর্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্ । কলৌ তু শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ-
গ্রাহম্ ইত্যপেক্ষ্যৈব তত্তৎ প্রশংসেতি স্থিতম্ । অতএব যদ্যন্য ভক্তিঃ কলৌ
কর্তব্য। তদা তৎসংযোগেনৈবেতুক্তম্ । যত্নৈঃ সঙ্কীৰ্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি
সুমেধস ইতি । তত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্তনমতান্তপ্রশস্তম্ । হরেনাম হরেনাম
হরেনামৈব কেবলম্ । কলৌ নাস্তোব নাস্তোব নাস্তোব গতিরন্যথেষ্টাদৌ ॥১॥

(১) অনুবাদ—কলিযুগে স্বভাবতঃ অতি দরিদ্র জীবগণের মধ্যে কীর্তনাখ্যা
ভক্তি স্বয়ং আবিভূত হইয়া অনায়াসেই তাঁহাদিগকে পূর্ব পূর্ব-যুগোচিত
মহা-মহা সাধনলভ্য সমস্ত ফলই প্রদানপূর্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন ; যেহেতু
কলিযুগে এই সংকীর্তনদ্বারাই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ জন্মে । এস্থলে
কলিযুগ-মাহাত্ম্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে কীর্তনেরই গুণোৎকর্ষ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ-গুণ-বর্ণন
অভিপ্রেরিত ; যেহেতু কেবলমাত্র এই কীর্তনাখ্যা ভক্তি-বিষয়েই কাল-দেশাদি
নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে । অতএব সর্বযুগেই শ্রীযুক্তা কীর্তনাখ্যা ভক্তির
সামর্থ্য—সমান, কিন্তু কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্বক তাহা গ্রহণ (প্রচারার্থ
স্বীকার) করিয়াছেন, এই নিমিত্তই কীর্তনের সেই সকল প্রশংসা স্থাপিত
হইয়াছে । অতএব কলিযুগে যদি অন্যান্য (নয় প্রকার চতুষষ্টিপ্রকার বা
সহস্র প্রকার) ভক্তি অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কীর্তনের
সহযোগেই যে সেই সকল ভক্তি সাধন করিবে, ইহাই কথিত হইয়াছে ;
যথা—“সুমেধা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিযুগে সংকীর্তনপ্রধান যজ্ঞ (ক্রিয়া)-দ্বারা
ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন ।” তন্মধ্যে (অনধিকারীর রূপ-গুণ-
পরিকর-লীলা-কীর্তনাদির নিমিত্ত অবৈধ অক্ষরাদি সংযোগপূর্বক গান
অপেক্ষা) কেবল স্বতন্ত্র শুদ্ধনাম-কীর্তনই অতিশয় প্রশস্ত । “কেবলমাত্র হরিনাম,
হরিনাম এবং হরিনামই কর্তব্য, এতদ্ব্যতীত কলিযুগে আর অন্য কোন গতি
নাই, নাই, নাই” ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে অর্থাৎ এই
শ্লোকোক্ত দৃঢ়-প্রমাণসমূহ কেবলমাত্র শুদ্ধনামকীর্তনেরই পরম প্রয়োজনীয়তা
প্রদর্শন করিতেছে ।

শ্রীল সনাতন প্রভু বৃহদ্রাগবতামৃতে বলেন,—

“জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-

বিরমিতনিজধর্ম্যধ্যানপূজাদিষত্বম্ ।

কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ ।

পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥” (২)

(বৃঃ ভাঃ ১।১।৯)

তিনি আরও বলেন,—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেবঃ সমচ্চিতঃ ।

তনুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥ (৩)

(হঃ ভঃ বিঃ ১।১।২৩৭)

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর “শ্রুতঃ শ্রদ্ধয়া নিতাং গুণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্ । নাতি-
দীর্ঘেন কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥” (ভাঃ ২।৮।৩)—শ্লোকের টীকায়
বলেন,—“সোহপি স্মরণ-প্রযত্নে শ্রবণকীর্ত্তনবতো ভক্তস্য আবশ্যক ইতি ।
শ্রবণ-কীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিতি ।” (৪)

প্রথমং নাম্ন শ্রবণমন্তঃকরণ-শুদ্ধার্থমপেক্ষ্যম্ । শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-
শ্রবণেন তদুদয়-যোগ্যতা ভবতি । সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং
সম্পাদ্যেত সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকর-বৈশিষ্ট্যেণ তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে ।
ততস্তেষু নাম-রূপ-গুণ-পরিকরেষু সমাক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু
ভবতীত্যভিপ্রেতা সাধনক্রমো লিখিতঃ, এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্ । (৫)

(২) যাহা হইতে বর্ণাশ্রমাদি নিজধর্ম্ম, ধ্যান ও অর্চনাদি চেষ্টা বিরত
হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন । এই
নাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাস মাত্রেই) প্রাণিগণের মুক্তি
দান করিয়া থাকেন । ইহা পরম অমৃতস্বরূপ, ইহাই আমার একমাত্র জীবন
ও ভূষণ ।

(৩) হে ভারত-বংশাবতংস, যিনি শত শত পূর্ব জন্মে সমাগ্ররূপে বাসু-
দেবের অর্চন করিয়াছেন । তাঁহার পূর্বেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল
বিরাজমান থাকেন ।

(৪) শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের স্মরণ-প্রযত্নের আবশ্যকতা নাই । শ্রবণ-
কীর্ত্তনের অধীনই—স্মরণ ।

অথ কীর্তনাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেদেতন্নিব্বিচ্ছমানানাম্ ইত্যাদ্যুক্তত্বানাম-
কীর্তনা পরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ । (৬)

কৃষ্ণস্য নানাবিধ কীর্তনেষু তন্মাসংকীর্তনমেব মুখ্যম্ ।

তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্-শত্রুং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ ॥ ৭

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতমাত্মহৃদং প্রেমা সমাস্বাদনভঙ্গিপূর্ব্বম্ ।

যং সেব্যতে জিহ্বিকয়াহবিরামং তস্যাহতুলং ভগ্নতু চ কো মহতম্ ॥ ৮

*

*

*

*

একস্মিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ

আপ্লাবয়তি সর্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিজৈঃ ॥ ৯

(৫) অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নামশ্রবণই অপেক্ষণীয় (আবশ্যক) । নাম-শ্রবণ-ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপ-বিষয়িনী-কথা শ্রবণ-দ্বারা শ্রীরূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ হয় । সমাগ্ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণসকলের স্ফুর্তি সমাগ্ রূপে সম্পন্ন হয় শ্রীগুণের স্ফুর্তি হইলে পরিকরণের বৈশিষ্ট্য-হেতু সেবকের সিদ্ধ পরিচয়-বৈশিষ্ট্য উদিত হয় । অতঃপর নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর,—এই সমুদয়ের সম্যক স্ফুর্তি হইলে লীলার স্ফুর্তিও যে সমাগ্ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইল । কীর্তন এবং স্মরণ-বিষয়েও এইরূপ ক্রম জানিবে ।

(৬) অনন্তর কীর্তনাদিদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে “হে নৃপ, বিরক্ত অকুতোভয়াভিলাষী যোগ্যব্যক্তিগণও হরিনামই অনুক্ষণ কীর্তন করিয়া থাকেন” ইত্যাদি বচনানুসারে নাম-কীর্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ কর্তব্য ।

(৭) বেদ-পুরাণাদি পাঠ, কথা, গীত, স্তুতি প্রভৃতি-ভেদে বহু প্রকার কৃষ্ণ-কীর্তনের মধ্যে কৃষ্ণের নাম-সংকীর্তনই মুখ্য ; কেননা, একমাত্র নাম-সংকীর্তনই অবিলম্বে কৃষ্ণে প্রেম-সম্পাদ আবির্ভাব করাইতে স্বয়ং অর্থাৎ অন্ত-নিরপেক্ষ হইয়াই সমর্থ । এই জন্যই ধ্যানাদি হইতেও নাম-সংকীর্তনের শ্রেষ্ঠতা । নাম-সংকীর্তনই সর্ববিধ ভক্তি মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ; সজ্জনগণ ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন ।

(৮) জিহ্বা-দ্বারা প্রেম-সহযোগে ভক্তিভরে স্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণে নামামৃত—যাহা সমাগ্ রূপে অবিরাম আস্বাদিত হয়, সেই নামামৃত আস্বাদনের কোন তুলনা নাই কেই বা তাঁহার মহত্ব বর্ণন করিতে পারে ?

মুখ্যো বাগিন্দ্ৰিয়ে তস্যোদয়ঃ স্বপৰহৰ্ষদঃ ।

তৎপ্রভোধানতোহপি স্মারাম-সংকীৰ্ত্তনং বরম্ ॥ ১০

নাম-সংকীৰ্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পাদি

বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকৰ্ষমন্ত্ৰবৎ ॥ ১১

ভদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তদ্রসিকৈর্জনৈঃ ।

ভগবৎপ্রেমসম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ ॥ ১২

সল্লক্ষণং প্রেমভরস্য কৃষ্ণে কৈশ্চিদ্রসজ্জৈরুত কথ্যতে তৎ ।

প্রেয়োভরেণৈব নিজেষ্ঠ্যনাম-সংকীৰ্ত্তনং হি স্মুরতি স্মৃটার্ত্ত্য ॥ ১৩

নামান্ত সঙ্কীৰ্ত্তনমাত্তিভারান্নেঘং বিনা প্রাবৃষি চাতকানাম্ ।

রাত্রৌ বিয়োগাৎ কুররীরথাস্তীৰ্গম্য চাক্রোশনবৎ প্রতীহি ॥ ১৪

(৯) শ্রীনামামৃত একটি ইন্দ্ৰিয়ে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় মধুররসে সমগ্র ইন্দ্ৰিয়কেই প্লাবিত করিয়া থাকে ।

(১০) নিজের এবং পরের অর্থাৎ কীৰ্ত্তনকারীর ও শ্রোতার হৰ্ষপ্রদ নাম-সংকীৰ্ত্তন সাক্ষাদ্রূপে বাগিন্দ্ৰিয়েই উদিত হইয়া থাকে । অতএব প্রভুর ধ্যান হইতেও নাম-সংকীৰ্ত্তনই শ্রেষ্ঠ ।

(১১—১৩) শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীৰ্ত্তনই পরমাকৰ্ষক মন্ত্ৰের ন্যায় প্রেম-সম্পত্তির বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে । অহো ! শ্রীনাম-সংকীৰ্ত্তনকে শ্রেষ্ঠ সাধনই বা বলি কেন ? রসিকজন শ্রীনাম-সংকীৰ্ত্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া বিচার করেন ; কারণ, ভগবানে প্রেমসম্পত্তি আবির্ভাব করাইতে সৰ্ব্বদা ‘নাম-সংকীৰ্ত্তনই’ অব্যর্থ ; তজ্জন্য নাম-সংকীৰ্ত্তনকেই ‘সাধা’ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন । কোন কোন রসজ্ঞ পুরুষগণ নাম-সংকীৰ্ত্তনকেই প্রেমের স্বরূপ বলিয়া বিচার করেন । নাম-সংকীৰ্ত্তনই কৃষ্ণে প্রেম-প্রাচুর্য্যের সত্ত্বকৃষ্ট লক্ষণ যেহেতু নিজ হৃদয়ের নাম-সংকীৰ্ত্তন হৃদয়ের আত্মির সহিত প্রেমের ভরেই স্ফুৰ্ত্তিপ্রাপ্ত হয় । অতএব নাম-সংকীৰ্ত্তন ও প্রেমের পরস্পর কার্য্য-কারণতা-সম্বন্ধ-হেতু অভেদই সিদ্ধ হইল ।

(১৪) বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতক-কুলের আর্তস্বরে ‘প্রিয়’, ‘প্রিয়’—এইরূপ আহ্বানের ন্যায় এবং রাত্রিকালে পতিবিরহবিধুরা কুররী ও চক্রবাকী-বর্গের ন্যায় ভক্তসকল বিরহজ প্রেমের সহিতই নাম-সংকীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন,

ধ্যানং পরোক্ষৈ যুক্ত্যেতে ন তু সাক্ষান্নহাপ্রভোঃ ।

অপরোক্ষৈ পরোক্ষৈহপি যুক্তং সংকীৰ্ত্তনং সদা ॥ ১৫ ॥

শ্রীমন্মামপ্রভোস্তু শ্রীমূর্ত্তেরপ্যতিপ্রিয়ম্ ।

জগদ্ধিতং সুখোপাস্ত্যং সরসং তৎ সমং ন হি ॥ ১৬ ॥

(বঃ ভাঃ ২য় খণ্ড, ৩য় অধ্যায়)

অর্থাৎ পরমার্তি-সহকারে বিচিত্র-মধুর-গাথা-প্রবন্ধে ভগবানের নাম-সংকীৰ্ত্তনই কর্তব্য ।

(১৫) মহাপ্রভুর ধ্যান পরোক্ষই যুক্তিযুক্ত হয়, সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তিযুক্ত হয় না ; পরন্তু সংকীৰ্ত্তন অপরোক্ষ ও পরোক্ষ সর্বদাই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে ।

(১৬) শ্রীভগবানের সর্বশোভা-সম্পত্ত্যতিশয়যুক্ত ‘শ্রীনাম’ নিজ বিগ্রহ হইতেও তাঁহার অতিশয় প্রিয়, কেন না, শ্রীনাম সর্বকালে, সর্বস্থানে, সর্ব-পাত্রে নিজ মহিমা-প্রাচুর্যের সহিত প্রকাশমান । শ্রীনাম অধিকারী-অনধিকারী অপেক্ষা করেন না বলিয়াই ‘ভুবনমঙ্গল’ নামে উক্ত হন ; যেহেতু উহা সুখোপাস্য অর্থাৎ জিহ্বাগ্র-মাত্র-দ্বারাই শ্রীনামের সেবা করা যায় । ঐ শ্রীভগবন্মাম-সরস অর্থাৎ মধুরাক্ষরময় অথবা সচ্চিদানন্দ রসময়, কিম্বা অশেষ রসের সহিত বর্তমান শৃঙ্গারাদি নবরসের মধো ভক্তি ও প্রেমরসে তথা বিরহ ও সঙ্গমে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন বলিয়া শ্রীনাম ‘সরস’ অথবা রস অর্থাৎ আত্মার সাহজিক রাগের সহিত বর্তমান বলিয়া সরস ; কারণ শ্রীনাম অব্যর্থরূপে আশু ভগৎপ্রেম সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং স্বসেবক-নিখিল জনেরই অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন, কিম্বা ‘রস’ অর্থাৎ বীৰ্য্যবিশেষ বা পরম-শক্তিমত্তার সহিত বর্তমান বলিয়া শ্রীনাম ‘সরস’ কিম্বা অখিল দীনজন নিস্তার-কারক বা পরম মধুর বলিয়া ‘সরস’, অতএব শ্রীনামের সমান অন্য কিছুই নাই ।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিই জীবের সাধ্য

(পূর্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ২৯৯ পৃষ্ঠার পর)

এই রীতিই প্রেমের প্রথমাবস্থা এবং প্রেমই রতির গাঢ়াবস্থা। প্রেম সূর্য্যস্বরূপ এবং রতি বা ভাব তাহার কিরণস্বরূপ। রতি উদিত হইলে অল্প অল্প সাত্ত্বিকাদি ভাব উদিত হয়। রতি বদ্ধজীবের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, স্বয়ং চিদ্রূপার অতএব স্বপ্রকাশ হইয়াও প্রকাশ্যতত্ত্বের গ্ৰাম্য প্রতীত হন, এবং মনোবৃত্তিরূপে লক্ষিত হইতে থাকেন। কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদজনিত এবং সাধনাভিনিবেশ হইতে জগতে এইরূপ দুই প্রকারে রতির উদয় হয় ; জগতে সাধনা-ভিনিবেশজ রতিই সর্বত্র লক্ষিত হয়। প্রসাদজ রতি বিরলোদয়। সাধনাভিনিবেশজ রতি আবার বৈধসাধনজ-ভেদে দ্বিবিধ।

রতি অতি দুর্লভ পদার্থ। মুমুক্শু ও বুভুক্শু প্রভৃতিতে যেসমস্ত রতিলক্ষণ দেখা যায়, সে সমস্তই রত্যাভাস। তাহা দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ প্রতিবিশ্ব-রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস। সেই সব লক্ষণ দেখিয়া অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই সেই রত্যাভাসকেই রতি বলিয়া থাকে।

কোন ব্যক্তিতে সাধন দেখা গেল না, কিন্তু শুদ্ধরতির উদয় হইতে দেখা যায়। সে-সব স্থলে বুঝিতে হইবে যে, প্রাগ্ভবীয় সুসাধন কোন কারণে স্থগিত ছিল। সেই বিঘ্ন বিনষ্ট হওয়ায় ফলোদয় হইল, মনে করিতে হইবে।

জাতরতি পুরুষের আচার-ব্যবহার যদি বৈগুণ্যের গ্ৰাম্য লক্ষিত হয় তথাপি তিনি কৃতার্থ, তাঁহাতে কেহ অসূয়া করিবেন না। বস্তুতঃ জাতরতি ব্যক্তির চরিত্র নির্দোষ। কোন কোন সামান্য ক্রিয়া সাধারণ বৈধাচারের বিরুদ্ধ বলিয়া দেখা যায়, তাহা বস্তুতঃ তাঁহার পক্ষে দৃশ্যনীয় নয়, বিধি-প্রসক্ত-নিম্নাধিকারীর চক্ষে তাহা বৈগুণ্যের গ্ৰাম্য বোধ হয় মাত্র।

রতির চেষ্টারূপ অঙ্গ অশুভাব ও সঞ্চারি-সামগ্রীবিশেষ। তন্মিলনে গাঢ় রতিরূপ প্রেম, রস হইয়া পড়ে। রসবিষয়ে কৃষ্ণের রসামৃত-সমুদ্র-বিচার-প্রবন্ধে যে-সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রেমরস-বিষয়ে, এস্থলে পুনরায় বলা হইল না, পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন।

প্রেম দুই প্রকার—কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম। রাগানুগ ভক্তিসাধনক্রমে প্রায়ই কেবল-প্রেম উদিত হয়। বিধিমার্গীয় সাধনভক্তগণ প্রায়ই মহিমজ্ঞানযুক্ত প্রেম লাভ করত সাষ্টাঙ্গাদি অবস্থা প্রাপ্ত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামতে কেবল-প্রেমই সর্বোত্তম ফল। প্রেমও—ভাবোথ ও প্রসাদোথ ভেদে দ্বিপ্রকার। ভাবোথ আবার বৈধ-ভাবোথ ও রাগানুগীয় ভাবোথ ভেদে দ্বিবিধ। প্রসাদোথ প্রেম বিরল। ভাবোথ প্রেমই সাধারণ। ভাবোথ প্রেমের উদয়ক্রম শ্রীচরিতামৃতে—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের ‘শ্রদ্ধা’ যদি হয়।

তবে সেই জীব ‘সাধুসঙ্গ’ করয় ॥

সাধুসঙ্গ হইতে হয় ‘শ্রবণ’-কীর্তন’।

সাধনভক্তো হয় সর্বানর্থ-নিবর্তন ॥

অনর্থনিবৃতি হইলে ভক্তি ‘নিষ্ঠা’ হয়।

নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাঙ্গে ‘রুচি’ উপজয় ॥

রুচি ভক্তি হৈতে হয় ‘আসক্তি’ প্রচুর।

আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥

সেই ‘রতি’ গাঢ় হৈলে ধরে ‘প্রেম’-নাম।

সেই প্রেমা—‘প্রয়োজন’ সর্বানন্দ-ধাম ॥

যাঁর চিত্তে কৃষ্ণ-প্রেমা করয়ে উদয়।

তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজেহ না বুঝয় ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১০-১৩, ১৫)

এ বিষয়ে কারিকা,—

আকর্ষ সন্নিধৌ লোহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।

অণোন্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিরেব সা ॥

প্রতিফলন-ধর্মত্বাৎ বদ্ধজীবে নিসর্গতঃ।

ইতরেষু চ সর্বেষু রাগোত্তি বিষয়াদিষু ॥

লিঙ্গভঙ্গোত্তরা ভক্তিঃ শুদ্ধপ্রীতিরনুত্তমা।

তৎপূর্বমাত্মনিক্ষেপাৎ ভক্তিঃ প্রীতিময়ী সতী ॥

কৃষ্ণবহির্ন্যুথে সা চ বিষয়প্রীতিরেব হি।

সা চৈব কৃষ্ণসাম্মুখ্যাৎ কৃষ্ণপ্রীতিঃ সুনির্মলা ॥

রত্যাদি-ভাবপর্যন্তং স্বরূপলক্ষণং স্মৃতম্ ।
 দাস্যসখ্যাদি-সম্বন্ধাৎ স চৈব রসতাং ব্রজেৎ ॥
 তরঙ্গরঙ্গিণী প্রীতিশ্চিহ্নলাস-স্বরূপিণী ।
 বিষয়ে সচ্চিদানন্দে রসবিস্তারিণী মতা ।
 প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকার-রসঃ কৃষ্ণে স্বভাবতঃ
 কৃষ্ণেতি নামধেয়ন্ত জনাকর্ষ-বিশেষতঃ ।
 চিদ্ব্যনানন্দ-সর্বস্বং রূপং শ্যামুতং প্রিয়ম্ ॥
 অনন্তগুণ-সম্পূর্ণো লীলাঢ্যঃ গোপীবল্লভঃ ।
 এভিলিঙ্গৈর্হরিঃ সাক্ষাদ্ দৃশ্যতে প্রেষ্ঠমাত্মনঃ ॥
 তেন বৃন্দাবনে রম্যে তদ্বনে রমতে তু যঃ ।
 স ধন্যঃ শুদ্ধবুদ্ধো হি কেনোপনিষদাং মতে ॥

আকর্ষ (চুম্বক) উপযুক্তস্থলে আসিলে লৌহ যেমত তাহার প্রতি স্বাভাবিক ধর্মাবশতঃ প্রবৃত্তি হয়, অণুচৈতন্য জীব সেইরূপ পরমচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের প্রতি সান্মুখ্য-অবস্থায় যে স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি দেখান, তাহাই শুদ্ধ-প্রীতির স্বরূপলক্ষণ । এই রাগধর্ম চিজ্জগতে স্বভাবসিদ্ধ । জড়জগৎ সেই চিজ্জগতের প্রতিফলন । জীব তাহাতে বৈধর্ম্য অঙ্গীকার করায় চিংপ্রতিফলিত জড়ধর্ম্মে তাহার ইतरবিষয়াদিতে নিসর্গজাত একপ্রকার রাগ উৎপন্ন হইয়াছে । বদ্ধজীবের লিঙ্গদেহ ভঙ্গ না হইলে আর বস্তুসিদ্ধ শুদ্ধভাব উদিত হয় না । সেই লিঙ্গভঙ্গের পরে যে ভক্তি লক্ষিতা হইবে, তাহাই বিশুদ্ধপ্রীতি । তৎপূর্বে জড়ীয়স্বরূপ তিরস্কার ও চিং স্বরূপ-পুরস্কাররূপ আত্মনিষ্কোপ-প্রক্রিয়া-দ্বারা যে-ভক্তি হয় তাহা প্রীতিময়ী হইতে পারে, প্রীত্যাশ্রিত হইতে পারে না । তাহার লক্ষণ শ্রীচরিতামৃতে,—

রাগাত্মিকা-ভক্তি—‘মুখ্যা’ ব্রজবাসী-জনে ।
 তার অনুগত ভক্তির ‘রাগানুগা’-নামে ॥
 লোভে ব্রজবাসীর ভাব করে অনুগতি ।
 শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥
 বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহা ‘ইতি’ সাধন ।
 ‘বাহ্যে’ সাধকদেহে প্রবণ-কর্ত্তন ॥

‘মনে’ নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন ।

রাতিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ।

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ পাছে ত’ লাগিয়া ।

নিরন্তর করা করে অন্তর্মনা হঞা ॥ মঃ ২২।১৪৫, ১৪৮, ১৫১-১৫৪)

বিষয়প্ৰীতি ও কৃষ্ণপ্ৰীতির ভেদ এই যে, সেই একই প্রবৃত্তি যখন জড় হইতে শুদ্ধভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয়, তখনই কৃষ্ণপ্ৰীতি । যখন কৃষ্ণবহির্নুখ হইয়া বিষয়াভিমুখী থাকে, তখনই তাহার নাম জড়প্ৰীতি বা বিষয়াসক্তি । স্বরূপ-লক্ষণ-বিচারে রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত দেখা যায় । সেই স্থায়ী ভাব দাস্যাদি সম্বন্ধোদয়ে সামগ্রী-সাহচর্য্যে রসতা-লক্ষণ প্রাপ্ত হয় । শ্রীজীবের প্ৰীতিসম্ভাবনাসারে শিক্ষাষ্টক-ভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে (সন্মোদনভাষ্য ৭ম শ্লোক)—

উল্লাস মাত্রাধিকা ব্যঞ্জিতা প্ৰীতিঃ রতিঃ শান্ত-রসেহনুমীয়তে । যস্যাং জাতায়ামন্যত্র তুচ্ছবুদ্ধিচ্চ জায়তে । মমতাতিশয়াবিভাবেন সমৃদ্ধা প্ৰীতিঃ প্রেমা দাস্যরসে লক্ষ্যতে । যস্মিন্ জাতে তৎপ্ৰীতি-ভঙ্গহেতবো ন প্রভবন্তি । বিশ্রান্তা-ত্মকঃ প্রেমা প্রণয়ঃ সখ্যে প্রতীয়তে । যস্মিন্ জাতে সম্ভ্রমাদি-যোগ্যাতায়ামপি তদভাবঃ । প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানেন কৌটীলাভাসপূর্ব্বক-ভাববৈচিত্র্যং দধৎ প্রণয়ো মানঃ । যস্মিন্ জাতে শ্রীভগবানপি তৎপ্রণয়কোপাৎ প্রেম-ময়ং ভয়ং ভজতে । চেতো দ্রবাতিশয়াত্মকঃ প্রেমৈব স্নেহঃ । যস্মিন্ জাতে মহাবাস্পাদিবিকারঃ । দর্শনাতৃপ্তিস্তস্য পরম-সামর্থ্যাদৌ সত্যপি কেষাঞ্চিদনিষ্টা-শঙ্কা চ জায়তে । দ্বাবেতৌ বাৎসল্যে লক্ষ্যতে । স্নেহ এবাভিলাষাত্মকো রাগঃ । যস্মিন্ জাতে ক্ষণিকস্যাপি বিরহস্যাসহিষ্ণুতা । তৎসংযোগপরং দুঃখমপি সুখত্বেন ভবতি । তদ্বিয়োগে তদ্বিপরীতম্ । স এব রাগোহনুক্ষণং স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়ন্ স্বয়ং নবনবীভাবনুরাগঃ । যস্মিন্ জাতে পরস্পর-ভাবাতিশয়ঃ প্রেমবৈচিত্র্যং তৎসম্বন্ধিন্যপ্রাণিন্যপি জন্ম-লালসা । বিপ্রলম্বে বিস্ফূর্ত্তিচ্চ জায়তে । অনুরাগ এব অসমোদ্ধ-চমৎকারেণ উন্মাদনং মহাভাবঃ । যস্মিন্ জাতে যোগে নিমেষাসহতা-কল্পক্ষণত্বমিত্যাদিকম্ । বিয়োগে ক্ষণকল্পত্বমিত্যাদিকম্ । উভয়ত্র মহোদীপ্ত্যাপ্যশেষ-সাত্ত্বিক-বিকারাদিকং জায়ত ইতি ।

অপ্রস্ফুট-প্ৰীতি প্রথমাবস্থায় কেবল উল্লাসময়ী । তখন তাহার নাম—রতি । সেই রতি শান্তরসে অনুমিত হয় । রতি জন্মিলে কৃষ্ণব্যতীত

অন্য বস্তুকে তুচ্ছজ্ঞান হয়। সেই উল্লাসময়ী রতিতে যখন অত্যন্ত মমতা আবির্ভূত হয়, তখন তাহার নাম—প্রেম। তাহা দাস্যরূপে অনুভূত হয়। যাহা উৎপন্ন হইলে আর প্রীতিভঙ্গ-হেতুসকল বলবান্ হইতে পারে না, সেই প্রেম বিশ্বাসময় হইলে প্রণয় হয়, তাহা সখ্যরূপে লক্ষিত। প্রণয় জন্মিলে সম্ভ্রমযোগ্যতাস্থলেও সম্ভ্রম থাকে না। প্রিয়ত্বের অতিশয় অভিমানে কোটিলোর একটু আভাস যুক্ত হইয়া প্রেমবৈচিত্র্যরূপ প্রণয় মান হইয়া পড়ে। মান হইলে শ্রীভগবানও প্রেমময় ভয়কে স্বীকার করেন। চিত্তের অত্যন্ত দ্রবতাস্বরূপ প্রেমই স্নেহ। স্নেহ জন্মিলে মহাবাস্পাদি বিকার দর্শনে অতৃপ্তি, তদ্বিষয়ের মহাসামর্থ্য-সত্ত্বেও অনিষ্টাশঙ্কা জন্মে। স্নেহ অভিলাষাত্মক হইলে রাগ হয়। রাগ জন্মিলে ক্ষণিক বিরহও অসহ্য হয়। সংযোগ-বিষয়ে সুখও দুঃখ। বিয়োগ-বিষয়ে দুঃখও সুখ। সেই রাগ যখন নিজ-বিষয়কে নব-নবভাবে সর্বদা অনুভব করে ও নিজে নব-নবভাবে প্রকাশ পায়, তখন তাহার নাম—অনুরাগ। অনুরাগ জন্মিলে পরস্পর অতিশয় বশভাবরূপ প্রেমবৈচিত্র্যক্রমে তাহার বিষয়সম্বন্ধযুক্ত অপ্রাণীতেও জন্মলাভের লালসা দেখা যায়। বিপ্রলস্তে বিস্মৃতি হয়। অনুরাগ অসমোদ্ধি-চমৎকারিতার সহিত উন্মাদন অবস্থা পাইলে তাহাকে মহাভাব বলে। মহাভাব জন্মিলে যোগসময়ে নিমেষ সহ হয় না ও কল্পও ক্ষণকালের ন্যায় বিগত হয়। বিয়োগ-সময়ে ক্ষণকালকে কল্প বোধ হয়। অনুরাগে ও মহাভাবে মহাদীপ্তির সহিত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি লক্ষিত হয়।

প্রীতি অশেষ-তরঙ্গ-রঙ্গে চিদ্বিলাস-স্বরূপিণী হইয়া সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণে সর্বদা রসবিস্তারিণী। প্রীতির স্বভাবক্রমে কৃষ্ণে পৌড়ানন্দ-চমৎকার-রস প্রকটিত হয়। কৃষ্ণতত্ত্বের জনাকর্ষণবশেষ হইতে কৃষ্ণনাম। শ্যামরূপ চিদঘনানন্দ-সর্বস্ব হইয়া পরমামৃত ও প্রীতিজনক। গোপীবল্লভ কৃষ্ণ অনন্তকল্যাণ-গুণদ্বারা সম্পূর্ণ ও নিত্যলীলা-রসাত্মক। এই নাম-রূপ, গুণ ও লীলা-পরিচয়ের দ্বারা আত্মার প্রেষ্ঠতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরিদৃশ্য। সেই কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনরূপ তদ্বনে যিনি রমণ করেন, তিনি কেনোপনিষদ্বাদে ধন্য ও শুদ্ধবুদ্ধ।

পঞ্চাঙ্গে সন্ধিয়ামনয়নুকৃতিমতাং সংকুপৈকপ্রভাবাং

রাগপ্রাপ্তেষ্ঠদাস্যে ব্রজজনবিহিতে জায়তে লৌল্যমদ্বা।

বেদাতীতা হি ভক্তির্ভবতি তদনুগা কৃষ্ণসেবৈকরূপা

ক্ষিপ্ৰং প্রীতিবিশুদ্ধা সমুদয়তি তয়া গৌরশিক্ষৈব গুঢ়া ॥

শ্রীমুত্তিসেবা, রসিকগণের সহিত শ্রীভাগবত-তাৎপর্যাস্বাদন, আপন হইতে শ্রেষ্ঠ রাগমার্গীয় সাধুসঙ্গ, নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন ও শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতি—এই পঞ্চাঙ্গ-সাধনে নিরপরাধ চিত্তের সহিত সম্বন্ধ করিলে যে স্মৃতি হয়, তদ্বারা প্রাপ্ত সংকল্প-প্রভাবে রাগপ্রাপ্ত ব্রজবাসীগণের কৃষ্ণরূপ ইষ্টদাম্পত্য পুরুষের লোভ জন্মে। সেই লোভ হইতে ব্রজবাসীর ভাবানুগা কৃষ্ণ-সেবারূপা বেদাতীতা রাগানুগা নামে সাধনভক্তি উদিত হয়। সেই ভক্তি সাধন করিতে করিতে স্বল্পকালের মধ্যে বিগুঢ়া অর্থাৎ কেবলা প্রীতি উদিত হইয়া পড়ে। ইহাই শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভুর গুঢ় শিক্ষা।

— ঔ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৪৩)

উদ্দীপন-বিভাব

যে-সকল বৈশিষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণে আছে বলিয়া তিনি আলম্বন হন সেই সকল ভাব বিভাবনের হেতুরূপে পৃথক নির্দিষ্ট হইয়া উদ্দীপন বলিয়া কথিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, জাতি, ক্রিয়া, দ্রব্য ও কালভেদে উদ্দীপন অনেকপ্রকার।

কায়, বাক্য ও মানসাপ্রিত-ভেদে গুণ তিনপ্রকার। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত গুণ অপ্ৰাকৃত। এবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিজোক্তি—

মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বৈ নিগুণং নিরপেক্ষকম্ ।

সুহৃদং প্রিয়মাত্মনং সাম্যাসঙ্গাদয়োহগুণাঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৩ ৪০)

নিগুণ, নিরপেক্ষক, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা আমাকে সাম্য, অসঙ্গ (অনাসক্তি) প্রভৃতি গুণসকল ভজন করে।

শ্রীধরা দেবী শ্রীকৃষ্ণকে আবলম্বন করিয়া সে সকল গুণ সম্যক প্রকারে আবিষ্কার করিয়াছেন। ধর্মের নিকট তাঁহার উক্তি—

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবম্ ।

শমো দমস্তপঃ সামাং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্ ॥

জ্ঞানং বিরক্তিৰৈশ্বর্যং শৌর্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ ।

স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তিৰৈধ্যং মার্দবম্বেব চ ॥

প্রাগল্ভ্যং প্রশয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ ।

গাস্তীৰ্য্যং সৈধ্যামাস্তিক্যং কীৰ্ত্তিমানোহনহঙ্কৃতিঃ ॥

এতে চান্যে চ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ ।

প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছন্তিৰ্ন বিয়ন্তি স্ম কহিচিৎ ॥ (ভাঃ ১।: ৬।২৭.৩০)

সত্য—যথার্থ ভাষণ, শৌচ—শুদ্ধত্ব, দয়া—পরহুঃখাসহন, ইহা দ্বারা শরণাগত-পালকত্ব ও ভক্তসুহৃদ্ব, ক্ষান্তি—ক্লেদ উৎপত্তিতেও চিত্তসংযম, ত্যাগ—বদান্যতা, সন্তোষ—স্বতঃতৃপ্তি, আর্জব—অকুটিলতা, ইহা দ্বারা সর্ব-শুভকারিতা, শম—মনের নিশ্চলতা, এত দ্বারা সুদৃঢ়ত্ব, দম—বাহেন্দ্রিয়ের নিশ্চলতা, তপঃ—ক্ষত্রিয়ত্বাদি লীলাবতারানুরূপ স্বধর্ম, সামা—শত্রু-মিত্রাদি ভেদবুদ্ধির অভাব, তিতিক্ষা কেহ তাঁহার নিকট অপরাধ করিলে তাহা সহ করা। উপরতি—লাভপ্রাপ্তিতে ঔদাসিন্য, শ্রুত—শাস্ত্রবিচার। জ্ঞান পাঁচপ্রকার—১ বুদ্ধিমত্তা, ২ কৃতজ্ঞতা, ৩ দেশকালপাত্রজ্ঞতা, ৪ সর্বজ্ঞতা ও ৫ আত্মজ্ঞত্ব। বিরক্তি—অসদ্ বিষয়ে বিতৃষ্ণা, ঐশ্বর্য—নিয়ন্তৃত্ব, শৌর্য—যুদ্ধোৎসাহ, তেজ—প্রভাব, ইহা দ্বারা প্রতাপও কথিত হইয়াছে, প্রভাবের খ্যাতিই প্রতাপ, বল—দক্ষত্ব তাহা দুষ্কর কার্যে ক্ষিপ্ৰকারিতা, ধৃতি—ক্ষোভের কারণ প্রাপ্তিতে অব্যাকুলতা, স্মৃতি—কর্তব্যার্থের অনুসন্ধান, স্বাতন্ত্র্য—স্বাধীনতা। কৌশল তিন প্রকার—১ ক্রিয়ানিপুণতা, ২ একসঙ্গে বহুকার্য সমাধানরূপ চাতুরী, ৩ কলাবিলাস—বিজ্ঞতারূপ বৈদগ্ধী কান্তি—কমনীয়তা (হস্তাদি অঙ্গসকলের), বর্ণ-রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দের কমনীয়তা, তাহাতে রস অধর-চরণস্পৃষ্ট-বস্তুগত জানিতে হইবে, বয়সের কমনীয়তা। এত দ্বারা নারী-গণের মনোহারিত্ব, ধৈর্য—অব্যাকুলতা, মার্দব—প্রেমার্দ্ৰচিত্ততা, তদ্বারা প্রেমবশ্যতা, প্রাগল্ভ্য—প্রতিভাচাতুর্য্য এত দ্বারা বাকুপটুতা, প্রশয়—বিনয় ইহা দ্বারা লজ্জাবত্ত্ব, সর্বমানদাতৃত্ব, প্রিয়ংবদত্ব, শীল—সুস্বভাব, সহ—মনের পটুতা, ওজঃ—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পটুতা, বল—কর্মেন্দ্রিয়ের পটুতা; ভগ—তিন প্রকার—ভোগাস্পদত্ব, সুখিত্ব ও সর্বসমৃদ্ধিমত্ত্ব, গাস্তীৰ্য্য—অভিপ্রায়ের দুজ্জৈয়তা, সৈধ্যা—অচঞ্চলতা, আস্তিক্য—শাস্ত্রচক্ষুঃ (সকল বিষয় শাস্ত্রানুরূপ) কীৰ্ত্তি—সৎগুণের খ্যাতি, মান—পূজ্যত্ব, অনহঙ্কৃতি—গর্বরাহিত্য, ব্রহ্মণ্যত্ব,

সর্বসিদ্ধিনিষেবিতত্ব, সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব, মহত্ত্বাভিলাষীর প্রার্থনীয় মহাগুণ শব্দদ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব একটী গুণ, ইহা দ্বারা সে সকল গুণের অথত্র অল্পত্ব ও চঞ্চলত্ব আর শ্রীভগবানে পূর্ণত্ব ও অবিনশ্বরত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব শ্রীসূতবাক্য—যাঁহার অঙ্গ শোভার আশ্রয়, সেই অচ্যুতকে নিতাদর্শন করিয়াও দ্বারকা-বাসিগণের নয়ন বিশেষভাবে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। শ্রীধরাদেবীর উক্তি-গুণসমূহ ‘নিত্য’, কখনও ত্যাগ করে না—এ কথা থাকায় সর্বদা সকল গুণের স্বরূপ-সংপ্রাপ্তও একটী গুণ, শ্লোকস্থ অন্য গুণসকল জীবের অলভ্য, যথা—আবির্ভাবমাত্রত্বে সত্যসঙ্কল্পত্ব, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেও সঙ্কল্পের অন্যথা না হওয়া। বশীকৃতচিন্ত্যময়ত্ব (অচিন্ত্যশক্তিরূপা মায়া'কে বশীভূত রাখা), আবির্ভাব-বিশেষ হইলেও অথগু সত্ত্বগুণের একমাত্র অবলম্বনত্ব, জগৎপালকত্ব, হতশত্রুর স্বর্গদায়কত্ব, আত্মারামগণাকর্ষিত্ব, ব্রহ্মরুদ্রাদি-সেবিতত্ব, পরমাচিন্ত্য-শক্তিমত্ব, অনন্ত প্রকারে নিত্যনব-সৌন্দর্য্যাদির আবির্ভাবত্ব পুরুষাবতাররূপেও মায়া নিয়ন্তৃত্ব, জগৎসৃষ্টাদিকর্তৃত্ব, গুণাবতারবীজত্ব, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রোম-বিবরত্ব (লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখার সামর্থ্য), বাসুদেবত্ব (নারায়ণত্বাদি-রূপ ভগবত্ত্বাবির্ভাবেও স্বরূপভূত পরমাচিন্ত্য-অখিল মহাশক্তিত্ব, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণরূপে হতারি-মুক্তি ভক্তি-দায়কত্ব, নিজের বিস্ময়কর রূপাদি মাধুর্য্যবত্ব, ইন্দ্রিয়রহিত অচেতনেও অশেষ সুখদসান্নিধ্যত্ব ইত্যাদি এস্থলে গুণ-সকলের দিগদর্শন মাত্র করা হইল।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।১৪।৭)—

গুণাত্মনস্তেহপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেহস্যা।

কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্লৈর্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা ত্বাভাসঃ ॥

যিনি গুণের অধিষ্ঠাতা অথবা গুণসকল যাঁহার স্বরূপভূত, সেই গুণাত্মা তুমি জগতের হিতের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমার গুণসকলের পরিমাণ করিতে কে সমর্থ হইবে? যে-সকল নিপুণ ব্যক্তি কালক্রমে পৃথিবীর ধূলিকণা, আকাশের হিমকণা এবং সূর্য্যাদির রশ্মি-পরমাণু গণনা করিতে সমর্থ, তাঁহারাও তোমার গুণগণের গণনায় অসমর্থ।

শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে সেইসকল গুণের পরস্পর বিরুদ্ধ কোন কোন গুণও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ (ব্রহ্মসূত্র ২।১।২৭)—এই ব্রহ্মসূত্র-প্রমাণে তাহা স্বীকার করিতে হয়। পরস্পর বিরুদ্ধগুণ কিরূপে তাঁহাতে বিরাজিত, তাহা প্রমাণ করার অণু কোন উপায় নাই। শ্রুতি ও তদনুগত শাস্ত্রই তদ্রূপ কীর্তন করিতেছে, এজন্য তাহা

বিশ্বাস করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে শ্রুতির শব্দই মূল ইহা—বেদান্ত-সূত্রে উল্লেখ আছে। প্রমাণের মধ্যে সর্বতোভাবে অভ্রান্ত প্রমাণ—শ্রুতি। তাহাতে যেসকল শব্দ আছে, সে-সকলই প্রমাণের মূল। প্রত্যক্ষ প্রমাণের যথার্থতা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ দ্বারা, অনুমান-প্রমাণের যথার্থতা হেতুদ্বারা উপলব্ধি করা যায়। শ্রুতির শব্দসকলের যথার্থতা উপলব্ধির অন্য উপায় নাই। বেদের প্রমাণ প্রভুসম্মিত বলিয়া মনে করিতে হইবে। প্রভু দাসকে যে আজ্ঞা করেন, তাহার তাহাই করিতে হয়, কোন তর্ক চলে না। বেদের বাণী সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। তাহার প্রমাণ অস্থি ও বিষ্ঠা অপবিত্র হইলেও অস্থি ‘শঙ্খ’ আর বিষ্ঠা ‘গোময়’কে বেদ পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করায় তাহা সকলের শিরোধার্য। শ্রুতি ও তদনুগত শাস্ত্রসকল শ্রীভগবানের যেসকল বিরুদ্ধ ধর্ম সমাবেশের কথা কীর্তন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তি প্রভাবে সম্ভব হয়।

শ্রীকৃষ্ণে যুগপৎ বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ কংস-রজস্বলে দেখা গিয়াছে —

মল্লানাংশনির্গাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্

গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভূজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।

মৃত্যুর্ভোজপতেবিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পর যোগিনাং

বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রজঃ গতঃ সাগ্রজঃ ॥

(ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

শ্লোকে মল্লগণ, নরগণ, স্ত্রীগণ, গোপগণ, অসদ্রাজগণ, শ্রীকৃষ্ণের মাতা-পিতা, কংস, যোগীগণ, বৃষ্ণীগণ ও অজ্ঞগণ—এই দশপ্রকারে লোক কংসের রজভূমিতে শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্নরূপে দর্শন করিয়াছেন। এই দশ প্রকারের লোককে প্রতিকূল জ্ঞান, মূঢ় ও বিদ্বান্ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। মল্লগণ, অসদ্ রাজগণ ও কংস ইহাদের প্রতিকূল জ্ঞান। অজ্ঞগণ—মূঢ়। অবশিষ্ট ছয়প্রকার লোক বিদ্বান্। শ্রীকৃষ্ণের মমতামূল্য ও মমতাসূক্ত-ভেদে দুইপ্রকার বিদ্বান্। এস্থলে নরগণ, সামান্য ভক্তগণ ও যোগীগণ (শ্রীকৃষ্ণের লীলাদর্শনে সমাগত আকাশস্থ চতুঃসন প্রভৃতি জ্ঞানিভক্ত) মমতামূল্য, রজভূমিতে সমাগত নারীগণ একদিকে বল ও অন্যদিকে অবল দেখিয়া পরস্পর বলিতেছিলেন—মল্লগণ প্রকাণ্ড পর্বততুল্য তাহাদের দেহ বজ্রসারের মত কঠিন শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম অপ্রাপ্ত-যৌবন সুকুমারাজ। এসকল রমণীদের অনুকম্পাময় পরম প্রীতি ব্যক্ত হইয়াছে। নানাভাববতী রমণীগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে যাহারা কন্দর্পরূপে অবগত হইয়াছেন এবং গোপীগণ কি

তপস্যাই করিয়াছেন ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন, তাহাদের কান্ত্যভাবাখ্যা প্রীতির সহিত লোকপ্রসিদ্ধ কামের মিশ্রণহেতু তাহাদের প্রীতি ব্রহ্মদেবীগণের মত বিশুদ্ধ নহে। স্ত্রীগণমধ্যে যাহারা কৃপাদ্রিচিহ্নে আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাদের মমতা-ভাবের কথা বলা বাহুল্য।

বৃষ্টিগণ, মাতাপিতা ও গোপগণ—ইহাদের মমতাবিশেষ সূচিত হইতেছে। গোপগণের তিনি নিজজন, আর বৃষ্টিগণের পরম দেবতা নির্দেশহেতু গোপগণের বান্ধবভাবজ্ঞাপক মাধুর্য্যজ্ঞান স্বাভাবিক এবং বৃষ্টিগণের পরমারাধ্য ভাবজ্ঞাপক ঐশ্বর্য্যজ্ঞান স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণে যাহার যে ভাব মুখা, তাহার দর্শন তাদৃশ হইয়াছিল।

এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার পূর্ববর্তী ৩২ সংখ্যা প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীলক্ষ্মীদেবী সমুদ্রমন্তনে আবির্ভূতা হইয়া আপনার আশ্রয়যোগ্য ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহাতে নিত্য সদগুণসকল বিরাজ করিতেছে এমন আশ্রয় গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, অসুর, যক্ষ, চারণ এমন কি দেবগণও দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, যাহার তপস্যা আছে, তাহার ক্রোধ জয় হয় নাই, কোনস্থানে জ্ঞান আছে, আসক্তি বর্জন নাই, কেহ মহৎ, কিন্তু কামদ্রয়ী নহেন। যাহার পরাপেক্ষা আছে, সে ত ঈশ্বরই নহে। কোথাও ধর্ম্ম আছে, কিন্তু জীবে দয়া নাই। কোথাও তাগ আছে, কিন্তু মুক্তির জন্য নহে। কাহারও বীৰ্য্য আছে, কিন্তু কালবেগ হইতে অব্যাহতি নাই। গুণসম্পর্জিত দ্বিতীয় কেহ নাই। কেহ দীর্ঘায়ু কিন্তু মঙ্গলশীল নহে; কেহ মঙ্গলশীল, কিন্তু অনিশ্চিতায়ু। যাহাতে উভয়-শীলমঙ্গল ও আয়ু-স্থৈর্য্য আছে, তিনি অমঙ্গল। সুমঙ্গল কেহ আমাকে অভিলাষ করেন না। এস্থলে দুর্ব্বাসা, বৃহস্পতি-শুক্রাচার্য্য, ব্রহ্মা, চন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ, পরশুরাম, শিব রাজা, কার্ত্তবীৰ্য্য, শিব প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উক্ত উক্ত বিষয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনজন সেই সেই গুণ হইতেও অধিক গুণশালী এবং অতিশয় মঙ্গলের নিধানস্বরূপ, স্বরূপে পরমানন্দপূর্ণ বলিয়া আমাকে অভিলাষ করেন না।

স্বরূপশক্তির গুণাদি সম্পদরূপা অনন্ত শক্তিবৃত্তি আছে, সেই শক্তি পরমানন্দরূপ শ্রীভগবানে দ্বিধা বিরাজ করেন—অন্তরে অনভিব্যক্ত নিজমূর্ত্তিতে আর বাহিরে কেবল শক্তিরূপে অভিব্যক্ত। শ্রীভগবান তাদৃশ গুণপূর্ণ বলিয়া লক্ষ্মীকে আকাজক্ষা না করিলেও লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বগুণের অপেক্ষণীয়, নিরপেক্ষ, নিজাভীষ্ট শ্রীমুকুন্দকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্তকিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

উপনিষৎ-সার

(১) মুণ্ডকোপনিষৎ

(পূর্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩০৬ পৃষ্ঠার পর)

সেই পরম পুরুষ হইতে ঋক্, যজু ও সামমন্ত্রসমূহ, দীক্ষা, যজ্ঞ ও ক্রতু এবং দক্ষিণাসকল, সম্বৎসর ও যজমান জাত হয়। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ মার্গে যথাক্রমে অবিদ্বান্ ও বিদ্বান্ কর্মফলানুসারে চন্দ্রলোক ও সূর্যালোক প্রাপ্ত হয়। বসু-রুদ্রাদি দেবতা, মনুষ্য, পশু-পক্ষিসকল, ধান্য-যবাদি শস্য, তপস্যা, সত্য, ব্রহ্মচর্যা ও বিধিসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে অর্থাৎ তিনিই সকলের একমাত্র কারণ।

এই পরব্রহ্ম হইতেই সপ্ত প্রাণ, সপ্ত সমিধ্, সপ্ত হোম, সপ্ত লোক, সাগর, উপসাগর, পর্বত, নদ-নদী সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে।

উক্ত পুরুষই এই কর্ম ও জ্ঞানাত্মক বিশ্ব। যিনি এই পরমাত্মত্বরূপ ব্রহ্মকে সর্ব প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত বলিয়া জানেন, তিনি জীবিতাবস্থায়ই অবিচ্ছিন্ন গ্রন্থি ছেদন করেন।

দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের সারকথা এই যে,—পরমাত্মা স্বতঃই প্রকাশমান, কার্য-কারণস্বরূপ, প্রাণীদিগের হৃদয়সঞ্চারী ও সর্বাঙ্গদ। সচল বিহঙ্গমাদি, প্রাণাপানযুক্ত মনুষ্যাди, নিমেষবান্ যাহা কিছু সমস্তই ইঁহাতে সমর্পিত রহিয়াছে। পরমাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে বর্তমান, সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাণীবর্গের জ্ঞানের অতীত।

তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, স্থূল হইতে স্থূল এবং লোকসমূহের আশ্রয় স্থূল। তিনিই প্রাণ, বাগিন্দ্রিয় ও মন। সেই ব্রহ্মই সত্য ও অমৃত। তাঁহাকেই মনরূপ শরদ্বারা ভেদ করিতে হইবে। অতএব তাঁহাতেই মনঃসংযোগ করা কর্তব্য।

(প্রণব) ঔঙ্কারই ধনু, জীবাত্মা বাণ, ব্রহ্মকে বাণের লক্ষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রমাদহীন হইয়া ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে ভেদ করা আবশ্যিক। আরও উক্ত হইয়াছে যে, সেই পরমাত্মাকে একমাত্র আশ্রয় করিয়া ভজন করিতে হইবে এবং অপরা বিচার বাক্যসমূহ পরিত্যাগ একান্ত প্রয়োজন। এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়। এতদতিরিক্ত ভগবদুপাসনার প্রণালী বিবৃত হইয়াছে যে, রথচক্রের শলাকার ন্যায় নাড়ীসকল যে-হৃদয়ে সম্প্রবিষ্ট সেই হৃদিস্থিত ও আত্মাকে প্রণব অবলম্বনপূর্বক ধ্যান করিতে হইবে।

সেই সর্বজ্ঞ সমদর্শী পরমাত্মা বৈকুণ্ঠে ও জীবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। নিগুণা ভক্তির সাহায্যে তাঁহার দর্শন হইলে হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন ও কর্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ হৃদিকোশ মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্ম শুদ্ধ ও তেজোময়। সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাগণ ও বিদ্যুৎ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি দেদীপ্যমানহেতু নিখিল বিশ্ব দীপ্তিমান্ হয়। তিনি সর্বব্যাপী বলিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় ব্রহ্মনামে খ্যাত।

তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের সার বস্তু এই যে দুইটি সমান নামধারী (জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ) পক্ষী সখার ন্যায় সর্বদা সম্মিলিত হইয়া একই দেহরূপ বক্ষে বাস করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে জীবরূপ পক্ষীটি স্বাভূত ফল ভক্ষণ করে অর্থাৎ নানা কর্মফল ভোগ করে, অপর পরমাত্মারূপ পক্ষীটি কর্মফলের ভোক্তা হন না, কেবলমাত্র সাক্ষিকরূপে দর্শন করেন। জীব ভগবদ্বিষ্মুখতাবশতঃ মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তির ফলে আপনাকে হীন মনে করে এবং বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির ফলে দুঃখগ্রস্ত হয়। কিন্তু সাধু-গুরু রূপায় সাধক যখন ধার্মিকগণসেবিত ঈশ্বরকে এবং তাঁহার মহিমাকে দর্শন করে, তখন বীতশোক হয়।

যখন জীব হিরণ্যবর্ণ, বিশ্বকর্তা, পরমেশ্বর ও জগৎকারণ ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পাপ-পুণ্য সমূলে বিনাশ করিয়া নিঃশূল এবং তদাত্মকতা প্রাপ্ত হন। তাঁহার ফলে জীব আত্মক্ৰীড় (আপনাতেই ক্রীড়াশীল), আত্মরতি (আপনাতেই প্রীতিযুক্ত) ও ক্রিয়াবান্ (ধান-বৈরাগ্যাদি ক্রিয়াশীল) হয়। এইরূপ ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

সত্যবাদীই জয়যুক্ত হয়, মিথ্যাবাদী কখনও সেরূপ হইতে পারেনা। যাহারা পরম সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহারা শ্রীভগবদ্বাক্যে গমন করিতে সক্ষম হন। দেবযান নামক বিস্তৃত পথ একমাত্র সত্যদ্বারাই লাভ করা যায়। অতএব কুহকবর্জিত পরম সত্যময় শ্রীভগবানের উপাসনা করা সকলের একান্ত কর্তব্য।

এই উপনিষদে এখানেই বর্ণিত আছে যে, সেই সর্বোত্তম পুরুষার্থ যেখানে নিহিত আছে, সেখানে বিগতস্পৃহ ঋষিগণ যে-ভাবে গমন করেন সেই দেবযান-মার্গও সত্যদ্বারা লভ্য। সেই ব্রহ্মবস্তু বৃহৎ, দিব্য এবং অচিন্ত্য-রূপ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর; তিনি অভক্তের অনেক দূরে, আর ভক্তের অতি নিকটে স্বংপদে বিরাজিত আছেন। তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা

বা অগ্নিহোত্র কৰ্ম্মদ্বারাও গৃহীত হন না। যিনি নিম্নলিখিত হন, তাঁহার সাধুসঙ্গে ভজন প্রভাবে ভগবানের দর্শন হয়। কাম্যকৰ্ম্মকারী ব্যক্তি ভগবান-রাধনার ফলে কামালোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু সেই সকল ভূতিকাৰ্ম ব্যক্তিদিগের আত্মজ্ঞের সেবা একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয়খণ্ডে,—কামত্যাগ যে মুক্তিকামীর পক্ষে প্রধান সাধন এবং আত্মলাভ প্রার্থনাই আত্মলাভের সর্বোত্তম উপায় প্রভৃতি বিবৃত হইতেছে। বিভূতি-তৃষ্ণা বর্জন করিয়া যে-সকল ধীমান্ আত্মজ্ঞ পুরুষের সেবা করেন, তাঁহারা আর দেহ ধারণ করেন না। যিনি পূর্ণকাম এবং আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার জীবিতাবস্থায় সকল কামনাই বিলীন হয়। সকাম ব্যক্তিগণ স্ব স্ব কামনানুসারে সেই সেই ভোগোপযোগী লোকে জন্মগ্রহণ করেন।

বলশাস্ত্রাভাসদ্বারা, মেধা অর্থাৎ গ্রন্থার্থধারণের শক্তিদ্বারা, উপনিষৎ-বিচার ব্যতিরিক্ত বহু শ্রবণদ্বারা সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সাধক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন, সেই আত্মবরণের দ্বারাই তিনি প্রাপ্তব্য। সেই সময় শ্রীভগবান্ তাঁহার নিকট স্বীয় চিন্ময়-বিগ্রহ প্রকাশ করেন। আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানরূপ-বলহীন ব্যক্তি ভগবানকে লাভ করিতে পারে না। বিষয়া-সক্তিজনিত প্রমাদ বা অশাস্ত্রীয় লিপ্সধারণ বা কঠোর তপস্যাাদি দ্বারাও শ্রীভগবান্ প্রাপ্তব্য নহেন, পরন্তু যে বিবেকী তত্ত্বজ্ঞানরূপ-বল, অপ্রমাদ, সন্ন্যাস ও জ্ঞান-সহায়রূপ উপায়াবলম্বনে যত্ন করেন, তিনিই ব্রহ্মধাম লাভ করেন। ভগবৎসাক্ষাৎকারিগণ জ্ঞানতৃপ্ত, আসক্তিশূন্য ও প্রশান্তাত্মা হন। যুক্তাত্মা পুরুষ সর্বভূতে ভগবদর্শন করিয়া সেই পরব্রহ্মেই অভিনিবেশযুক্ত থাকেন।

যাঁহারা বেদান্তবিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মবস্তুকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সন্ন্যাসযোগাবলম্বনে যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, সেই সকল সাধক সংসারদশাবসানে পরব্রহ্মকেই অমৃত সদৃশ জানিয়া ব্রহ্মধামে মোক্ষাদি লাভ করেন। মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মার সামীপ্য লাভ করিয়া তদাত্মকভাবে তদীয়ত্ব প্রাপ্ত হন। অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া নিত্যদাস্যে নিযুক্ত হন। নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হইলে তাহার স্বীয় নাম-রূপ-উপাধিমুক্ত হয়, জীবও তদ্রূপ প্রাকৃত নাম ও রূপ পরিত্যাগে দিব্য-পুরুষকে লাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মসাদৃশ্য ব্যতীত কেবলভেদপ্রাপ্ত হন না। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী ব্যক্তি শোক করেন না এবং হৃদয়গ্রন্থিমুক্ত হইয়া নিত্যস্বরূপ-লাভে সমর্থ হন।

ঋক্মন্ত্রে উল্লেখ আছে যে, যাহারা যথাবিধি কন্মপরায়ণ, বেদনিষ্ঠ, অপর ব্রহ্মোপাসক, অথবা উপনিষদুক্ত ভক্তিক্রিয়া অনুশীলন করেন, তাহাদিগের নিকটেই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবে।

অগ্নিরা ঋষি শৌনককে এই পরমসত্য অক্ষর পুরুষের বিষয় বলিয়া-
ছিলেন। সেই পরম ঋষিগণকে নমস্কার, নমস্কার।

এই উপনিষদে উপদিষ্ট সংক্ষিপ্ত সারমর্ম, যথা— গুরুপরম্পরা তত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, পরা-অপরা বিদ্যাতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্ব, যজ্ঞাদি কন্মতত্ত্ব কন্মকাণ্ডহেয়ত্ব, নির্বেদত্ব, সর্বভূতোৎপত্তি-তত্ত্ব ভগবৎপ্রাপ্ত্যাপায়-তত্ত্ব, জীব ও পরমাত্মার সম্বন্ধতত্ত্ব, জীবের ভগবদ্বিমুখতা ও উন্মুখতার পরিণাম এবং ভগবৎপ্রাপ্ত ব্যক্তির ও ভগবদ্ধামপ্রাপ্ত ব্যক্তির মহিমা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমন্তী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-মহিমা

শ্রীগুরু, শ্রীকৃষ্ণশক্তি জীবে দেন পরা ভক্তি
কৃপা করি হইয়া সদয়।

কৃষ্ণেচ্ছায় আগমন, কৃষ্ণনাম গুণগণ
ভাগ্যবানে সদা বিতরয় ॥ ১ ॥

নিত্যানন্দাভিন্ন গুরু ভক্তিদানে কল্লতরু
গুরু ভিন্ন আর নাহি গতি।

কর গুরুপদাশ্রয় সংসার হইবে জয়
হ'বে কৃষ্ণ-ভজনে সুমতি ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ যিনি সদগুরু হন তিনি
তার পদে কর অমুরাগ।

সব দুঃখ দূরে যাবে নিত্যানন্দ লাভ হবে
গুরুদাস হন মহাভাগ ॥ ৩ ॥

কলিযুগ ক্লেশময় বাদ-বিসংবাদ রয়
কিন্তু পথ আছে তরিবার।

শ্রীগুরু-আশ্রয় করি কীর্তনেতে ভজে হরি
তবে জীব যায় মায়াপার ॥ ৪ ॥

শ্রীভাগবতের বাণী গেয়েছেন শুকমুনি
সুদৃঢ় বিশ্বাস কর তায় ।

পরম আনন্দ পাবে প্রেমভক্তি লাভ হবে
গুরু বিনা নাহিক উপায় ॥ ৫ ॥

পরম দয়াল হরি, গুরুরূপে অবতরি
প্রকাশ-রূপেতে পরকাশ ।

কৃষ্ণভক্তি আচরিয়া জীবে তাহা শিক্ষা দিয়া
ছিন্ন করে দৃঢ় ভবপাশ ॥ ৬ ॥

গুরুভক্তি নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার
গৌর-কৃষ্ণ-কৃপা নাহি পাবে ।

ভক্তিপথে মূলাধার শ্রীগুরুই কর্ণধার
তাঁর সেবা কর প্রেমভাবে ॥ ৭ ॥

অধমের গুরুবর শ্রীরাধার পরিকর
শ্রীভকতিপ্রজ্ঞান কেশব ।

অহৈতুকী কৃপা চাহি তব যশঃ সদা গাহি
দূরে যাউক কুধাসনা সব ॥ ৮ ॥

শ্রীগুরুকৃপাকণা-প্রার্থী—

—ত্রিদণ্ডিতক্ষু শ্রীভক্তিবাদান্ত পর্য্যটক

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

বঙ্গের ইতিহাসে পঞ্চদশ শতাব্দী বিশেষভাবেই স্মরণীয় । এই শতাব্দীর শেষভাগেই বাংলার নিকেতনে জীব-জগতের মুক্তিদাতা সনাতন-ধর্ম্মনায়ক শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয় । আবার পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বঙ্গভূমিতে সনাতন মিশ্রের ভবনে এক অসামান্য রূপবতী ও সর্ব সুলক্ষণযুক্তা গুণবতী যে কণা জন্মিয়াছিলেন, তিনিই পরমা প্রকৃতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী । রাজ-পণ্ডিতের স্নেহনীড়ে রাজকন্যার মতই আদর-যত্নে গুরুপক্ষের শশীকলার ন্যায় বিকশিত হইতেছিলেন । তিনিই পরবর্তী জীবনে গৌরান্ধকান্তা—প্রেম ও ভক্তির জীবন্ত-প্রতীক । তাঁহার সুমহান দিব্য জীবন-দর্শন সীমাহীন প্রেম-পুণ্যের উৎসস্থল । এই বারিধির প্রতিটি বারি-কণিকা মহাবিশ্বের অনন্ত প্রেমের কারণ ।

মহাদেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অতুলনীয় মহিমায় বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ। শ্রীচৈতন্যচরিত-রচয়িতাগণের লেখনী নিস্তব্ধ হইয়া যায় তাঁহার চরিত্র অঙ্কনে ; তাঁহার অপূর্ব মাধুর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না,—শুধু অনুভূতির পটভূমিতে পূজা করাই চলে। শ্রীমন্নুহাপ্রভুর লীলামতে তিনি ছিলেন ত্যাগ ও ভক্তির এক দিগ্ভীময়ী আলোকচ্ছটা। ভক্ত-বৈষ্ণব-দার্শনিক-গণের ভাবধারায় বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনদর্শন-গম্ভীর হইতেও গম্ভীরতর।

শ্রীশচীদেবী প্রথম দর্শনেই বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ-জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া যান। অপলক নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি বলিয়া উঠলেন,—

“মনুষ্য শরীর নয় লাখবান সোনা।

ঝলমল করে যেন কণক-প্রতিমা।”

লক্ষ্মীসমা সুন্দরী গুণময়ী নারীর ভক্তির তীক্ষ্ণতা শচীদেবীকে বিমোহিত করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসদেব শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শচীমাতামুখে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভক্তিময়ী রূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

* * * * *

মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীপ্রায় সেই জগন্মাতা ॥
 শচীদেবী তারে দেখিলেন যেই ক্ষণে ।
 এই কথা পুত্রযোগ্যা বুঝিলেন মনে ॥
 শিশু হইতে দুই-তিনবার গঙ্গাস্নান ।
 পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণু-ভক্তি বিনে নাহি আন ॥

শচীদেবীর নিকট ভক্তির প্রখরতা, প্রেমের মহিমা, সৌন্দর্য্যের প্রভা অন্তরের আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই সর্বসুলক্ষণা কন্যাকে পুত্র-বধূরূপে পাইবার আন্তরিক স্পৃহা শচীদেবীর অন্তরে যখন জাগ্রত তখন তাহা বাস্তবে রূপায়ণের ক্ষীণ আশায় তিনি কাশীনাথ পণ্ডিতকে সনাতন মিশ্রসদনে প্রেরণ করিলেন। মিশ্রকন্যার সঙ্গে শ্রীগৌরান্দের অপ্রাকৃত মহা-মিলনে জাগতিক কল্যাণ পরিদৃষ্ট হয়—এই সারতত্ত্ব কাশীনাথ পণ্ডিত সনাতন মিশ্র-সম্মুখে সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন,—

তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি ।

তাহান উচিত পতি এই মহাসতী ॥

যেন কৃষ্ণ-কৃষ্ণিণীতে অনন্যে উচিত ।

সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই পণ্ডিত ॥

শচীদেবীর মনবাসনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা মিশ্র-
তনয়াকে গৌর-লীলার অন্যতম অঙ্গ রূপায়ণে দেখিতে পাই। বিষ্ণুপ্রিয়া
মহাসতী, যিনি মহাসতী হইবেন তাঁহার পতি প্রাকৃত পতি হইলে চলিবে
না। সুতরাং নিমাই পণ্ডিত বিষ্ণুপ্রিয়ার উপযুক্ত অপ্রাকৃত পতি। গৌরাঙ্গ-
বিষ্ণুপ্রিয়ার এই মধুর মহামিলনকে প্রাকৃত বুদ্ধি দিয়া বিচার করিলে অথবা
বিকৃতভাবে অনুসরণ করিলে মহেশ্বর ব্যতীত অপর ব্যক্তির কালকূট ভক্ষণে
যে রূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে হয় এবং সেইরূপ চিন্তাস্রোতে পতিত হওয়ায় অকৃতম
মায়া-তমিশ্রা গ্রাস করে।

প্রেমময় জীবনধর্মের চিত্তচাক্ষুণ্যের প্রকাশ এই লীলামূর্তে অবলোকন
করা যায়। শ্রীভগবৎলীলাসঙ্গিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনদর্শন দৃষ্টে—
রহস্যপূর্ণ। কামধর্ম বিবর্জিত, নিখাত স্বর্ণধরূপ, জীবকুলের কল্যাণাত্মক শাস্ত
কৃষ্ণপ্রেমের ভুবনজয়ী মহিমা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগতে প্রচার করিয়াছেন।
এই কৃষ্ণপ্রেম-পাগলকে কৃষ্ণ-প্রেম প্রচার করিবার নিমিত্ত যিনি সর্বতোভাবে
পরোক্ষে সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনি মহাদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।

রাজপণ্ডিত তুহিতা আসিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণের মন্দিরে। আত্মসুখ ধূলি-
মুষ্টির ঞ্চায় বিসর্জন দিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া একদিকে সংসারের যাবতীয় কর্তব্য-
কর্ম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সুসম্পন্ন করিতেন অপরদিকে ভারতীয় নারী-ধর্মের
শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া—

ভর্তাতু খলু নারীণাং গুণবান্ নিগুণোহপি বা।

ধর্ম্যং বিম্শমানানাং প্রত্যক্ষং দেবি দৈবতম্ ॥

(রামায়ণ, অযোধ্যা ৬২, ৮)

বাল্মীকির কণ্ঠ-উদ্ভূত নারী-আদর্শ অনুযায়ী সংসার ধর্মের শ্রেষ্ঠতার পথ
প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্বামীর সন্মানেই তিনি সন্মানিত ছিলেন, স্বামীর
গৌরবই ছিল তাঁহার নিজের গৌরব। অনবদ্য তাঁহার চরিত্র ! গৌরাঙ্গ যখন
শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তনের প্রেমানন্দে দিবসরাত্রী নিমগ্ন থাকিতেন, দেবী
ইহাতে কখনই স্বামীর প্রতি বিরূপ আচরণ করেন নাই। সুমধুর গৌরাঙ্গ-
লীলাকে সজীব ও প্রাণময় করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। অচিন্ত্যনীয়
তাঁহার চরিত্র। মহাভাগবতপ্রবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু
তাঁহার অপ্রতিম গুণের কথা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে
বিনম্র চিত্তে জানাইয়াছেন শ্রদ্ধা ও প্রণতি।

জীবন-মধ্যাহ্নে মহাপ্রভু মানুষের মঙ্গলের জন্য যখন গার্হস্থ্য-লীলা পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস-জীবন অবলম্বন করেন, তখনও বিষ্ণুপ্রিয়া কোন বাঁধার সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার অপ্রাকৃত গুণে তিনি জগতের সম্মুখে মহাপ্রভুকে উপস্থাপন করিয়াছেন। এই গুণগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি আমাদের কাছে প্রণম্য, তাঁর চরিত্র অনুসরণীয়। ভারতীয় নারী-চরিত্রের কঠোর সংযমের চিত্র মহাদেবীর জীবনে পরিলক্ষিত হয়। জীবন-যৌবন-সন্ধিলগ্নেই তিনি ভোগ-বিলাসের দুর্নিবার বাসনাকে নিয়ন্ত্রণপূর্বক ত্রুততীরে স্থায় মহাপ্রেম আশ্বাদন করতঃ ভুবন আলো করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলাভিনয়ে তিনি ছিলেন এক আদর্শ বৈষ্ণব-গৃহিণী।

নবদ্বীপ-প্রাঙ্গণ যখন সন্ন্যাসীর চরণরজে উল্লাসিত হইয়া উঠে, অসংখ্য মানুষ তাঁহাকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে; স্বয়ং শচীমাতা তাঁহাকে দর্শনের জন্য উন্মত্ত; জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়ধ্বনিতে যখন আকাশ বাতাস মুখরিত, তখনও মহাদেবী স্থির নির্বিকার। স্বামীর সন্ন্যাসধর্ম্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া তিনি কখনই তাঁহার নিকট যাওয়ার চেষ্টা করেন নাই। আঙ্গিনার নিম্বরক্ষতলেই তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতা জগৎ-পতির প্রতি নিবেদন করিয়াছিলেন—প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি। পতিহীতা-কাজি বিষ্ণুপ্রিয়া পতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। স্ব-সুখস্বাচ্ছন্দ নির্মূল করিয়া তিনি প্রাণভরে প্রভুর সর্ব্ববিধ কাজে সম্মতি দিয়াছেন। একান্ত পতিগতচিত্ত বিষ্ণুপ্রিয়া সন্ন্যাসিনীর স্থায় যে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহা মানুষের চিন্তাধারায় দুর্ব্বিসহ।

এই পতিপ্রাণা বিশুদ্ধ ও নির্মল প্রেমবহ্নিতে স্বয়ং দাহিত হইয়া আদর্শ প্রেমের শ্রেষ্ঠত্বই স্থাপন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর নীলাচলে বিচরণকালে সচল জগন্নাথ দর্শনের বাঞ্ছায় ভক্তবৃন্দ নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গমন করিতেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া কদাপিও গমন-অভিলাষ পোষণ করিতেন না। সন্ন্যাসীর আদর্শ অবগত থাকিয়া স্বামীর ইচ্ছাপূরণ হেতু স্বয়ং বিরহ-বেদনায় দক্ষিভূত হইয়াও সহ্য করিতেন; এ যে নারীত্বের এক অভিনব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানবের চিন্তাশীল বুদ্ধিতে এই অপূর্ব সংযম ও পাতিব্রতা বিস্ময় উৎপাদন না করিয়া পারে না।

জীবন-সায়াহ্নে মহাযোগিণী ঈশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ নির্মাণ করিয়া অশ্রুপ্লাবনে তাঁহার অর্চন করিতেন। নামামৃতই তাঁহার জীবনের অনলস সাধনায় সঞ্চিত জন্ম-জন্মান্তরের নিত্যসঙ্গী। ভক্ত বৈষ্ণবকবি-কণ্ঠে

করুণ রাগিনীতে গীত হয় মহাদেবীর জীবনের অন্তিম-লীলার অনবদ্য ভক্তির পরকাষ্ঠা, সুতীর্থ বিরহজ্বালা। কৃষ্ণপ্রেমামৃত আশ্বাদনকারী আদর্শ শুদ্ধ বৈষ্ণব-কবিগণ তাঁহার মহান লীলার যে কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতেই আমরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না।

“কেহ না জানয়ে কেন রাখয়ে জীবন।

এইরূপ বিপ্রলম্ব জ্ঞানাদর্শ জগতে বিরল ॥”

শ্রীগৌর-বিরহ-কাতরা বিষ্ণুপ্রিয়ার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কিরূপ ভয়াবহ হইয়াছিল তাহাও পাঠক-হৃদয়ে পবিত্র উত্তাপের সৃষ্টি করে।

“প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তাজিল নেত্রেতে,

* * * *

কনক জিনিয়া সে অঙ্গ হইল মলিন।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে দেখিতে পাই। কিন্তু সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অবলোকন করিলে তাহার অন্তরালে আরও যে-একটি আলোক-বর্ত্তিকা দেখিতে পাই, তিনিই সুমহিমায় সমাসীনা পরমা প্রকৃতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। মহাভাব স্বরূপিণী সর্বগুণ বিভূষিতা এই রমণীর জীবনপ্রবাহ সত্যই জগৎদুর্লভ। নারী-চরিত্রের মাধুরিমায় বিষ্ণুপ্রিয়া অতুলনীয়।

—শ্রীবিভাষচন্দ্র চক্রবর্তী

গ্রাম—আনন্দনগর

পোঃ ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি)।

শ্রীব্রজমণ্ডল-দ্বারকা-পরিভ্রমণ-প্রসঙ্গ

(পূর্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩১৮ পৃষ্ঠার পর)

২৮ শে ভাদ্র, বৈকাল ৩টার সময় আমাদের ট্রেনখানি গয়া স্টেশনে পৌঁছিলে ঐ দিন রিজার্ভ বাসযোগে (Reserve Bus) বুদ্ধগয়া দর্শনে রওনা হই। বুদ্ধগয়ায় পৌঁছিয়া থাইল্যাণ্ড, জাপানী, তিব্বতীয় প্রভৃতি বুদ্ধ-মন্দিরগুলি দর্শন করিয়া বুদ্ধগয়া-মন্দিরে উপনীত হই। ঐ মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত বিশাল অশ্বখবৃক্ষ বর্তমান। আমরা চারদিকে ঘুরে ঘুরে বহু কারুকার্যখচিত অনেক মূর্তি দর্শন করিলাম। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৌতম-বুদ্ধ বা শাক্যসিংহ-বুদ্ধ এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করায় তদবধি

এই স্থান বুদ্ধগয়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বুদ্ধদেব সম্পর্কে অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা এই যে, শাক্যসিংহ-বুদ্ধই ভগবানের নবম অবতার ভগবান-বুদ্ধ। কিন্তু উভয়ের আবির্ভাব-কাল, তিথি ও স্থান ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ রূপে পাওয়া যায়। তত্পরি একজন জ্ঞানবাদী ও অপরজন শূন্যবাদী রূপে জগতে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। অপরদিকে বৌদ্ধগণের কতিপয় প্রামাণিক গ্রন্থে অষ্টাদশ বুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং উক্ত দুই বুদ্ধ একই ব্যক্তি নহেন। স্থানাভাবে এস্থলে উহা বিস্তৃত লিপিবদ্ধ করিতে বিরত হইলাম। আমরা রাত্র প্রায় ৮টার সেখান হইতে প্রস্থাবর্তন করিয়া আমাদের রিজার্ভবাগিতে পৌঁছিলে প্রসাদাদি গ্রহণ করতঃ শয়ন করিলাম।

তৎপর দিবস ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি সম্পন্ন হইলে, কীর্তনমুখে শোভা-যাত্রা করিয়া শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণুপাদ-মন্দির অভিমুখে সকলেই যাত্রা করিলাম। ফল্গুধারায় স্নাত হইবার মানসে আমরা প্রথমে ফল্গুনদী-তীরে উপনিত হইলে প্রায় সকলেই এই পবিত্র ধারায় স্নান করিলেন এবং কেহ কেহ তর্পণাদি করিলে আমরা সদলবলে শ্রীবিষ্ণুপাদ-মন্দিরে উপনীত হই। শ্রীবিষ্ণুপাদ পরিক্রমণ ও পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইলে মন্দিরের সম্মুখস্থানে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীগয়াধাম-মাহাত্ম্য-সম্পর্কে বর্ণনা করেন। বর্তমানে যে সুদৃশ্য মন্দিরটি দেখিতে পাওয়া যায় উহা প্রসিদ্ধ অহল্যা বাইয়ের অর্থে নিৰ্ম্মিত হইয়াছে।

গয়াক্ষেত্রের সম্পর্কে প্রধানত আমরা দুইটি মত জানিতে পাই যে, ‘গয়’ নামক এক রাজর্ষি এই স্থানে যজ্ঞাদি করিয়া প্রচুর দানাদি করায় তাঁহার নামানুসারে ‘গয়া’ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। মতান্তরে ‘গয়’-নামক অসুর হইতে ‘গয়া’ নাম উৎপন্ন হয়। এই অসুর বিষ্ণু-ভক্ত ছিলেন দেবতারন্দ এই অসুরের হস্তে পরাস্ত হইলে দেবগণের প্রার্থনানুসারে বিষ্ণু এখানে উপনিত হন। ‘গয়’ প্রভুর ইচ্ছানুসারে রণক্ষেত্রে চিরশায়িত হন এবং তাঁহার প্রার্থনায় ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার মস্তকে শ্রীচরণ অর্পণ-পূর্বক বর দান করেন যে, এই স্থানে পিত্রাদির পিণ্ডদান করিলে পিতৃ-পুরুষগণ সদৃগতি লাভ করিবেন।

এখানে অনেকেই পিতৃ-পুরুষগণের পিণ্ডাদি-দান করেন; মধ্যাহ্নে আমরা রিজার্ভ-গাড়ীতে উপনিত হইলে প্রসাদাদি পাইয়া বিশ্রাম করি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদের যাত্রা শুরু হইল ‘কাশী’ অভিমুখে। মোগলসরাই ষ্টেশনে পূর্বস্থচী অনুযায়ী আমাদের রিজার্ভ-বাগখানি রাখা

হয়। সেখান হইতে ভোরে রিজার্ভ বাসযোগে কাশী-বিশ্বনাথ দর্শনে রওনা হই। আমরা প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে উপনিত হইয়া স্নানাদি সমাপন করিলে দর্শকের অত্যন্ত ভিড় হওয়ায় ২।৪ জন করে যথাক্রমে শ্রীবিশ্বনাথ দর্শন করা হয়। পরিশেষে আমরা মণি-কণিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দর্শন করিয়া পুনঃ বাসযোগে মোগলসরাই পৌঁছিয়া প্রসাদ পাই।

কাশী দর্শনের পর ত্রিবেণী দর্শনের জন্য আমাদের সূচীত পঞ্জিমতে ৩১ শে ভাদ্র ভোরে পরিভ্রমণ-সঙ্ঘ সঙ্কীৰ্ত্তন সহযোগে ত্রিবেণী সঙ্ঘমস্থলে উপনীত হন। এখানে অনেকে পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি করেন। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থলী এই পবিত্র স্থানে উল্লেখ্য ব্যতীতও কুম্ভমেলার সমাগম হয়। স্বর্গ হইতে সুধা-কলস লইয়া ভক্তপ্রবর গরুড় এই স্থানে উপনীত হওয়ায় ইহা অতীব পবিত্র স্থানরূপে পরিণত হয়। আমরা ত্রিবেণীতে স্নানাদি করিয়া নৌকাযোগে যমুনা অতিক্রম করতঃ শ্রীবেণীমাধব দর্শন করি ও পরিশেষে কেল্লার মধ্যে মৃত্তিকাভাস্তরে বিভিন্ন দেবতা, ঋষি প্রভৃতির অর্চাবিগ্রহগণ দর্শন করিয়া সকলেই ট্যাঙ্কাযোগে এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া আমাদের রিজার্ভ গাড়ীতে প্রসাদাদি পাই।

এখানকার পর আমাদের নির্ধারিত দর্শনীয় স্থান শ্রীব্রজমণ্ডল। তৎপর দিবস আমাদের রিজার্ভবগি মথুরা জংসনে পৌঁছিলে মথুরাস্থ সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীকেশবজী গোঁড়ীয় মঠ হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া রিজার্ভ বাসযোগে সকলকেই তথায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন। আমরা উক্ত মঠে পৌঁছিলে কীর্ত্তন সহযোগে যমুনা-তীরে উপনিত হই। যমুনায় স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া শ্রীমঠে পৌঁছিয়া প্রসাদাদি পাই।

বৈকালে মাথুরমণ্ডল পরিভ্রমণ-মানসে সঙ্কীৰ্ত্তনমুখে বহির্গত হইয়া বৈষ্ণব-প্রবর দেবাদিদেব দ্বার-রক্ষকরূপে যিনি ব্রজে বিরাজমান সেই ভূতেশ্বর, গোকর্নেশ্বর, পিপলেশ্বর, রঙ্গেশ্বর মহাদেবকে সর্বাগ্রে দর্শন ও তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা প্রার্থনা করতঃ আদিকেশব, দ্বারকেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিয়া আরতি দর্শনের আকাজক্ষায় প্রায় গোধূলিলগ্ন অতিক্রান্ত অবস্থায় বিশ্রামঘাটে উপনীত হই। যমুনা-পুলিনে আরতি দর্শন করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করি। শ্রীমঠে সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীহরি-কীর্ত্তন হয় এবং শ্রীভাগবত-পাঠমুখে দর্শনীয় স্থানগুলির মহিমা বিষদভাবে শ্রীল গুরুপাদপদ্য প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

(গভঃ-রেজিষ্টার্ড)

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ ; ইং ১৬।১২।৭৪

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈষ্কেব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধা-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ২রা গোবিন্দ, ৪৮৮ শ্রীগোরাঙ্গ ; ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৮১ সাল (ইং ২৮।২।৭৫) শুক্রবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা-তৃতীয়া-তিথি হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা-পঞ্চমী ৪ঠা গোবিন্দ, ১৭ই ফাল্গুন (ইং ২।৩।৭৫।) রবিবার পর্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-আচার্য্যাপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম, প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্তানুষ্ঠানে সবাক্ষব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—


সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— শুক্রবার পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি ও অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। শনিবার পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। রবিবার পূর্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব-সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা বন্ধায়া সূত্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্র-পরসর । অল্প ধর্ম সূচকপে পালে যেই জন ।
 অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদগ্ধ ॥ হরি-কথার বক্তি নৈলে পাও সেই জন ॥

২৬শ বর্ষ { প্রচ্যুত, ১৬ নারায়ণ, ৪৮৮ গোরাঙ্গ
 মঙ্গলবার, ২৯ পৌষ, ১৩৮১ ; ইং ১৮।১।১৯৭৫ } ১১শ সংখ্যা

সান্নিধ্যং

শ্রীইন্দ্র-কৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ]

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বজ্ঞামিতবিক্রম ।

ত্রিগুণাতীত সর্বেশ বিশ্বাত্মন্ত নমোহস্ত তে ॥১০॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে সর্বজ্ঞ ! আপনার পরাক্রমের পরিসীমা নাই, আপনাকে
 নমস্কার । হে ত্রিগুণাতীত ! হে সর্বেশ্বর ! হে বিশ্বাত্মন ! আপনাকে নমস্কার
 করি ॥১০॥

ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোক্ষারঃ ক্রতুর্ইবিঃ ।

ত্বমেব সর্বদেবানাং পিতা মাতা চ কেশব ॥১১॥

আপনি যজ্ঞ এবং বষট্কার, আপনি ঙ্কার, আপনি ক্রতু এবং ষত ।
 হে কেশব ! আপনিই সকল দেবতার পিতা এবং মাতা ॥১১॥

অগ্রে হিরণ্যগর্ভস্ত্বং ভূতস্য সমবর্তত ।

ত্বমেবৈকঃ পতিরসি পুরুষস্ত্বং হিরণ্ময়ঃ ॥১২॥

আপনি সকল ভূতের অগ্রে হিরণ্যগর্ভরূপে বিদ্যমান আছেন । আপনি একমাত্র পতি হইয়াছেন, আপনি পুরুষ এবং হিরণ্ময় ॥১২॥

পৃথিবীং ত্যামিমাং দেব ত্বমেব ধৃতবান্ প্রভো ।

ত্বং সৃজন্ত্যংসি পাসি ত্বং বিশ্বভুগ্ জগদীশ্বর ॥১৩॥

হে দেব ! হে প্রভো ! আপনিই এই পৃথিবী এবং স্বর্গকে ধারণ করিয়াছেন । হে জগদীশ্বর ! আপনি স্রষ্টা, পালয়িতা ও সংহর্তা এবং আপনিই বিশ্বভুক ॥১৩॥

অবাধ্য ত্রিদশৈঃ সর্বৈঃ প্রশংসাং জগতাং পতে

অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ তবচ্ছায়া সনাতন ।

তস্মৈ দেবায় ভবতে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥১৪॥

হে ভুবনপতে ! হে সনাতন ! আপনি সমস্ত দেবতাগণ কর্তৃক প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অমৃত এবং মৃত্যু, এই উভয়ই আপনার ছায়া । আপনি সেই দেবতা, আমরা যতদ্বারা আপনারই আরাধনা করিয়া থাকি ॥১৪॥

হিমবন্তু ইমে যস্য তে মহিত্বাং হিরণ্ময়াঃ ।

সমুদ্রো রসয়া যস্য কেশা যস্য পয়োমৃতঃ ॥১৫॥

যে আপনার মহিমায় এই সকল হিমালয় হিরণ্ময়, সমুদ্র যাঁহার রসনা, ক্ষীরসিন্ধু যাঁহার কেশ-কল্প ॥১৫॥

ইমা দিশঃ প্রতিদিশো বাহু যস্য তবাব্যয় ।

তস্মৈ দেবায় ভবতে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥১৬॥

হে অব্যয় ! এই দিক্ এবং বিদিক্ সকল আপনারই দুই বাহু, অতএব আমরা যতদ্বারা সেই দেবতার (আপনার) ভজনা করি ॥ ১৬ ॥

আদায় প্রকৃতিবিশ্বমায়াক্ষ জনার্দনঃ ।

গর্ভং দধানা সর্গেহত্র জনয়ন্তি চরাচরম্ ॥১৭॥

হে জনার্দন ! প্রকৃতিরূপে বেদের সহিত সমস্ত বিশ্ব গ্রহণ করিয়া গর্ভ ধারণ করেন এবং প্রকৃতি এই সৃষ্টিতে চরাচর প্রসব করিলেন ॥ ১৭ ॥

সমবর্ত্তং দেবানামসুরেকো ব্যয়ো বিভুঃ ।

তস্মৈ দেবায় ভবতে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥১৮॥

কিন্তু আপনি সমস্ত দেবতার প্রাণরূপে বিদ্যমান ছিলেন, কারণ আপনি এক অব্যয় এবং বিভু, অতএব আমরা ঘৃতদ্বারা সেই দেবতার (আপনার) ভজনা করি ॥ ১৮ ॥

য আপো মহিলা দক্ষং পর্যাপশ্যন্ প্রজাপতিঃ ।

যজ্ঞং দধানা তত্রাদৌ জনয়ন্তীর্হবিঃ পুমান্ ॥১৯॥

যে দক্ষ প্রজাপতি আপো রূপা মহিলাদিগকে দর্শন করিয়াছিলেন (অথবা আপো মহিলাগণ দক্ষকে দর্শন করেন) তাহার মধ্যে প্রথমে যজ্ঞ করিয়া ঘৃত প্রসব করিল ॥ ১৯ ॥

যো বৈ দেবেষ্বেক আসীদধিদেবঃ পরাংপরঃ ।

তস্মৈ দেবায় ভবতে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥২০॥

যে-পুরুষ সমস্ত বেদে এক হইয়া বিদ্যমান ছিলেন, যিনি অধিদেব এবং পরাংপর, আমরা ঘৃতদ্বারা সেই দেবতার (অর্থাৎ আপনার) ভজনা করি ॥ ২০ ॥

তত্বানি বিশ্বজাতানি বভূবুঃ পরিতঃ প্রভো ।

ত্বদন্তু প্রজাধ্যক্ষ ভবিষ্যদুতমচ্যুত ॥২১॥

হে প্রভো ! এই বিশ্বমণ্ডলে অনেকগুলি তত্ত্ব পদার্থ উৎপন্ন হইল । হে প্রজাধ্যক্ষ ! কৃষ্ণ ! কিন্তু আপনি ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্ববস্তু হয় নাই, অথবা হইবে না ॥ ২১ ॥

যজামস্ত্বাং যজ্ঞকামাস্ত্বং হি লোকময়ঃ পুমান্ ।

ত্রয়াণাং পতয়ঃ স্যামস্তব কারুণ্যবীক্ষণাৎ ॥২২॥

আমরা যজ্ঞ কামনা করিয়া আপনাকেই পূজা করিয়া থাকি । কারণ আপনি জগন্ময় মহাপুরুষ । আপনার কৃপাদৃষ্টিপাতে আমরা ত্রিভুবনের অধিপতি হইয়া থাকি ॥ ২২ ॥

হিরণ্যখ্যঃ পুরুষো হিরণ্যশ্রুতকেশবান্ ।

আপ্রণবাৎ সর্বং হিরণ্যং সবিতা তদ্বরেণ্যভাক্ ॥২৩॥

আপনি হিরণ্য-নামক পুরুষ, আপনার শ্মশ্রু এবং কেশকলাপ হিরণ্য ।
প্রণব অবধি সমস্ত বস্তুই হিরণ্য হইয়াছে । আপনি সবিতা অর্থাৎ জগৎ
প্রসবিতা এবং আপনিই সেই বরেণ্যশব্দ-বাচ্য ॥ ২৩ ॥

অসৌ সর্বগতো ব্রহ্মা যশ্চাদিতো বাবস্থিতঃ ।

তদৈ দেবশ্চ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গ উত্তমঃ ।

সদা ধীমহি তে রূপং ধियो যো নঃ প্রতিভাতি হি ॥২৪॥

যিনি সর্বব্যাপী ব্রহ্মা, যিনি আদিত্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত, সেই জগৎ
প্রসবিতা দেবের বরেণ্য উত্তম ভর্গ অর্থাৎ পরমজ্যোতি আমরা সর্বদা
ধ্যান করিয়া থাকি, তাহাতেই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল স্ফূর্তি পাইয়া
থাকে ॥২৪॥

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীশ সর্বেশ কেশব ।

বেদান্তবেদ্য যজ্ঞেশ যজ্ঞরূপ নমোহস্ত তে ॥২৫॥

নমস্তে গোপবেশায় বাসুদেবায় তে নমঃ ॥২৬॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে শ্রীনাথ । হে সর্বেশ্বর ! হে কেশব ! আপনাকে
নমস্কার । হে বেদান্ত-বেদ্য ! হে যজ্ঞেশ্বর ! হে যজ্ঞরূপ ! আপনাকে নমস্কার
করি । আপনি গোপবেশধারী আপনাকে নমস্কার, আপনি বাসুদেব, আপনাকে
নমস্কার ॥২৫-২৬॥

উৎসবধ্বংসনাদেতদপরাধং ময়া কৃতং ।

তৎক্ষম্যতাং জগন্নাথ যুগাক্ষে পুরুষোত্তম ॥২৭॥

হে জগন্নাথ ! হে দয়ার্ঘব ! হে পুরুষোত্তম ! এই উৎসব ধ্বংস করিয়া
আমি যে অপরাধ করিয়াছি, সেই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥২৭॥

অল্লেনৈব হি কালেন জহি কংসং ছুরাসদং ।

দেবতানাং হিতং কৃত্বা সুখে স্থাপয় মেদিনীম্ ॥২৮॥

আপনি অল্লকালের মধ্যে দুর্ধ্ব কংসকে বধ করুন । দেবতাদিগের
হিতসাধন করিয়া সুখে পৃথিবী স্থাপন করুন ॥২৮॥

শ্রীগৌর-নারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীলাশক্তি *

(১) পরিপ্রশ্ন—শ্রী, ভূ, নীলা কি তত্ত্বে অভিহিত হইবেন? গৌরলীলায় তাঁহারা কে?

শ্রীল প্রভুপাদের উত্তর—ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ পরতত্ত্ব-বস্তু নারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীলা—এই তিনটি শক্তি। কমলা বা লক্ষ্মী—শ্রীশক্তি, বিষ্ণুভক্তিই—ভূশক্তি, আর নারায়ণের পদালিঙ্গিতা আধারভূতা বিচরণ-ভূমিই—নীলাশক্তি, ইহাকেই ‘দুর্গাশক্তি’ বলে; ইনি জগতের আধার-স্বরূপা। গৌর-নারায়ণে এই তিনটি শক্তিই বর্তমান। অবতারীর দেহে সর্বাবতারের স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণকে কৈমুতিকণ্ঠায়ীহুসারে ‘নারায়ণত্ব’ও বিরাজিত। শ্রীমন্নুহা-প্রভু স্বয়ংরূপ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন। সুতরাং তাঁহাতে কোন তত্ত্বেরই অভাব নাই। এই জন্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্নুহাপ্রভুকে ‘ক্ষীরোদশায়ী’ বিষ্ণু বলিয়া এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও—“ভক্তের বাক্য ব্যাভিচারী হইতে পারে না”—ইহা দেখাইয়া অংশী-শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সর্বতত্ত্বের সমাবেশ আছেন—প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গয়া-গমনের পূর্ব পর্য্যন্ত যেন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণ-লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্নুহাপ্রভুর গাইস্থালীলায় তিনি তাঁহার নারায়ণস্বরূপই প্রকাশিত করিয়াছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরের গাইস্থালীলা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা বলিয়াই জানিতে হইবে। গৌরগণোদ্দেশের ৪৩ সংখ্যায় কবি কর্ণপুর বলিয়াছেন যে, যিনি পূর্বের মিথিলাধিপতি রাজা জনক ছিলেন, তিনি গৌরাবতারে বল্লাভাচার্য্য; সেই বল্লাভাচার্য্যের কন্যাই লক্ষ্মীপ্রিয়া। জানকী ও রুক্মিণী,—এই দুই একত্রে মিলিয়া ‘লক্ষ্মী-নান্নী’ তাঁহার এক কন্যা হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিস্বরূপ প্রকাশ করিবার প্রাকালে শ্রীলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমভক্তিস্বরূপিণী, তিনি যখন পরিবর্তিতা হইতেছিলেন, তখন লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌর-নারায়ণের সেবিকারূপে বিরাজিতা ছিলেন। ক্রমে সেই প্রেমভক্তি যখন পরিবর্তিতা হইয়া শ্রীগৌর-

* জনৈক ভক্তের প্রশ্নোত্তর-কালে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে শ্রী, ভূ ও নীলা—এই তিন শক্তিই বর্তমান। ও তাঁহার লীলা-বৈশিষ্ট্য-প্রসঙ্গে আচার্য্যভাস্কর জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।

—প্রকাশক

সুন্দরের সেবাযোগ্য হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তত্বে বিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভূগক্তি-স্বরূপিণী। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে কবি কর্ণপুর লিখিয়াছেন যে, পুরাকালে যিনি সম্রাজ্ঞিৎ রাজা ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে ‘সনাতন রাজপণ্ডিত’ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভূগক্তি-স্বরূপিণী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহারই কন্যা। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কবিকর্ণপুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পৃথিবীর অংশরূপ বলিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-প্রচারকার্যে সহায়কারিণী। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু, সুতরাং ভক্তবাৎসল্য-বিধায়িনী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে ‘রাধাকৃষ্ণের সেবিকা’ বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে একজন বৃষভানুন্দিনীর সহচরী, ভক্তা পরমেশ্বরী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর আদিলীলায় অর্থাৎ গয়া-গমনের পূর্ব পর্য্যন্ত যে-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নারায়ণস্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইবার পরও তিনি যে-লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাও অনেকটা মিশ্রভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহাতেও ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন শ্রীবাস-ভবনে চতুভূজ নৃসিংহরূপ ও মুরারিগুপ্তের গৃহে বরাহমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রকট করিয়াছেন, কখনও বা বিষ্ণুখটায় আরোহণ করিয়াছেন। গৃহাবস্থানের শেষ-লীলায় তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মাধুর্য্যপর কৃষ্ণলীলার কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার গৃহাবস্থানের মধ্যলীলায়ও যে তিনি কৃষ্ণলীলা কথা প্রকাশ করেন নাই, তাহা নহে। তিনি গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরে স্বয়ংরূপ বিষয় হইয়াও আশ্রয়ের ভাবে “গোপী” “গোপী” বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। ঠাকুর হরিদাস, নিত্যানন্দপ্রভু প্রভৃতিকে জগতের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণকথা কীৰ্ত্তনের আজ্ঞা দিলেন।

শ্রীগৌর-গদাধর-তত্ত্ব

২নং প্রশ্ন—শ্রীগৌরসুন্দর যদি কৃষ্ণ হন এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত যদি রাধিকা হন, তাহা হইলে কি পরস্পরের মধ্যে সন্তোগরস বর্ত্তমান?

উত্তর—শ্রীগৌরসুন্দরই রাধাকৃষ্ণমিলিত তনু। তাঁহার শরীর কৃষ্ণের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট; তিনি বৃষভানুন্দিনীর ভাবে একরূপ বিভাবিত যে, ঐভাব ওতপ্রোতরূপে তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার কৃষ্ণবর্ণকে শ্রীমতীর গাত্রবর্ণদ্বারা বাহিরে পর্য্যন্ত আবৃত করিয়াছে। তাঁহার অন্তর যেমন সর্বতো-

ভাবে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, তদ্রূপ তাঁহার বাহ্য শরীরও শ্রীমতীর কান্তি-
দ্বারা আবৃত। পণ্ডিত গদাধর গোস্বামী সেই রূষভানন্দিনীর ভাবরূপে
গৌরলীলায় বর্তমান, আর শ্রীদাস গদাধর শ্রীমতীর কান্তিরূপে প্রকাশিত।
শ্রীগৌরগণোদ্দেশের ১৫৩ ও ১৫৪ সংখ্যায় কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন,—

অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাত্তিরূপতাম্ ।

অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ ॥

রাধানিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা ।

সাথ্য গৌরান্ধ-নিকটে দাসবংশ্য গদাধরঃ ॥

রাধাভাব-সুবলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা দ্বারা স্বয়ং
কৃষ্ণস্বরূপ, রাধিকারূপ ও ললিতারূপ—এই ত্রিবিধরূপ হইয়াছেন। শ্রীগদাধর
পণ্ডিত সেই রাধিকার ভাবরূপ অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকাই ভিন্ন মূর্তিতে তাঁহার
ভাব প্রকাশ করিবার জন্য গদাধররূপে প্রকাশিত এবং শ্রীমতী রাধিকাই
তাঁহার কান্তি প্রকাশ করিবার জন্য দাস গদাধররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন।
এইরূপ বিচার নহে যে, মহাপ্রভু সন্তোগবিগ্রহ কৃষ্ণ আর গদাধর পণ্ডিত
রাধিকা। শ্রীগৌরসুন্দরও এইস্থলে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, তিনি আশ্রয়ের
ভাবে মত্ত হইয়া সর্বদা কৃষ্ণাশ্রয়ে বাস্তু। আবার গদাধরও স্বতন্ত্ররূপে
আশ্রয়ের ভাবে মত্ত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরেরই বিপ্রলম্ব-রসের সহায়কারী।
উভয়েই বিপ্রলম্বরসে মত্ত। তবে যে গৌর-গদাধরের ভজন-প্রণালী রহিয়াছে
বা গদাধরকে ‘শক্তিতত্ত্ব’ এবং গৌরসুন্দরকে ‘শক্তিমত্তত্ত্ব’ বলা হয়, তাহার
দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, শ্রীগৌরসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনের দেহ ও শ্রীমতী
রাধিকার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ। গদাধর পণ্ডিত সেই রাধিকারই
ভাব-প্রকাশ কায়ব্যাহস্বরূপ। গদাধর পণ্ডিত কিন্তু শ্রীমতীর দেহ লইয়া
প্রকাশিত হন নাই; তিনি আশ্রয়জাতীয় শক্তিতত্ত্ব, শ্রীমতীর ভাব-
রূপিনী। বিপ্রলম্ব-লীলা ও সন্তোগলীলায় যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে,
কল্পনার দ্বারা তাহা লোপ করিবার চেষ্টা করিলে রসাতাষ দোষ উপস্থিত
হয়। এইরূপ দোষ হইতেই গৌর-নাগরীবাদ এবং নানাবিধ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ
মতবাদ জগতে উপস্থিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জন

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি যাবতীয় ধর্মের অন্তরালে প্রতিষ্ঠাশা

আমরা যতই আত্মোন্নতির চেষ্টা করি, যতই ধ্যানমগ্ন হইতে যত্ন করি, যতই বৈরাগ্য-ধর্ম পালন করি, বা যতই জ্ঞান-চর্চা করি, ততই স্বীয় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদের চিত্তকে মলিন করে এবং চরিত্রকে দূষিত করে। অনেক যত্ন করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদকে খর্ব করি, কঠোর তপস্যা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করি, তথাপি হৃদয়ে অতি গুপ্তরূপে প্রতিষ্ঠাশারূপে ব্যালশাবক সম্বদ্ধিত হইতে থাকে। অষ্টাঙ্গযোগ শিক্ষা করিয়া যোগীরূপে খ্যাত হইতে বাসনা করি। যদি কেহ বলে যে, আমার যোগশিক্ষা কেবল ধূর্ততামাত্র, তখনই আমি ক্রোধে প্রজ্বলিত হই। আমি অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আপনাকে ব্রহ্ম-তত্ত্বে লীন করিবার চেষ্টা করি। যদি কেহ বলে ঐ প্রক্রিয়াটী নিষ্ফল, তখনই আমার মনে উদ্বেগ হয়। আমার নিন্দুককে নিন্দা করিতে থাকি। শম, দম, অস্তেয় প্রভৃতি দশবিধ ধর্ম-শিক্ষা করি এবং নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করিতে করিতে সংসার নির্বাহ করি। যদি কেহ বলে যে, কর্মকাণ্ড কেবল নিরর্থক শ্রমমাত্র, তখনই আমার মনে দুঃখ হইয়া থাকে; কেননা আমার প্রতিষ্ঠার খর্ব হইলে আমার কিছুই ভাল লাগে না।

ভুক্তি ও মুক্তিকামী—অশান্ত ও প্রতিষ্ঠার দাস

কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি যখন ভুক্তি ও মুক্তিফল আশায় ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের শান্তি কোথায়? সুতরাং তাঁহারা প্রতিষ্ঠার আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসামূক্ত বৈষ্ণবগণের প্রতিষ্ঠার আশা নিতান্ত হেয়।

বর্তমান বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ প্রতিষ্ঠাকামী ও অসহিষ্ণু

আজকাল যাহারা বৈষ্ণবধর্মের আচার্য্য, তাঁহারা কোন প্রকার অসম্মান সহিতে পারেন না। প্রথমেই সকলের মস্তকে পদ উত্তোলন করিয়া স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। আচার্য্য বলিয়া অপরে সম্মান করে, তাহা অন্যায় নয়; কিন্তু নিজে সেই সম্মান হস্তগত করিবার যিনি যত্ন করেন, তাঁহার শ্রেয় কোথায়? আবার কোন ব্যক্তি সাক্ষাৎ দণ্ডবৎ প্রণাম

করে নাই, তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ করা নিতান্ত গর্হিত ব্যাপার। আচার্যাদিগকে সম্মান করিবার জন্য শিষ্ট লোক তাঁহাদের জন্য পৃথক আসন দিয়া থাকেন। ষাঁহারা আসন দেন, তাঁহারা যথাশাস্ত্র আচার্য্য-সম্মান করেন। কিন্তু ঐ আচার্য্যদিগের আসনে অন্য কেহ বসিলে তাঁহাদের যে ক্রোধোৎপত্তি হয়, তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এই সকল কার্য্য কেবল প্রতিষ্ঠার আশা হইতে উদ্ভূত হয়।

প্রতিষ্ঠা-ত্যাগ স্তুত্ব

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক গৃহত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থ লোকের অধিক হইবে বলিয়া শান্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠা আশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে। কোন ভেকধারীকে যদি সম্মান না করা যায়, তাহা হইলে তিনি বিশেষ রাগান্বিত হন। গৃহস্থ বৈষ্ণবাচার্য্য এবং ভেকধারী বৈষ্ণবের মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠা রহিল, তবে আর কাহার চিত্ত সেই আশাশূন্য হইতে পারিবে?

কৃষ্ণসেনা ব্যতীত প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ হয় না

আমরা অনেক সময় চিন্তা করিয়া এবং মহৎ লোকের উপদেশ সংগ্রহ করিয়া জানিয়াছি যে, যতদিন প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন বৈষ্ণব হইয়াছি এইরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি, আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই, কিন্তু মনে মনে করি যে, শ্রোতাগণ এই কথা শুনিয়া আমাকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবেন! হায়, প্রতিষ্ঠার আশা আমাদের ছাড়িতে চাহে না। অতএব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী বলিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠা ধ্বংসা স্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ

কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।

সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু-দয়িত-সামন্তমতুলং

যথা তাং নিক্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ (মনশিক্ষা-৭)

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যতদিন আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠারূপ নিলজ্জ-চণ্ডালিনী নৃত্য করিতেছে, ততদিন নির্মল সাধু-প্রেম এই মনকে কিরূপে স্পর্শ করিবে? অতএব হে মন! তুমি তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অতুল

সামন্তরূপ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা কর। তাহা হইলে তান সেই চণ্ডালিনীকে তোমার হৃদয়-মন্দির হইতে শীঘ্র দূর করিয়া প্রেম বস্তুকে প্রবেশ করাইবেন।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গে প্রতিষ্ঠাশার বিলোপ

এই মহাজন বাক্য হইতে আমরা কি সংগ্রহ করি? আমরা জানিতে পারিতেছি যে, কেবল গ্রন্থচর্চা, অপ্রাপ্ত-প্রেম-বাক্তির উপদেশ এবং শারীর-যোগাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। কেবল বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবার দ্বারাই তাহা নিশ্চিতরূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব অন্ত্রেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব—ইহাই আমাদের চরম কর্তব্য।

সংসঙ্গ-গ্রহণ ও অসংসঙ্গ-ত্যাগ একই কথা

বৈষ্ণবসঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতার উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিস্কৃত হইলে সেই সাধু-বৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেম-সূর্য্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ প্রেমরূপে সমৃদ্ধ হইবে। এই উপায় ব্যতীত অণু উপায় নাই। ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়। অন্য প্রকার সকল-যত্নই বিফল হয়। তাৎপর্য্য এই যে, সংস্বভাব গ্রহণ ও অসংস্বভাব দূরীকরণ একই কথা।

সাধুসঙ্গ প্রভাবে প্রতিষ্ঠাশা দূরীভূত ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ

প্রেম যে ধর্ম্ম তাহা কেবল বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-পরায়ণ আত্মায় নিহিত থাকে। প্রেমের অন্য আবাস নাই। এক আত্মা হইতে প্রেম অন্য আত্মায় সঞ্চারিত হয়। এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যেরূপ বিদ্যুৎকর্ষ্ম সঞ্চারিত হয়, তদ্বৎ। সঙ্গক্রমে যখন প্রেম-ফলক বৈষ্ণব-আত্মা হইতে অণু জীবের আত্মায় স্বভাবক্রমে চালিত হয়, তখনই অণু জীবের হৃদয়ে মন্দ-স্বভাব দূরীভূত হইয়া সাধু-স্বভাব অগ্রে সঞ্চারিত হয়। সকল মহদগুণই প্রেমের সঙ্গী। সুতরাং প্রেমের প্রবেশকালে মহদগুণগুলি অগ্রসর হইয়া হৃদয় শোধন করে। অতএব সাধুসঙ্গ দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা দূর করা কর্তব্য।

— ঔ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৪৪)

শ্রীভগবানের গুণ চেষ্টা প্রসাদনাদি প্রীতিরসের উদ্দীপন বিভাব। প্রেমার্দ্রত্ব ও প্রেমবশত্ব শ্রীকৃষ্ণের গুণরূপ উদ্দীপন। সমস্ত উদ্দীপন মধ্যে এই দুইটি শ্রেষ্ঠ। তাহাতে আবার দাস্য, সখা, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি রতিতে ইহাদের উদ্দীপনা অত্যাশ্চর্য্য। শান্তরতির আলম্বন ব্রহ্মধন, তাহাতে গুণাদির তাদৃশ অভিব্যক্তি নিস্প্রয়োজন বলিয়া তাহার উল্লেখ করা হইল না।

উক্ত দ্বিবিধ উদ্দীপন মধ্যে উদ্ভাস্বর নামক অনুভাবদ্বারা শ্রীভগবানের প্রেমার্দ্রত্ব শ্রীপৃথুরাজের প্রসঙ্গে জানা যায়। পৃথুরাজকর্তৃক পূজিত বিশ্বাত্মা ভগবান্ স্বস্থানে গমনোন্মুখ হইলেও কৃপাপরতন্ত্রহেতু গমনে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। পৃথুর ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের চরণকমল ধৃত হইয়াছিল। পৃথু শ্রীহরিকে দর্শন করিবার অভিলাষ করিলেও নয়ন অশ্রু প্লাবিত হওয়ায় দর্শনে অসমর্থ হইলেন। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় কিছু বলিতেও সমর্থ হইলেন না। পরে অশ্রু মার্জন করিয়া অতৃপ্ত নয়নে পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে করিতে নিজ প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীহরি পৃথুর ভক্তিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় ভূমিতে শ্রীচরণ স্থাপনপূর্ব্বক গরুড়ের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। ইহা প্রেমার্দ্রত্বের পরিচায়ক।

সাত্তিকানুভাব দ্বারা শ্রীভগবানের প্রেমার্দ্রত্ব কৰ্দম ঋষির প্রসঙ্গে জানা যায়। শরণাগত কৰ্দমের দাস্যপ্রীতিতে ব্যাকুল ভগবানের নয়ন হইতে অশ্রুবিদ্যুৎকল পতিত হওয়ায় বিন্দুসরোবর নামে খ্যাত সরোবর হইয়াছিল। বাৎসল্যপ্রীতি দ্বারা প্রেমার্দ্র কৃষ্ণবলরাম মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না।

কুরুক্ষেত্রে মিলিত শ্রীনন্দযশোদারও তাদৃশ বাৎসল্য প্রেমদ্বারা আর্দ্রচিত হইয়া স্বরভঙ্গ নামক সাত্তিক ভাবের প্রকাশ হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণিনীর পালঙ্কে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সুদামাকে দেখিমা সত্বর উথিত হইয়া দুই বাহুদ্বারা তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। এখানে সখাভাবে প্রেমার্দ্রত্ব।

দাস্য-প্রীতির বশবর্তী হইয়া শ্রীভগবান্ বলির দ্বারদেশে সুতলে গদাহস্তে অবস্থান করিতেছেন।

মৈত্রীর বশত — স্নিগ্ধ পাণ্ডবগণে শ্রীকৃষ্ণের সারথ্য, পার্শদ, সেবন, সখ্য, দৌত্য, বীরাসন, অনুগমন, স্তবন প্রণামাদির কথা শ্রবণ করিয়া রাজা শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি করিলেন।

কান্তভাবে বশত — শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবীগণকে বলিয়াছিলেন—যাহারা দুর্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছে, আমার সহিত তোমাদের সেই অসাধারণ সাধুকার্যের অনুরূপ প্রতাপকার করিতে বিবুধ পরমায়ু দ্বারাও আমি সমর্থ হইব না। তোমাদের সাধুতা দ্বারা তাহার প্রতিকার হউক। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়—তোমরা যেমন আমার সেবা করিলে, আমি যদি তোমাদের সেপ্রকার সেবা করিতে পারিতাম তবে সুখী হইতাম। কিন্তু তাহাতে আমি অসমর্থ। তোমরা সব ছাড়িয়া আমার সেবা করিয়াছ। তাহাতে নিজ সুখ-বাসনারূপ মলিনতা নাই। সুতরাং পরম শুদ্ধভাবে আমার সহিত মিলিত হইয়াছ। লোকধর্ম অতিক্রম হেতু তাঁহাদের অনুরাগের দৃঢ়তা ব্যঞ্জিত।

প্রেমবলে সত্যাদি বিরোধীগুণের আবির্ভাব—শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া স্তনপান করাইতেছিলেন, তখন চুল্লীর উপরিস্থিত দুগ্ধ অগ্নিতাপে উছলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া অতৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া যশোদা বেগে গমন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ গৃহমধ্যে গিয়া গোপনে নবনীত ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এস্থলে গোপনে চুরি করিয়া নবনীত ভক্ষণ অসন্তোষ ও চৌর্য্যের পরিচয় দিলেন কেন? তখন কেহ ত নিকটে ছিল না, কিন্তু একপ চুরি করার প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—লীলাতে আবেশবশতঃ তিনি ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন।

শমবিরোধী কাম তাঁহার পরম প্রিয়জন প্রেমসীগণে প্রেমবিশেষরূপ। তিনি নিজ মায়াদ্বারা নরলোকে অবতীর্ণ। শ্রীভগবান স্ত্রীগণের মধ্যে থাকিয়া প্রাকৃত জনের মত রমণ করেন। নিজজনে যে-কুপা তাঁহাদের সুখ-সম্পাদনেচ্ছাময় প্রেম, তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইজন্য স্ত্রীরত্ন-মধ্যে অবস্থান করিয়াও তাদৃশ রমণে আবেশকারী প্রেম-বিশেষরূপা কুপাদ্বারাই রমণ করেন, প্রাকৃত কামদ্বারা নহে ইহাই তাৎপর্য্য। প্রাকৃত-জনের মত বলায় অপ্রাকৃতত্ব প্রদর্শন করিয়া কামবিষয়ক ভাব নিরাকৃত করিলেন। প্রেমবতী মহিষীগণে প্রাকৃত কামাধিকার নাই ইহা দেখিয়া প্রাকৃত কামশূন্যতা স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১।৩৭ শ্লোকে উক্ত

হইয়াছে—মহিষীগণের উদ্ভট ভাবসূচক নির্মল মনোহর হাস্য এবং সলজ্জ অবলোকন দ্বারা নিহত মদন বিমোহিত হইয়া ধনু ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই প্রমদোত্তমাগণ কুহকসমূহদ্বারা যাঁহার ইন্দ্রিয় ক্ষোভিত করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। এস্থলে মদন—প্রাকৃতকাম। মহিষীগণের মনোহর হাস্য ও সলজ্জ চাহনীতে মদন নিজেই মৃতের মত নিজ অস্ত্রাদি বলরহিত হইয়াছিলেন। অতএব বিমোহিত হইয়া ধনু ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য প্রেমচেষ্ঠা দর্শন করিয়া মদন এমন অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি মৃতের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, এজন্য কোন প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। অত্যাংকুষ্ঠ প্রেমবতীর প্রেমবিশেষ দ্বারাই যেমন প্রেমানুরূপ ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেবল প্রেমবিশেষদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের বিকার উপস্থিত হয় বলিয়া তাঁহাতে কামুকবৈলক্ষণ্য প্রতীত হইতেছে। সুতরাং সাধারণ লোক প্রাকৃত কামাদিতে ব্যাপ্ত মানব শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত না বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণকেও তাদৃশ ধারণা করে।

ঈশ্বরের ইহাই ঈশিতা—প্রকৃতিস্থ হইয়াও তাঁহার প্রকৃতির স্বরূপস্থগুণের সহিত সর্বদা যুক্ত হন না। (ভাঃ ১।১।১৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হইলেও একান্তলীলায় মোহবশতঃ তাঁহাকে মহিষীগণ আপনাদের বশীভূত ও অনুব্রত মনে করিতেন।

যিনি আত্মারাম, তাঁহার আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুতে রতি অসম্ভব। আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের আত্মা হইতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান। পত্নীগণে প্রেম কিরূপে ছিল? তদুত্তর—সাধারণ লোকের যে দাম্পত্য সম্বন্ধ থাকে শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণে প্রেম তদ্রূপ নহে, তাহা প্রেমসম্বন্ধে। প্রেমই প্রেমের কারণ। প্রেম না থাকিলে কেবল পত্নীত্ব দ্বারা তাঁহার প্রীতির বিষয় হইতে পারে না। প্রেম ভিন্ন কেহ তাঁহাকে পতিক্রমে লাভ করিতেও পারে না। পত্নীগণে যে প্রেম ছিল সেই প্রেমানুরোধে তিনি তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতেন। প্রেমাদীনতায় আত্মারামতার হানি হয় না। যেহেতু প্রেম তাঁহার স্বরূপশক্তির পরিণতি বিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণ রমণীরত্ন ছিলেন। তাঁহাদের স্ত্রীজনসুলভ হাবভাব প্রকাশদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচিত্র মোহিত হয় নাই। তাহাদের যে সকল প্রেমচেষ্ঠা ছিল, তাহাতেই কেবল তিনি মুগ্ধ ছিলেন। ভাগবত ১০ম স্কন্ধে ৬১ অধ্যায় ৪র্থ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

স্মায়াবলোকলবদর্শিত ভাবহারি-ক্রমগুলপ্রাহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ ।

পত্নাস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্ঘস্মেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ ॥

ষোড়শ সহস্র মহিষী স্ময়যুক্ত কটাক্ষ দৃষ্টিদ্বারা সূচিতভাব এবং মনোহর ক্রমগুল-প্রাহিত সুরতমন্ত্ররূপ প্রগল্ভ কামবাণে শ্রীকৃষ্ণের নমঃক্ষোভ জন্মাইতে সমর্থ হন নাই । মহিষীগণের হাবভাব কামবাণ হইতে ভিন্ন নহে । কিন্তু তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনঃক্ষোভ জন্মাইতে পারেন নাই ।

শ্রীভগবান্ স্বরূপে শমগুণবিরোধী কাম যদি না থাকে তবে শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধে ভাগবত ৯।১০।১১ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, —

রক্ষোহধমেন বৃকবদ্বিপিনেহসমক্ষং

বৈদেহরাজদুহিতর্যাপযাপিতায়াম্ ।

ভাত্রা বনে কৃপণবৎ প্রিয়য়া বিযুক্তঃ

স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংস্চচার ॥

রাক্ষসাধম রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের অগোচরে সীতাদেবীকে হরণ করিয়া পলাইলে তিনি প্রিয়তমাবিরহিত হইয়া ভাতার সহিত বনে বনে বিচরণ-পূর্বক “স্ত্রীসঙ্গীগণের গতি এই প্রকার” ইহা প্রচার করিয়াছিলেন । আত্মরাম শ্রীরঘুনাথ অন্তরে সীতার প্রেমবশ ছিলেন । কিন্তু কামি লোকের গতি প্রচার ক্রিয়াসাম্যে তাহাকে স্ত্রীসঙ্গী ধারণা নির্বোধের কার্য্য । ভক্তিবিশেষের সুখনিমিত্ত অন্তরে সীতার প্রেমবশ্যতা ব্যঞ্জিত করিয়া বাহিরে কামুকের ক্রিয়াসাম্য প্রদর্শনপূর্বক সাধারণ জনের বৈরাগ্য উৎপাদন করিবার জন্য ঐরূপ বলা হইয়াছে । স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক সর্বত্র এইপ্রকার ত্রাসভাবাবহ— ইহাই সাধারণ জনের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন । অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধারণ জনসম্বন্ধে উক্ত উভয়বিধ ভাব প্রকটন ভগবচ্চরিত্রের পক্ষে সঙ্গতও হয় । তাহা সকলদিকেই হিতকারী । ভক্তজনের জন্য প্রেমবশ্যতা প্রকটন করিয়া তাহাদিগকে প্রেমভক্তির মহিমায় সশ্রদ্ধ করিয়াছেন । আর সাধারণ জনের নিকট স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক ত্রাসভাবাবহ বলিয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সেই সম্পর্ক ত্যাগের ইঙ্গিত করিয়াছেন । সুতরাং ভগবানের কাম স্বরূপে প্রেমসী-বিষয়ক প্রীতিবিশেষ, তজ্জন্য তাহা দোষাবহ নহে ।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

উপনিষৎ-সার

(৬) মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

প্রশ্নোপনিষদে প্রণবের এক এক মাত্রার উপাসনার ফল বলা হইয়াছে, কিন্তু এখন সমষ্টি প্রণবের উপাসনা ও তাহার ফল বর্ণিত হইতেছে।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের সর্বপ্রথম মন্ত্রে এই সম্পূর্ণ জগতকে ব্রহ্মই বলিয়াছেন। বিরাট বিশ্বকে পরমাত্মার রূপ বলিয়া গণ্য করিলে সাকারোপাসনার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। যে-ভাবনাদ্বারা ঈশ্বরের প্রতি সহজসেবা ও সদ্যবহার কৃত হয়, সংসারের প্রত্যেক পদার্থ ও প্রাণীর মধ্যে সেই ভাবনা জাগরিত হয়। এই ভাবনা বিশ্ব-শান্তি ও আত্মকল্যাণের প্রধান আধার।

মানবের প্রত্যেক কন্মের প্রারম্ভে শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ ও স্মরণ অবশ্য কর্তব্য। সেই শ্রীনাম সংক্ষেপে ওঁ-কার শব্দবাচ্য।

এই উপনিষদে পরব্রহ্ম পরমাত্মার নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্য উঁহার চারিটি পাদ কল্পিত হইয়াছে; যথা—বৈশ্বানর, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও নাদাত্মক।

নাম ও নামীর অভেদ প্রতিপাদনের জন্য প্রণবের (প্রণব = ওঁ = অ + উ + ম্ অ, উ, ম্ এই তিন মাত্রার সহিত ও মাত্রা রহিত অব্যক্তরূপের সহিত পরব্রহ্মের এক এক পাদের সমানতা দেখান হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তভাবে চারিপাদের স্বরূপ বিবৃত হইতেছে—জাগ্রদবস্থা যাঁহার ভোগস্থান, বহির্বিষয়ে যিনি অনুভূতিবিশিষ্ট; স্বর্গ যাঁহার মস্তক, সূর্য—চক্ষু, বায়ু—প্রাণ, আকাশ—শরীর, জল—মূত্রাশয়, পৃথিবী—চরণদ্বয় ও আহবনীয় অগ্নি—মুখ; যাঁহার উনিশটি মুখ, যথা—দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান) মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত; যিনি শব্দ-রূপাদি স্থূল বিষয় ভোগ করেন—সেই বৈশ্বানর পুরুষই আত্মার প্রথম পাদ।

স্বপ্নাবস্থা যাঁহার ভোগস্থান, যিনি সপ্তাঙ্গযুক্ত (ভূঃ, ভূবঃ, স্বর্, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—এই সপ্তলোকই সপ্তাঙ্গ) ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই উনবিংশতি মুখ সম্পন্ন এবং যিনি সূক্ষ্মবিষয়-সমূহ (বাসনা ও সংস্কার) ভোগ করেন—সেই তৈজস পুরুষই আত্মার দ্বিতীয় পাদ।

নিদ্রিত ব্যক্তি যে-সময়ে কোন বস্তু প্রার্থনা করে না বা কোন স্বপ্ন দর্শন করে না, তাহার নাম সুষুপ্তি। যিনি সর্ববিক্ষেপরহিত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভোগকারী ও স্বপ্ন-জাগরণের স্বারস্বরূপ—সেই—প্রাজ্ঞ পুরুষই আত্মার তৃতীয় পাদ।

চতুর্থপাদে পাদ চতুর্ভুজযুক্ত আত্মার মহিমা, প্রদর্শন করিতেছেন—ইঁনিই সর্বৈশ্বর, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, সকলের উপাদান-কারণ এবং ভূতসমূহের উৎপত্তি ও লয়স্থান। তিনি প্রথম তিনটি পাদ হইতে বিলক্ষণ, অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অচিন্ত্য, কেবল শব্দমাত্রগম্য, শান্ত, মঙ্গলজনক ও অদ্বিতীয়—ইঁনিই নাদাত্মক আত্মা ও বিজ্ঞেয়।

(৭. ঐতরেয়োপনিষৎ)

ঐতরেয়োপনিষদে সৃষ্টি নির্মাণের ক্রম দেখান হইয়াছে। পরমাত্মা তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার তেজোদ্বারা যে অণু উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা হইতে বিভিন্ন অবস্থা উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহার নিষ্কর্ষ এই যে, যাহা কিছু ভিতর ও বাহিরে দৃষ্ট হয়, উহার মূল 'তপ'ই। পরমাত্মার তপের দ্বারা উৎপন্ন সৃষ্টি মনুষ্যের তপের দ্বারা সুব্যবস্থিত রহিয়াছে। যখন এই তপের লক্ষ্য ব্যক্তিগত হয়, তখনই প্রকৃতিতে বিকৃত হইতে থাকে, যাহার সংশোধনের জন্ত পুনরায় তপস্যার আবশ্যক হয়।

পরমাত্মা দেবতা উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি থাকিবার জন্য নিবাস স্থান প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গরু, ঘোড়াদি শরীর দেখার পর শেষে মনুষ্য শরীর পছন্দ করিয়া তাহার ভিতর তিনি প্রবেশ করিলেন। অগ্নি মুখমধ্যে, বায়ু নাসিকায়, সূর্য চক্ষুতে, দিক্ কর্ণে, চন্দ্রমা হৃদয়ে, মৃত্যু নাকে, বরুণ উপস্থে প্রবেশ করিলেন। ঐ শরীরের ক্ষুধা-পিপাসার সহিত নিজের ক্ষুধা-পিপাসা সম্মিলিত করিয়া তিনি বাস করিতে লাগিলেন। এই রূপকের দ্বারা মনুষ্যের প্রত্যেক অঙ্গকে দেবতত্ত্ব সদৃশ বলিয়াছেন। দেবতার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার দ্বারা নিজের অনিষ্ট এবং পুণ্য-প্রক্রিয়া ব্যবহার দ্বারা মঙ্গল হইয়া থাকে। অতএব এই শরীরকে দেব-মন্দির জ্ঞান করিয়া ইহার শ্রদ্ধাপূর্ণ সদুপযোগী করা উচিত। মন্দিরের দুরূপযোগ হইলে মন্দিরাভ্যন্তরে দেবতার কষ্ট হয়। ইহা সকলের জানা আবশ্যক যে, ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধায় দেবতার ক্ষুধা সম্মিলিত হয়। ভোগে আসক্তি না জাগে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে, কারণ দিবা জীবন লাভের ইহাই প্রক্রিয়া।

মূর্খা, মস্তিষ্ক হইতে এই শরীরে পরমাত্মা স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বুদ্ধি ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে উপলব্ধ হয়। এই শরীরের নিকৃষ্ট প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করা, পরমাত্মার প্রতি দুর্ব্যবহার করা একই কথা। যিনি এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহার পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শন হইয়াছে জানিবেন। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের ১৩শ মন্ত্রে এই প্রকার ঈশ্বর দর্শনের উল্লেখ আছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় মন্ত্রে ঈশ্বরের জ্ঞান-প্রাপ্তির মাধ্যম, যথা—জ্ঞান, আদর্শ, বিজ্ঞান, প্রতিজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৈর্য্য, মনন, স্মৃতি, সঙ্কল্প, গতি, কামনাদি। অন্তঃবৃত্তি দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অনন্ত বাহ্য পদার্থ দ্বারা নহে। এই উপনিষদে এই মহান তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

-- ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তজিবদান্ত উর্দ্ধমন্তী মহারাজ

পত্রোত্তর

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরান্দো জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

ইং. ৯।১২।১৯৭৪

স্নেহভাজনেষু—

* * ! আমি প্রচার হইতে ফিরিয়া গতকল্য তোমার ৪ঠা নভেম্বরের পত্রখানা পাইলাম। আমরা জলপাইগুড়ি ও বিহারাদি অঞ্চলে প্রচার করিয়া মঙ্গলমত শ্রীধাম নবদ্বীপে ফিরিয়াছি। আশা করি তুমি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় কুশলে আছ। তোমার পত্রে জানিতে পারিলাম যে, তুমি ‘Back To Godhead’ নামক ইংরাজী পারমার্থিক পত্রিকাখানি পাইয়াছ। তাহা ভাল করিয়া পড়িবে ও তোমার সহপাঠীদিগকেও দেখাইবে তাহারা দেখুক যে, বাঙ্গালীরা দুইপাতা ইংরাজী পড়িয়া সাহেবের পোষাক পরিয়া সাহেব হইবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু পাশ্চাত্যের কত বড় বড় শিক্ষিতেরা তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক সাজ-পোষাককে দূর ছাই করিয়া ঘণাপূর্বক ফেলিয়া পরম শ্রদ্ধায় আদর্শ পোষাকরূপে ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, পরন্তু তাঁহারা সকল ধর্মের সেরা বা শ্রেষ্ঠ যে ভাগবত-ধর্ম বা সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করিয়া তদুচিত শিক্ষা সূত্র-মালা-তিলকাদি ধারণ করিয়াছেন। আজ তাঁহারা নিজেকে এতদিনে ‘মানুষ হইলাম’ এইরূপ বিচার করিয়া সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া যদি তোমরা তাঁহাদের আচার-বিচার ও শ্রীভগবৎ-চরণে নিষ্ঠা দেখ, তবে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, সাহেব সাজা দুর্ভাগারা কত নগণ্য, কত হেয়।

Back to Godhead পত্রিকার মাধ্যমে বিশ্ববাসী বর্তমানে দেখিতে পাইবেন যে, পৃথিবীর সর্বত্র বৈষ্ণবধর্মের কত বিপুল প্রচার-কার্য চলিতেছে। পৃথিবীর এমন কোন দেশ বা মহাদেশ নাই, যেখানে গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিজয়-পতাকা-উড্ডীন হয় নাই।

‘শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকা’ ও তোমার Article-এর কথা শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভুকে জানাইয়াছি। তিনিই তোমার Article সম্বন্ধে Advice দিবেন, এবং তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। তুমি তাহার সাথে এ’ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিবে।

তুমি ধর্ম-সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া সঙ্কোচ বোধ করিয়াছ। তুমি মনে কর যে, তোমার পত্রোত্তর দিতে বা কাহারও কোন কথার জবাব দিতে আমাদের হরিভক্তনের ব্যাঘাত হয়। কিন্তু তদ্রূপ ভাবিও না। প্রচারকের ধর্ম, সংগুরুর কাছে যাহা শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহা অপরের কাছে প্রচার করা। যথা—

ভাল যাহা শিখিয়াছ, শিখাও অপরে।

তোমার মত ভাল কাজ তারাও যেন করে ॥

সুতরাং অপরকে ভাল বিষয়ে বুঝাইবার যে-যত্ন তাহাও একটি ভজনাঙ্গ। আমরা চাই, মানুষ আমাদের কাছে আসুক। দুর্লভ মনুষ্য জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? জীবের পরিচয় কি? ঈশ্বর কে? পরিদৃশ্যমান এই জগৎটা কি? কোথা হইতে এই জগৎ আসিয়াছে? আমরাই বা কোথা হইতে আসিয়াছি? এই জগতের সাথে আমাদের কি সম্বন্ধ? আমাদের কর্তব্য কি? আর কিই বা আমরা করিতেছি এবং দৈনন্দিন আমরা যাহা করিতেছি ইহার পরিণামই বা কি? ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করুক, কিন্তু তেমন জিজ্ঞাসুর বড় অভাব। সবাই যেন সাধুদের সাথে নানা আবোল-তাবোল কথা উঠাইয়া কেবল কলহ করার জন্য প্রস্তুত। আমি এক জায়গায় পড়িয়াছি—

‘বিদ্ভা বিবাদায় ধনং মদায় শক্তিঃ পরেষাণাং পরিপীড়ণায়।

খলস্য সাধোবিপরীতমেতৎ জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায় ॥

অর্থাৎ, খলদের বিদ্ভা বিবাদের জন্য, অর্থ অহঙ্কার পুষ্টির জন্য, শক্তি অপরকে উৎপীড়ণ করিয়া পীড়া দিবার জন্য, কিন্তু সাধুগণের হেতু ঠিক তাহার বিপরীত। সাধুগণের বিদ্ভা জ্ঞান দান করিবার জন্য, অর্থ সংপাত্রে দান এবং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য ও শক্তি-সামর্থ্য সবলের অত্যাচার হইতে দুর্বলদের রক্ষা করিবার জন্য হইয়া থাকে।

গুরু-বৈষ্ণবগণের স্নেহ-সুশীতল পদচ্ছায়ায় থাকিয়া যে-সিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছি তাহাদ্বারাই আমি তোমার সন্দেহ দূর করিবার যত্ন করিব। আশা করি তুমি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

* * * * *

জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥’

তুমি কোন এক বক্তার এ' একটি ছত্র উল্লেখ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ—উহা সত্য কি না। ধর্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিবার এই সাধুর্ত্তি দেখিয়া আমি পরমানন্দিত। তোমার মনের যাবতীয় সন্দেহ দূরীকরণের জন্য আমাকে নিঃসন্দেহে প্রশ্ন করিবে। আমি যথাসাধ্য তোমার প্রশ্নের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তপূর্ণ জবাব দিব।

দেখ ভাই! এ জগতে সত্য কথা বলা বড় বিপদ! তুলসী দাসজী বলিয়াছেন—

সাচ্চা কহে তো মারে লাট্ঠা, বুটা জগৎ ভুলায়।

গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকায় ॥

অর্থাৎ, জগতে সত্যবাদীরা প্রিয় হইতে পারে না। সত্যবাদীরাই দণ্ডনীয় হয়। আর যাহারা মিথ্যা কথাকে বেশ সুন্দর ভাবে মানুষের রুচিকর করিয়া বলিতে পারে তাহারাই প্রিয় হন এবং সমাজ সহজে তাহাতে ভুলিয়া যায়, বিচার করিবার অবকাশ পায় না। দেখ সাত্ত্বিক এবং দেবভোগ্য উপাদেয় বস্তুর ক্রেতার কত অভাব। তাই গোরস (দুগ্ধ) বিক্রয় করিবার জন্য গলি গলি চিৎকার করিয়া ডাকিতে হয়—তোমরা কেউ দু-ধ লইবে! দু-উ-ধ। কিন্তু কোথাও মদ্য-ব্যবসায়ীকে ঐ রূপভাবে মদ বিক্রী করিতে কেউ কি দেখিয়াছ? এমন কি অনেক মূর্খ লোক আছে যাহারা কলা-মূলা, পালংশাক, দধি-দুগ্ধ ইত্যাদি গব্যায়তকেও বিক্রি করিয়া তৎপরিবর্ত্তে মদ্যপান করতঃ রাস্তায় ঘাটে মাঠে প্রলাপ বকিতে ভালবাসে। বল দেখি, কেমন রুচি তাহাদের! মদের নেশায় যখন হতভাগারা রাস্তার ধারে নোংরা নালায় পড়িয়া আবোল-তাবোল বকিতে বকিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন যদি একটা কুকুর মুখে প্রস্রাবও করে তবে তাহারা ভাবে যে, আমার বান্ধব মুখে আর এক গ্লাস মদ দিল। ঐ কুকুরের প্রস্রাবকেই তখন মদ-বিচারে চাটিতে থাকে। তাহাদের কোন পরিচিত ব্যক্তি যদি এদের এতাদৃশ দূর্বস্থা দেখিয়া দুঃখ করিতে থাকে যে, হায়! হায়! দেখ ইহারা কি দুর্ন্যতি হইয়া পড়িয়াছে। সম্রাট বংশের ছেলে হইয়া ইহাদের পিতৃ-পুরুষের নামে কলঙ্ক রটাইবার জন্য আজ ইহারা মদ্যপায়ী মাতোয়াল হইয়াছে। হায় কি দূর্ভাগ্য ইহাদের! তবে উহারা কি করে জান? তাহারা ভাবে আমরা এক মহৎ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। তাই লোকেরা আমাদের প্রশংসা করিতেছে। এই ভাবিয়া তখন তাহারা উলঙ্গ হইয়া নাচিতে থাকে।

অসং সঙ্গের পাল্লায় পড়ে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইলে যে-দশা হওয়া স্বাভাবিক
আমরা তাহাই দেখি। জীবের এই দুর্নতির কারণ কি জ্ঞান?

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত।

* * * *

‘জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, ইহা ভুলি গেল।

এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল ॥’

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

উপরে লিখিত ঐ ছত্র তিনটির অর্থ হইল, জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।
কোন কালেই জীব ঈশ্বর হয় না — অতীতে, বর্তমানে, ভবিষ্যতে ত্রিকালেই
জীব কৃষ্ণদাস; কখনও ঈশ্বর নহে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য
মহাপ্রভু জীবকে বিষ্ণুবুদ্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছেন—

প্রভু কহে,—‘বিষ্ণু’, বিষ্ণু’, ইহা না কহিবা।

জীবাধমে ‘কৃষ্ণ’—জ্ঞান কভু না করিবা ॥

জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে ‘সম’।

জলদরাশি—যেছে ফুলিঙ্গের ‘কণ’ ॥

যেই মূঢ় কহে,— জীব ঈশ্বর হয় ‘সম’।

সেইত ‘পাষণ্ডী’ হয়, দণ্ডে তারে যম ॥

জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্।

গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

অপরেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

(গীতা ৭।৫)

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।

অবিভা কৰ্মসংজ্ঞায়া তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬০)

সাধারণ জীবের কা কথা, ব্রহ্মা-রুদ্রাদিও নারায়ণ-পদবাচ্য নহেন—

জীবে ‘বিষ্ণু’ বুদ্ধি করে, যেই ব্রহ্মা-রুদ্র-সম।

নারায়ণে মানে তার পাষণ্ডে’ গগন ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

“যন্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।

সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্বিক্রবন্ ॥”

(শ্রীপদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ২৩।১২)

মমৈবাং শো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃ ষষ্ঠাণীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতি স্থানি কৰ্ষতি ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৫।৭)

গীতার এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন— ‘আমারই অংশভূত বিভিন্নাংশ সনাতন জীব, এই জগতে প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া থাকে ।

প্রথম ছত্রটির শেষে ‘সনাতন’ শব্দটি প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য হইল, জীব কৃষ্ণ হইতে জাত হইলেও কখনও জীব ঈশ্বর হইতে পারে না । কারণ জীব বিভিন্নাংশ—অতি ক্ষুদ্র । ঈশ্বর বৃহৎ । জীব দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ ।

নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণ—চরণে উন্মুখ ।

কৃষ্ণপারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবা-সুখ ॥

নিত্যবদ্ধ—নিত্য কৃষ্ণ হইতে বিমুখ ।

নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সেই বদ্ধ জীব যদি সৌভাগ্যক্রমে প্রকৃত সাধুসঙ্গ পায় তবে—

মায়াবিরে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায় ।

ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পায় ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

কিন্তু মায়ামুক্ত হইলেও জীব ঈশ্বর হইয়া যান না । তখন স্ব-স্বরূপে সে নিত্য কৃষ্ণসেবায় ব্রতী হন,— ইহাই জীবের স্বরূপ । জীব মায়া অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র বলিয়া সহজেই মায়াবশ হইয়া পড়ে কিন্তু ঈশ্বর হন না, কারণ ; ঈশ্বর মায়াধীশ । জীবের জ্ঞান সসীম, কিন্তু ঈশ্বর অসীম, অনন্ত, অনাদি আখ্যায় ভূষিত । ঈশ্বর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জ্ঞাত ; তাই তিনি সর্বজ্ঞ । কিন্তু জীব আগামী কল্যাণ যে কি হইবে তাহা জানে না, তাই জীব অজ্ঞ । এমন জীবকে যিনি ঈশ্বরের সমান বা ঈশ্বর-বিচার করে তিনি মূর্খশ্রেণীর প্রথম স্থানীয় ।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্বশঃ ।

অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহমিতি মগ্নতে ॥

— গীতা ৩।২৭

জীব প্রকৃতির বশ হইয়া সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ভাবাপন্ন ভালমন্দ ক্রিয়া করে কিন্তু ‘বিমূঢ়’ অর্থাৎ বিশেষ মূর্থতা হেতু ভাবে, ইহা আমি করি, আমিই কৰ্ত্তা ;—ইহা জীবের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

জীব ভগবদ্বিমুখ হওয়ায় মায়ায় বশীভূত হইয়াছে। জীবাত্মা যে চেতন-বস্তু সে-বিচার মায়ামুগ্ধ হওয়াতে আচ্ছাদিত হইয়াছে। মায়ামুগ্ধতাহেতু জীব পাঞ্চভৌতিক জড় শরীরটাকেই ‘আমি’ বুদ্ধি করিয়া শরীরের যত্নে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যিনি যে-পরিমাণে শুদ্ধ ও মায়ামুক্ত সে সেই পরিমাণে ‘আমি কৃষ্ণদাস’ ‘আমি জীবাত্মা’ পরমাত্মা ঈশ্বরের সেবাই আমার ধর্ম্ম বা বৃত্তি, এই বিমল বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রেমভক্তির দ্বারা কৃষ্ণ লভ্য। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র প্রেমের পাত্র।

“জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর” প্রভৃতি বাক্য যিনি বলেন, তিনি মানুষের প্রিয় হইবার জন্য ঐক্লপ মনোহারী রুচিকর বাক্য বলিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই বাক্যের পরিণাম কি সে-বিষয়ে একবারও চিন্তা করেন নাই। আর করিবেনই বা কি করিয়া? কারণ, তাহার বিচারে হয়ত লঘু-গুরু কোন পাত্রাপাত্র তারতম্য নাই। স্নেহময়ী মাতাঠাকুরাণীকে যে প্রিয়া সন্মোদন করা যায় না, তাহা তিনি বোধ হয় জানেন না। তাহার বিচারে যেহেতু প্রিয়া একটি উত্তম সন্মোদন-পদ সুতরাং ব্যবহার করিলেই হইল। স্থান-কাল-পাত্র-বিশেষে যে বিচার্য্য, তাহা তিনি বিচার করিবার অবকাশ পান নাই। যাহারা ‘জীবে প্রেম’ বাক্যটি ব্যবহার করিয়া জীবের কাছে প্রেমিক সাজিতে চাহে, তুমি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে তাহারা কতজন জীব-হিংসা হইতে নিবৃত্ত, কতজন নিরামিষাশী? দেখিবে তাহারা অপরের একটি মাংস-টুকুরা দ্বারা অনিত্য এই জড়-দেহটিকে মোটা তাগড়া করিবার জন্য সচেষ্ট। তাহারা ঈশ্বর-সেবা কথাটি বলে, কিন্তু ঈশ্বর বা কৃষ্ণ-সেবা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ। স্বীয় ইন্দ্রিয় তৃপ্তিবিধানই ইহাদের ঈশ্বর-সেবা। উহা জীবে প্রেম নহে, জীবের দ্বারা কামনার পরি-তৃপ্তিতে একমাত্র কাম্য।

শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ কাম ও প্রেমের নিখুঁত পরিচয়
দিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম ।

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

কাম অন্ধতম-প্রেম নিশ্চল ভাস্কর ।

অতএব, কামে, প্রেমে বহুত অন্তর ॥

সাধারণ অজ্ঞ-সমাজকে রুচিকর বাক্যদ্বারা বশ করা যায় বটে, কিন্তু
পরিণামদর্শী আত্মকল্যাণকামীগণ তাহাতে ভুলেন না। তুমি সাবধানে
জীবে প্রেমিকের সাথে ব্যবহার করিবে। শুধু জীবের সেবা করিলেই ঈশ্বর
সেবা হয়, এই ছুঁবুদ্ধি মগজে গেলে সুনিশ্চিত বাতুলতা। যাহারা ঐক্লপ
'জীবেপ্রেম' বিচার করিয়া থাকে তাহাদের মতে পিতামাতা, পুত্রকন্যা, স্ত্রীর
ভরণ-পোষণই ঈশ্বরের সেবা, তাহাকেই প্রেম বলে। শ্রীমদ্ভাগবতের—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎশুচ ।

প্রেমমৈত্রীকুপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২।৪৬

অর্থাৎ, ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, মূঢ়ে কুপা ও দ্বেষীকে উপেক্ষা করার
কথা আছে। তাহা তাহাদের অজ্ঞাত।

আমরা মঠবাসী একপ্রকার ভাল আছি। কয়েক দিনের মধ্যে আমি
প্রচারে বাহির হইব। তুমি আমার স্নেহাশীষ জানিবে। পত্রোত্তর প্রাপ্তির
সংবাদ দিবে। ইতি—

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাসাভিলাষী—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত দামোদর

শ্রীবামন গোস্বামী

যাহার চরণে লইলে শরণ

গৌর-প্রেমে সত্তা ভরে ওঠে মন,

সে' মহামহিম,—পতিত পাবন

লোকমাঝে আজি আসিলো ;

কোলদ্বীপে গৌর-দরশন লভি'
ভাবাবেশে সদা গৌর-প্রেমে মজি'
পতিত জীবের উদ্ধারের লাগি'

শ্রীনাম-মন্ত্র বিলালো !

নরতনু ধরি' আসি' সে ভূতলে
ত্যজি গৃহ-কারা অতি শিশুকালে,
নমিয়া একদা গুরুপদ-মূলে

গুরু-সেবা-রসে মজিলো,

শ্রীগুরু-কেশবে সঁপে দিয়া চিত
বেদাদি-সিদ্ধাস্ত করি' অধিগত,
অল্প বয়সে ধরি' যতি-বেশ

গৌড়ীয়-নিশান উড়ালো ।

শ্রীগুরু-আজ্ঞা সে মস্তকে ধরিয়া
গৌড়ীয়-আচার্য্য-আসনে বসিয়া,
গুরুর অমূল্য বাণী বিতরিয়া

শ্রীগুরু-মহিমা ছড়ালো ;

গৌড়ীয়-নভে সে রাজে শশী সম ;
সাথে সন্ধ্যাতারা ও প্রবতারা সম
জাগি' শ্রীত্রিবিক্রম ও শ্রীনারায়ণ

নব-শোভা আরো বাড়ালো ।

আজি নদীয়ার দেবানন্দ মঠে
তারে ঘেরি' কতই উল্লাস রটে,
ভকতেরা সেথা মধুলেহি রূপে

সে' পদ-কমলে লুটিলো !

এতু শ্রীবামন গোস্বামীর জয়
দিকে দিকে আজি ধ্বনিলো !!

— শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীব্রজমণ্ডল-দ্বারকা-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

(পূর্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৫৩ পৃষ্ঠার পর)

তৎপর দিবস ব্রাহ্মমুহুর্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে রিজার্ভ বাসযোগে গোবর্দ্ধন অভিমুখে যাত্রা করা হয়। তথায় শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড, পরিক্রমণ ও কেহ কেহ স্নানাদি করেন এবং গোস্বামিবর্গের ভজনস্থলী ও শ্রীহরিদেব-দর্শনাদি করতঃ শ্রীনন্দগ্রামে উপনীত হই। নন্দগ্রামে পাবন-সরোবর-তীরে উপনীত হইয়া মধ্যাহ্ন ভোজনাদি সমাপন করতঃ শ্রীনন্দযশোদা-মন্দির দর্শন করিয়া বর্ষাণায় পৌঁছি। তথায় শ্রীবৃষভানু-রাজমন্দির প্রভৃতি দর্শনাদি হইলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঐ রিজার্ভ বাসযোগে শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হই। তথায় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের সৌজন্তে আমাদের সকলের খাকার সুবন্দোবস্ত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরে আরতি দর্শনান্তে শ্রীহরি-সঙ্কীর্্তন হইলে পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-মুখে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণন করেন।

তৎপর দিবস মঙ্গলারতি দর্শনান্তে কীর্্তনমুখে সর্বপ্রথম শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটিরে উপনীত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্বক পরিক্রমণ করিলে পর মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুবরের দিব্য জীবন-চরিত ও তদীয় মহৎ জীবন-দর্শন ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপাকণা প্রার্থনা করেন। এর পর আমরা শ্রীমদনমোহন-মন্দির ও নিকুঞ্জবন দর্শন করিয়া ইমলীতলাস্থ গোড়ীয় সজ্জের শ্রীভক্তিবিজয়কুঞ্জে উপনীত হই। আমরা কীর্্তনযোগে তথায় উপনীত হইলে সজ্জের উপস্থিত পূজাপাদ বৈষ্ণববৃন্দ আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করেন। প্রত্যেক যাত্রীকে কিছু কিছু প্রসাদও প্রদান করেন। যে-ইমলী (তেঁতুল) বৃক্ষতলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ‘হা রাধে! হা কৃষ্ণ!’ বলিয়া কাতরস্বরে বিরহ-বাথায় ক্রন্দন করিতেন—সেই স্মৃতিবিজড়িত ইমলী আজও বিদ্যমান। তাই শ্রীগোড়ীয়গণের নিকট ইহা অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান। এই স্থানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম প্রচুররূপে প্রচারকপ্রবর শ্রীগোড়ীয় সজ্জের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোড়ীয়-কুঞ্জ এবং তদীয় বিশ্রান্ত সেবকগণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীল মহারাজের পুষ্প-সমাধি দর্শন ও পরিক্রমণ করি। তদনন্তর চীরঘাট (শ্রীকৃষ্ণের গোপীবস্ত্রহরণ-স্থলী) দর্শন এবং আরও কয়েকটি স্থান দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করি।

বৈকালে পরিক্রমা-সজ্জ বহির্গত না হইলেও অনেকে শ্রীবৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থান দর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন। এই দিন সন্ধ্যায় পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা-চরিত বর্ণনা করেন।

তৎপর দিবস যথারীতি মঙ্গলারতি দর্শনান্তে কীর্তনসহযোগে শ্রীগোবিন্দ-মন্দির, নিধুবন, শ্রীরাধাদামোদর, রাধা-মাধব, রাধাবৃন্দাবনচন্দ্র, রাধা-গোপীনাথ, বংশীবট, অষ্টসখী-মন্দির, রঙ্গনাথজী, বাঁকাবিহারী, শেঠ-মন্দির, লালাবাবুর মন্দির, কাচকামিনী-মন্দির প্রভৃতি আরও বহু মন্দির দর্শন করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করি। এইদিন সন্ধ্যায় আমরা সদলবলে রিজার্ভ বাসযোগে মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে উপনীত হই।

এই আশ্বিন, ভোরে মঙ্গলারতি দর্শনান্তে রিজার্ভ বাসযোগে গোকুল মহা-বনে যাত্রা করি। তথায় শ্রীনন্দমহারাজের ভবন, মা যশোমতীর সূতিকাগৃহ, যমলার্জুন-ভঞ্জনস্থান (শ্রীকৃষ্ণের উদ্ব্খল-লীলাস্থলী) প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা-ভঞ্জনলীলাস্থলী ব্রহ্মাণ্ডঘাটে উপনীত হই। এখানে অনেকেই স্নানাদি করেন। আমরা এখানে জলযোগ করিয়া ঐ বাসযোগে শ্রীমতী রাধারাগীর আবির্ভাবস্থলী রাভেলে উপনীত হইয়া দর্শনাদি শেষ করতঃ সেখান হইতে মথুরা জংশনে পৌঁছি। কারণ এই দিনই আমাদের জয়পুর-যাত্রা করার কথা। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া আমাদের রিজার্ভবগিতে মধ্যাহ্নের প্রসাদাদি পাইয়া ট্রেনেই বিশ্রাম করি। রাত্রের প্রসাদেরও চলন্ত গাড়ীতেই ব্যবস্থা ছিল।

তখন প্রায় ভোর ৪টা বাজে, আমরা জয়পুরে পৌঁছিলাম। সেখানে অবস্থিত মঠাশ্রিত কিছু ভক্তবৃন্দ ও আরও অনেক শ্রদ্ধালুব্যক্তি আমাদের পরিক্রমা-সজ্জ যোগদান করেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত হইলে কীর্তন-সহযোগে শ্রীগোবিন্দজী-মন্দিরাভিমুখে শোভাযাত্রা করা হয়। শ্রীগোবিন্দজী-মন্দিরে উপনীত হইলে পরিক্রমণ ও সুষ্ঠুভাবে দর্শনাদি করিয়া শ্রীরাধা-গোপীনাথ, শ্রীরাধা-দামোদর-মন্দিরাদিও দর্শন ও পরিক্রমণ করি। প্রত্যাবর্তনকালে যন্তর্ মন্তর্ (জ্যোতিষ-চক্র) দর্শন করি।

বৈকালে রিজার্ভবাসযোগে গল্তাজী দর্শনের জন্য যাত্রা করি। পাহাড়-পথে বাসে অগ্রসর হইয়া গল্তাজীর প্রায় সন্নিকটে উপনীত হইলে পদ-ব্রজে গালব-ঋষিকুণ্ডের দিকে যাইতেছিলাম, সেই সময় বানরগুলি কিছু কিছু খাবার পাইবার লালসায় রাস্তার এদিক ওদিক লম্ফ-ঝম্প দিতেছিল।

অনেকে ছোলা, কিছু ফল-মূলাদি বিতরণ করেছিলেন। আমরা কদম্ব-কুণ্ড, গালবকুণ্ড প্রভৃতির জল স্পর্শ ও শিরে ধারণ করিয়া শ্রীনিত্যাগোপাল-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হই। গালবকুণ্ডের জল এত স্বচ্ছ দেখাইতেছিল যে, এখানে স্নান করিবার বড়ই ইচ্ছা হইতেছিল। এইরূপ স্বচ্ছবারি পূর্বে আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না। শ্রীনিত্যাগোপালজী-মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দুধের খোয়ার সন্দেশ দেখিয়া প্রায় সকলযাত্রীই ক্রয় করেন ও ঠাকুরকে অর্পণ করেন। দর্শন ও পরিক্রমণ হইলে, এই গল্তা পাহাড়েই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্যভাস্কর শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুবর গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের যে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন তাহার ইতিবৃত্ত পূজাপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু এই খানেই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের কৃপা শিরে ধারণ করিয়া তাঁহারই নির্দেশিত শ্রুতিলিখন করেছিলেন, যাহা ব্রহ্মসূত্রের ‘গোবিন্দভাষ্য’ নামে সুবিদিত। শ্রী-সম্প্রদায় তথা রামানন্দী-সম্প্রদায় যখন সব তোলেন যে, শ্রীমধ্ব-ভাষ্যে কেবল কৃষ্ণই প্রতিষ্ঠিত, রাধার প্রতিষ্ঠা নাই—সেইহেতু গৌড়ীয়েরা মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। তদুপরি গৌড়ীয়গণের ব্রহ্মসূত্রের যেহেতু কোন ভাষ্য নাই সেইহেতু তাঁহারা কোন সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত নহেন। সুতরাং তাঁহাদের কোন বক্তব্য স্বীকৃত হইতে পারে না। তখন শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া দাবী করেন, তথাপিও তাঁহারা স্বীকৃতি না দেওয়ায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য তিন দিনের মধ্যে উপস্থাপিত করিবেন বলিয়া সময়ের জন্য আবেদন করেন।

শ্রীকৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব স্থাপন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে বসিয়া গোবিন্দজীর আজ্ঞাক্রমে যে-ভাষ্য রচনা করেন তাহাই গোবিন্দ-ভাষ্য নামে সুবিদিত। তদুপরি শ্রীগীতা-ভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য ও উপনিষৎ-ভাষ্য প্রভৃতিও রচনাপূর্বক বিচার-সভায় উপস্থিত করিয়া শ্রী-সম্প্রদায়দিগকে নিরন্তরপূর্বক শ্রীরাধা-গোবিন্দজীর রসগত শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্রীসীতারাম—এই তিনের তত্ত্বগত যদিও প্রভেদ নাই, তথাপিও রসগত বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষতা রহিয়াছে। শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু ঐ সম্পর্কে যুক্তি-বিচার প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন যে, যদি শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব হন তবে শ্রীমতীরাধারাগীশহ তিনি প্রবেশদ্বারের সম্মুখস্থ শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইবেন এবং শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ পরিত্যক্তস্থানে অর্থাৎ

প্রবেশদ্বারের বামে গমন করিবেন। তৎপর দিবস প্রাতে দেখা গেল, সত্যি সত্যিই সেবিত বিগ্রহগণ স্থান পরিবর্তন করতঃ উল্লিখিত স্থানে বিরাজমান হইয়াছেন। এবম্প্রকারে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করতঃ সম্প্রদায়ের মর্যাদা উজ্জলতর করেন।

৭ই আশ্বিন ভোর ৩.৩০ মিঃ জয়পুর হইতে পুষ্কর অভিমুখে যাত্রা করিয়া রাত ৭.৩০ টায় আজমীর ষ্টেশনে পৌঁছাই এবং বাসযোগে আমরা পুষ্কর দর্শনে রওনা হইয়া সকাল ৯ ঘটিকায় পুষ্করে পৌঁছি। আমরা প্রথমে শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দির, দ্বারকাধীশ-মন্দির, বরাহ-মন্দির দর্শন করি। পুষ্কর তীর্থে স্নানাদি সমাপনান্তে আমরা প্রসাদ সেবা করি। বৈকাল ৩ ঘটিকায় আমরা সাবিত্রী দর্শনে রওনা হই, সাবিত্রী-পাহাড়ের উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে অক্ষম বৃদ্ধারাও সাবিত্রী দেবীর অশেষ করুণায় সক্ষম হইয়াছেন। পূজাপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ শ্রীব্রহ্মার মন্দিরে সাবিত্রীদেবীর বৃত্তান্ত বাস্তব করেন। তিনি বলেন যে, এক সময় প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, যজ্ঞাহুতির সময় স্বীয় পত্নীকে আহ্বান করেন। কিন্তু সাবিত্রীদেবী সাজ-সজ্জায় বাস্তব থাকায় যজ্ঞস্থলে তাহার যাইতে বিলম্ব হয়। এদিকে যজ্ঞাহুতির সময় উত্তীর্ণ হইলে যজ্ঞ নিষ্ফল হইবে, ইহা ভাবিয়া ব্রহ্মা মন্ত্রবলে গায়ত্রী দেবীর সৃষ্টি করেন এবং তাঁহার দ্বারাই যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করেন। কিছুক্ষণ পরেই সাবিত্রী দেবী তথায় উপস্থিত হইয়া অন্য স্ত্রীর সহিত স্বীয় পতিকে দেখিতে পাইয়া ক্রুদ্ধা হন এবং এই অতি উচ্চ পাহাড়-শিখরে অবস্থান করেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে সকল দেবতাই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন।

তদনন্তর বৈকাল ৫ টায় আমরা আজমীরে প্রত্যাবর্তন করি এবং ঐ দিনে রাত ৯ টায় আমরা মারওয়ার অভিমুখে রওনা হই।

৮ই আশ্বিন সকাল ৪ ঘটিকায় মারওয়ার থেকে আমরা নাথদ্বার অভিমুখে যাত্রা করি। সকাল ৯ টায় নাথদ্বার ষ্টেশনে পৌঁছে বাসযোগে শ্রীনাথজী দর্শনে রওনা হই। সকাল ১১ টার মধ্যেই আমাদের দর্শন সমাপ্ত হয়। শ্রীনাথজীর একটা গোশালা আছে এবং প্রত্যহ ৫০ মন দুগ্ধের ক্ষীর-পরমান্নাদি হইয়া থাকে। তাঁহার সেবার পরিপাটী অত্যন্ত সুন্দর।

মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবান্তে বিশ্রাম করে আমরা মারওয়ার অভিমুখে রওনা হইয়া রাত ১ টায় মারওয়ারে পৌঁছি।

৯ই আশ্বিন ভোর ৩৩০ মিঃ আমরা মারওয়ার থেকে রওনা হইয়া বৈকাল ৫ টায় মেহেশানায় পৌঁছাই। প্রসাদ সেবা করে বিশ্রাম করা হয়।

১০ই আশ্বিন সকাল ৬৩০ মিঃ মেহেশানা থেকে যাত্রা করে রাত ১০ টায় রাজকোট পৌঁছাই এবং রাত্রে প্রসাদ সেবাতে বিশ্রাম করা হয়।

১১ই আশ্বিন সকাল ৭ টায় রাজকোট থেকে ভেরাভেল অভিমুখে যাত্রা করে রাত ৮ টায় ভেরাভেল পৌঁছি। রাত্রে পাঠ-কীর্তনাতে প্রসাদ সেবা করে বিশ্রাম করা হয়।

১২ই আশ্বিন সকাল ৫ ঘটিকায় টাঙ্গাযোগে আমরা প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র সরস্বতী, কপিল ও হীরণের সম্মুখল প্রভাস-তীর্থে উপনীত হই। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, এই স্থানেই দ্বাপর যুগের শেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-অবসানের সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারই ইচ্ছায় যদুবালকগণ ঋষিগণের অভিশাপ প্রাপ্ত শাস্ত্রের উদরস্থিত মূষল ঘর্ষণ করিয়া অবশিষ্টাংশ জলে নিক্ষেপ করেন। এই মূষল-চূর্ণ থেকেই নলখাগড়ার উৎপত্তি হয় এবং এই নলখাগড়াই যদুবংশের ধ্বংসের কারণ হইয়া পরে। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ এই স্থানের মাহাত্ম্য বা বিবরণে একটী পৌরাণিক উপাখ্যান ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, পুরাকালে দক্ষ প্রজাপতি তাঁহার ২৭ জন কন্যাকে চন্দ্রের নিকট বিবাহ দেন। কিন্তু চন্দ্র তাহাদিগকে সমানভাবে প্রীতি না করায় কন্যাগণ প্রজাপতির নিকট ঐ অভিযোগ করেন। প্রজাপতি চন্দ্রের ঈদৃশ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষয়রোগ হউক এই অভিশাপ দেন। চন্দ্র এই প্রভাস-তীর্থের ত্রিবেণীতে স্নান করে ক্ষয় রোগ হইতে মুক্ত হন। আমরা পরে প্রায় সকলেই এই ত্রিবেণীতে স্নানকার্য্য সমাপন করি। (ক্রমশঃ)

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক

(পঞ্চানুবাদ)

যাঁহার গণ্ডে কুণ্ডলদ্বয় অতি শোভা পায়,

গোকুল-নারী শ্রীধামেতে অনুক্ষণ বিরাজয়।

দধিভাণ্ড ভগ্নে যিনি মাতা যশোদারে করে ভয়,

নমি আমি (তব) সচ্চিদানন্দ বালগোপাল-লীলায় ॥১॥

মাতা যশোমতীর হস্তে যষ্টি দেখিবারে পাইয়া,

কমলহস্তে চক্ষুদ্বয় মার্জন করিতে লাগিলা।

যাঁহার উদর উদুখলে রজ্জুতে বন্ধন হয়,
 নমি আমি (তব) সচ্চিদানন্দ বালগোপাল-লীলায় ॥২॥
 বাল্যলীলায় নিজ-লীলাশক্তি যাঁহার প্রকটিত,
 গোকুলবাসীরে আনন্দকুণ্ডে করেন নিমজ্জিত ।
 ঐশ্বর্য্য-ভাবহীন ভক্তসকাশে হও পরাজয়,
 নমি আমি (তব) সচ্চিদানন্দ বালগোপাল-লীলায় ॥৩॥
 তুমি সর্ব্ব বরপ্রদানে সমর্থ হইলেও আমি—
 মোক্ষ বা মোক্ষাবধি অন্য কোন বর নাহি মাগি ।
 তোমার বালগোপাল-রূপ যেন হৃদে প্রকটিত হয়,
 নমি আমি (তব) সচ্চিদানন্দ বালগোপাল-লীলায় ॥৪॥
 কমল যেমন ভ্রমরগগদ্বারা বেষ্টিত রয়,
 সেইরূপে মাতাকৃত তব মুখপদ্ম চুম্বিত হয় ।
 বিন্মফলের ন্যায় ওষ্ঠযুগল অতি শোভা পায়,
 নমি আমি (তব) সচ্চিদানন্দ বালগোপাল-লীলায় ॥৫॥
 জয় জয় ভকত-বৎসল, জয় শ্রীদামোদর,
 তুমি কৃপা করি সংসার-বন্ধন ঘুচাও আমার ।
 কৃপাদৃষ্টি বর্ষণে তুমি করুণা করহ আমায়,
 নমি আমি (তব) সচ্চিদানন্দ বালগোপাল-লীলায় ॥৬॥
 যবে মাতা যশোমতী তোমায় উদুখলে বাঁধিলে,
 কুবের পুত্রদ্বয় যমলার্জ্জুন উদ্ধার করিলে ।
 হে দামোদর ! প্রেমভক্তি দান করহ আমায়,
 নমি আমি (তব) সচ্চিদানন্দ বালগোপাল-লীলায় ॥৭॥
 তোমার উদরবন্ধন-মহারজ্জুকে নমস্কার,
 নিখিল বিশ্বের আধার-স্বরূপ বন্দি বার বার ।
 তব অতি প্রিয়তমা রাধিকাতে প্রণতি জানায়ে,
 নমি আমি (তব) সচ্চিদানন্দ বালগোপাল-লীলায় ॥৮॥

—শ্রীগৌরান্দ্রপদ ব্রহ্মচারী

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ।

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির
নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা)
উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি-উক্ত
ঠিকানায় আগামী ৮ই চৈত্র, ১৩৮১ (ইং ২২শে মার্চ, ১৯৭৫) শনি-
বার হইতে ১৪ই চৈত্র (ইং ১৮।৩।৭৫) শুক্রবার পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী
বিরাট মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে । এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ
পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ-
বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে ।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপ ধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি)
দ্বীপ দর্শন, তত্ত্বস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্তন ও নগর-সঙ্কীৰ্তন-মুখে
ষোলকোশ ধাম-পরিক্রমা করা হইবে ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্কব
যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত
হইবেন । এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ,
বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে
ভক্ত্যানুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে ।

শ্রীশ্রীগোরাঙ্গমহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-
পরিক্রমা-পঞ্জী পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল । ইতি—২৫শে পৌষ, '৮১

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ), শনিবার ; (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্তনাখ্য) —গঙ্গাস্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহপল্লী ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য) —মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামুনপুরা, হংসবাহন ।

২। ৯ই চৈত্র (২৩শে মার্চ), রবিবার ; (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদ-সেবনাখ্য) —গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চনাখ্য) —ঝাতুপুর ।

৩। ১০ই চৈত্র (২৪শে মার্চ), সোমবার ; (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) —জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদক্রমদ্বীপ** (দাস্যখ্য) —মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ।

৪। ১১ই চৈত্র (২৫শে মার্চ), মঙ্গলবার ; (৭) **শ্রীক্লদ্বীপ** (সখ্যাখ্য) —ক্লদপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য) —শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা ।

৫। ১২ই চৈত্র (২৬শে মার্চ), বুধবার ; (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য) —শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন ।


৬। ১৩ই চৈত্র (২৭শে মার্চ), বৃহস্পতিবার —**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব** ।

৭। ১৪ই চৈত্র (২৮শে মার্চ), শুক্রবার —**সাধারণ-মহোৎসব** (মহাপ্রসাদ বিতরণ) ।

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিত্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত** বামন মহারাজের নিকট পূর্বপৃষ্ঠায় লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য ।

শ্রীশ্রী ৩৬ গৌরাক্ষো জয়তঃ

নৈব পুংসাং গরো ধর্মো বতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা নান্যাক্ষাঃ স্তুত্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর । অতঃ ধর্ম স্তূত্ররূপে পালে যেই জন ।
 অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যন্ত ॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড য়েই শ্রম ॥

২৬শ বর্ষ { কারণোদশায়ী, ১৭ মাঘ, ৪৮৮ গৌরাক্ষ
 বৃহস্পতিবার, ৩০ মাঘ, ১৩৮১ ; ইং ১৩।২।১৯৭৫ } ১২শ সংখ্যক

সান্ন্যাসাদঃ

শ্রীমহামায়া-কৃত্য “শ্রীনারায়ণ-স্তুতিঃ”

[পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ]

নমস্তে ত্রিজগদ্ধামে নমস্তে বিশ্বরূপিণে ।

পুরাণায় নমস্তভ্যং জগদুৎপত্তিহেতবে ॥৭॥

শ্রীভূলীলাদিপতয়ে নমো নারায়ণায় চ ।

নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় শার্ঙ্গিণে ॥৮॥

তুমি জগতের নিবাস স্থান, তোমাকে নমস্কার । তুমি বিশ্বরূপী, তোমাকে
 নমস্কার । তুমি জগতের উৎপত্তির হেতু এবং তুমি পুরাতন, তোমাকে
 নমস্কার । তুমি লক্ষ্মী, পৃথিবী এবং লীলা প্রভৃতির পতি এবং তুমি নারায়ণ,
 তোমাকে নমস্কার । তুমি ভগবান্, তুমি বাসুদেব এবং শার্ঙ্গী, তোমাকে
 নমস্কার করি ॥ ৭-৮ ॥

সর্বদেবস্বরূপায় বিষ্ণবে বিষ্ণবে নমঃ ।

সহস্রমূর্তয়ে তুভ্যামনন্তায় নমোহস্তুতে ॥৯॥

তুমি সকল দেবতার স্বরূপ, তুমি বিশ্বব্যাপক বলিয়া বিষ্ণু এবং সর্বজয়ী বলিয়া জিষ্ণু, অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমি সহস্র সহস্র মূর্তি ধারণ কর, তোমাকে নমস্কার করি । তুমি অনন্ত, তোমাকে নমস্কার ॥৯॥

অচূতায়াবিকারায় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণে ।

আদিমধ্যান্তরহিতস্বরূপায় নমো নমঃ ॥১০॥

তুমি অচূত, তুমি নিবিকার, তুমি শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ, তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, অতএব তোমাকে বারম্বার নমস্কার ॥১০॥

নমোহিরণ্যগর্ভায় জ্ঞানায় পরমাত্মনে ।

সর্বভূতাত্মনে তুভ্যং সর্বভূতাশ্রয়ায় চ ॥১১॥

তুমি হিরণ্যগর্ভ, তুমি জ্ঞান এবং তুমি পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার । তুমি সকল জীবের আত্মা এবং সকল জীবের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার ॥১১॥

ব্রহ্মণো জ্যোতিষে তুভ্যং নমস্তে বিশ্বরূপিণে ।

নমঃ শুচিসদে তুভ্যং সূর্য্যায় শুদ্ধবর্জসে ॥১২॥

তুমি ব্রহ্মজ্যোতি এবং তুমি বিশ্বরূপধারী, তোমাকে নমস্কার । তুমি শুচি হইয়া যজ্ঞে উপবেশন কর, তুমি সূর্য্য এবং বিশুদ্ধতেজঃসম্পন্ন, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥১২॥

অগ্নয়ে হব্যভোক্ত্রে চ তস্মৈ যজ্ঞাত্মনে নমঃ ।

নমস্তে প্রসবিত্রে চ সর্গস্থিত্যন্তহেতবে ॥১৩॥

তুমি অনল, তুমি ঘৃতাদি হবনীয় দ্রব্যের ভোক্তা এবং তুমিই যজ্ঞের আত্মস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি । তুমি জগতের প্রসবকর্ত্তা এবং তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, তোমাকে নমস্কার ॥১৩॥

নমো বেদান্তবেদ্যায় চতুরাত্মস্বরূপিণে ।

ব্রহ্মণে জ্যোতিষে তুভ্যং শঙ্করায় হরায় চ ॥১৪॥

তুমি বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়, তুমি চতুরাত্মরূপী, তোমাকে নমস্কার । তুমি ব্রহ্মজ্যোতিঃ, তুমি শঙ্কর এবং হর, তোমাকে নমস্কার ॥১৪॥

ত্রিগুণায় নমস্তভ্যং সর্গস্থিতান্তহেতবে ।

নিগুণায় নমস্তভ্যং সর্বাভ্রান্তরবর্তিনে ॥১৫॥

তুমি ত্রিগুণ এবং সৃষ্টিস্থিতি লয়ের কারণ, তোমাকে নমস্কার । তুমি নিগুণ, তুমি সকলের আভ্রা মধ্যবর্তী হইয়া বাস কর, তোমাকে নমস্কার ॥১৫॥

অব্যক্তায় নমস্তভ্যং বিষ্ণবে লোকসাক্ষিণে ।

নারায়ণায় ঈশায় পূর্ণষাড্ গুণ্যমূর্তয়ে ॥১৬॥

তুমি অব্যক্ত, তুমি বিষ্ণু এবং তুমি লোকসাক্ষী, তোমাকে নমস্কার । তুমি নারায়ণ, তুমি ঈশ্বর এবং পরিপূর্ণ ষাড্-গুণ্য মূর্তি ধারণ করিয়া থাক, অতএব তোমাকে নমস্কার করি ॥১৬॥

অনন্তগুণপূর্ণায় নমঃ সর্বার্থদায়িনে ।

নমস্তে বাসুদেবায় পঞ্চাবস্থস্বরূপিণে ॥১৭॥

তুমি অনন্তগুণে পরিপূর্ণ এবং তুমি সকল অর্থ প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার । তুমি বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার । তুমি পঞ্চ অবস্থা স্বরূপী, তোমাকে নমস্কার ॥১৭॥

নমঃ পঞ্চনববৃহভেদরূপায় তে নমঃ ।

নমো যজ্ঞবরাহায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥১৮॥

তুমি পঞ্চ নববৃহভেদরূপী, তোমাকে নমস্কার, তুমি যজ্ঞবরাহরূপী ও গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার ॥১৮॥

অবিকারায় শুদ্ধায় হেয়প্রতিভয়ায় চ ।

নারায়ণায় কৃষ্ণায় নরসিংহায় তে নমঃ ॥১৯॥

তুমি অবিকার, শুদ্ধ হেয়গুণের ভরপ্রদ, নারায়ণ, কৃষ্ণ এবং তুমি নরসিংহ, তোমাকে নমস্কার ॥১৯॥

কেশবায় নমস্তভ্যং জগতাং ক্লেশহারিণে ।

ত্বমেব সর্বলোকানাশ্রয়ঃ পুরুষোত্তমঃ ।

প্রসীদ দেবদেবেশ সর্বলোকহিতায় বৈ ॥২০॥

তুমি কেশব, তোমাকে নমস্কার এবং তুমি সকল জগতের ক্লেশ হরণ কর, অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমিই সকল লোকের একমাত্র আশ্রয় এবং তুমিই পুরুষোত্তম । অতএব হে দেবদেব ! হে জগদীশ্বর ! সমস্ত জগতের মঙ্গল নিমিত্ত তুমি প্রদান হও ॥২০॥

জীবাস্ত্রচেতনাঃ সর্বৈ জ্ঞানহীনা নিরাশ্রয়াঃ ।

হীনদেহা নিরাকারাঃ সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতাঃ ॥২১॥

সর্বানুষ্ঠানরহিতাঃ সততং দুঃখভাগিনঃ ।

তেষাং লোকাংশ্চ দেহাংশ্চ দাতুমর্হসি কেশবে ॥২২॥

সমস্ত জীবই অচেতন, জ্ঞানহীন এবং তাহারা সকলেই নিরাশ্রয়। তাহাদের দেহ হীন, অতএব তাহারা নিরাকার। তাহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্জিত হইয়াছে। স্বকীয় কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান করিতে তাহারা বঞ্চিত, অতএব নিয়তই তাহারা দুঃখভোগ করিয়া থাকে। হে কেশব! তুমি তাহাদের লোক এবং দেহদকল দান কর ॥ ২১-২২ ॥

শ্রীগৌর-নারায়ণের শ্রী, ভূ ও বীণাশক্তি

(পূর্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৬১ পৃষ্ঠার পর)

সাধনসিদ্ধ জীব কঁাহারা ?

৩নং প্রশ্ন—মহাপ্রভুর সময়ে সাধনসিদ্ধ জীব ছিলেন কি ? যদি থাকেন, তাঁহারা কে ?

উত্তর—মহাপ্রভুর সময়ে সাধনসিদ্ধ জীব না থাকার কোন কারণ নাই। মার্কভোম ভট্টাচার্য্য, যিনি পূর্বে কর্মফলাধীন বৃহস্পতি ছিলেন (গোঃ গঃ ১১৯), গোপীনাথ আচার্য্য যিনি কর্মবিধাতা ব্রহ্মা ছিলেন (গোঃ গঃ ৭৫), তাঁহাদিগকে সাধনসিদ্ধ বলা যায়। প্রভুপার্ষদ-বিচারে তাঁহারা ই নিত্যসিদ্ধ। মুক্তাবস্থায় সেবাপরতাই নিত্য-সিদ্ধের লক্ষণ। নিত্যসিদ্ধকে প্রাপঞ্চিক চক্ষু বিদ্বদর্শনে 'সাধনসিদ্ধ' বলিয়া মনে হইতে পারে।

ঠাকুর হরিদাস কি সাধনসিদ্ধ ?

৪নং প্রশ্ন—শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে কি বলিব ? তাঁহাকে 'ত' কেহ কেহ ব্রহ্মা বলেন। তবে তিনি কি সাধনসিদ্ধ ?

উত্তর—ঠাকুর হরিদাসে প্রহ্লাদ প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন। গৌরগণোদ্দেশ (৯৩ সংখ্যা) বলিয়াছেন,—ঋচিক মুনির পুত্র মহাতপা ব্রহ্মা প্রহ্লাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনিই ঠাকুর হরিদাস। চৈতন্য-

চরিত গ্রন্থে শ্রীল মুরারি গুপ্ত বলিয়াছেন যে, উক্ত মুনিপুত্র তুলসীপত্র আহরণ-পূর্বক প্রক্ষালন না করিয়া দেওয়ায় পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া যবনতা প্রাপ্ত হন। তিনি এখন পরম ভক্তিমান্ হরিদাসরূপে আবিভূত হইয়াছেন। যাহারা নিত্যকাল হরিসেবোন্মুখ, তাহারাই নিত্যসিদ্ধ, আর যাহারা নিত্য-বহির্মুখ, পরন্তু ভগবান্ ও ভগবদ্বক্তার কৃপায় সেবোন্মুখ হইয়াছেন, তাহারাই সাধনসিদ্ধ। প্রহ্লাদ নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।

জগাই-মাধাই সাধনসিদ্ধ কি নিত্যসিদ্ধ?

৬নং প্রশ্ন—জগাই-মাধাই কি সাধনসিদ্ধ অথবা নিত্যসিদ্ধ?

উত্তর—জয়-বিজয়ই গৌরাবতারে জগাই-মাধাইরূপে অবতীর্ণ হন (গৌঃ গঃ ১১৫)। তটস্থলীলা প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধই বলা যাইবে।

শ্রীগৌরানন্দের সঙ্গী কাহার?

৬নং প্রশ্ন—ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন, “গৌরানন্দের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি’ মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রমুখ পাশ”—এইস্থানে ‘গৌরানন্দের সঙ্গী’ বলিতে কাহাদের বুঝিব?

উত্তর—যাহারা শ্রীগৌরানন্দের বিপ্রলভ্যতার সহায়ক, তাহারাই “গৌরানন্দের সঙ্গী”। যাহারা গৌর-মনোহভীষ্টের পূরণকারী, তাহারাই ‘গৌরানন্দের সঙ্গী’। যাহারা নিত্যকাল গৌরসেবার জন্ত গৌরানন্দের নিকট অবস্থিত ছিলেন, তাহারাই ‘গৌরানন্দের সঙ্গী’। নতুবা শ্রীমন্মহাপ্রভু ত’ দক্ষিণ দেশে প্রচারকালে গ্রামকে গ্রাম সকল লোককে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-পূরণ-কার্য্যে সতত নিযুক্ত হন নাই, সর্ব্বদা সমর্পণ করিয়া নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ করেন নাই, তাহাদিগকে কি প্রকারে “গৌরানন্দে সঙ্গী” বলা যাইতে পারে? ‘সঙ্গ’ অর্থাৎ সমাগরূপে গমন করেন যিনি, তাহাকেই ‘সঙ্গী’ বলে। যাহারা অনুক্ষণ সঙ্গ করিলেন না, তাহাদিগকে ‘সঙ্গী’ বলা যায় না, তাহারাই মহাপ্রভুর ভক্ত হইতে পারেন। ‘সঙ্গী’ অর্থে ‘পার্শ্বদ’। আবার ঠাকুর নরোত্তম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আবিভূত না হইলেও তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী; কারণ, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্টই পূর্ণ করিবার জন্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় মত্ত। মহাপ্রভুর হৃদয়তভাবে বিভাবিত। তিনি বিপ্রলভ্যতার পরিপোষ্টা। সুতরাং ঠাকুর মহাশয় “নিত্যসিদ্ধ”।

কংসাদির গোলোকে অবস্থান বিচার

৭নং প্রশ্ন—গোলোকে কংস ও জরাসন্ধ প্রভৃতির ব্যতিরেক ভাবটি কি ?

উত্তর—গোলোক—শুদ্ধ চিন্ময়ধাম । সেখানে প্রপঞ্চের কোনও হেয়তা, নশ্বরতা বা অবরতা নাই ; সুতরাং সেখানে হিংসা বা রক্তপাতাদির কোন ব্যাপার থাকিতে পারে না । তবে লীলাপুষ্টির জন্ত সেইস্থানে তত্ত্বদ্যতিরেক অবস্থাগুলির আকর ভাবরূপে বর্তমান । নন্দ-যশোদাদির বা তদনুগত কৃষ্ণ-সেবকগণের হৃদয়ে অনুকূল কৃষ্ণ-সেবোৎসর্ঘ নবনবায়মানভাবে বৃদ্ধি করিবার জন্ত কংস প্রভৃতির অস্তিত্বের একটি মূলভাব মাত্র তথায় বর্তমান আছে ; পরন্তু উহা ভোমলীলার জায় স্থূলগত বাস্তব-স্বরূপে তথায় নাই ।

জীবাত্ম-স্বরূপের অচিদ্বৃতি আছে কি ?

৮নং প্রশ্ন—জীবাত্মা-স্বরূপের নিত্যচিদ্বৃতির জায় অচিদ্বৃতিও আছে কি ?

উত্তর—জীবাত্মার কোন অচিদ্বৃতি বা মায়াবৃত্তি নাই । যে-স্থানে বদ্ধ জীবের অচিদ্বৃতি পরিগমিত হইতেছে, সেই স্থানে জীবাত্ম-স্বরূপ সুপ্ত বা স্তব্ধ । চিদাভাস-ই সেই স্থানে অচিতের ক্রিয়ায় ব্যস্ত আছে । জীবাত্ম-স্বরূপের সেবাবৃত্তি বা চিদ্বৃতি ব্যতীত অণু কোনও ক্রিয়া নাই । বিবর্তক্রমে জীব চিদাভাসের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছে ।

জীবাত্ম-স্বরূপের সাধনে আবশ্যকতা কি ?

৯নং প্রশ্ন—যদি জীবাত্মা স্বরূপতঃ মায়াবৃত্তি হইতে সর্বদা মুক্তই থাকে এবং অচিতের ক্রিয়া যদি দেহ ও মনের উপরই ক্রিয়াবতী হয়, তাহা হইলে ত' উহা মারাবাদী যুক্তির জায় হইয়া পড়ে, আর ঐরূপ অবস্থায় সাধনেরই বা আবশ্যক কি ?

উত্তর—ইহা মারাবাদীর যুক্তি হইতে পারে না । মায়াবাদীগণ নিত্য জীবাত্মার অবস্থান স্বীকার করেন না এবং জীবাত্মার হরিসেবারূপা নিত্যাবৃত্তি বর্তমান আছে, তাহাও মায়াবাদী বলেন না । নশ্বর সাধনক্রিয়া কিছু আত্মার উপর হয় না । পরিণামময়ী সাধনক্রিয়া চিদাভাসের ভূমিকায়ই হইয়া থাকে । কালাধীন হরিবৈমুখ্যনাশিনী সাধনক্রিয়া ও নিত্য সাধনভক্তিতে প্রকর-ভেদ আছে । যে-সকল অঙ্গ যাজ্ঞন দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করা হয় তাহাই সাধনক্রিয়া । উদাহরণ, যেরূপ একটি দর্পণে বহুকালের সঞ্চিত ধূলিরাশি জমিয়া রহিয়াছে, সুতরাং ঐ দর্পণে আর মুখ দেখা যাইতেছে

না; কিন্তু ঐ আদর্শ কিছু নষ্ট হইয়া যায় নাই বা ইহা হইতে মুখ প্রতিবিম্বিত হওয়ার যোগ্যতাও বিলুপ্ত হয় নাই। মুখ প্রতিবিম্বিত হইবার যোগ্যতা উহাতে পূর্বের ত্যায়ই পূর্ণমাত্রায় ঠিক আছে। ঐ আদর্শের উপর হইতে ধূলিরাশিগুলি ঝাড়িয়া দিলেই আবার মুখ দেখা যাইতে পারে। এই 'ঝাড়িয়া দেওয়া' কার্যটি সাধনক্রিয়া, জীবাত্মার উপরে যে চিদাভাসের আবরণ রহিয়াছে এবং চিদাভাসে আত্মবুদ্ধি করিয়া যে বিবর্তজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে ঝাড়িয়া ফেল, তাহা হইলেই জীবাত্মা-স্বরূপের ক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকিবে। যেমন সঞ্চিত শক্তিবিশিষ্ট একটি ইঞ্জিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া তৎকালে 'ইঞ্জিনে'র ক্রিয়াশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, তদ্রূপ জীবাত্মস্বরূপেও নিত্যসেবাবৃত্তি সক্রিয়া না হইলেও বিরাজমান আছে। অনর্থ-পগমে সেবাবৃত্তি স্বতঃই বিকশিত হয়। সাধনক্রিয়া আত্মার উপর কার্যকরী নহে। কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্যা ক্রিয়াবতী। সাধনভক্তির পরিপক্বাবস্থাই ক্রমে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির প্রকাশ, যেমন একটি আত্মফলের কাঁচা, ডাসা ও পাকা অবস্থা। পক্ক ফলটি কৃষ্ণসেবায় সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু সাধনক্রিয়া সে-জাতীয় বস্তু নহে। উদাহরণ-স্বরূপ, যেমন একটি কাচের শিশিতে নিম্নলিখিত মধু রহিয়াছে; হঠাৎ শিশির গায়ে খানিকটা কাদা লাগিয়া গেল। ঐ কাদা শিশির গায়ে লাগিয়াছে বটে, কিন্তু মধুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। শিশির গায়ে কাদা লাগিয়াছে বলিয়া অন্তরস্থ মধুকে জলদ্বারা প্রক্ষালন করিতে হইবে না। কেবল মধুর আবরণী স্বরূপ কাচভাঙটাই ধোওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ আত্মার উপর কোন সাধনক্রিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না। বিকারযোগ্য চিদাভাস মনের উপরই সাধন-ক্রিয়াদি প্রযুক্ত হয়। এই জন্যই শ্রীভাগবত বলিয়াছিলেন,—“সর্বো মনোনিগ্রহ-লক্ষণাত্মাঃ।” সাধনাদি যাহা কিছু সকলই মনোনিগ্রহ করিবার জন্য। মনোদর্শ্য নিগৃহীত হইলেই আত্মবৃত্তি বিকাশ লাভ করে। আত্মবৃত্তিতে সাধনভক্তি প্রকাশিত হইলে জীব ক্রমে ভাব ও প্রেমভক্তিতে আকৃষ্ট হন। জগতের সর্বত্রই 'সাধনভক্তি' ও 'সাধন-ক্রিয়া'র পরস্পর সম্বন্ধ ও ভেদ বুঝিতে না পারায় নানাপ্রকার মতবাদ ও মনগড়া সাধন-প্রণালী সৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সকলই জীবের অনর্থ বুদ্ধি করিবার হেতু।

বেদান্ত দর্শন

গোবিন্দ-ভাষ্যের প্রকাশ

আমরা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপালভট্ট সম্পাদিত বেদান্তদর্শন পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থে মহর্ষি বেদব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসা অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র, সটীক গোবিন্দ-ভাষ্য, তথা শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তচাম্পতিকৃত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি মুদ্রিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে-সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নক্ষত্রের ন্যায় উদিত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মসূত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করচার্য্য, শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানী ও ভক্তসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ মতের সংস্থাপন করিয়াছেন; এমত কি, যে-সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন নাই, সে-সম্প্রদায় ভারতে কিছুমাত্র আচার্য্যত্ব সম্মান লাভ করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয় এই যে, বেদান্তসকল উপনিষৎ আকারে নিত্য বর্তমান। উপনিষদ্বাক্যসকল সর্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও তুর্লভ। এক বাক্যের অর্থের সহিত অন্য বাক্যের কি সম্বন্ধ তাহা সহজে বুঝা যায় না, সুতরাং বিদ্যার্থী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষৎ পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন। সদগুরুর উপদেশ বাতীত উপনিষদর্থ কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না। উপনিষদই বেদের শিরোভাগ। আত্মজ্ঞান ও জীবের কর্তব্যতা কেবল উপনিষদেই আছে। উপনিষদর্থ না জানিলে মানব-জন্ম সফল করা যায় না। ভগবান্ বাদরায়ণ এই বিষয় হৃদয়ে আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষদ্বাক্যের বিষয় বিভাগপূর্বক যে-সূত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই নাম ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য, পাণ্ডুল, জায়, নৈশেষিক ও পূর্বমীমাংসার ন্যায় ব্রহ্মসূত্র কেবল বিচার-নৈপুণ্যমাত্র নয়; কিন্তু বেদ-শিরোভাগের যথার্থ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক অর্থাৎ-গ্রন্থ বলিয়া ইহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা করিয়া থাকেন। তথার্থ তত্ত্বজ্ঞান সংগ্রহ করিবার জন্য ইহাদের স্পৃহা আছে, তাঁহারা অন্য কোন শাস্ত্রে অধিক পরিশ্রম না করিয়া ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করুন।

সারদাসীঠে শ্রীশঙ্কর কর্তৃক বোধায়ন-ভাষ্য সংগোপিত

ব্রহ্মসূত্রার্থ সংগ্রহ করাও জীবের পক্ষে সহজ নয়, সূত্রপাঠ করিলেই যে অর্থ বোধ হয় একরূপ নয়, সূত্রের ভাষ্য বাতীত সূত্রার্থ বোধগম্য হয় না,

অথবা কোন সদগুরুর নিকট সূত্রার্থ শিক্ষা করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়।
এস্থলে কঠিন এই যে, সূত্রের যথার্থ ভাষ্য কোথায় পাওয়া যায় অথবা সূত্রার্থ
নির্ণায়ক সদগুরুই বা কোথায় পাওয়া যায়। বোধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের যে
ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছিল। সারদাপীঠ হইতে বহু
যত্নসহকারে শ্রীরামানুজ স্বামী সেই ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া নিজের শ্রী-ভাষ্য
রচনা করেন—এরূপ সংস্কৃত প্রপন্নাযুত গ্রন্থে দেখা যায়। সারদাপীঠ
শ্রীশঙ্করাচার্যের জ্ঞানবিশেষ। শঙ্কর স্বামী অনেক যত্নে ঐ বোধায়ন-ভাষ্য
নিজ মঠে রাখিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ কি? শঙ্কর স্বামী সাক্ষাৎ রুদ্রা-
বতার, তিনি কার্যোদ্ধারের জন্ত স্বীয় শারীরিক ভাষ্য রচনা কবেন, সেই
ভাষ্যের প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্ত বোধায়ন-ভাষ্যকে গোপন করিয়া রাখিয়া-
ছিলেন এরূপ জনশ্রুতি আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য

বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের কর্তা। সূত্রসকল রচনা করিয়া তিনি বিচার
করিলেন যে, যে-কারণে উপনিষদার্থ সংগ্রহপূর্বক সূত্র রচনা করিলাম তাহা
সফল হইল না, আমি স্বয়ং কোন ভাষ্য না করিলে সূত্র কিরূপে প্রচলিত
হইবে? শ্রীনারদের উপদেশে তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন,
সেই সময়ে সূত্রার্থ প্রকাশ করিবার যত্ন হইতেছিল, ব্যাসদেব তখন
শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে প্রণয়ন করিলেন, ইহা নানা পুরাণে
কথিত আছে।

শঙ্করস্বামি-কর্তৃক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যদ্বয় সংগোপন

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অকৃত্রিম ভাষ্য হইলেও
বোধায়ন ঋষি তদীয় গুরুর আজ্ঞায় একটি রীতিমত ভাষ্য প্রস্তুত করিলেন।
জগতে ব্রহ্মসূত্রের দুইটি ভাষ্য বিরাজমান হইল। শঙ্করস্বামী ভগবদাজ্ঞা
পালনরূপ কার্যোদ্ধারের জন্ত মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করতঃ পূর্বোক্ত উভয়
ভাষ্যের যাহাতে গোপন হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বেদান্তের মধুর রস-প্রকাশক গোবিন্দ-ভাষ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ

সকলগ্রন্থাবতার শ্রীরামানুজ বোধায়ন-ভাষ্য সংগ্রহ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত
অবলম্বনপূর্বক স্বীয় শ্রী-ভাষ্য জগতে প্রচার করিয়া সূত্রের যথার্থ অর্থ জগৎকে
দিয়াছিলেন। সেই শ্রী-ভাষ্যে যে মধুর রসাস্থিত তত্ত্ব অনাবিস্কৃত ছিল, তাহা

সাধু জিজ্ঞাসুদিগকে দিবার জন্ত শ্রীমদগোবিন্দদেব শ্রীবলদেব নিত্যানুভূষণকে আজ্ঞা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রিত সর্ববেদাধায়নশীল বলদেব জয়পুর প্রদেশে এই গোবিন্দ-ভাষ্যের আবিষ্কার করেন। শ্রীমদগোবিন্দ-ভাষ্য অত্র সকল ভাষ্যের মধ্যে অধিক উপাদেয় হইবে সন্দেহ কি? মায়াবাদ-দূষিত পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, ভক্তমণ্ডলীতে গোবিন্দ-ভাষ্যের তুল্য আর মাননীয় গ্রন্থ নাই—ইহা বলিলে অত্যাক্তি হয় না।

পঞ্চাঙ্গী ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন পাদের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ আছে। শ্রীবলদেব নিজভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—তত্র প্রথমে লক্ষণে সর্বেষাং বেদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ। দ্বিতীয়ে সর্ব শাস্ত্রাবিরোধঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্মাপ্তিসাধনানি। চতুর্থে তু তদাপ্তিঃ ফলমিতি। যত্র নিকামধর্ম্যনির্ম্মলচিত্তঃ সংপ্রসঙ্গলুক্কঃ শ্রদ্ধালুঃ শাস্ত্রাদিমান্ অধিকারী। সম্বন্ধো বাচ্যবাচকভাবঃ। বিষয়ো নিরবচ্ছো বিত্তদ্বানন্তগুণগণোহচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ। প্রয়োজনত্বশেষ-দোষবিনাশপুরঃসরস্তৎ সাক্ষাৎকার ইত্যপরিম্পষ্টং ভাবি। যস্তাং খলু বিষয়-সংশয়-পূর্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত সঙ্গতি-ভেদাং পঞ্চায়াঙ্গানি ভবন্তি। ত্রায়াধিকরণং। বিষয়ো বিচারযোগ্যবাক্যং। সঙ্গতিরহ শাস্ত্রাদি-বিষয়তয়া বহুবিধাপি ন বিতায়তে।

শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী প্রভু ইহার এই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন—এই ব্রহ্মসূত্রের প্রথমোধ্যায় সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয়। দ্বিতীয়ে সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ পরিহার। তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন। চতুর্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই পুরুষার্থ উক্ত হইয়াছে। নিকাম-ধর্ম, নির্ম্মল-চিত্ত, সংপ্রসঙ্গ-লুক্ক, শ্রদ্ধালু, শমদয়াদিসম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রের অধিকারী। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য, স্ততরাং পরস্পর বাচ্যবাচক সম্বন্ধ। শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, নিরবচ্ছো বিত্তদ্বানন্তগুণগণ অচিন্ত্যানন্দশক্তি সচ্চিদানন্দপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ দোষবিনাশ পুরঃসর তৎসাক্ষাৎকারই ইহার প্রয়োজন। এই শাস্ত্রে বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি এই পাঁচটাই ত্রায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশবিশেষের নামই ত্রায়। বিচার-যোগ্য বাক্যের নাম বিষয়। এক ধর্ম্মিত্তে পরস্পর বিরোধী নানা প্রকার অর্থ বিচারের নাম সংশয়। প্রতিকূল অর্থের নাম পূর্বপক্ষ। প্রামাণিক-রূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম সিদ্ধান্ত। পূর্বোক্তর অর্থদ্বয়ের নাম সঙ্গতি।

এই সঙ্গতি বহুবিধ, তাহা বাহুল্যভয়ে বিবৃত হইল না ; শাস্ত্রার্থাবগতিতে স্থানবিশেষে স্বয়ংই বিবৃত হইবে ।

গোবিন্দ-ভাষ্য অতি উপাদেয়, সুতরাং বৈষ্ণবমাত্রেরই পাঠ্য

এই গ্রন্থের পাঠক মহাশয়গণ দেখুন যে, এই সূত্রভাষ্য কিরূপ উপাদেয়, আবার গোস্বামী যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা কিরূপ প্রাজ্ঞ ও নির্দোষ । অতএব বৈষ্ণব-জগতের বিশেষ উপকার-স্বরূপ এই গ্রন্থখানি সকলেই যত্ন-পূর্বক সংগ্রহ করুন । অনেকেই মনে করেন ‘আমি বৈষ্ণব’, কিন্তু কিকি বিষয় জানিলে ও কিকি করিলে জীব বৈষ্ণবপদবাচ্য হন, তাহা অবগত হইতে গেলে শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য পাঠ করা আবশ্যিক । এই গোবিন্দ-ভাষ্য-বেদান্তই বৈষ্ণবের পক্ষে অমূল্য নিধি ।

—জগদগুরু সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার (প্রীতিসন্দর্ভ—৪৫)

অতঃপর শ্রীভগবানের সাম্যগুণের কথা বলা হইতেছে । তাঁহার সাম্য ভক্তভিন্ন অণু জনের নিকট, ভক্তের নিকট গন্ধপাতরূপ বৈষম্য প্রকটন না করিয়া থাকিতে পারেন না । তিনি অর্জুনকে বলিয়াছেন,—

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বৈষোৎপত্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপাহম্ ॥ (গীঃ ৯।২৯)

আমি সর্বভূতে সম, কিন্তু যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজন করেন, আমাতে তাঁহারা থাকেন । আমিও তাঁহাদিগের মধ্যে থাকি ।

ভক্তপ্রেমবিশেষময় নরলীলাবেশপূর্ণ কোন প্রকাশবিশেষে কোন সময়ে সর্বজ্ঞত্বাদিবিরোধী মোহাদিও দেখা যায় । তাদৃশ মোহাদি ভগবলীলা-মাধুর্য্য বহন করে বলিয়া বিজ্ঞগণের প্রীতিজনক হইয়া থাকে এবং শ্রীভগবান স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার করেন বলিয়া তাহা কখনও দোষজনক হইতে পারে না । অতএব শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

রক্ষো বিদিত্বাখলভূতহৃৎস্থিতঃ

স্থানাং নিরোকুং ভগবান্ মনো দধে ॥

তাবৎ প্রবিষ্টাস্তুরোদরান্তরং

* * * * (ভাঃ ১০।১২।২৫-২৬)

এস্থলে অঘাসুর বিশাল অজগরবপু প্রকট করিয়া হাঁ করতঃ শয়ন করিয়া থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ উহাকে বন্দাবনের বৈভববিশেষ মনে করিয়া উহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে সর্বভূতহৃদয়স্থিত ভগবান্ রাক্ষস বলিয়া জানিয়া নিজ-সখাগণকে নিবারণ করিবার জন্য যখন মন করিলেন, তখন গোবৎস-সহিত সখাগণ অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করিয়াছেন। এস্থলে প্রথমে অঘাসুরকে রাক্ষস বলিয়া না জানায় শ্রীকৃষ্ণের মুগ্ধতা জ্ঞাপিত হইয়াছে। আহা গোপবালক ও গোবৎসগণকে হরণ করিলে—

ততো বৎসানদৃষ্টেত্ব পুলিনেহপি চ বৎসপান্ ।

উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ ॥ (ভাঃ ১০।১৩।১৬)

শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণ ও বৎসপালকগণকে না দেখিয়া বনের চতুর্দিকে তাহাদের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

যখন শ্রীভগবানের ইচ্ছা না হয়, তখন প্রতিকূল জনগণ তাঁহার প্রতি মায়া বিস্তার করিতে চেষ্টা করিলেও তিনি সর্বদা মোহমুক্তই থাকেন।

শাল্য নিজমায়াদ্বারা বসুদেবমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া শ্রীকৃষ্ণসন্মুখে তাহাকে হত্যা করে। সেজন্য কোন কোন ঋষি বলিয়া থাকেন যে, শ্রীভগবান্ তজ্জগৎ শোকাতুর হইয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীসুকদেবের উক্তি—

এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কেচনান্বিতাঃ ।

যৎ স্ববাচো বিরুধ্যোত নুনং তে ন স্মরন্ত্যত ॥

ক শোকমোহৌ স্নেহো বা ভয়ং বা যেহজ্জসন্তবাঃ ।

ক চাখণ্ডিতবিজ্ঞান-জ্ঞানৈশ্বর্যাস্তুখণ্ডিতঃ ॥

(ভাঃ ১০।৭৭।৩০ ৩১)

হে রাজর্ষে ! পূর্বাপর অনুসন্ধান কোন কোন ঋষি এই প্রকার বলিয়া থাকেন। অজ্ঞজনের মায়াসম্ভব শোক, মোহ, স্নেহ, ভয়াদি সমস্ত জ্ঞানৈশ্বর্য সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ সম্ভব হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে ভক্তপ্রেমাধীনতা সম্বন্ধে শ্রীভগবানের শোকাদি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবলরামচরিতে বর্ণিত হইয়াছে—

শ্রুতৈতদভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোত্তমম্ ।

কৃষ্ণকং গতং হৃৎ কণ্ঠাং কলহশঙ্কিতঃ ॥

বলেন মহতা সার্কিং ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতঃ ।

ত্বরিতঃ কুণ্ডিনং প্রাগাদ্ গজাশ্বরথপত্তিভিঃ ॥

(ভাঃ ১০।৫৩।২০-২১)

ভগবান্ রাম বিপক্ষীয়রাজগণের বলোদ্ভাম এবং রুক্মিণী হরণার্থ শ্রীকৃষ্ণের একাকী গমন শুনিয়া কলহাশঙ্কায় ভ্রাতৃস্নেহপরতন্ত্র বশতঃ অশ্ব, গজ, রথ, পদাতিক প্রভৃতি মহাদলবল-সহিত কুণ্ডিননগরে গমন করিলেন। এস্থলে শ্রীবলদেব সর্বত্র হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ্ব ঐশ্বর্য্যানুসন্ধান করেন নাই। তিনি যদি মুগ্ধ না হইতেন, তবে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে বিশ্বাস থাকিতেন অথবা একাকী কুণ্ডিনে গমন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় তাঁহার শোকও উপস্থিত হইয়াছিল।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীদামকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ প্রাপ্তি হওয়ায় নেত্রযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহা শ্রীদামের প্রেমসম্বন্ধে উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কুতাগসি দাম তাবদ্ ।

যা তে দশাশ্রুকলিলাঙ্গনসম্ভ্রমাক্ষম্ ।

বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য ।

সামাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥ (ভাঃ ১।৮।৩১)

দধিভাণ্ড ভজ্ঞনাপরাধে গোপী যশোদা যখন তোমাকে রজ্জুরাশি বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন তোমার যে দশা হইয়াছিল আমার সে-দশা স্মরণ হওয়ায় আমি বিশেষ মুগ্ধ। যে তোমাকে স্বয়ং ভয়ও ভয় করে, যশোদার ভয়ে তোমার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া কজ্জল বিগলিত হইয়াছিল। তুমি ভয়-ভাবনায় অধোমুখে অবস্থিত ছিলে। এখানে কুন্তীদেবীর বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিক ভয় স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। সেই ভয় যদি লোক-দেখান বাহ্যিক মিথ্যা চেষ্টা হইত, তবে কুন্তীদেবী বিমোহিত হইতেন না। তিনটি দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীভগবানে শোক, মোহ, ভয়সংযোগ দেখান হইল। ভক্তভিন্ন অন্য ব্যক্তির মায়াসম্বন্ধি শোকাতির অসম্ভাবনা দেখাইয়া ভক্তপ্রেম সম্বন্ধে তাঁহাতে শোকাতির সংযোগ ভগবানের দোষ খাপন না করিয়া প্রেমপারবশ্যত্বের উৎকর্ষ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন--শ্রীবৃন্দাবনবিহারী খরতর রবিকরে কুশাক্ষর কণ্টক, কঙ্করাকীর্ণ বনে বিচরণ করেন, এমন ক্রীড়জন কিরূপে রসের আলম্বন হইতে পারেন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণের গোচারণাদিতেও তাঁহার নানা ক্রীড়াসুখ বৃদ্ধি হয়। যথা—

ব্রজে বিক্রীড়তোরেবং গোপালচ্ছদ্যমায়া।

গ্রীষ্মো নামৰ্ত্তুরভবন্যতিপ্রয়ান্ শরীরিণাম্ ॥

স চ বৃন্দাবনগুণৈর্কসন্ত ইব লক্ষিতঃ ॥ (ভাঃ ১০। ১৮। ২-৩)

গোপালাদি মায়ায় ব্রজে বিশেষ ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে জীবগণের নাতিপ্রিয় গ্রীষ্মঋতু উপস্থিত হইল। তাহাও বৃন্দাবনের গুণে বসন্ত ঋতুর মত লক্ষিত হইতেছিল। বিশেষ ক্রীড়ারত—এই কথা ক্রিয়াকৃত দুঃখ নিষেধ করিলেন। গোপালনচ্ছলে যে বঞ্চনা, তদ্বারা বিশেষ ক্রীড়ারত। গোপালন উপলক্ষ করিয়া নানা জনকে বঞ্চনাপূর্বক বনে গমন করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে মনোমত ক্রীড়া করেন। কালকৃত দুঃখ নিষেধের জন্ত বলা হইল—গ্রীষ্ম ঋতু বৃন্দাবনের গুণে বসন্ত ঋতুর মত লক্ষিত হইয়াছিল। এতদ্বারা দেশকৃত দুঃখেরও নিষেধ বুঝিতে হইবে।

গোচারণ উপলক্ষে তিনি নানা ক্রীড়া করেন। ক্রীড়জন ক্রীড়া করিতে পারে না। আনন্দচপল ব্যক্তিই খেলা করে। সে-সকল খেলা শ্রীকৃষ্ণের এত প্রিয় যে, তিনি মাতাপিতাদিগকে বন্দনা করিয়া খেলার অভিপ্রায়ে গোচারণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। যেখানে গোচারণ করেন তাহাও অতি সুখময়। যেকালে ক্রীড়া করেন, তাহাও সুখময়। সুতরাং এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সুখিত্বগুণের উল্লাস।

শ্রীকৃষ্ণের বালচাপল্যে ব্রজবাসিগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। গোপীগণ ব্রজেশ্বরীর নিকট যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের শাসনের নিমিত্ত নহে, উহা তাঁহাদের প্রেমকৌতুক।

শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—

স্নিগ্ধস্মিতাবলোকেন বাচ্য পীযুষকল্পয়া।

চরিত্রেণানবভোনে শ্রীনিকেতন চাত্মনা ॥

ইমং লোকমমুঞ্চৈব রময়ন্ সুতরাং যদূন।

রেমে ক্ষণদয়া দত্তক্ষণস্ত্রীক্ষণসৌহৃদঃ ॥ (ভাঃ ৩। ৩। ২০-২১)

শ্রীকৃষ্ণের সুস্নিগ্ধ হাস্যপূর্ণ দৃষ্টি, অমৃতায়মান বচন, নির্মল চরিত্র এবং শোভার আশ্রয়স্বরূপ নিজ দেহদ্বারা মর্ত্যালোক, দেবলোক তথা বিশেষরূপে যদুগণকে আমোদিত করিতেন। যে সকল রমণী রজনীতে তাঁহার সহিত মিলনের অবসর পাইতেন, তাঁহাদের উৎসব যাহার সৌহৃদ, সেই কৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত রমণ করিতেন।

লীলাময় নরবপু শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক লীলা-বিস্তার করিয়া রূপ, বাক্য ও চরিত্র দ্বারা গো-গোপ গোপীগণকে ক্রীড়া করাইবার জন্য নিজেও ক্রীড়া করিতেন।

এরূপে শ্রীকৃষ্ণ অসুরগণের বিরক্তি দেখা যায়। তাহার কারণ শ্রীমহাদেব বলিয়াছিলেন—

পাপচ্যামানেন হৃদাতুরেন্দ্রিয়ঃ

সমৃদ্ধিভিঃ পুরুষবুদ্ধিসাঙ্গিনাম্ ।

অকল্যা এষামধিরোঢ়ুনঞ্জসা

পরং পদং দ্বৈষ্টি যথাহসুরা হরিম্ ॥ (ভাঃ ৪।৩।২১)

নিরহঙ্কারিগণের পুণ্যকীর্তি দেখিয়া যে জন জলিয়া-পুড়িয়া মরে, যাহার ইন্দ্রিয়সকল বিমর্ষিত হয়, সে নিরহঙ্কারিগণের স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং অসুরগণ হরির প্রতি ঘেঁষ করে। অসুরগণ স্বভাবসিদ্ধ মাৎসর্য্যবশে শ্রীহরির প্রতি ঘেঁষ করে। পরশ্রীকাতর ব্যক্তি অন্যের সুখশান্তি দেখিয়া যেরূপ জলিয়া-পুড়িয়া মরে, শ্রীহরির সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দেখিয়াও অসুরগণের তাদৃশ অবস্থা হয় ; এজন্য উহারা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয় না।

যদিও সকল গুণ শ্রীভগবানে নিত্য বর্তমান, তথাপি লীলাসিদ্ধির জন্য সে সকলের মধ্যে কোন কোন গুণ কোন সময়ে ব্যক্ত হয় আবার কোন গুণ ব্যক্ত হয় না। সকল গুণ এককালে ব্যক্ত হয় না। যে গুণ যে-লীলার উপযোগি, সেই লীলাকালে সেই গুণ ব্যক্ত হয়। যুগপৎ সকলগুণ প্রকাশ করার সামর্থ্য শ্রীকৃষ্ণে আছে ; চন্দ্র যেমন উজ্জ্বলতাদ্বারা বস্তু প্রকাশক, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও নিজপ্রভাবে সর্বগুণ প্রকাশক।

— পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্বক্তাভূদেব শ্রোতী মহারাজ

উপনিষৎ-সার

(৮) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

তৈত্তিরীয়োপনিষদে কোন মহত্বপূর্ণ বিষয়ের মর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। জীবনকে নিরাশায় ও দীনহীন ভাবে অতিবাহিত করা উচিত হয় না। যেমন আত্মিক-উন্নতি অর্থাৎ, সেইরূপ লৌকিক জীবনেরও বিকাশোন্মুখতা হওয়া চাই। মনুষ্যের এইরূপ কামনা হওয়া উচিত যে,—“আমি সকলের অপেক্ষা যশস্বী, ধনী, নীরোগি হইব, অন্ন-বস্ত্র ও স্ত্রী-সম্পত্তির মালিক হইব এবং পরমাত্মার উপাসনা করিয়া নিজেকে পবিত্র করিব।”

জ্ঞানী পুরুষ আপনার উপলব্ধ জ্ঞানের উপর অধিক গুরুত্ব দেন, কিন্তু ইহাও মনে রাখেন যে, ছাত্রের সমৃদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও বৃদ্ধি পায়। জ্ঞানী ব্যক্তির এই কামনা থাকে যে,—“অগণিত ব্রহ্মচারী অধ্যয়নের জন্য আমার নিকট আসিবে, উহারা নিষ্কপট ও শ্রদ্ধালু হইবে, ইন্দ্রিয় দমন করিবে ও মনকে বশীভূত রাখিবে, ইত্যাদি।” অধ্যয়ন ছাত্র করিতেছে, তবে যখন অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গুরুকুল ত্যাগের পূর্বে ইহাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, বিদ্যাশিক্ষা প্রাপ্তির পর যে উত্তর দায়িত্ব তাহাদের সম্বন্ধে অর্পিত হইতেছে, তাহাকে যেন কখনও উপেক্ষা না করে। আজীবন উহার উপর সম্পূর্ণ লক্ষ্য থাকে। সেই উত্তর দায়িত্ব এইরূপ, যথা—“সত্য বলিও, ধর্ম্মাচরণ করিও, স্বাধ্যায়ে আলস্য করিও না, আচার্য্যকে সন্তুষ্ট করিও, গৃহস্থ-কর্ম্ম পালন করিও, শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হইতে বিরত হইও না, মানবতা ও আচার্য্যকে দেবতা সমান দর্শন করিও, চরিত্রকে শ্রেষ্ঠ রাখিও, শিক্ষাচার বজায় রাখিও এবং দান করিও, ইত্যাদি।”

যে ব্যক্তি আত্মকল্যাণে লৌকিক প্রাপ্তির বাধা মনে করে এবং দীন-হীন স্থিতিতে বড়ই শোক প্রকাশ করে, তাহার পক্ষে তৈত্তিরীয়োপনিষদের নির্দেশ পাঠ করা উচিত।

আত্মিক প্রগতির এক প্রমুখ সাধনরূপে এই উপনিষদে অন্ন শুদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। উহাতে উল্লিখিত আছে যে, “অন্ন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; উহা ঔষধিরূপ। যে অন্নকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উহার উপাসনা করে, সে ব্রহ্মকে পায়। অন্নের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ধন, সম্ভান, যশ, কীর্ত্তি ও ব্রহ্মতেজঃ প্রাপ্ত হইয়া মহান্ হইয়া থাকেন। অন্নের বৃদ্ধি করেন এবং আদর-

পূর্বক অতিথিকে অন্নদান করেন।” এই নির্দেশ বিচারণীয়। অন্নদ্বারা মন নিম্নিত হয়, এইজন্য আহারের সাত্ত্বিক-শুদ্ধিতা ও পবিত্রতার জন্ত যত্নবান হওয়া উচিত। উহাকে ঔষধি ও প্রসাদ ভাবনা করা কর্তব্য।

ভৃগু ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য পিতা বরুণের নিকট গিয়াছিলেন। পিতা তাহাকে অল্প উপদেশ দিয়া অধিক জানিবার জন্য তপস্যা করিতে আদেশ করেন। কিছুদিন তপস্যার পর পুনরায় পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে কিছু প্রবচন দানের পর আবার তপস্যার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিলেন, “তপই ব্রহ্ম। তপের দ্বারা ব্রহ্মকে জান।” এইরূপে পাঁচবার অল্প অল্প ব্রহ্মের উপদেশ করেন। ইহা দ্বারা এই রহস্য উদঘাটিত হইয়াছে যে, কেবল কথন ও শ্রবণদ্বারা জানিবার কৌতূহল বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হয়। জ্ঞানকে হৃদয়ঙ্গম করিলে এক বিশেষ মনোভূমি প্রস্তুত হয় যে, তপস্যার দ্বারা উহা উপলব্ধ হয়। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তি মনোভূমিকে পরিস্কৃত করিবার জন্য সাধনরত হইবেন, অন্যথায় শুষ্কজ্ঞান ভারস্বরূপ হইবে এবং উহাতে অহঙ্কার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

ব্রহ্মানন্দকে দিগ্‌দর্শন করিবার জন্য এইরূপ কথিত হইয়াছে—সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ একত্র করিলে যে আনন্দ হয়, সেই মনুষ্য-আনন্দ শতগুণিত হইলে মনুষ্য, গন্ধর্বা-আনন্দে পরিণত হয়। তাহার শতগুণ করিলে দেব-গন্ধর্বা আনন্দ, তাহার শতগুণে আজনিক-আনন্দ, তাহার শতগুণে কন্‌দেব-আনন্দ, তাহার শতগুণে ‘দেব-আনন্দ’ এবং উত্তরোত্তর শতগুণের দ্বারা যথাক্রমে বৃহস্পতি-আনন্দ, প্রজাপতি-আনন্দ, সর্বশেষে ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবীর অসংখ্য সম্মিলিত আনন্দ অপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ শ্রেষ্ঠ। এই ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য-জীবন ধন্য হয়।

আর একটি বিচারণীয় বস্তু এই যে, যে-ব্যক্তি ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া জানিতে না পারে সে অসত্য হইয়া যায়, পরন্তু যিনি ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তিনি সাধুপুরুষ বলিয়া গণ্য হন। পরমাত্মার উপলব্ধি ও উপেক্ষার ইহাই পরিণাম লক্ষিত হয়।

(৯) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

পরব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপক শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পরমাত্মার নিরাকার স্বরূপের প্রতিপাদন করিতে গিয়াছেন,—যেমন কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি দৃষ্ট হয় না, অত্যন্ত গুঢ় অবস্থায় থাকে, কিন্তু অধর অরণির উপর উত্তর-অরণি দ্বারা ঘর্ষণ করিলে

অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং ইন্ধনের সাহায্যেও অগ্নি প্রকটিত হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবদেহের মধ্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রকাশ্যভাবে দৃষ্ট না হইলেও সাধনা-দ্বারা প্রকাশিত হন। আরও অনেক দৃষ্টান্তদ্বারা এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়, যেমন 'ঘানি'-যন্ত্রের পেষণে তিল হইতে তৈলরূপ দ্রব্য লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয় ; দধির মধ্যে ঘৃত অন্তর্নিহিত থাকিলেও মন্থনদণ্ডের সহায়তায় মন্থনের ফলে ঘৃতেব আবির্ভাব হয় ; খনিত্রের সাহায্যে খনন করিলে নদী-গর্ভের অদৃশ্য জল বহিঃ প্রকাশিত হয়। তাদৃশরূপে হৃদয়স্থিত অবাঙ্মনসো-গোচর পরমেশ্বর অদৃশ্য থাকিলেও যদি পরমাত্মদর্শনেচ্ছু সত্য, সংযম, তপস্যা ও নিদিধ্যাস দ্বারা সাধনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে শ্রীহরি-গুরুকৃপায় সাধক আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন এবং পরিশেষে ভগবদ্ ভক্তিফলে পরমাত্মার দর্শনও প্রাপ্ত হয়।

যেমন ধূলি-ময়লাযুক্ত রত্নকে যদি বিধৌত করা যায়, তখন স্বচ্ছভাব ধারণ করে, সেইরূপ যোগী আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানদ্বারা চিত্ত বিশোধিত করিলে শরীর ও মন স্বাভাবিকভাবে নীরোগ ও নিৰ্ম্মল হয়। কারণ জীব অবিদ্যারূপ মলিনতায় আবৃত। সূর্যের উদয়ে যেরূপ অন্ধকার বিলীন হয়, সেইরূপ বিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-প্রাপ্তির ফলে অবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়া যায়। জীব তখন স্বরূপে অবস্থিত হইয়া মুক্ত হন।

পরিদৃশ্যমান বিশ্বের কারণ একমাত্র পরব্রহ্ম। জীব ব্রহ্মের শক্তিতত্ত্ব। ব্রহ্মের সহিত জীবের অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ। শ্রীভগবান অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি অক্ষুণ্ণ পরিমাণ দেহবিশিষ্ট হইয়া জীব-হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। শ্রীভগবানের মায়াশক্তির পরিণাম এই চরাচরবিশ্ব। আদি পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর অধ্যাক্ষতায় প্রকৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ প্রসব করেন। শ্রীগীতায় যেমন সংসারকে অশ্বখ বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, অত্র শ্রুতিতে জীবদেহকে অশ্বখ বৃক্ষ এবং সখারূপে অবস্থিত জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে দুইটি পক্ষীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জীবরূপ পক্ষী সুখ-দুঃখাত্মক পিপ্পল ফল ভোগ করেন, আর পরমাত্মারূপ পক্ষী অনশ্বারে থাকিয়া সাক্ষীরূপে জীবের ফল ভোগ দর্শন করেন। ভোক্তা অভিমানকারী জীব মায়ামোহাবিষ্ট হইয়া সংসারে শোকে মুহমান হন। যখন সেই জীব ভগদত্ত (শ্রীগুরু) কৃপায় পরমাত্মার মহিমা অর্থাৎ নিগুণত্ব ও সচ্চিদানন্দত্ব বুঝিতে পারেন, তখন তিনি বীতশোক হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হন।

জীবদেহের পরিমাণ কেশাগ্রের শতাংশেরও শতাংশের ন্যায় সূক্ষ্মতম হইলেও জীব আনন্ত্য বা অমৃতত্বের অধিকারী। কিন্তু উহা তাঁহার স্বরূপ নয়। “জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই দাসত্বরূপ স্বধর্ম বিস্মৃতির ফলে অবিद्या বা অজ্ঞানতা-প্রাপ্তি। ইহাই শোক-মোহের একমাত্র কারণ। এই অবিদ্যারোগ নির্মূল হইলে ভব-সংসারের ত্রিতাপ-জ্বালা নিবারিত হইবে।

শ্রীভগবান্ সর্বশক্তিমান্। তন্মধ্যে প্রধান তিনটি শক্তি—জ্ঞান, বল, ক্রিয়া শক্তি। সৎ হইতে সন্ধিনী, চিং হইতে সন্ধিং ও আনন্দ হইতে হ্লাদিনী শক্তিরূপে পরিচিত। তাই শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ। তাঁহার প্রাকৃত হস্ত পদ, চক্ষু ও কর্ণ না থাকিলেও অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমস্ত বস্তু গ্রহণ, সর্বত্র গমন, দর্শন ও শ্রবণ করিতে সমর্থ। ভগবদ্ভক্তগণ দিব্য-ভক্তিচক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন। ব্রহ্মবিদগণ তাঁহাকে আদি মহান্ পুরাণ-পুরুষ বলিয়া থাকেন। এই শ্রুতির পরিশেষে ইহাই কথিত হইয়াছে যে, পরমাত্ম-জ্ঞান হইতে দুঃখনিবৃত্তি ও নিত্যসুখ-প্রাপ্তি এবং যে পরিমাণে পরাভক্তি শ্রীভগবানে, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবে ভক্তিয়ুক্ত হইলেই সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

—ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমন্ত্রী মহারাজ

শিষ্য-রত্ন কুরেশ

আচার্য্য শ্রীরামানুজের চরিত্র-প্রসঙ্গে তদীয় শিষ্য-রত্ন শ্রীকুরেশের গুরু-ভক্তির আদর্শ-গাথা শুনিতে পাই। কাঞ্চিপুরের প্রায় এককোশ পশ্চিমে ‘কুর-অগ্রহার’ নামক স্থানের ভূস্বামী বলিয়া উক্ত ভক্তপ্রণব “কুরেশ” নামে খ্যাত ছিলেন। কুরেশ বাৎস্যগোত্রীয় ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন। তিনি অণ্ডাল-নাম্নী এক পরমা সুশীলা সহধর্ম্মিণীর পাণিগ্রহণ করেন। কুরেশের বিপুল ঐশ্বর্য্য অতিথি-সংকারাদি সংকার্য্যেই নিয়োজিত ছিল। কুরেশ বাল্যকালেই শ্রীলক্ষ্মণদেশিকের (শ্রীরামানুজাচার্য্যের) দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তির পাত্ররূপে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীলক্ষ্মণ-দেশিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, কুরেশ সস্ত্রীক আচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং প্রায় সর্বদাই আচার্য্যের সন্নিধানে অবস্থান-পূর্ব্বক আচার্য্যের

বাণী শ্রবণ ও আচার্যের প্রিয় কার্য সম্পাদন করিতেন। কুরেশের অতুলনীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল। এক কথায় জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুতি, শ্রী—এই চারিট বিষয় একাধারে কুরেশে দেদীপ্যমান থাকিলেও ঐ সকল তাঁহার ভগবৎসেবার সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছিল।

কুরেশ বিচার করিলেন, কেবল সাধারণ অতিথি-সেবা, দীন-সেবা প্রভৃতিতে অর্থ নিযুক্ত হইলে তাহাতে অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার সাধিত হয় না অর্থাৎ উহা দ্বারা একান্ত জগন্মুগ্ধল বা পরমার্থ লাভ ঘটে না। ঐরূপ কার্য্য বিষয়ী কর্ম্মিগণের চমৎকারিতা উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু ভগবৎ সেবা, লক্ষ্মীপতির পূজা, বিশেষতঃ লক্ষ্মীপতির ভক্তগণের পূজায় অর্থ-নিয়োগই অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার। ইহা বিচার-পূর্ব্বক কুরেশ কাঙ্গালের বেশে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বদ্ব-নিবেদনার্থ শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন।

পারমার্থিক ইতিহাস-পাঠকগণ জানেন যে, শ্রীরামানুজাচার্য্য বোধায়ন-বৃত্তান্তসারী শ্রীভাষ্য রচনা করেন। কাশ্মীর-দেশান্তর্গত সারদাপীঠে বোধায়ন বৃত্তি গুপ্তভাবে সংরক্ষিত আছে সংবাদ পাইয়া শ্রীভাষ্য রচনা করিবার পূর্ব্বে আচার্য্য শ্রীরামানুজ প্রিয় শিষ্য কুরেশকে লইয়া সারদাপীঠে (বর্ত্তমান ব্রিজবরো) গমন করেন। মহর্ষি-বোধায়ন-রচিত বৃত্তি বা তদানুসারিণী ব্যাখ্যা প্রভৃতি প্রচারিত হইলে কেবলান্বৈতমতবাদ চিরতরে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে বলিয়া বিচার করিয়া সারদাপীঠের তদানীন্তন কেবলান্বৈতবাদিগণ, ঐ পুঁথিটি কীটদষ্ট বিনষ্ট হইয়াছে,—শ্রীরামানুজের নিকট এরূপ অসত্যোক্তি প্রচার করেন।

শ্রীরামানুজ তিনমাসকাল পরিশ্রমের পর সারদাপীঠে উপনীত হইয়া-ছিলেন। বোধায়নবৃত্তি সংগৃহীত না হইলে তাঁহার ভাষ্য-রচনাই সম্ভব হইবে না, শ্রীল যামুনাচার্য্যের আজ্ঞা ও মনোহভীষ্ট-পরিপালন অসম্ভব হইবে; সুতরাং তাঁহার (রামানুজের) জীবনধারণ রুখা,—এইরূপ বিচার করিতে করিতে ক্ষুণ্ণমনা হইয়া শ্রীরামানুজ একদিন সারদাপীঠে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় সারদাদেবী (সরস্বতী) স্বয়ং বোধায়নবৃত্তি হস্তে গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীরামানুজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে ঐ পুঁথি লইয়া শ্রীরামানুজ ও কুরেশকে স্থান পরিত্যাগের আদেশ করিলেন। শ্রীরামানুজ সারদাপীঠের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কোন কথা প্রকাশ না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক কুরেশের সহিত সারদাপীঠ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

শ্রীরামানুজ ও কুরেশ চলিয়া যাইবার কয়েক দিবস পরে সারদাপীঠে কেবলদ্বৈতবাদিগণ গ্রন্থাগারে বোধায়নবৃত্তি পুঁথিটি অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ঐ পুঁথিটি তথায় দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে কতিপয় দ্রুতগামী বলবান্ পুরুষ দিবারাত্র দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে একমাস পরে পশ্চিমম্বে শ্রীরামানুজ ও কুরেশের সাক্ষাৎ পাইয়া বলপূর্বক তাঁহাদের নিকট হইতে পুঁথিটি কাড়িয়া লইলেন এবং সারদাপীঠে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক নিশ্চিত হইলেন।

এবার শ্রীরামানুজের আর দুঃখের অবধি রহিল না। তাঁহার চিরাভীপ্সিত গুরু-সেবা-শ্রীযামুনাচার্যের মনোহরীষ্ট-পরিপূরণ বুঝি চিরতরে ব্যর্থ হইল,— ইহা ভাবিয়া আচার্য্য যতিরাজ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। গুরুপ্রাণ কুরেশ তখন শ্রীগুরুদেবকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন—“প্রভু আপনি চিন্তা করিবেন না। কাশ্মীর হইতে যাত্রা করিয়া অবধি এই একমাসকাল প্রতি-রাত্রে আপনার বিশ্রামের পর আমি বৃত্তিটি পাঠ করিতাম। ইহাতে সমগ্র বোধায়নবৃত্তিটি আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছে। আমি কয়েক দিবসের মধ্যেই ইহা অটুট লিখিয়া ফেলিতেছি।”

যতিরাজ শ্রীরামানুজ কুরেশের-বাক্য শ্রবণে যেন নষ্ট-সম্পত্তি পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন এবং যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। বোধায়নবৃত্তি লেখা শেষ হইলে কুরেশের সহিত যতিরাজ শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক অন্যান্য শিষ্যগণের নিকট এইসকল বৃত্তান্ত বলিলেন এবং কুরেশের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতঃপর আচার্য্য শ্রীরামানুজ প্রিয় শিষ্য কুরেশকে তাঁহার লেখক করিয়া শ্রীভাষ্য রচনা আরম্ভ করিলেন। কুরেশ গণেশের ন্যায় আচার্য্যের সমগ্র ভাষ্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া সুবহু ভাষ্য লিখিয়া ফেলিলেন।

যে-সময়ে বৈষ্ণবাচার্য্যবর্ষা শ্রীমদ্ রামানুজের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছিল, সেই সময় চোলরাজ্যের অধিপতি কুমিকণ্ঠ নিজ রাজধানী কাঞ্চিপুরে অবস্থান করিয়া সমগ্র চোলরাজ্যকে শৈব-মতে আনয়নের প্রবল চেষ্টা করিতেছিল। চোলরাজ কুমিকণ্ঠ সচ্ছাস্ত্র-পরিপন্থী ভবব্রতধর পাষণ্ড-পন্থীর আদর্শ ছিল। যথার্থ দৈবপ্রকৃতি বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবোত্তম শিবকে বিষ্ণুর প্রিয়তম ও অভিন্নাত্মরূপে দর্শন করেন। আর অদৈব সম্প্রদায় সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বিষ্ণুর স্থায় তদধীন শিবাদি দেবতাকেও স্বতন্ত্র পরমেশ্বররূপে

কল্পনা-পূর্বক গীতা ভাগবতাদি সংশাস্ত্রে পরিপন্থী পাষণ্ডমতাবলম্বী হইয়া থাকে। চোলাধিপতি কুমিকণ্ঠ মনে করিল,—যদি কোন প্রকারে পরম প্রতিভাশালী রামানুজকে পাষণ্ডশৈবমতে (অর্থাৎ শিবকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর রূপে কল্পনাকারীর মতে—শিবকে বৈষ্ণবোত্তমরূপে পূজা ‘পাষণ্ডমত’ নহে) আনয়ন করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র চোলরাজ্যে শৈবমতের স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা সঞ্চল্ল করিয়া কুমিকণ্ঠ কতিপয় কুরপ্রকৃতি বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে রামানুজের নিকট প্রেরণ করিল। ঐ সকল রাজপুরুষ রামানুজকে অবিলম্বে কাঞ্চিপুরে গমনার্থ রাজাদেশ জ্ঞাপন করিলেন।

গুরুপ্রাণ কুরেশ একান্তে শ্রীরামাজাচার্যাকে বলিলেন যে তিনি (কুরেশ) বিশ্বস্ত লোকমুখে শুনিয়াছেন, কুমিকণ্ঠ আচার্য্যের প্রাণ সংহার করিবার জন্যই আচার্য্যকে কাঞ্চিপুরে আহ্বান করিয়াছেন। কারণ শ্রীরামানুজের প্রাণ-সংহার ব্যতীত চোলরাজ্যে পাষণ্ড-মত প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। অতএব আচার্য্যের কিছুতেই কাঞ্চিপুরে যাওয়া উচিত নহে। অথচ কাঞ্চিপুরে না গেলেও অসুরপ্রকৃতি নৃশংস চোলরাজের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। এরূপ সঙ্কটে গুরুসেবকজীবাতু কুরেশ আচার্য্যের চরণে নিবেদন করিয়া বলিলেন,—“প্রভো! জগতে আপনার অবস্থান সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গলভেদে; কারণ আপনার শ্রীপাদপদসেবাই ভগবৎপাদমূলে গমনের একমাত্র রাজকীয় পথ। অতএব আপনি অনুমতি করুন,—আপনার পরিবর্তে এই নিষ্পণ্য নরাধম কুমিকণ্ঠের রাজদরবারে গমন করুক। আপনি আমার শুভ্র বসন পরিধান-পূর্বক অস্ত্র দ্বার দিয়া শ্রীরঙ্গমে গমন করুন এবং আমি কাষায় বস্ত্র ও ত্রিদণ্ড গ্রহণ-পূর্বক চোলরাজের প্রেরিত রাজপুরুষগণের অনুগমন করি। আর কালবিলম্বের অবসর নাই, নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।” আচার্য্য শ্রীরামানুজ বিশেষ চিন্তা-পূর্বক অর্থাৎ তাঁহাকে যামুনাচার্য্যের অনেক মনোহরীক-পরিপূরণ-সেবা সম্পন্ন করিতে হইবে চিন্তা করিয়া এবং ভবিষ্যতে কুরেশের গুরুসেবার আরও উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত প্রকাশার্থ কুরেশের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অনতি-বিলম্বে তিনি কুরেশের বেশ ধারণ-পূর্বক দ্রুতপদে মঠ হইতে পশ্চিমাভিমুখে বনোদ্দেশে প্রস্থান করিতে লাগিলেন এবং গোবিন্দাদি শিষ্যবর্গও ক্রমে ক্রমে আচার্য্যের অনুগমন করিলেন।

এদিকে কাষায়বস্ত্র-পরিহিত ত্রিদণ্ড-ধ্বক্ কুরেশ রাজপুরুষগণের সহিত কাঞ্চিপুরে কুমিকণ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলে কুমিকণ্ঠ ছদ্মবেশী কুরেশকে

যতিরাজ রামানুজ বলিয়াই অবধারণ করিল এবং রামানুজ তাহার আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে কুমিকণ্ঠের পিণ্ডাচগ্রস্তা ভগ্নীর আরোগ্য বিধান করিয়া-
ছিলেন জানিয়া ও তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভার কথা শ্রবণ করিয়া রামানুজ-
বেষী কুরেশকে অভ্যর্থনা পূর্বক তাঁহার সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিল।
কুমিকণ্ঠ ভিজ্জাসা করিল,—‘মনুষ্যের কর্তব্য কি?’ রামানুজবেষী কুরেশ
বলিলেন,—‘মনুষ্য কেন, আব্রহ্মসন্তস্ব সকল জীবের সর্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণু ও
বৈষ্ণবের সেবাই একমাত্র কর্তব্য’। ইহা শ্রবণমাত্রেই কুমিকণ্ঠ ক্রোধে অধীর
হইয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল যে, “মহাকাল শিবের হস্তে কালক্রমে
বিষ্ণুও বিনষ্ট (?) হয়। সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর শিবকে পরিত্যাগ করিয়া যে-ব্যক্তি
বিষ্ণুর উপাসনা করে ও তাহার ভক্ত-নামধারী ভণ্ডদের সেবা করে, তাহার
ন্যায় মূর্থ আর কেহ নাই। অতএব আপনি এখনই শৈবমতে দীক্ষিত হউন।
আমার পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করুন; শৈবদীক্ষা গ্রহণ না করিলে
আপনার নিস্তার নাই।

রামানুজবেষী কুরেশকে একাকী প্রাপ্ত হইয়া শৈবমতাবলম্বী সচ্ছাত্র-
পরিপন্থী পণ্ডিতব্রহ্মগণ অনেক প্রকারে নির্যাতিত করিবার চেষ্টা করিলেও
কুরেশের সুদার্ষনিক সিদ্ধান্তে তাহারা শতসহস্রবার বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতে
লাগিল। অবশেষে কুমিকণ্ঠ অসহিষ্ণু হইয়া কুরেশকে বলিল,—“ওহে
কৃতার্কিক, যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও, তাহা হইলে বল, ‘শিবাৎ পরভরো
নাস্তি’ অর্থাৎ শিব হইতে আর শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।” কুরেশ নির্ভীক হৃদয়ে
বলিলেন,—“দ্রোণমস্তি ততঃ পরম্” অর্থাৎ শিব হইতে দ্রোণ অধিক।
‘শিব’ ও ‘দ্রোণ’ পরিমাণবাচক শব্দ।

ইহা শুনিয়া চোলরাজ কুমিকণ্ঠের জ্যোৎস্না আরও দ্বিগুণতর হইয়া
জলিয়া উঠিল। কুমিকণ্ঠ রাজপুরুষদিগকে আজ্ঞা করিল,—“এখনই দুয়ান্নার
চক্ষু-দুইটি উৎপাটন কর। এই ব্যক্তি পূর্বে আমার ভগ্নীর উপকার করিয়াছে
বলিয়া কেবল ইহাকে প্রাণে সংহার করিও না।

রাজাদেশে ক্রুরপ্রকৃতি রাজপুরুষগণ কুরেশের চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া
ফেলিল। কুরেশ এইরূপ কঠোর পরীক্ষার মধ্যোও একান্ত সহিষ্ণুতার
সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কুরেশ এইরূপ বিপদের
মধ্যে একটুকুও বিচলিত না হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের “তত্তেহনুকম্পাং” শ্লোক
বিচার করিতে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে অধিকতর গাঢ়ভাবে কায়মনো-

বাক্য সংলগ্ন করিলেন এবং রাজপুরুষগণকে বলিলেন,—“তোমরা আমার যথার্থ বান্ধব ; যেহেতু যে চক্ষুদ্বয় সতত আমাকে জাগতিক রূপজ মোহে প্রলুব্ধ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সৌন্দর্য্য দর্শন হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিত, তোমরা আমার সেই ভোগময় চক্ষুকে নষ্ট করিলে। পরমেশ্বর বিষ্ণু তোমাদের মঙ্গল করুন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের জ্ঞানাজ্ঞানশলাকা আমার দিব্য নয়ন উন্মীলন করিয়া দিলেই আমি কৃতকৃতার্থ হইব।” রাজপুরুষগণ কুরেশের অত্যদ্ভুত সহিষ্ণুতা ও অহিংস প্রকৃতি দর্শন করিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইল। তাহারা পথস্থ একটি ভিক্ষুককে ডাকিয়া আদেশ করিল,—‘তোকে কিছু অর্থ দিতেছি, তুই এই অন্ধসাদুটির হাত ধরিয়া ইঁহাকে শ্রীরঙ্গমে লইয়া যা।’ ভিক্ষুকের সহিত কুরেশ শ্রীরঙ্গমে আসিয়া পৌঁছিলেন। এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই পাষণ্ড কুমিকণ্ঠ এক উৎকট ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক, দীর্ঘ-কালস্থায়ী অস্পৃশ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অকথা যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।

আচার্য্য-সেবার মূর্ত আদর্শ কুরেশ সহধর্ম্মিণী অণ্ডাল ও পুত্র পরাশরের সহিত শ্রীরঙ্গম্ হইতে ‘কৃষ্ণাচল’-নামক স্থানে আগমন-পূর্বক কিছুকাল ভগবৎসেবার্থ তথায় বাস করিলেন এবং আচার্য্যের শ্রীপাদপদ্ম-ধূলিগ্রহণার্থ ‘কৃষ্ণাচল’ হইতে ‘যাদবাদ্রি’তে গমন করিলেন। আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বীয় পদপ্রান্তে ছিন্ন কদলীবৎ পতিত প্রিয়শিষ্য কুরেশকে ভূতল হইতে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন-পূর্বক অশেষ আশীর্ব্বাদ ও তাঁহার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামানুজ কুরেশকে বলিলেন,—‘বৎস! তুমি কাঞ্চিপুরে গমন-পূর্বক শ্রীবরদরাজের নিকট চক্ষুর জন্য প্রার্থনা কর, ইহা আমার একান্ত অভিলাষ।’ কুরেশ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় কাঞ্চিপুরে গমনপূর্বক শ্রীবরদরাজ বিষ্ণুর নিকট নিজের দৈহিক চক্ষুর জন্য প্রার্থনা না করিয়া দিব্যচক্ষু প্রার্থনা এবং নিজ চরণে অপরাধী অর্থাৎ তাঁহার চক্ষু উৎপাটন কাঞ্চিগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যাদবাদ্রিস্থ আচার্য্য শ্রীরামানুজ যখন লোক-মুখে শুনিতে পাইলেন যে, কুরেশ নিজচক্ষু প্রার্থনা না করিয়া নিজশত্রুকুলের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন, তখন তিনি জনৈক শিষ্য-দ্বারা কুরেশকে বিশেষ-ভাবে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন—“বৎস, কুরেশ! তুমি কেবল নিজ আনন্দ লাভের জন্য শত্রুকুলের মঙ্গল প্রার্থনায় কৃতকৃত্য হওয়ায় স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছ। তুমি জান,—তোমার দেহ, মন, আত্মা সকলই আমাতে সমর্পিত

ও আমার সম্পত্তি ; সুতরাং তুমি আমার সুখবিধানের জন্ত শ্রীবরদরাজের নিকট তোমার নয়নদ্বয় প্রার্থনা কর । কারণ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখ-প্রার্থনাই যথার্থ সেবা ।”

এবার আচার্যের আদেশে ও তাঁহার সুখেচ্ছার বশবর্তী হইয়াই কুরেশ শ্রীবরদরাজের নিকট নয়নদ্বয় প্রার্থনা করিবামাত্র পুনরায় পূর্ববৎ চক্ষুদ্বয় লাভ করিলেন এবং শ্রীহরিগুরুপাদপদ্ম-সৌন্দর্য্য দর্শনে চক্ষুকে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন । আচার্য্য রামানুজের শিষ্যশ্রেষ্ঠ কুরেশের এই অত্যদ্বৃত গুরু-সেবার কথা জগতে প্রকাশিত হইবামাত্র সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীরামানুজ-আচার্য্যের পাদপদ্মে অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন । নিতামুক্ত ভগবৎপার্ষদ আচার্য্য শ্রীরামানুজ ও শিষ্য-গৌরব-প্রচারার্থ সর্বসমক্ষে উদ্বিগ্ন হইয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—“আমার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-শ্রীচরণযুগল-প্রাপ্তি অবশ্যস্বাবী—ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, কারণ কুরেশ যখন শত্রুগণকেও মুক্তিদানে সমর্থ হইয়াছেন, তখন তাঁহার সঙ্গে পাইয়া আমিও হরিভজনে কৃতার্থ হইব ।”

জগতে এইরূপ অকৃত্রিম গুরু-শিষ্য সম্বন্ধই কাম্য । নিরপেক্ষ চক্ষুস্থান হইলে এই ঘোর তর্কযুগেও এইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগুরুসেবার আদর্শ প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায় ।

—শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচার

শ্রীব্রজমণ্ডল-দ্বারকা-পরিভ্রমণ-প্রসঙ্গ

(পূর্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩০৩ পৃষ্ঠার পর)

তৎপর আমরা সোমনাথের নতুন মন্দির দর্শন করি । এই স্থানেই সোমনাথের প্রাচীন মন্দির ছিল । ইহা একসময় ভারতের বিখ্যাত শিব-মন্দির ছিল । এই মন্দিরের শিবলিঙ্গ ও মণি স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মিত ছিল । মুসলমান আক্রমণে ইহার ধ্বংস প্রাপ্ত হয় । ভারত স্বাধীনতার পর ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষার নিমিত্ত ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, সর্দার বল্লভ ভাই পেটেল, মোরারজী দেশাই প্রভৃতি নেতাবৃন্দ পুনরায় এই নতুন মন্দির স্থাপন করেন । এই মন্দিরের প্রাকৃতিক দৃশ্য আকর্ষণীয় । ইহা আরব সাগরের তীরে অবস্থিত হওয়ায় সীমাহীন উত্তাল তরঙ্গ দর্শনে প্রত্যেকেই মুগ্ধ হন । তৎপর আমরা অহল্যাবাসী প্রতিষ্ঠিত সোমনাথ-মন্দির দর্শন করিয়া প্রভাস-তীর্থে (শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান-

হলী) উপস্থিত হই। এই প্রভাসতীর্থেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং জড়া-বেধের সাক্ষাৎ হয়। ভগবান্ অপ্রাকৃততত্ত্ব, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু মলৌকিক — শ্রীগীতা-ভাগবত-পুরাণ প্রভৃতি ইহা বর্ণন করিয়াছেন। উক্তস্থান দর্শনান্তে আমরা গন্তব্য স্থানে প্রত্যাবর্তন করত প্রসাদ সেবা করি। রাত্রি সন্ধ্যারতির পর মদীয় পরমারাধ্যাতম শ্রী শ্রীল গুরু মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-প্রসঙ্গে ভগবানের অপ্রকৃত তত্ত্ব বিষদভাবে আলোচনা করেন। রাত্রে প্রসাদ সেবাতে আমরা পোরবন্দর অভিমুখে যাত্রা করি।

১৩ই আশ্বিন, সকাল ৯ টায় পোরবন্দরে পৌঁছাই এবং শ্রীসুদামা বিপ্রেয় মন্দির দর্শন করি। শ্রীল নারায়ণ মহারাজ শ্রীসুদামা বিপ্রেয় উপাখ্যান ব্যক্ত করেন। তৎপর আমরা গান্ধীভবন এবং কেদারেশ্বর শিব দর্শন করে প্রত্যাবর্তন করি। বৈকাল ৫ টায় আমাদের পাঠ-কীর্তন আরম্ভ হয়। কীর্তনান্তে মদীয় পরমারাধ্যাতম শ্রী শ্রীল গুরু মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-প্রসঙ্গক্রমে আজকের দর্শনীয় স্থানসমূহের মাহাত্ম্য বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করেন এবং ভক্তিতত্ত্ব কি, তাং সমালোচনা করেন।

১৪ই আশ্বিন সকাল ৮ টায় আমরা পোরবন্দর হইতে দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করে রাত্রি ৮।৩০ টায় শ্রীধাম দ্বারকা পৌঁছাই। এখানে রেলওয়ের কীচেনরুমে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়।

১৫ই আশ্বিন সকাল ৮ টায় আমরা বেটদ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করে সকাল ৯।০০ টায় ওখায় পৌঁছি এবং লঞ্চে জলপথ অতিক্রম করত বেটদ্বারকাধীশ মন্দিরে উপস্থিত হই। শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে আমাদের কীর্তন আরম্ভ হয়। কিছুক্ষণ পরেই মন্দিরের দ্বারোন্মোচন হইলে আমরা সকলেই সুষ্ঠুভাবে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করি। তৎপর আমরা দ্বারকা অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করি। রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে মদীয় পরমারাধ্য শ্রী গুরুশাদপদ্ম দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য সহজভাবে আমাদের কাছে বুঝাইয়া দেন।

১৬ই আশ্বিন ভোর ৫ টায় শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তনযোগে আমাদের পরিক্রমা-পাঠি সহরের নিঝুম নিস্তব্ধতাকে ভেদ করত দ্বারকাধীশ মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমরা প্রথমে গোমতীদ্বারকা দর্শন করে মূল দ্বারকাধীশ মন্দিরে উপস্থিত হই। শ্রীমন্দির-দ্বার বন্ধ থাকায় আমরা উচ্চৈশ্বরে শ্রীমহামন্ত্র কীর্তন করিতে থাকি। অল্পক্ষণ পরেই অতুল ঐশ্বর্যময় স্বয়ং দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের শ্রীমন্দির উন্মোচন হওয়ায় আমরা দর্শন করিলে তদনন্তর গন্তব্যস্থানে

প্রত্যাবর্তন করত মা প্রসাদ সেবাতে বিশ্রাম করা হয় এবং ঐ দিনই বিকাল ৪ ঘটিকায় আমরা মহেসানার অভিমুখে প্রত্যাবর্তন শুরু করি ও ১৭ই আশ্বিন রাত ৯ টায় মহেসানায় পৌঁছাই।

১৮ই আশ্বিন সকাল ৮ টায় আগ্রা কেটে পৌঁছি। এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আগ্রার তাজমহল, কেল্লা ইত্যাদি দেখিবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯শে আশ্বিন আগ্রা হইতে আমরা হাওড়া অভিমুখে যাত্রা করি। রতই ট্রেনখানি দ্রুত বেগে হাওড়া অভিমুখে ছুটিতে লাগিল ততই যেন সকল যাত্রীরই প্রফুল্লিত মুখে বিষাদের স্থানছায়া আবৃত করিতে লাগিল। প্রত্যেকেই পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দের নিকট দ্বীয় অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। বিদায়ের মর্মান্তিক দৃশ্যে যাত্রীদের নয়নাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। “কেন তাহারা আত্ম এত মর্মান্বিত”? এত দিনের সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ও তীর্থ দর্শন করার ফলেই তাহারা সকলেই সাধু-মহিমা এবং তীর্থ-মহিমা শ্রবণে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন— তাহাই ফলস্বরূপ। পূর্ব-জন্মার্জিত পুঞ্জভূত সুকৃতি না থাকিলে সাধুসঙ্গে তীর্থদর্শন সম্ভব হয় না—ইহা শাস্ত্রের বাক্য। পরিক্রমায় অনেক সুকৃতিমান ততই মহোৎসবাদি দান করে পরমার্থ অর্জন করিয়াছেন।

২০শে আশ্বিন বিকাল ৪ ঘটিকায় আমাদের ট্রেনখানি বর্ধমান পৌঁছায়। এখানে অনেক যাত্রী বিদায় গ্রহণ করেন। অবশিষ্টাংশ ঝাণ্ডুল ও হাওড়ায় পৌঁছেন। এখানেই আমাদের পরিক্রমার সমাপ্তি ঘটে।

— শ্রীকমলাপতিদাস ব্রজচারী

প্রভু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান

দয়াল ব'লে ঠাকুর ব'লে জানাই যা'বে নতি।

সেই প্রভু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান, সেই ত' ব্রজবাসী !

শিশুর মত মধুর হাসি যায় না কভু ভোলা,

মধুর কথা শুন্লে কানে জুড়ায় ভব-জালা !

গৌর-বাণী-মূর্ত্ত-স্বরূপ, শ্রীকৃপানুগ যতি,

সেই ত' প্রভু ভক্তিপ্রজ্ঞান, সেই ত' ব্রজবাসী !

নিত্যকালের গোলোকবাসী, হাবর নিজজন,
 কৃষ্ণের ইচ্ছা পালন হেতু মর্ত্যে আগমন !
 অন্তর-মাঝে ব্রজরাজের সদাই অধিষ্ঠান,
 ব্রজের ভাবে সদাই মগন, ব্রজ-গত-প্রাণ !
 শাব-উল্লাসে বিশেষ বহে কান্থর প্রেমে ডুবি',
 সেই ত' প্রভু ভক্তিপ্রজ্ঞান, সেই ত' ব্রজবাসী !

ত্রিলোকমাঝে সবার কাছে পূজা হইয়া রয়,
 জ্ঞান-সূর্য্যের দীপ্তকিরণ ব্যাপ্ত ত্রিলোকময় !
 গুরু-সেবায় তুচ্ছ করে আপন জীবনটিবে,
 গুরু-সেবন নিষ্ঠা হেরি' দেবগণ স্তুতি করে ।
 গুরুদেবের অন্তরঙ্গ, নিখিল জীবের গতি,
 সেই ত' প্রভু ভক্তিপ্রজ্ঞান, সেই ত' ব্রজবাসী !

মায়াবাদের পুতি-নাশক জ্বালেন ভক্তি-ধূপ,
 সকল শাস্ত্র স্থাপিয়াছে ঈশ্বর-নর-রূপ !
 বেদান্ত-জয়ডঙ্ক বাজায়ে গাহে ভক্তির গুণ ;
 সিংহরবে পামণ্ডকুল সভয়ে লুকায়ে রয় !
 প্রেমধর্মের প্রচারকারী পাষণ্ড-তীক্ষ্ণ অসি,
 সেই ত' প্রভু ভক্তিপ্রজ্ঞান, সেই ত' ব্রজবাসী !

পাপী-তাপীদের উদ্ধারিতে দানে শ্রীনামামৃত,
 চরণতলে শরণ নিলে মিলায় জগন্নাথ !
 দিব্যজীবন মৃত্যু নাহি রে, সেই ত' নিতাপ্রভু ;
 আড়ালে থাকি' সেবকহৃদে ভক্তি বাড়ায় তবু !
 ভক্ত-কাছে পরম প্রেষ্ঠ ভক্ত-হৃদয়-নিধি ;
 সেই ত' প্রভু ভক্তিপ্রজ্ঞান, সেই ত' ব্রজবাসী !

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর

বিব্রহ-মহোৎসব

বিগত ৫ই মাঘ, ১৮ই মাঘ (ইং ১৯৭৫) শনিবার কৃষ্ণপক্ষমী তিথিতে শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বার্ষিক তিরোভাব-তিথি-উৎসব অত্যন্ত বৎসরের ত্রায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির মূল কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে ও তদধীনস্থ শাখা মঠসমূহে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বিব্রহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইলেও তাঁহার পূর্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বনগাঁর নিকটবর্তী আনন্দপাড়া গ্রামস্থ নিজস্ব বাসভবনে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উক্ত বিব্রহ-মহোৎসবের আয়োজন করেন।

উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র পরম ভক্তিমান শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বসু মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ এবং যুগ্ম-সম্পাদক ও সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ৮।১০জন ব্রহ্মচারীসহ মহোৎসবের পূর্ব দিবসে বসু মহাশয়ের আনন্দপাড়ায় বাসভবনে উপস্থিত হন।

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু আচার্য্যভাস্কর জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাসিক্ত। বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রাচীন সেবকমাত্রেই এই অজাতশত্রু মহাভাগবত-প্রবরের বিষয়ে সুপরিচিত। সারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে তাঁহার অবদান আদর্শস্থানীয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি প্রভুবরের সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য অকৃত্রিম ঘনিষ্ঠতাই সমিতির পৌরাণিকত্বে চির-স্মরণীয় করিয়াছে। তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার সর্বসাধারণেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তিনি ছিলেন দৈন্যের স্মৃতিবিগ্রহ, এককালে শ্রীচৈতন্য-মঠের জননী-সদৃশই তাঁহার অবদান ছিল। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহপ্রবণতা মঠবাসী সেবকবৃন্দের জীবনকে ভগবদ্ভজন-পিপাসায় উদ্বুদ্ধ করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহার সেবা-সৌষ্টব্যতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে 'সেবাবিগ্রহ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

বিব্রহ-তিথি-উপলক্ষে সকাল হইতে মহাজন-বিরচিত বহু বিব্রহ-কীর্তন গীত হয়। তাঁহার প্রতিকৃতিতে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ও মালা ভূষিত করিলে পর এক সভার আয়োজন হয়। এই সভায় পৌরহিত্য করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ। সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত

নারায়ণ মহারাজ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অশেষ গুণরাজি, সেবা-বৈশিষ্ট্য, অফুরন্ত স্নেহের শাস্বতপ্রতিমূর্তি প্রভৃতি অশেষ গুণরাজি সম্পর্কে তাঁহার জীবন-দর্শন আলোচনা করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ ও আরও কতিপয় ব্রহ্মচারী তাঁহার অতিমর্ত্য চরিত্র সম্পর্কে বক্তৃতা দান করেন। পরিণেবে সভাপতির ভাষণে শ্রীমদ্ ভুক্তিবেদান্ত-দ্বিবিক্রম মহারাজ তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং তাঁহার অপ্রকটে ধর্মজগতে যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে, উহার দার্শনিক দিক প্রদর্শন করান। তবে বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব এবং তিরোভাব উভয়েই যে জগতের কল্যাণ-বিধান করিতে পারেন তাহারও দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ অভিভাষণ দান করেন। সভান্তে আহত ভক্তমণ্ডলী ও সজ্জনগণকে এবং আগত সহস্রাধিক আবালা-বুদ্ধবণিতাকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

উক্ত উৎসব-সম্পাদনায় মাননীয় শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বসু মহাশয়ের জীবনের বিশেষ একটি আদর্শ এই যে, শ্রীমতীর শিক্ষা—‘পিতৃন্ যান্তি পিতৃত্বভাঃ’ অপেক্ষা ‘মদযাত্নিনোইপি মাম্’ বাক্যের বা শিক্ষার আদর্শ আমরা তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। তিনি পিতৃতর্পণ না করিয়া শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর গায় মুক্তপুরুষের বার্ষিক বিরহ-স্মৃতি-মহোৎসব অতি বিপুলভাবে প্রতিবৎসবেই করিয়া আসিতেছেন। তদুপরি শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের প্রবেশ-দ্বারে ‘শ্রীনরহরি-তোরণ’ নিখ্যানে সম্পূর্ণ আনুকূল্য দান করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্তু তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

তাঁহার বৈষ্ণব-সেবারাজি বিপুলভাবে উন্নত হইয়া সগোষ্ঠী ঈশ্বরের করুণা লাভ করুন— শ্রীভগবচ্চরণে ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা।

— নিজস্ব সংবাদদাতা

বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ জগতের পারমাধিক ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া জাগতিক সীমিত জ্ঞান-গরিমার পরিসংখনে এই সংখ্যা প্রকাশে ষড়বিংশ বর্ষপূর্ত্তি করিতেছেন। জাগতিক শত-সহস্র বাধাবিপত্তির মধ্যেও পত্রিকাখানি শ্রীগুরুবর্গের মনোহরীষ্টের বিজয় ঘোষণা করিতে বিরত হন নাই।

শ্রীপত্রিকা প্রেরণাকাম মনোবিক্ষিপ্তগণের চিত্তবৃত্তির অনুকূল না হইলেও শ্রেয়ঃকাম আত্মধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণের পরম আনুকূল্য-বিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহা পাঠ করিয়া অনেকের জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়াছে। বহু ব্যক্তি প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ, কর্মজড়মার্ত্তবাদ, নির্বিশেষ-বিদ্বাদবৈতবাদ, সমন্বয়বাদ প্রভৃতির করালকবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া তুচ্ছভক্তির সন্ধান পাইয়াছেন। বিষয়-পিত্তোপতপ্ত-রসনার ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ প্রথমতঃ কটিকর বা প্রীতিকর হয় না,—এ কথাও আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু উপায় নাই। কারণ শ্রীপত্রিকা কখনই পরবঞ্চক হইতে পারেন না। পরবঞ্চনামূলে যোগীর আপাতমুখরোচক—পরিণামে সমূহ অহিতকর বিষয়বৎ বস্তু প্রদান করিয়া পরমাত্মীয় ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি চিরকালের জন্য কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করিতে ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ অসমর্থ। অথবা ইহা সত্যের সহিত কিছু অসত্যের ভেদালাপ দিতে পারিবেন না। ‘সত্য’ ও ‘অসত্য’ ‘চিং’ ও ‘জড়ে’ সমন্বয় হয় না। ‘নিরপেক্ষসত্য’-আচার ও প্রচারই শ্রীপত্রিকার একমাত্র কৃত্য। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা নিরপেক্ষ ‘সত্যকথা’-প্রচারে যদি কোন মতবাদি-সম্প্রদায় বা সঙ্কীর্ণসমাজবিশেষের অপস্বার্থের ক্ষতি বা ইন্দ্রিয় তর্পণের প্রাতিকূল্য বিহিত হইয়া থাকে, তজ্জন্ত তাহাদিগকে কাতরভাবে জানাই-তেছেন “‘হে ভ্রাতৃবৃন্দ! স্বরূপত সকলেই কৃষ্ণের দাস— “কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁ’র দাস”। কিন্তু, ‘যে না মানে তা’র হয় সেই পাপে নাপ।’

‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ ভাবুকতার প্রশ্রয় দেন না; মনে উচ্ছৃঙ্খলতা—অবাধগতি—‘মন যখন যা চায়’ তাহাতেই মনঃকল্লিতধর্মের একটু সুর মিলাইয়া ‘কাপটা’ বা ‘ইন্দ্রিয়তর্পণকেই ‘ধর্ম’ বলিতে দেন না। ইহা বলেন, ‘সংযত হও, উচ্ছৃঙ্খলতা, ভাবুকতা, কপটাক্রম, কপট-অঁকুর্পাকৃত্যাব, কপট-আস্তিকতা বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা,—সব ছাড়। সব ছাড়িয়া সরল হও—‘সরল হইলে গোবিন্দ শিখা বুঝিয়া লইবে।’

অপ্রাকৃত-সহজধর্মই—জৈবধর্ম, আত্মধর্ম বা স্বরূপধর্ম; আর প্রাকৃত-সহজধর্মই ইন্দ্রিয়-তর্পণ—দেহ ও মনের ধর্ম বা বিক্রপের ধর্ম। মনের খেয়াল—উচ্ছৃঙ্খলতা বা ভাবুকতা—‘আমার ভাল লাগা’ ব্যাপারটা—‘ভোগ’ আর ‘কৃষ্ণের ভাল লাগা’ ব্যাপারটা—সেবা। ‘ভোগ’ ও ‘সেবা’র সমন্বয় হয় না।

যাঁহাদের অহৈতুকী অমন্দোদয়-দয়ার 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার' সেবায় সর্বপ্রকারে অযোগ্য হইলেও তৎসেবা-কার্যে নিযুক্ত থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, সেই শ্রীগৌরপরিবর—ভক্তিভগীরথ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তি-বিনোদ-চৈতন্যসরস্বতী-গৌড়ীয়কেশব-প্রমুখ গুরুবর্গ ও বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণ-বৃন্দ মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাদের জয়গান করিতেছি। ভগবৎ-সেবা-প্রগতির পথে চলচ্ছক্তিহীন পক্ষকে সেবাপ্রগতিতে ভগবৎ-সেবাস্তরায়াদি উল্জনকারক, অধোক্ষজ সেবাবার্তার বধির গ্রামা-কথা প্রমত্ত মুক্কেও যাঁহারা কৃপাবরণে মাদৃশ নরাধমকেও ধন্য হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদেরই শ্রীচরণসংলগ্ন-ধূলিস্বরূপে সমাপ্ত বর্ষের শ্রীপত্রিকার সেবায় ব্যক্তিগত অযোগ্যতার ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা নিজগুণে অহৈতুকী কৃপাকটাক্ষপূর্বক তাঁহাদের সেবায় অধিকার প্রদান করুন—ইহাই শ্রীচরণসরোজে সাকরুণ প্রার্থনা।

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' এইরূপ ভাবুকতার প্রশয় দেন না বলিয়াই ইঁহা কথ্য কাহারও কাহারও নিকট অভিনব, কাহারও নিকট দুর্লভ, কাহারও নিকট তীব্র, আবার কাহারও-নিকট এক্ষেপে বলিয়া বোধ হয়। ভাবুকতায় বা উচ্ছৃঙ্খলতায় আপাততৃপ্তি সাধিত হইলেও উহা দ্বারা কোন স্থায়ী মঙ্গল হইতে পারে না।

যাঁহারা মনের অগাধগতির অনুকূল কিছু সহজ খোস-গল্প, সাহিত্য-মোদবর্দ্ধক বা জনমত-পরিপোষক কিম্বা মনের আকাশকুসুমচিন্তা বা কল্পনায় আঁকা অথবা কল্পনায় যাহা এখনও আঁকিতে পারেন নাই, এমন নানাবিধ রংবিরংএর ছবি দর্শন অর্থাৎ উচ্চশিখ প্রজ্জ্বলিত বহির্মুখতা-বহির আরও যথেষ্ট ইন্ধন সংগ্রহ করিতে চান, 'শ্রীপত্রিকা' তাঁহাদের নিকট প্রীতিকর বোধ হইবেন না।

শ্রীপত্রিকায় অনেক সময় অসং সিদ্ধান্ত ও দুষ্টমতসমূহ প্রবলভাবে খণ্ডিত হয়, তদর্শনে যন্তঃশান্তি-প্রিয় বা সন্তোষ-রসপ্রিয় অনেকে হয় ত হৃদয়ে সুখানুভব করিতে পারেন না। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় যে কথা বলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলেন; যাহা বাদ-প্রতিবাদের দ্বারা কোন কালে পরিবর্তিত হইতে পারে—এরূপ কোন কথা বলেন না। কারণ ইহা শ্রীতবাণীর প্রচারক। শ্রীতকথায় কোন সংশয় নাই, উহা বাদ-প্রতিবাদের দ্বারা কখনও পরিবর্তিত হইবার যোগ্য নহে। এই সকল শ্রীতকথা যদি কাহারও

অপ্রীতিকর হয় বা ‘গোড়ামি’ বলিয়া মনে হয়, তবে আমরা সেইরূপ পুরুষের
 হুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহার চরণযুগ ধরিয়া সবিনয়ে নিবেদন করি
 যে, তিনি কৃপাপূৰ্ণক ধৈর্য্যধারণপূৰ্ণক এই শ্রীগোড়ীয়ার কথাই পুনঃ পুনঃ
 শ্রবণ করিতে থাকুন। ইহা নিরন্তর শ্রবণ করিতে করিতে হৃদয়গ্রস্থি হিন্ন
 ও সৰ্বসংশয় বিদূরিত হইবে, তখন শ্রোতবাণী বা সত্যকথা আর অপ্রীতিকর
 মনে হইবে না; যেমন পিত্তরোগীর খমুে মিশ্রি তিক্তবোধ হইলেও তাহার
 পক্ষে মিশ্রিট ঔষধরূপে ব্যবস্থিত। পিত্তাপগমে মিশ্রি স্বাভাবিক মিষ্টত্ব
 উপলব্ধি হইবে।

“শ্রীগোড়ীয়া-পত্রিকা” ব্যক্তিগত সাধক-জীবনে কতদূর উপযোগী, তাহা
 নিছপট-মল্লকামী-মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। অপরে বুঝুন আর নাই
 বুঝুন, গোড়ীয়ার নগ্ন, ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র অযোগ্য সেবকাভাস-স্বত্রে ব্যক্তিগত
 জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ইহা আমাকে গভীর অমেধ্য-গর্ভের কোন পুতি-
 গন্ধময় স্থান হইতে কেশাকর্ষণ করিয়া গোড়ীয়ার চরণপ্রান্তে দাঁড়াইবার
 আশাবন্ধ প্রদান করিয়াছেন।

যদি পাঁচ মিশালে ধর্ম্মমত বা জগতের বিভিন্ন মনোধর্ম্মীর যাবতীয়
 সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া যায় এবং সকলই সমান, সকলই এক ভগবানকেই
 লক্ষ্য করে—এইরূপ বলিয়া গোঁজামিল দেওয়া যায় হয়তো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের
 লোকের নিকট সুখ্যাতি-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু
 উহাতে স্বরূপ-রূপের সন্তুষ্টি হইবে কি? তুলাদণ্ডের একদিকে সর্বজন-
 প্রিয়তা আর একদিকে মহাপ্রভু-প্রিয়তা রক্ষা করিলে কোন্টি গুরুতর হইবে?
 এবং কোন্টির মূল্যই বা গুরুতর হইবে? আমাদের মনে হয়, জগতের
 সকল মনোধর্ম্ম লোকেরও যদি অপ্রীতিকর হইতে হয়, তাহাও ভাল।
 তথাপি গৌর ও গৌরজনের যাহাতে অপ্রীতি হয়, সেইরূপ মত বা চিন্তাস্রোত
 মুহূর্তের জন্যও যেন আমাদের স্বদেশে অধিকার না করে। ইহাও একটি
 বর্ষশেষে নিবেদন।

অনেক সময় সিদ্ধান্ত-বিরোধ বা ছুঁমতাদি বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়া
 দিলে তত্ত্বমতবাদী বা তন্মত-সমর্থনকারি ব্যক্তিগণ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া
 পড়েন; তাহাদের চরণেও সকাতির নিবেদন যে, তাহারা ই যখন অমানী-মানদ
 তৃণাদপি সুনীচতা-প্রতিপাত্ত উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব, স্তবরাং গুণহীন আমি তাহাদের
 ক্ষমাই। আমাদিগকে শ্রোতবাণী কৌতূহল করিবার অবসর প্রদান করিয়া

যদি তাঁহারা তাঁহাদিগের বৈষ্ণব-স্বভাবসুলভ সহিষ্ণুতাগুণের পরিচয় প্রদান করেন এবং মিষ্ট কথা ও লোক-রঞ্জন অনভ্যস্ত আমাদিগের কর্কণ আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহাদের নিজগুণে তন্মধ্য হইতে কোমল বিষয় আহরণ করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদেরও সেবার অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারি।

শ্রীপত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক প্রভৃতি গণের প্রতিও নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের বহুমূল্য সময়ের কিয়দংশও যদি তাঁহাদের দীন ভ্রাতৃবৃন্দের দুই একটি কর্কণ কথা শুনিবার জন্য প্রদান করেন এবং তাঁহাদের সর্বস্বের একাংশদ্বারা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার যে কোন প্রকার সেবা করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের সেবার অধিকার পাইতে পারি। তাঁহারা আমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ ও আমাদের মঙ্গল কামনা করেন জানি, কারণ যদি তাহা না করিবেন, তবে আমাদের গ্রাম ব্যক্তির কর্কণ কথা—যে কথায় কোন প্রকার আপাত-মধুরতা নাই,—কোন প্রকার গল্পলহরী বা উদ্ভট মস্তিকের উর্ধ্ব কল্পনাশক্তির পরিচয় নাই,—উপভ্রাম, নবগ্রাসের গ্রাম পত্রে পত্রে কোতুহ-লোদীপক চিত্র নাই,—ইতর বার্তাবাহের গ্রাম দেহমনের প্রয়োজন-সাধক উপদেশ-সন্দেশ নাই, সেই সকল কর্কণ, অপ্রিয় সত্য কথাও ক্রমান্বয়ে শ্রবণ করিতেছেন কেন? আমরা তাঁহাদের ধর্ম্যের প্রশংসা করি এবং তাঁহাদিগকে শ্রীমন্ন্যূতাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকেন্দ্র হইয়াও দীক্ষিত দীক্ষিত দেখিয়া হৃদয়ে বিপুল আশা লইয়া আগামী বৎসরে আরও অধিকতর উৎসাহের সহতি যাহাতে তাঁহাদের সেবা করিতে পারি তজ্জন্ত তাঁহাদের চরণে বর্ষশেষে এই নিবেদন জানাইতেছি।

সর্বশেষে শ্রীপত্রিকার সদাশয় সুধীগ্রাহকগণের নিকট করযোড়ে কাকুভাবে ভিক্ষা চাহিতেছি যে, আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া—সকল অভিমান পরিত্যাগ করত তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে আত্মসমর্পণ করিবার আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে উৎসাহিত করুন—ইহাই নিবেদন।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োনিপত্য কৃতা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদগৌরাজ্জচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম ॥

—প্রকাশক

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয় প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৭'০০ টাকা, বাৎসরিক ৩'৭৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রম দিতে হইবে। ভি. পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। যেকোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা, লইতে হইলে প্রকাশকের সচিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক নামের উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।
- ৫। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন। নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।
- ৬। শ্রীমন্নহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। দীর্ঘমূলে আক্রমণ-স্বচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-আলোচনা সর্বদা আদরণীয়া।
- ৭। কোনও বিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে 'কার্য্যাদ্যক্ষ' অথবা 'প্রকাশক', শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়, তেঘড়িপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) - ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত তুঙ্গভক্তি-গ্রন্থাবলী

- ১। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য পীঠকম্) - ১২'০০। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (চিন্তী) - বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাঃ, ৩। শ্রীগৌড়ীয় গীতগোবিন্দ (পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ) - ৩'০০ টাঃ, ৪। সাংখ্য-বালী - ২০ পঃ, ৫। মায়াবাদের ভৌতবাদী দৃষ্টান্ত-বিজয় - ৩'০০ টাঃ। ৬। Shri Chaitanya Mahaprabhu - 100। ৭। প্রেম-প্রদীপ - ২'০০ টাঃ, ৮। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী - ২'০০ টাঃ, ৯। শরণাগতি (যামুন-ভাবাবলীমত) - ৭৫ পঃ, ১০। শ্রীনন্দদীপ ভাবতরঙ্গ - ৫০ পঃ, ১১। তৈজসধর্ম্ম (বাংলা, যন্ত্রস্থ) - ১২'০০ টাঃ, ১২। ই (চিন্তী-সংস্করণ) - ১০'০০, ১৩। শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর শিক্ষা - ২'০ টাঃ, ১৪। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ - ১'০০ টাঃ, ১৫। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিভ্রম - ১'৫০ টাঃ, ১৬। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড) - ২'০০, ১৭। বিজ্ঞানগ্রাম ও সম্মানী (প্রাচীন-কাব্য) - ১'২৫ টাঃ, ১৮। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা - ২'৫০ টাঃ, ১৯। শ্রীদামোদরচন্দ্রকম্ - ১'০০ টাঃ, ২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য - ১'০০ টাঃ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

তৃদভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

- ১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চোমাথা, চুঁচড়া পোঃ, (হুগলী)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিহামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত্র ত্রিবিজ্ঞান মহারাজ।
- ৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, পোঃ মথুরা, (মথুরা), টাউ. পি.
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিহামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত্র নারায়ণ মহারাজ।
- ৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গোরবাডমাতি (পুরী), উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীবংশীবদনানন্দদাস বাবাজী মহারাজ।
- ৫। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিহামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত্র বৈষ্ণব মহারাজ।
- ৬। শ্রীপিঙ্কলী গৌড়ীয় মঠ—পিঙ্কলী, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ব্রহ্মবাসী।
- ৭। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমুবলীমোহন ব্রহ্মচারী।
- ৮। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩২, বাসগাড়া লেন, (কলিকাতা-৩)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়্যার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।
- ৯। শ্রীকেশব.গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, (দার্জিলিং)
রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।
- ১০। শ্রীযাবট গৌড়ীয় আশ্রম—জাপট মহলা, কালনা পোঃ, (বর্ধমান)
রক্ষক—শ্রীপুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ।
- ১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র.কোরণ্ট, বান্দিয়াচাঁট পোঃ, (বালেশ্বর)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিহামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত্র চরিত্রজন মহারাজ।
- ১২। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—দানুর্গাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.।
- ১৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিহামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত্র উর্দ্ধমহী মহারাজ।
- ১৪। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিহামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত্র সন্ন্যাসী মহারাজ।
- ১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেহাড়াপাড়া রোড, নবদ্বীপ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীবাসুদেবদাস ব্রহ্মবাসী।